ত্রিপিটকের সূত্রপিটকান্তর্গত খুদ্দকনিকায়ের প্রথম গ্রন্থ

খুদ্দকপাঠো

(বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন)

ভদন্ত মেত্তাবংশ ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

ত্রিপিটকের সূত্রপিটকান্তর্গত খুদ্দকনিকায়ের প্রথম গ্রন্থ

খুদ্দকপাঠো

(বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন)

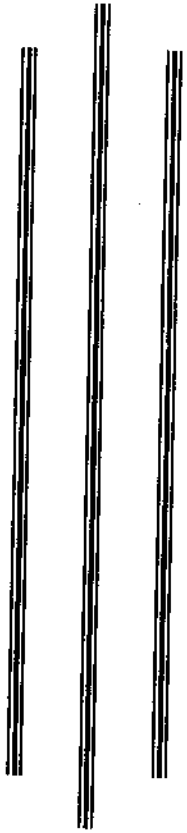

ভদন্ত মেত্তাবংশ ভিক্ষু

রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রথম প্রকাশ ঃ– ৩১শে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা, ২৫৪৭ বুদ্ধাব্দ,
১৪১০ বঙ্গাব্দ, ১৪ই জুন,
২০০৩ খৃষ্টাব্দ, রোজ শনিবার।

২য় প্রকাশ ঃ– ২৫৫১ বুদ্ধবর্ষের ৮ই জানুয়ারী,
২০০৮ খৃষ্টাব্দ, রোজ মঙ্গালবার।

প্রকাশনায় ঃ– বাংলাদেশী, নিউইয়র্ক প্রবাসী
উপাসক–উপাসিকাবৃন্দ।

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ– শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ যুক্তিবাদ ভিক্ষু
শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ আর্য বোধি ভিক্ষু
শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ কল্যাণ মিত্র ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

সহযোগিতায় ঃ– শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সৌরজগত স্থবির
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

প্রুফ্ সংশোধনে ঃ– শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির
শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বিধুর ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঃ– রিগ্যান বড়ুয়া (হৃদয়)
পাঁচরিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
কামনাশীষ বড়ুয়া (বাপ্পু)
পিঞ্জালা, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

স্বত্ত্বাধিকারী ঃ– গ্রন্থকার।

মুদ্রণে ঃ– **এ্যাড্ পয়েন্ট,** ৪০ মোমিন রোড, কদম মোবারক মার্কেট,
চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ০১৮১৯–৫৩৬৯২৭,০১৮১৩–১৭৫৯৮১

Visit: http://www.buddhistdownload.com

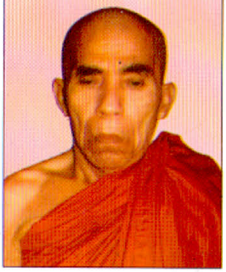

উৎসর্গ–পত্র

আমার পরমারাধ্য পারমার্থিক গুরু–উপাধ্যায়, বুদ্ধ শাসনের
কৃতী ধ্বজাধারী, সর্বজনপূজ্য, মহান আর্যপুরুষ, শ্রাবক–
বুদ্ধ, **পরম শ্রদ্ধেয় ভদন্ত সাধনানন্দ মহাস্থবির**
(বনভন্তে) ও মদীয় দীক্ষা গুরু, বহু গ্রন্থ
প্রণেতা, সর্বজন নন্দিত, পণ্ডিত প্রবর
শ্রদ্ধেয় ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির
মহোদয়ের শ্রীকরকমলে এ
গ্রন্থটি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার্ঘ
স্বরূপ পূজা ও
উৎসর্গ
করছি।

এই পূজা ও উৎসর্গ জনিত পুণ্য–সম্পদ সকল প্রাণীর
হিত–সুখার্থে পুলকিত অন্তরে বিতরণ করছি।
তদানুমোদনে সমস্ত জীব–জগত শান্তি
সলিলে অবগাহন করে পরিতৃপ্ত
হোক, আমাদের সর্ব–আসব
ক্ষয়ে অমৃত–নির্ঝর পরম
সুখময় নির্বাণ লাভের
হেতু হোক, ইহাই
আমার আন্তরিক
কামনা।

ভদন্ত মেত্তাবংশ ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রকাশকের উৎসর্গ–পত্র

আমাদের প্রয়াত জ্ঞাতীগণের নির্বাণ শান্তি কামনায় ও অসুস্থ ব্যক্তিগণের আরোগ্য লাভের জন্য এবং একত্রিশ লোকভূমির সকল সত্ত্বগণের হিত–সুখ মঙ্গলার্থে পরমপূজ্য শ্রাবক–বুদ্ধ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয়ের ৮৯–তম জন্ম জয়ন্তীতে সঙ্ঘদান, অষ্টপরিস্কার দান ও মহান পবিত্র ত্রিপিটকের সূত্রপিটকান্তর্গত খুদ্দকনিকায়ের প্রথম গ্রন্থ "খুদ্দকপাঠো" গ্রন্থটি পুনঃমুদ্রণ করে সর্বজনপূজ্য আর্যশ্রাবক অর্হৎ শ্রদ্ধেয় ভদন্ত সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয়ের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছি।

এই উৎসর্গ জনিত পুণ্য কর্মের প্রভাবে আমাদের দুঃখে জ্ঞান, দুঃখ সমুদয়ে জ্ঞান, দুঃখ নিরোধে জ্ঞান ও দুঃখ নিরোধের উপায় সম্পর্কে জ্ঞান উৎপন্ন হোক। এবং আমাদের সকলের সর্বাসব ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে নির্বাণ লাভের হেতু উৎপন্ন হোক এই প্রার্থনা করছি।

শ্রদ্ধাবনতঃ

নিউইয়র্ক প্রবাসী, বাংলাদেশী বৌদ্ধরা।

ডাঃ মনোজ বড়ুয়া, মিলন বড়ুয়া, শাওন বড়ুয়া, বিদ্যারাণী বড়ুয়া, প্রান্তিক বড়ুয়া, সুজয় বড়ুয়া, শিল্পী বড়ুয়া, অমিত বড়ুয়া, উত্তম বড়ুয়া, পুলক বড়ুয়া, নয়ন বড়ুয়া, শিম্পু বড়ুয়া, বিশ্বান্তর বড়ুয়া (দিলীপ), সুরিৎ বড়ুয়া, ঝিনু বড়ুয়া, রাখাল বড়ুয়া, সুধীর বড়ুয়া (দিলীপ), ঊর্মি বড়ুয়া, রণধীর বড়ুয়া (বাপ্পী), প্রণব বড়ুয়া, প্রণমেশ বড়ুয়া, টিটু বড়ুয়া, মুকুল বড়ুয়া, পাপড়ী বড়ুয়া, সমরঞ্জন সিংহ, সাধন বড়ুয়া, সূর্য্য বড়ুয়া, সুমীর বড়ুয়া, শিমলা বড়ুয়া, অঞ্জন বড়ুয়া, দৃপ্তিভোষণ বড়ুয়া (দৃপ্তভুষণ), কাকলী বড়ুয়া, প্রবাল বড়ুয়া, শিখা বড়ুয়া, নুপুর বড়ুয়া, সলীল চৌধুরী, অজিত বড়ুয়া, সৈকত বড়ুয়া, অমল বড়ুয়া, প্রিয়শান্ত বড়ুয়া, সজল বড়ুয়া, প্রবীর বড়ুয়া, প্রিয়রঞ্জন বড়ুয়া, দেবপ্রিয় বড়ুয়া, সমীরণ বড়ুয়া (শিল্পী), সুলভ বড়ুয়া ও ছোটন বড়ুয়া।

সহযোগিতায়–

রিগ্যান বড়ুয়া (হৃদয়)
পাঁচরিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

কামনাশীষ বড়ুয়া (বাপ্পু)
পিঞ্জলা, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মহান আর্যপুরুষ পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তের আশীর্বাণী

মহৎ জীবন লাভ করিতে হইলে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন অবশ্যই গঠন করিতে হইবে। সুনির্দিষ্ট নিয়ম নীতি অনুশীলনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জাগ্রত না করিলে সেই শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন লাভ করা অসম্ভব। "খুদ্দকপাঠো" নামক পিটকীয় গ্রন্থটিতে উল্লেখিত শরণ–শীল সেই মহৎ জীবন গঠনের প্রথম ধাপ; আর দ্বাত্তিংসাকারো ভাবনায় সাফল্য সেই মহৎ জীবনে পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠা। "খুদ্দকপাঠো" গ্রন্থের তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত 'কুমার পঞ্হা'র বিষয়বস্তু বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনের স্বরূপ অনুধাবনের মূল সূত্র। আর চতুর্থ পর্যায়ে বৌদ্ধদের ভিক্ষু–গৃহী জীবনে প্রতিপালনীয় মাঙ্গালিক বৌদ্ধ উপদেশ রহিয়াছে সূত্রগুলির মধ্যে। এই সকল কারণে "খুদ্দকপাঠো" অতি মূল্যবান ধর্মগ্রন্থ। ইহার যতবেশী পঠন–পাঠন এবং অনুশীলন হইবে মানব সমাজের ততবেশী মঙ্গল সাধিত হইবে। তজ্জন্য এই গ্রন্থটি বহুল প্রচার কামনা করিতেছি।

আমার শিষ্য মেত্তাবংশ ভিক্ষু বুদ্ধবাণীর এই গ্রন্থটির প্রত্যেকটি বিষয়কে সর্বসাধারণের নিকট বোধগম্য করিবার জন্য বিশদব্যাখ্যা সহকারে বর্তমানে উপস্থিত করিতে সবিশেষ যত্নবান হইয়াছে দেখিয়া আমি খুবই সন্তুষ্ট হইলাম। তাহার এই সৎ প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই এবং তাহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তথা নির্বাণ সুখ কামনা করি।

ইতি–

সাধনানন্দ মহাস্থবির

২০শে এপ্রিল, ২০০৩ ইংরেজী,
২৫৪৬ বুদ্ধবর্ষ, রোজ রবিবার।

[শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)]
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম এ তিনটি বিষয় নিয়ে ত্রিপিটক। সূত্রপিটক হচ্ছে সর্ব সাধারণের জন্য হিতকর মঙ্গলজনক উপদেশাবলী। বিনয়পিটক হচ্ছে বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের আচার-আচরণ সম্পর্কিত বিধি-বিধানের সমষ্টি। অভিধর্ম হচ্ছে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বের বিভাজন ও বিশ্লেষণ। সূত্রপিটককে পঞ্চ নিকায়ে বিভাগ করা হয়েছে; যেমন- দীর্ঘ-নিকায়, মধ্যম-নিকায়, সংযুক্ত-নিকায়, অঙ্গুত্তর-নিকায় ও খুদ্দক-নিকায়। এই পঞ্চনিকায়ের মধ্যে খুদ্দক-নিকায় বিভিন্ন উপদেশাবলী সম্বলিত ১৬টি গ্রন্থ নিয়ে সঙ্কলিত। যথা- খুদ্দকপাঠো, ধম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সুত্তনিপাত, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থেরগাথা, থেরীগাথা, জাতক, মহানিদ্দেস, চুল্লনিদ্দেস, পটিসম্ভিদামগ্গো, অপদান, বুদ্ধবংস, চরিয়া পিটক। খুদ্দক-নিকায়ের গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'খুদ্দকপাঠো'ই প্রথম গ্রন্থ। বর্তমান খুদ্দকপাঠো গ্রন্থটি বৌদ্ধধর্ম-দর্শনের প্রতি অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গের এবং সর্বসাধারণের হিত-সুখার্থে বিশদব্যাখ্যা সহকারে ২০০৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটি বিশদব্যাখ্যা সহকারে প্রকাশিত হওয়ায় এটি সার্বজনীনভাবে বিদ্বৎ সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। ইহাও উল্লেখ্য যে, কিছু দিনের মধ্যে এ গ্রন্থের প্রথম প্রকাশনা নিঃশেষ হয়ে যায়। সদ্ধর্ম অন্বেষণকারী সুধী মহলের বিশেষ আকাঙ্খা দেখে অত্র গ্রন্থটি পুনঃ প্রকাশের আগ্রহান্বিত হই। কিন্তু এরই মাঝে আরো অন্যান্য পুস্তক লেখনিতে ও প্রকাশনার কাজে হাত দেওয়ায় অত্র গ্রন্থটি প্রকাশনা করার সময়-সুযোগ হয়ে উঠেনি। তবে, এবার তা আমার পারমার্থিক লোকোত্তর গুরু, সর্বজনপূজ্য শ্রাবক-বুদ্ধ পরম শ্রদ্ধেয় ভদন্ত সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয়ের ৮৯-তম জন্ম-জয়ন্তীতে বহু দিনে পোষিত শুভ আশাতরু ফলে-পুষ্পে সুশোভিত হলো।

"ধর্মদান সকল দানকে জয় করে" তথাগত ভগবান বুদ্ধের এই অমোঘ অমৃতময়ী ধর্মবাণীর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাশীল বেশ কয়েকজন বাংলাদেশী নিউইয়র্ক প্রবাসী ব্যক্তিবৃন্দের আর্থিক সহযোগিতায় খুদ্দকপাঠো গ্রন্থের বর্তমান দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। এ বিষয়ে যোগাযোগাদির মাধ্যমে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাদেরকে সহযোগিতা করেছেন চট্টগ্রামের 'পটিয়া, পাঁচরিয়া' গ্রাম নিবাসী রিগ্যান বড়ুয়া (হৃদয়) এবং চট্টগ্রামের 'পটিয়া, পিঞ্জালা' গ্রাম নিবাসী কামনাশীষ বড়ুয়া (বাপ্পু)। আমি প্রকাশকবৃন্দের ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের চারি আর্যসত্য জ্ঞান, প্রতীত্য–সমুৎপাদ নীতি জ্ঞান এবং পরম সুখময় নির্বাণ শান্তি লাভ হোক এই কামনা করছি।

ধর্ম–গ্রন্থ মাত্রেরই গল্প, নাটক–উপন্যাসের মতো একবার মাত্র পাঠ করে সারার্থ উপলব্দি করা যায় না এবং অনেকের পক্ষে তা রুচিকরও নয়। তদুপরি জ্ঞানপ্রধান বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে হৃদয়ঙ্গম করা জ্ঞানীদের পক্ষেও বহু ক্ষেত্রে দুঃসাধ্য, অপরের কথাই বা কি? অতএব এই ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে অমৃতরূপ ধর্মরস পানেচ্ছুকগণ বিপুল শ্রদ্ধা ও গভীর একাগ্রতার সাথেই পাঠ করুন এবং প্রয়োজন হলে একই পরিচ্ছেদ পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করুন। পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করে যখন অর্থ হৃদয়ঙ্গম হবে তখন ধর্মরস যে কি সুস্বাদু, কি অমৃতমধুর মিষ্ট তা নিজেই উপলব্দি করতে পারবেন। তাই বলা হয়েছে;–

"ধম্মরসো সব্বরসং জিনাতি" অর্থাৎ ধর্মরস সকল রসকে জয় করে।

সুবিস্তৃত সুগভীর মহাসমুদ্রের জল যে স্থান থেকেই সংগৃহীত করে আস্বাদিত করা হোক না কেন তাতে একমাত্র লোনা রসই অনুভূত হবে–তার অন্যথা নয়। তেমনি সুবিস্তৃত সুগভীর বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ–দর্শনের অর্থাৎ ত্রিপিটক শাস্ত্রের যে স্থান থেকে রস গ্রহণ করা হোক না কেন, তা একমাত্র বিমুক্তি রসেই ভরপুর। তথাগত সম্যক্‌সম্বুদ্ধের অমৃতময়ী ধর্মবাণী সম্বলিত ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করে পাঠক–পাঠিকাগণ আনন্দিত ও রসাভিষিক্ত হোন, মুক্তিমশালের দিগন্ত উদ্ভাসিত প্রভায় নিজে প্রভান্বিত হয়ে অপরকেও প্রভাদানে সমর্থ হোন।

"জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক"

ইতি–

২৫৫১ বুদ্ধবর্ষের ৮ই জানুয়ারি,
রোজ মঙ্গালবার, ২০০৮ খৃষ্টাব্দ।

শ্রীমৎ মেত্তাবংশ ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভূমিকা

আয়ুষ্মান্ মেত্তাবংশ ভিক্ষু প্রব্রজিত জীবনে বলতে গেলে এখনো নবাগত পর্বের আওতাভুক্ত। ২০০০ খৃষ্টাব্দে রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারে সে প্রব্রজ্যা ও পরবর্তীতে উপসম্পদা গ্রহণ করে। কিন্তু, রক্তের উত্তরাধিকার এবং পরিবেশের প্রভাব কোন একটি জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করে ভিক্ষু মেত্তাবংশের প্রব্রজিত জীবনের প্রথম রচনা অত্র "খুদ্দকপাঠো" গ্রন্থটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। চট্টগ্রামের রাউজান থানার আবুরখীল শিক্ষায়–সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ একটি সুপ্রাচীন বৌদ্ধ জনপদ। 'মগদাই' নামক খননকৃত একটি খালের হালদা নদীর সংগম স্থলে অবস্থিত এই জনপদ। বর্তমান বড়ুয়া নামে পরিচিত জনগোষ্ঠী এককালে 'মগ' নামেই প্রসিদ্ধ ছিল। ভারতের বিহার, উড়িষ্যা ও উত্তর প্রদেশ এই তিন রাজ্য নিয়েই ছিল খৃষ্টপূর্ব ছয়শতকের মগধ অঞ্চল। মগধীয় ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও দর্শন ছিল ভারতীয় সভ্যতার প্রাণ এবং সমগ্র এশিয়া মহাদেশের আলো। ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব ও তিরোধান মগধ অঞ্চলেই। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংঘাতের শিকার হয়ে সেই জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত লোকের একটি বিশাল অংশের বসতি গড়ে উঠে মায়ানমার ইরাবতী নদী ও ফেনী নদী এদু'য়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। তারা মারমা, চাক্‌মা ও বড়ুয়া এই তিন বংশগতির ধারক। এককালে তাদের ভাষা 'মাগধী' প্রাকৃত হলেও কালের বিবর্তনে মারমা ভাষা মঙ্গোলীয় বর্মীভাষা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে বিশেষ ভাবে। কিন্তু চাক্‌মা ও বড়ুয়াদের মুখের ভাষা রয়ে গেছে নিকট সান্নিধ্যে। প্রাচীন মগধ অঞ্চলের এই তিন জনগোষ্ঠীর এককালের উপাস্য গণদেবী ছিলেন 'মা–মগধেশ্বরী'। হারানো মাতৃভূমির জন্য হৃদয়ের শোক–তাপ নিবারণের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপায় স্বরূপ কল্পিত এই দেবীর পূজার বিশেষ সমাদর ছিল এককালে বড়ুয়া, চাক্‌মা ও মারমা সমাজে। বর্তমান হিন্দু সমাজের যেই অংশটি এই মগধেশ্বরীর পূজাকে এখনো সমাদরে ধরে রেখেছেন। তাঁরা এককালে ছিল আমাদেরই ঘরের মানুষ। ব্রাহ্মণদের প্রভাবে তারা হিন্দু সম্প্রদায় ভুক্ত হয়ে আছেন। চট্টগ্রামের রাউজান থানার বুকে অবস্থিত 'মগদাইর–খাল' মগধাগত সেই জনগণ দ্বারা খননকৃত জলনিষ্কাশন উদ্যোগের ফসল। চার পাঁচ মাইল ব্যাপী প্রলম্বিত এই খালের উভয়কূলে এখনো সমৃদ্ধ বৌদ্ধ জনপদগুলো অতীতের প্রাণবন্ত সাক্ষী হয়ে বিরাজিত। তন্মধ্যে শিক্ষায়–সংস্কৃতিতে অগ্রগণ্য আবুরখীল বৌদ্ধ জনপদের প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব 'ধর্মরাজ পণ্ডিত'। 'হস্তসার' নামক বাংলায় রচিত প্রথম বৌদ্ধ ধর্ম পরিচিতি মূলক গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন তিনি। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সমাদৃত এই গ্রন্থটিই এ অঞ্চলের বৌদ্ধদের ঘরে ঘরে ক্রমে স্থান করে নিয়ে ছিল রামায়ন, মহাভারত পুঁথির পরিবর্তে। এ যেন নির্বাসিত জ্ঞাতীর প্রত্যাবর্তন। আয়ুষ্মান্ মেত্তাবংশ ভিক্ষুর জন্ম পণ্ডিত ধর্মরাজের বংশে। সেই রক্তের লেখনী অনুরাগ তার মধ্যে প্রবল, যা রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারে বৌদ্ধ সাহিত্য চর্চার অনুকূল পরিবেশে প্রস্ফুটিত হলো 'খুদ্দকপাঠো' গ্রন্থটি সংকলনের মাধ্যমে।

"খুদ্দকপাঠো" গ্রন্থটি বিশাল ত্রিপিটক শাস্ত্রের সূত্রপিটক খণ্ডের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের প্রথম গ্রন্থ। পাঁচটি নিকায় খন্ডনিয়েই সূত্রপিটক সমৃদ্ধ। সে গুলো হচ্ছে– দীঘনিকায়, মজ্ঝিম নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় এবং খুদ্দক নিকায়। এই খুদ্দক নিকায় আবার ১৬টি ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রন্থের সমষ্টি। যথা– খুদ্দকপাঠো, ধম্মপদং, উদানং, ইতিবুত্থকং, সুত্তনিপাতো, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থেরোগাথা, থেরীগাথা, জাতকং, চূলনিদ্দেসো, মহানিদ্দেসো, পটিসম্ভিদামগ্গো, অপাদানং, বুদ্ধবংসো ও চরিয়াপিটকং।

বাংলাদেশের মাটিতে ইতিপূর্বে এই "খুদ্দকপাঠো" গ্রন্থটির দুইটি প্রকাশনা আমার হাতে এসেছে। তন্মধ্যে চট্টগ্রামের বাঁশখালী থানার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জলদী গ্রামজাত কাসেম আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের পালি শিক্ষক প্রয়াত নীলাম্বর বড়ুয়া অনূদিত "খুদ্দকপাঠো" এবং রাউজান গ্রামজাত বিশিষ্ট শৈল্য চিকিৎসক ডাঃ সীতাংশু বিকাশ বড়ুয়া সংকলিত, শাসনসেবক সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত "খুদ্দকপাঠ"। প্রকাশনা দ্বয়ের উদ্যোগের দৃষ্টি ভঙ্গি ও উদ্দেশ্য লক্ষ্যে যথেষ্ট ভিন্নতা ছিল। প্রথমটি উদ্দেশ্য ছিল আদ্য-মধ্য পরীক্ষার্থীগণের সিলেবাসের অভাব পূরণ; দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য ছিল পালি নির্ভুল উচ্চারণে বিধি-নিয়ম প্রকাশন। আয়ুষ্মান্ মেত্তাবংশ ভিক্ষু কর্তৃক সংকলিত বর্তমান "খুদ্দকপাঠো" প্রকাশনাও এর ব্যতিক্রম নহে। এই সংকলনে বিশাল ও বিশদ ব্যাখ্যা ব্যাপকতার প্রতি লক্ষ্য করলে সহজেই অনুমেয় যে, যেই অর্থে "খুদ্দকপাঠো" গ্রন্থটিকে সমগ্র ত্রিপিটকের সার সংক্ষেপ বলা হয়, তার প্রকৃত স্বরূপটি অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সামনে তুলে ধরা।

"খুদ্দকপাঠো" গ্রন্থটির বিষয়বস্তু বিন্যাসে যেই আনুক্রমিকতা পরিলক্ষিত হয়, তাতে বুদ্ধের ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার একটি ঐতিহাসিক রূপরেখা বিধৃত। যেমন, বুদ্ধত্ব লাভের পরে তথাগতকে সর্বপ্রথম নিয়ম প্রবর্তন করতে হয়েছিল শরণ গমণের দ্বারা তপস্সু-ভলিক নামক বণিক দ্বয়ের কাছে। তবে বুদ্ধ শাসনের মূলস্তম্ভের ভিত্ পত্তন হয় প্রব্রজ্যা গ্রহণের মাধ্যমে। সেই প্রব্রজ্যার প্রথম স্তর হলো শ্রামণের প্রব্রজ্যা। "খুদ্দকপাঠো" গ্রন্থের জন্ম সূচনা 'কুমার সোপাক'কে নিয়ে। সপ্তম বর্ষীয় এই বালককে মহাকারুণিক বুদ্ধ মৃত্যুমুখে পতিত আমক্ শ্মশান হতে উদ্ধার করে দিয়েছিলেন শ্রামণের প্রব্রজ্যা। মূলতঃ সেই প্রব্রজ্যা বিধি বিধান সমূহের বিষয় বস্তু খুদ্দকপাঠে প্রথমাংশের উপজীব্য। বিনয় মহাবর্গ গ্রন্থে এই প্রব্রজ্যা বিধিকে বহুবিধ পরিবর্তনের মাধ্যমে অগ্রসর হয়ে বর্তমান পূর্ণাঙ্গতা লাভ করতে দেখা যায়। খুদ্দকপাঠে সন্নিবেশিত প্রব্রজ্যা বিধির বিষয়বস্তু সমূহে সেই পূর্ণাঙ্গতার ছাপ বিদ্যমান। তবে, বৌদ্ধ জগতে বর্তমান কালের থেরোবাদী প্রব্রজ্যা বিধিতে যেই আনুক্রমিকতা লক্ষ্যনীয় তা খুদ্দকপাঠের বিষয়ানুক্রমিকতায় নেই।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এখানে প্রথমে আছে ত্রিশরণ, অতঃপর দশশীল, তারপরে অশুভ কর্মস্থান ভাবনা দ্বাত্তিংসাকারো। থেরোবাদী প্রব্রজ্যা বিধিতে আছে দ্বাত্তিংসাকারো, তারপরে ত্রিশরণ, সর্বশেষ দশ-শীল। থেরোবাদী এই ক্রমটি কিন্তু ভাবগত তাৎপর্যের বিচারে যুক্তি সম্মত নহে। খুদ্দকপাঠে আনুক্রমিকতায় সেই ভাবগত সুষমতা বিদ্যমান। কারণ একজন প্রব্রজ্যা প্রার্থীকে সর্ব প্রথম শরণ ও শীল শিক্ষাপদে প্রতিষ্ঠিত করে বুদ্ধ শাসনের অন্তর্ভূক্ত করার পরেই তাকে প্রদান করা বিধেয় হয় আত্ম-মুক্তির নির্দেশিকা নামক ধ্যান কর্মস্থান শিক্ষা। 'বিনয়স্‌স নাম সাসনস্‌স আয়ু' বিনয় সংবিধানই বুদ্ধের ধর্মরাজ্যের প্রাণরক্ষক। তাই বিনয়-বিধানের স্থান ও অধিকার অগ্রে। কারণ বিনয় সকলের সম্পদ, আর বিদ্যা বিমুক্তি নির্বাণ একান্তই ব্যক্তিগত সম্পদ। যাঁর যাঁর মুক্তি তাঁর তাঁর নিকটে সীমাবদ্ধ কারো অর্হত্ব দ্বিতীয় কোন জনকে হস্তান্তর করা বা অংশীদারিত্ব দেয়া সম্ভব নহে।

"খুদ্দকপাঠো" গ্রন্থের এক বিশেষ অংশ জুড়ে আছে 'কুমারো পঞ্‌হা' অধ্যায়টি। 'এক নাম কিং'– এক বলতে কি বুঝায়, 'দ্বে নাম কিং'– দুই বলতে কি বুঝায়; এভাবে দশ সংখ্যা পর্যন্ত ঠিক এভাবেই প্রশ্ন করা হয়েছে সাতবছর বয়স্ক অথচ অর্হত্ব প্রাপ্ত কুমার শ্রামণ সোপাককে। বুদ্ধ তথাগত জনসমক্ষে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন এই স্বল্প বয়স্ক শ্রামণের জ্ঞানের গভীরতা। তাই তিনি প্রতীকী প্রশ্নের বিধি অবলম্বন করলেন সংখ্যার দ্বারা। অর্হত্বের জ্ঞান-গাম্ভীর্য ও তীক্ষ্ণমেধা সমৃদ্ধ কুমার শ্রামণ এই প্রতীকী প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বুদ্ধের সমগ্র জ্ঞান সাগরকে পূরো মন্থন করে অমৃত উৎপত্তি তুল্য যা প্রকাশ করলেন তাকে বলা যায় শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা। যেমনটি করেছিলেন মহাচার্য ভদন্ত বুদ্ধ ঘোষ। 'সীলেপতিট্‌ঠা নরো চ পঞ্‌ঞো, চিত্তং পঞ্‌ঞঞ্চ ভাবযং.........' এই একটি মাত্র গাথার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে রচনা করে ছিলেন 'বিশুদ্ধিমগ্গো' নামক মহাভাষ্য গ্রন্থটি। 'কুমার পঞ্‌হা' নামে দশটি প্রশ্নোত্তরের ধরণ নিম্নরূপ– এক বলতে কি? সকল প্রাণী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

একমাত্র আহারে জীবন ধারণকারী। দুই বলতে কি? নাম এবং রূপ। তিন বলতে কি? তিন প্রকার বেদনা। চার বলতে কি? চারি আর্যসত্য। পাঁচ বলতে কি? পঞ্চ উপদান স্কন্ধ। ছয় বলতে কি? ষড়ায়তন । সাত বলতে কি? সপ্তবোধ্যঙ্গ। আট বলতে কি? আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। নয় বলতে কি? নয়টি সত্ত্বাবাস। দশ বলতে কি? দশাঙ্গ সমন্বিত অর্হত্বজ্ঞান ইত্যাদি। বৌদ্ধ শাস্ত্রীয় সাহিত্যে এধরণের প্রতীকী প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির অনুসরণ বেশব্যাপক, বেশ চমকপ্রদ এবং আকর্ষণীয়ও বটে।

গ্রন্থটির পঞ্চম অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে থেরোবাদ সূত্রপিটকের বিশাল সংগ্রহ হতে মাত্র পাঁচটি সূত্র। যথা– মঙ্গাল সূত্র, রতন সূত্র, তিরোকুড্ড সূত্র, নিধিকুণ্ড সূত্র এবং করণীয় মৈত্রী সূত্র। কেন এমনটি হল? ইহা সত্যই কৌতুহল উদ্দীপক প্রশ্ন। খুদ্দক নিকায়ের খুদ্দকপাঠে সন্নিবেশিত এই পাঁচটি সূত্রের অর্থগত দিক, ভাবগত দিক, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগত দিক সমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে ভগবান বুদ্ধের চারি আর্যসত্য ও প্রতীত্যসমুৎপাদ জ্ঞান নির্ভর নৈর্বাণিক শিক্ষার মৌলিক চরিত্রটি উদ্ঘাটন করা যায়। শুধু তা–ই নহে, খৃষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতকে সুসংবদ্ধ ত্রিপিটক সংগ্রহ ঠিক কোন পর্যায়ে ছিল খুদ্দকপাঠে সন্নিবেশিত সমস্ত বিষয়বস্তু, বিশেষ করে এই পাঁচটি সূত্র আমাদেরকে দিবালোকের মতো পরিস্কার ভাবে বলে দেয়। খৃষ্টীয় প্রথম শতকের পরবর্তী কালে ভাববাদ নির্ভর মহাযানের প্রাদুর্ভাব ঘটলে তার সাথে পালা দিতে গিয়ে বুদ্ধের মৌলিক শিক্ষার বাহক থেরোবাদ ও ভাববাদের দিকে ক্রমে ঝুঁকে পড়তে থাকে সূত্রকে সূত্র–পরিত্রাণে রূপান্তর ঘটায়ে। এই সূত্র–পরিত্রাণের ছিদ্র পথে তখন হু–হু করে থেরোবাদে প্রবেশ করে তন্ত্র–মন্ত্র প্রবণতা অসংখ্য সূত্র–পরিত্রাণ রচনার মাধ্যমে। অন্যের দ্বারা রচিত এসকল সূত্র–পরিত্রাণ প্রায় ক্ষেত্রে ভগবান বুদ্ধের নামে চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জনের জন্য। শুধু তা–ই নহে খুদ্দকপাঠে সন্নিবেশিত সূত্রগুলোকে পর্যন্ত তন্ত্র–মন্ত্রে পরিণত করা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়েছে– 'এতেন সচ্চ বজ্জেন হোতুতে জয মঙ্গলং'– এজাতীয় তান্ত্রিক বাক্য রচনার মাধ্যমে।

মহাকারুণিক তথাগত বুদ্ধের নৈর্বাণিক শিক্ষার এই ভাবগত বিপর্যয়কে ঐতিহাসিত প্রেক্ষাপটে বিচার করলে "খুদ্দকপাঠো" গ্রন্থটিকে বুদ্ধের মৌলিক শিক্ষার অকৃত্রিম প্রতিভূ এবং সঠিক দিক নির্দেশক বলতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধার কারণ থাকে না। বুদ্ধের মৌলিক শিক্ষার বাহক এই খুদ্দকপাঠো গ্রন্থটি ইতিপূর্বের বাংলা প্রকাশনাগুলো অতিশয় আক্ষরিক অনুবাদে সীমাবদ্ধ ছিল। তাই গ্রন্থটি নামে যেমন ক্ষুদ্র, দৈহিক ভাবেও ঠিক ক্ষুদ্রই থেকে গেছে। আয়ুষ্মান্ মেত্তাবংশ ভিক্ষু গ্রন্থটি পুনঃ প্রকাশনার ইচ্ছা চরিতার্থ করতে গিয়ে তার চিন্তা পরিকল্পনাকে যে ভাবে সম্প্রসারিত করেছে তা নিঃসন্দেহে অকুণ্ঠ অভিনন্দন ও প্রশংসার দাবীদার। সে গ্রন্থটির প্রত্যেকটি বিষয়ের ভাবগত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের তাৎপর্যকে প্রজ্ঞা ও মননশীলতা দ্বারা যথাযথভাবে সম্যক্ অনুধাবনে সক্ষম হয়েছে বলে মনে করি। তাই আমার জানা মতে বাংলা ভাষা–ভাষীদের জন্যে বর্তমান "খুদ্দকপাঠো" গ্রন্থটি একটি পূর্ণাঙ্গ ও গুরুত্বপূর্ণ সংকলন। আয়ুষ্মানের বৌদ্ধ শাস্ত্রীয় রাজ্যে বিচরণে এমন সফল সচেতন যাত্রা আরো উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে এদেশের দরিদ্র বৌদ্ধ সাহিত্য জগতকে সমৃদ্ধি দানে সহায় হউক! গ্রন্থটির বহুল প্রচারে অশেষ মানব কল্যাণ সাধিত হোক! এবং লেখকের শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা বিমণ্ডিত নিরোগ সফল দীর্ঘায়ু জীবন লাভ হোক– এই কামনান্তে।

ভবতু সব্ব মঙ্গালম্!

ইতি–

২৫৪৬ বুদ্ধবর্ষের, ১৪০৯ বাংলা বর্ষ বিদায়
৩০শে চৈত্র/১৩ই এপ্রিল ২০০৩ খৃষ্টাব্দ।

প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিষয়–সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১। সরণত্তয়ং (শরণত্রয়)	০১
২। দসসিক্খাপদং (দশশিক্ষাপদ)	৩৩
৩। দ্বাত্তিংসাকারো (দ্বাত্রিংশাকার)	৪৩
৪। কুমার পঞ্হা (কুমার প্রশ্ন)	৬৮
৫। মহামঙ্গাল সুত্তং (মহামঙ্গাল সূত্র)	১৫৯
৬। রতন সুত্তং (রত্ন সূত্র)	১৬৬
৭। তিরোকুড্ড সুত্তং (তিরোকুড্ড সূত্র)	১৭৭
৮। নিধিকুম্ভ সুত্তং (নিধিকুম্ভ সূত্র)	১৮৫
৯। করণীয় মেত্ত সুত্তং (করণীয় মৈত্রী সূত্র)	১৮৯

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সরনত্তযং

(শরণত্রয়)

(উৎপত্তি)

ত্রিশরণ বলিতে বুদ্ধরত্ন, ধর্মরত্ন ও সঙ্ঘরত্ন এই ত্রিরত্নের শরণ বা আশ্রয় গ্রহণকে বুঝায়। ত্রিশরণ গ্রহণ, বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণের একটি "বীজমন্ত্র" স্বরূপ। ত্রিশরণ গ্রহণ দ্বারাই বুদ্ধের ধর্মে প্রবেশ করিতে হয়। এই ত্রিশরণ গ্রহণের অর্থ হচ্ছে- স্বীয় জীবনকে বিমুক্তি লাভের অনুকূলে নিয়ন্ত্রণ। ত্রিশরণ কোন ঋষি, শ্রাবক, শ্রামণ, ব্রাহ্মণ কিম্বা কোন দেবতা ব্রহ্মার প্রদত্ত নহে; ইহা স্বয়ং ত্রিলোকদর্শী ভগবান সম্যক্ সম্বুদ্ধেরই প্রজ্ঞাপিত শরণ বা আশ্রয়।

শাক্যমুনি গৌতম, বুদ্ধত্ব লাভের পর কয়েক সপ্তাহ কাল বজ্রাসনের আশে পাশে ধ্যান সুখে অতিবাহিত করিয়া যখন ধ্যান হইতে উঠিলেন, তখন "তপস্সু-ভল্লিক" নামক দুইজন উৎকল বা উরিষ্যা (মতান্তরে ব্রহ্ম) দেশীয় বণিক বুদ্ধকে ছাতু[1] ও মধুপিণ্ড[2] দান করিয়া অভিবাদন পূর্বক- "বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি" উচ্চারণ করিয়া বুদ্ধ ও ধর্মের শরণ গ্রহণ করিলেন। এই বণিকদ্বয় বৌদ্ধ সাহিত্যে "দ্বিবাচিক উপাসক" নামে পরিচিত। তখনও সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা হয় নাই বলিয়া তাঁহারা ত্রিশরণের পরিবর্তে দ্বিশরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপর বুদ্ধ বারাণসী ঋষিপতন মৃগদাবে গিয়ে পাঁচজন ব্রাহ্মণ তাপসদিগকে (যাহারা বুদ্ধের কঠিন তপস্যার সময় প্রাণ ঢালা সেবা করিয়াছিলেন) নবলব্ধ বুদ্ধ-জ্ঞান "ধর্মচক্রপ্রবর্তন সূত্র" দেশনা করিলেন। তাঁহারা বুদ্ধের সেই সুমধুর উপদেশ শুনিয়া অচিরেই অর্হত্ত্ব-মার্গ ফলে উপনীত

---

[1] **ছাতু** ঃ- ভাজাযব ও ছোলা প্রভৃতির গুড়াঁ।

[2] **মধুপিণ্ড** ঃ- ঘৃত, মধু ও গুড় সংমিশ্রিত শক্ত লাড্ডু (নাড়ু)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইলেন এবং ভিক্ষুত্বও লাভ করিলেন। এই পাঁচজন ভিক্ষু বৌদ্ধ ইতিহাসে "পঞ্চবর্গীয় শিষ্য"[১] নামে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। তারপর যশ নামক বারাণসীর জৈনক শ্রেষ্ঠী পুত্র বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করিয়া তিনি ও অর্হত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই শুভ সংবাদ শুনিয়া যশের চুয়ান্নজন হিতৈষী বন্ধু তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। তাঁহারাও বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করিয়া অচিরে সকলেই অর্হত্ব মার্গ ফল সাক্ষাৎ করিয়াছেন। যশের পিতা এই সংবাদ শুনিয়া ছুটিয়া গেলেন বুদ্ধের নিকট বারাণসী ঋষিপতন মৃগদাবে। তিনি বুদ্ধের অমৃতময় ধর্মবাণী শুনিয়া "বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি" উচ্চারণ করিয়া ত্রিশরণ গ্রহণ করিলেন। তিনিই সর্ব প্রথম ত্রিশরণ উচ্চারণ করিয়া ত্রিপিটকের পাতায় প্রথম "ত্রিবাচিক উপাসক" রূপে প্রখ্যাত হইলেন।

অতি স্বল্পতম সময়ে পঞ্চবর্গীয় শিষ্য, যশ, যশের চুয়ান্নজন বন্ধু ও বুদ্ধ প্রমূখ জগতে একষট্টি জন অর্হত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তখন বর্ষাব্রত সমাপনের পর বুদ্ধ তাঁহার ধর্মে দীক্ষিত অর্হৎ ভিক্ষু শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন– হে ভিক্ষুগণ! বহুজনের হিতের জন্য এবং বহুজনের সুখের জন্য তোমরা দিকে দিকে বিচরণ কর। জগতের প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়া দেব–মনুষ্যের সুখ–স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য তোমরা দেশ–দেশান্তরে বিচরণ কর। কিন্তু এক পথে দুইজন যাইবে না। হে ভিক্ষুগণ! তোমরা পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রদর্শন করিয়া অর্থযুক্ত ও ব্যঞ্জনযুক্ত ধর্ম দেশনা কর; যে ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং অন্তে কল্যাণ সাধন হইয়া থাকে, সে ধর্ম জন–সমাজে প্রচার কর। এই প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছিলেন– যাহারা প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রার্থী তাহাদিগকে প্রথমে ত্রিশরণ গ্রহণ করাইয়া

---

[১] **পঞ্চবর্গীয় শিষ্য ঃ**– কোণ্ডাঞ্ঞো, বপ্প, ভদ্রিয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করিবে। তখন হইতে এই ত্রিশরণের উৎপত্তি হয়।

বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত ত্রিশরণাপন্ন ব্যক্তিই পাপ–পঙ্ক হইতে উদ্ধার হইয়া আর্য সত্যের সন্ধান লাভ করিতে পারে। তদ্ধেতু কথিত হইয়াছে;–

যো চ বুদ্ধঞ্চ, ধম্মঞ্চ, সঙ্ঘঞ্চ সরণং গতো,
চত্তারি অরিয সচ্চানি সম্মপ্পঞ্ঞায পস্সতি।
এতং খো সরণং খেমং এতং সরণং মুত্তমং,
এতং সরণং মাগম্ম সব্বদুক্খা পমুচ্চতি।

যেই ব্যক্তি বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণাপন্ন হয়, চারি–আর্য–সত্য সম্যক্ জ্ঞানের সহিত দর্শন করেন, ইহাই তাহার পক্ষে নিরাপদ আশ্রয়, উত্তম আশ্রয়। এই আশ্রয় অবলম্বন করিলে, সকল দুঃখ হইতে প্রমুক্ত হওয়া যায়। এই জন্য ত্রিশরণের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। শরণ গমন রূপ মার্গ দিয়েই দেব–মনুষ্যেগণের উপাসকত্ব লাভ, প্রব্রজ্যা গ্রহণ এবং বুদ্ধ শাসনে প্রবেশের মার্গ স্বরূপ প্রধান উপায় বলিয়া "খুদ্দকপাঠো" গ্রন্থের আদিতে এই শরণত্রয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

শরণে প্রতিষ্ঠিত

ত্রিরত্নের প্রতি যাঁহার ভক্তি অচলা, যিনি ত্রিরত্ন হইতে অন্য কোন দেব–ব্রহ্মাকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন না, ত্রিরত্নের গুণ মহিমা যিনি নিয়ত চিন্তা করেন, এমন দৃঢ় চিত্ত সম্পন্ন ব্যক্তিকেই প্রকৃত শরণে প্রতিষ্ঠিত বলা যায়। যিনি শরণে প্রতিষ্ঠিত তিনি ত্রিরত্ন ব্যতীত অন্য কাহাকেও পূজা করিবেন তাহা কল্পনাতীত। বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের গুণ যাহার হৃদয় কন্দরে প্রবেশ করিবে, তিনি অন্যের গুণে মোহিত হইতে পারেন ইহা একান্তই অসম্ভব। অর্থাৎ মিথ্যাদৃষ্টি প্রসূত তন্ত্র–মন্ত্র ও পূজাদি বিষয় তাঁহার অন্তরে কদাপি স্থান পাইতে পারে না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শরণ ভঙ্গের কারণ

মানবগণের উৎপন্ন ভয় অপনোদন ও অপায়-দুঃখ বিনাশ করিতে "ভগবান সর্বজ্ঞ সম্যক্সম্বুদ্ধ হইতে অধিকতর সমর্থবান শাস্তা অন্য ধর্মেও আছেন এবং অমুক অমুক দেবতা বা ব্রহ্মা আছেন" এইরূপ বিভ্রান্তিমূলক ধারণার বশবর্তী হইয়া তাহাদেরকে আত্মসমর্পণ, অভিবাদন, পূজা-সৎকারাদি করা; সুগত দেশিত নবলোকুত্তর ধর্ম হইতে অন্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে; সুপ্রতিপন্নাদি নবগুন সম্পন্ন অষ্ট আর্য পুদ্গল তথা সঙ্ঘরত্ন হইতেও অধিক সৎগুণশালী দাক্ষিণ্যেয় অন্য ধর্মে আছেন ইত্যাদি ধারণা করিয়া ভ্রান্তবিশ্বাসী (মিথ্যাদৃষ্টি) হওতঃ অভিবাদন, আত্মসমর্পন ও পূজা-সৎকারাদি করিলে শরণ ভঙ্গা হইয়া থাকে।

শরণের প্রকার ভেদ

শরণ প্রধানতঃ দ্বিবিধ- লৌকিক ও লোকোত্তর।

পৃথকজনের শরণ লৌকিক। এই লৌকিক শরণ যে কোন মূহুর্তে ভঙ্গা হইতে পারে। রত্নত্রয়ের সারগর্ভতা না জানিয়া তৎসম্বন্ধে সন্দেহ সূচক মিথ্যাজ্ঞান মিথ্যাবিতর্ক ও মিথ্যা কল্পনাদির দ্বারা লৌকিক শরণাগমন ক্লিষ্ট বা দূষিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ লৌকিক শরণ-পরায়ণ কোন ব্যক্তি সম্যক্সম্বুদ্ধ হইতে শ্রেষ্ঠ কোনও দেবতা বা ব্রহ্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে অথবা কর্মফল অস্বীকার করিয়া অন্য কোন দেবতা বা ব্রহ্মা মোক্ষ প্রদানের সমর্থ বলিয়া বিশ্বাস বা স্বীকার করিলে শরণাগমন ভঙ্গা হয়। লৌকিক শরণ শ্রেণী ভেদে চারি ভাগে বিভক্ত। যথাঃ- (১) অত্তসন্নিয়াতনেন, (২) তপ্পরায়ণতায, (৩) সিস্সভাবুপগমনেন ও (৪) প্রণিপাতেন।

১। **অত্তসন্নিয়াতনেন** ঃ- আত্মসমর্পণ। আমি অদ্য হইতে নিজেকে ত্রিরত্ন পূজার জন্য উৎসর্গ করিতেছি বা আমি অদ্য হইতে নিজেকে বুদ্ধরত্ন, ধর্মরত্ন ও সঙ্ঘরত্ন এই রত্নত্রয়ের উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করিতেছি। এই প্রকারে শরণ গ্রহণকে "আত্মসমর্পণ শরণ" বলা হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপিচ ভগবানের উদ্দেশ্যে নিজকে পরিত্যাগ করিতেছি, জীবন দান করিতেছি, বুদ্ধই আমার আশ্রয় স্থল, বুদ্ধই আমার ত্রাণকর্তা, আমি নিয়ত বুদ্ধ পরায়ণ। এইরূপ ধারণা যুক্ত শরণ গ্রহণ করাকে "আত্মসমর্পণ শরণ" বলা হয়।

২। **তপ্পরায়ণতায়** ঃ– তৎপরায়ণ। অদ্য হইতে আমি ত্রিরত্নে মগ্ন হইলাম, আমি ত্রিরত্ন হইতে পৃথক হইব না এবং আজীবন শ্রেষ্ঠ শরণ রূপে ত্রিরত্নকে গ্রহণ করিলাম। এবম্বিধ শরণ "তৎপরায়ণ শরণ" নামে কথিত হয়। আবার, আজ হইতে আমি ত্রিরত্ন পরায়ণ হইতেছি, আমাকে ত্রিরত্ন পরায়ণ বলিয়া ধারণা করুন। এই প্রকারে শরণ গ্রহণকেও "তৎপরায়ণ শরণ" বলা হয়।

অপিচ, আলবক যক্ষাদির শরণ গ্রহণের ন্যায় আমি সম্যক্সম্বুদ্ধ ও ধর্মের উত্তর ধর্মতাকে নমস্কার করিতে করিতে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, নগর হইতে নগরান্তরে বিচরণ করিব। এইরূপ শরণ গ্রহণকে "তৎপরায়ণ শরণ" বলা হয়।

৩। **সিস্সভাবুপগমনেন** ঃ– শিষ্যভাব প্রাপ্তি শরণ। অদ্য হইতে আমি বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছি, ধর্মের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছি ও সঙ্ঘের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছি। আমাকে একান্ত ত্রিরত্নের শরণাগত শিষ্য বলিয়া ধারণা করুন। এইভাবে শরণ গ্রহণ করাকে "শিষ্যভাব প্রাপ্তি শরণ" বলা হয়।

অপিচ, মহাকাশ্যপ স্থবিরের ন্যায় অদ্য হইতে আমিও বুদ্ধাদি রত্নত্রয়ের শিষ্য হইলাম। অর্থাৎ শ্রদ্ধা প্রযুক্ত চিত্তে জীবনের শেষ সীমা পর্যন্ত ত্রিরত্নের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা। এই প্রকারে সর্বান্তঃকরণে ভগবৎ চরণে আত্মনিবেদন করার নামই "শিষ্যভাব প্রাপ্তি শরণ"।

৪। **প্রণিপাতেন** ঃ– প্রণিপাত। আমি অদ্য হইতে বুদ্ধাদি রত্নত্রয়কে– অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলি কর্ম ও সমীচিন কর্ম করিব। আমাকে ত্রিরত্ন পূজক বলিয়া ধারণা করুন। এইরূপে বুদ্ধাদির প্রতি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অত্যন্ত ভক্তি পরায়ণ হইয়া উক্ত চারি প্রকার কার্যের মধ্যে যে কোনটি করিলে "প্রণিপাত শরণ" গৃহীত হয়; বা "প্রণিপাত শরণ" বলা হয়।

অপিচ, এক সময় ব্রাহ্মায়ু ব্রাহ্মণ ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতে গিয়া ভগবানের পদদ্বয়ে নিপতিত হওতঃ পদযুগল চুম্বন করিয়াছিলেন ও হাতের দ্বারা মর্দন করিয়াছিলেন। আবার ভগবৎ গৌতম "আমি ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মায়ু, আমি ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মায়ু বলিয়া নিজের নাম জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এই প্রকারে শরণ গ্রহণ করাকে "প্রণিপাত শরণ" বলিয়া অবিহিত হইয়াছে।

লোকোত্তর শরণ ঃ— আর্যগণের শরণ লোকোত্তর। লোকোত্তর শরণ ভঙ্গ হয় না; ভঙ্গ হইবার কারণও বিদ্যমান থাকে না। যেহেতু লোকোত্তর শরণ সম্পন্ন আর্যশ্রাবক জীবনান্তেও অন্য শাস্তার শরণাগত হন না। লোকোত্তর শরণ গ্রহণ সম্যক্ প্রকারে চতুরার্য সত্য অববোধকারীদের আর্য-মার্গ লাভ ক্ষণে শরণ ভঙ্গের যাহা উপক্লেশ আছে, তৎসমস্ত প্রহীন হইয়া যায়। তখন তাঁহাদের একমাত্র নির্বাণই লক্ষ্য হইয়া থাকে আর তাঁহারা ত্রিরত্নের প্রতি অচলা শ্রদ্ধা সম্পন্ন ও অবিচলিত প্রসাদ সম্পন্ন হন।

শ্রামণ্যফল সূত্র বর্ণনায় উক্ত হইয়াছে, আবার কূটদন্ত সূত্র বর্ণনায়ও কথিত হইয়াছে— আর্য-শ্রাবক জন্মান্তর লাভ করা পর্যন্ত; প্রাণী হত্যা ও সুরা পান করেন না। এমন কি স্বীয় জীবন রক্ষার জন্যও তাহা লঙ্ঘন করেন না। সুরা এবং দুধ মিশ্রিত করিয়া মুখে দিলে দুধমাত্র আর্য-শ্রাবকের মুখে প্রবেশ করিয়া থাকে; সুরা প্রবেশ করে না। হংসকে যেমন জল মিশ্রিত দুধ দিলে জল বিহীন দুধ মাত্র পান করিয়া থাকে। তদ্রুপ আর্য-শ্রাবকগণও সুরা বিহীন দুধ মাত্র পান করিয়া থাকেন। ইহা আর্য-ধর্মের স্বভাব সিদ্ধ গুণ বিশেষ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মূলঃ শরণ গমন বিধি

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।

দুতিযম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
দুতিযম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
দুতিযম্পি সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।

ততিযম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ততিযম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
ততিযম্পি সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।

অনুবাদ ঃ

বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করিতেছি।
ধর্মের শরণ গ্রহণ করিতেছি।
সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি।

দ্বিতীয় বারও বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করিতেছি।
দ্বিতীয় বারও ধর্মের শরণ গ্রহণ করিতেছি।
দ্বিতীয় বারও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি।

তৃতীয় বারও বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করিতেছি।
তৃতীয় বারও ধর্মের শরণ গ্রহণ করিতেছি।
তৃতীয় বারও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি।

বুদ্ধের শরণ

"বুদ্ধ" কোন বংশ বা গোত্রগত কিম্বা মাতৃপিতৃ দত্ত নাম নহে, সুমেধ তাপস দীপঙ্কর বুদ্ধ–সমীপে কৃত প্রার্থনানুযায়ী লক্ষাধিক চারি অসংখ্য কল্পকাল পারমীতা পূর্ণ করতঃ সিদ্ধার্থ জন্মে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দিবসে বোধিদ্রুমূলে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করিয়া "স্বয়ম্ভু বুদ্ধ" নামে অভিহিত হন। বুদ্ধ শব্দের অর্থ অনন্ত জ্ঞান। অতএব বুদ্ধের শরণ মানে অনন্ত জ্ঞানের শরণ।

কামলোক, রূপলোক ও অরূপলোক এই ত্রিজগতে মুক্তি মার্গের আলোকদাতা বুদ্ধ সূর্য উদিত না হইলে সমগ্র জগত মোহরূপ অন্ধকারে আবৃত থাকে। বুদ্ধ শূন্য কল্প সূর্যহীন জগত সদৃশ্য। জগতের সমস্ত প্রাণী তখন আবৃত থাকে লোভ-দ্বেষ-মোহে। বিশাল বংশ জটার ন্যায় তৃষ্ণা জটায় বিজটিত হেতু, প্রাণীগণ দুঃখ মুক্তির পথ খুঁজে পায় না। লোভ-দ্বেষ-মোহ এই ত্রিতাপে জর্জরিত প্রাণী জগতকে দুঃখ মুক্তির পথ দেখাইতে সমর্থ এক মাত্র 'বুদ্ধ'ই। তাইতো বলা হইয়াছে;-

"বিপুলো রাজগহিকানং গিরিসেট্ঠো পবুচ্চতি
সেতো হিমবতং সেট্ঠো আদিচ্ছো অখগামিনং,
সমুদ্দো উদধীনং সেট্ঠো নক্খত্তনঞ্চ চন্দ্রিমা
সদেবকস্স লোকস্স বুদ্ধো অগ্গো পবুচ্চতি।

গিরিরাশির মধ্যে রাজগৃহের বৈপুল্য পর্বত, বরফ ঢাকা শ্বেত-ধবল হিম পর্বতের মধ্যে হিমালয়, আকাশচারী দীপ্ত তেজশালী গ্রহের মধ্যে আদিত্য-সূর্য, জলধির মধ্যে সাগর-সমুদ্র, রাত্র স্নিগ্ধ শাখা কিরণদায়ী নক্ষত্র মন্ডলীর মধ্যে শশী-চন্দ্রিমা এবং ত্রিজগতের সর্বলোকের মধ্যে অনন্ত জ্ঞানী দ্বিপদোত্তম চক্ষুষ্মান 'বুদ্ধ'ই অগ্র বা শ্রেষ্ঠ।

বিশ্ব-জগতে সম্যক্সম্বুদ্ধই সকল জ্ঞানের উৎস। জগতে বুদ্ধের উৎপত্তিতে ধর্মের প্রবর্তন এবং সঙ্ঘের সৃষ্টি। বিশ্ব-জগতের পরম কল্যাণের জন্যই বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের উৎপত্তি।

"অগ্রপ্রসাদ সূত্রে বলা হইয়াছে- "ভিক্ষুগণ! বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে অপদী, দ্বিপদী, চতুষ্পদী, বহুপদী প্রাণী, অরূপী সংজ্ঞী, অসংজ্ঞী নাসংজ্ঞী যত প্রাণী আছে, তৎমধ্যে তথাগত অর্হৎ সম্যক্সম্বুদ্ধই অগ্র, জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। যাঁহারা বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন, তাঁহারা অগ্রে প্রসন্ন, জ্যেষ্ঠ ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শ্রেষ্ঠের প্রতি প্রসন্ন। অগ্র, জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠের প্রতি প্রসন্নতা হেতু তাঁহাদের অগ্র, জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সুখ-বিপাক উৎপন্ন হয়।

বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করিলে সর্বপ্রথমেই আমাদের মনে উদিত হয়, তাঁহার বিশিষ্ট আদর্শবলী ও মহান গুণাবলী। তাহা নিম্নেপ্রদত্ত হইল–

'ইতিপি সো ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধ বিজ্জাচরণ সম্পন্নো, সুগতো, লোকবিদূ, অনুত্তরো পুরিসদম্ম সারথি, সত্থাদেব মনুস্সানং, বুদ্ধো, ভগবা'তি।

ইতিপিসো ভগবা অরহং ঃ– "সো ভগবা ইতিপি অরহং" সেই ভগবান এইহেতু অর্হৎ। কোন্ হেতু অর্হৎ?

আরকত্তা হতত্তাচ কিলেসারীন সো মুনি,
হত সংসার চক্কারো পচ্চযাদীন চারহো।
ন রহো করোতি' পাপানি অরহং তেন বুচ্চতী'তি।

সেই মুনি (ভগবান) ক্লেশ অরি হইতে সুদূরে স্থিত এবং মার্গজ্ঞান দ্বারা সমস্ত অরিকে হনন করিয়াছেন, সংসার-চক্রের অর (সংযোগ কাষ্ট) সমূহ ছেদন করিয়াছেন ও প্রত্যয়ার্হ এবং গোপনেও কোন পাপ করেন না বলিয়া তিনি অর্হৎ (অরহং)।

যস্মা রাগাদি সঙ্খাতা সব্বেপি অরযো হতা,
পঞ্ঞাসত্থেন নাথেন তস্মাপি অরহং মতোতি।

লোকনাথ (ভগবান) জ্ঞানাস্ত্রের দ্বারা (বোধি তরুমূলে) রাগ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতি অরিকে হনন করিয়াছেন, সেই হেতু তিনি অর্হৎ (অরহং)।

অরা সংসার চক্কস্স হতাঞানাসিনা যতো,
লোকনাথেন তেনেস অরহন্তি পবুচ্চতি।

লোকনাথ (ভগবান) জ্ঞানরূপ অসিদ্বারা সংসার-চক্রের অর (সংযোগ কাষ্ঠ) সমূহ যখন হনন করিয়াছেন তখন হইতেই তিনি অর্হৎ নামে অভিহিত।

অগ্র দক্ষিনার্হ বলিয়া অর্থাৎ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসনাদি ভৈষজ্য প্রত্যয় দানের ও গ্রহণের "অরহতি" উপযুক্ত বলিয়া তিনি অর্হৎ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ত্রিলোকে ভগবান বুদ্ধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন দেবমানব নাই। তিনিই একমাত্র অগ্র পূজা লাভের যোগ্য। সেই হেতু উক্ত হইয়াছে;– ভগবান বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হইলে যে কোন প্রভাবশালী দেব–মানবগণ অন্যত্র পূজা করেন না। মহাব্রহ্মা সহম্পতি সিনেরু পর্বত–প্রমাণ রত্ন–দান দিয়া ভগবানকে পূজা করিয়াছিলেন। দেবগণের মধ্যে দেবেন্দ্র, অসুরেন্দ্র, নাগেন্দ্র, মানবগণের মধ্যে মগধরাজ, কোশলরাজ, শাক্যরাজ, মলরাজ, লিচ্ছবীরাজ প্রভৃতি রাজন্যবর্গ যথাশক্তি পূজা করিয়াছিলেন। ভগবানের পরিনির্বাণের দুইশত আটার (২১৮) বৎসর পরেও রাজ চক্রবর্তী ধর্মাশোক ছিয়ানব্বই কোটি মুদ্রা ব্যয় করে সমগ্র জম্বুদ্বীপে চুরাশি সহস্র বিহার, স্তুপ নির্মাণ করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। সুদত্ত, বিশাখা প্রভৃতি আর্য–শ্রাবক, শ্রাবিকা এবং সাধারণ মানবের কথা কি আর বলিবার আছে। অতএব প্রত্যয়ার্হ বলিয়া তিনি অর্হৎ। তাই উক্ত হইয়াছে;–

পূজাবিসেসং সহপচ্চযেহি, যস্মা অযং অরহতি লোকনাথো।
অথানুরূপং অরহন্তি লোকে, তস্মাজিনো অরহতি নামেতং॥

কোন কোন পন্ডিতমানিগণ অকীর্তি ভয়ে গোপনে পাপ কার্য করেন, তথাগত তেমন করেন না। "রহো" অর্থাৎ গোপনেও পাপ কর্ম করেন না বলিয়া তিনি অর্হৎ। তাই উক্ত হইয়াছে;–

যস্মা নত্থি রহো নাম পাপ কম্মেসু তাদিনো।
রহাভাবেন তেনেস অরহং ইতি বিস্সুতোতি॥

তথাগত বুদ্ধ গোপনেও কোন পাপ কার্য করেন না, এই অগোপনতার জন্যও তিনি অর্হৎ বলিয়া জগতে বিশ্রুত।

সম্মাসম্বুদ্ধো ঃ– সম্যক্‌সম্বুদ্ধ। সেই ভগবান "সম্মা সামঞ্চ সব্বধম্মে অভিসম্বুদ্ধোতি সম্মাসম্বুদ্ধো" সম্যক্ প্রকারে স্বয়ং গুরুর উপদেশ বিনা সমস্ত বিষয় স্বরস লক্ষণ প্রতি বেধবশে, স্বয়ম্ভুজ্ঞানে বুঝিয়াছেন বলিয়া সম্যক্‌সম্বুদ্ধ। তাই উক্ত হইয়াছে;– "সযং

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অভিঞ্ঞায কমুদ্দিসেয্যন্তি"? আমি স্বয়ং জ্ঞাত হইয়াছি, কাহাকে আচার্য বলিয়া উদ্দেশ করিব? আরও বলিয়াছেন;-

অভিঞ্ঞেয্যং অভিঞ্ঞাতং ভাবেতব্বঞ্চ ভাবিতং,
পহাতব্বং পহীনং মে তস্মা বুদ্ধোস্মি ব্রাহ্মণাতি।

ব্রাহ্মণ, আমি যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছি, যাহা বর্দ্ধিত করিবার তাহা বর্দ্ধিত করিয়াছি এবং যাহা ত্যাগ করিবার তাহা ত্যাগ করিয়াছি সেই হেতু আমি বুদ্ধ। অপিচ চক্ষু দুঃখ-সত্য; সেই দুঃখ উৎপত্তির মূল কারণ উৎপাদিকা পূর্ব তৃষ্ণাই সমুদয়-সত্য; দুঃখ ও সমুদয় সত্যের অপ্রবর্তিত নিরোধ-সত্য; নিরোধ সত্যকে জানিবার উপায় মার্গ-সত্য। তিনি প্রত্যেকটি সত্যকে পৃথক পৃথক ভাবে সম্যক্‌রূপে স্বয়ং জানিয়াছেন বলিয়া সম্যক্‌সম্বুদ্ধ। এই ভাবে শ্রোত্র-ঘ্রাণ-জিহ্বা-কায়-মনকেও জানিয়াছেন। সেইরূপ রূপাদি ষড়ায়তন, চক্ষু বিজ্ঞানাদি ছয় বিজ্ঞান; চক্ষু-সংস্পর্শাদি ছয় স্পর্শ, চক্ষু-সংস্পর্শ-জাত বেদনাদি ছয় বেদনা, রূপ-সংজ্ঞাদি ছয় সংজ্ঞা, রূপ-সঞ্চেতনাদি ছয় চেতনা, রূপ-তৃষ্ণাদি ছয় তৃষ্ণাকায়, রূপ-বির্তকাদি ছয় বির্তক, রূপ-বিচারাদি ছয় বিচার, রূপ-স্কন্ধাদি পঞ্চস্কন্ধ, দশ কৃৎস্ন, দশ অনুস্মৃতি, উদ্ধমাতকাদি[১] দশ অশুভ সংজ্ঞা, কেশাদি দ্বাত্রিংশাকার, দ্বাদশ আয়তন, আটার ধাতু, কাম-ভবাদি নয় (৯) ভব, প্রথম ধ্যানাদি চারি ধ্যান, মৈত্রী করুণাদি চারি অপ্রমেয়, চারি অরূপ সমাপত্তি, প্রতি লোমবশে জরা মরণাদি, অনুলোমবশে অবিদ্যাদি প্রতীত্য-সমুদপাদাঙ্গ সমূহ যোজনা করিতে হইবে। যেমন- জরা-মরণ দুঃখ সত্য, জাতি সমুদয় সত্য, এই দুই সত্যের অভাব নিরোধ সত্য, নিরোধ জানিবার উপায় মার্গ সত্য। এইরূপে একেকটি পদ উদ্ধার করিয়া সমস্ত ধর্ম স্বয়ং সম্যক্‌ভাবে জানিয়াছেন বলিয়া তিনি সম্যক্‌সম্বুদ্ধ। অথবা বুধ ধাতুর জাগরণ ও বিকাসন অর্থ করিলেন, সবাসন সম্মোহ নিদ্রা হইতে স্বয়ং

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত হইয়াছিলেন বলিয়া সম্যক্‌সম্বুদ্ধ। দিবাকর-কিরণ-সমাগমে পরমরুচির শ্রীসৌভাগ্য-প্রাপ্ত বিকশিত পদ্মতুল্য অগ্র মার্গজ্ঞান-সমাগমে অপরিমিত সর্বজ্ঞতা জ্ঞানপদ্ম স্বয়ং সম্যক্‌রূপে বিকশিত হইয়াছিল বলিয়াও সম্যক্‌সম্বুদ্ধ।

বিজ্জাচরণ সম্পন্নো ঃ- বিদ্যাচরণ সম্পন্ন (সদাচার সম্পন্ন)। সেই ভগবান ত্রিবিদ্যা ও অষ্টবিদ্যা এবং পঞ্চদশ আচরণ সম্পন্ন বলিয়া বিদ্যাচরণ সম্পন্ন।

ত্রিবিদ্যা- (অম্বট্‌ঠ সূত্রে) জাতিস্মর জ্ঞান অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব জন্মে কোন স্থানে কিরূপ হইয়া জন্মিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে জ্ঞান ও সত্ত্বগণের মরণ এবং জন্ম সম্বন্ধে জ্ঞান ও তৃষ্ণাক্ষয় জ্ঞান।

অষ্টবিদ্যা- (ভয়ভেরব সূত্রে) দশবিধ বিদর্শন-জ্ঞান, মনোময় ঋদ্ধি অর্থাৎ চিন্তানুযায়ী রূপধারণ, নানা প্রকার ঐশীশক্তি, দিব্যশ্রোত্র, পরের চিত্তাচার জ্ঞাত হওয়া, পূর্ব জন্ম স্মরণ করিবার জ্ঞান, চ্যুতি উৎপত্তি বিষয়ে জ্ঞান ও তৃষ্ণাক্ষয় জ্ঞান।

পঞ্চদশ আচরণ- যথাঃ- প্রাতিমোক্ষ সংবরণশীল পালন, ইন্দ্রিয় সমূহে গুপ্তদ্বারতা বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় রক্ষণজ্ঞান, ভোজন বিষয়ক জ্ঞান (ভোজনে মাত্রা জ্ঞান), জাগরণ শীলতা ও শ্রদ্ধা, পাপ করিতে লজ্জা, পাপকর্মে ভয় শীলতা, বহুশ্রুতি, বীর্য, স্মৃতি, প্রজ্ঞা এই সাতটি সদ্ধর্ম এবং চারিটি রূপাবচর-ধ্যানসহ এই পনের প্রকার আচরণ দ্বারা নির্বাণের অভিমুখে গমন করেন; তদ্ধেতু এই সমুদয় 'চরণ' বা আচরণ নামে উক্ত হইয়াছে। ভগবান এই ত্রিবিদ্যা ও অষ্টবিদ্যা এবং পঞ্চদশ প্রকার আচরণ গুণের দ্বারা অলঙ্কৃত বলিয়া বিদ্যাচরণ নামে খ্যাত। যেইদিন বোধিমূলে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন সেইদিনই তাঁহার বিদ্যা সম্পদ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যখন শিষ্যমণ্ডলীকে সদাচারে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তখন চরণ সম্পদ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তাই তাঁহার শিষ্যগণ সুপ্রতিপন্ন, দুষ্প্রতিপন্ন নহেন। যাহারা দুষ্প্রতিপন্ন তাহারা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আত্মপীড়নকারী তীর্থিকগণের ন্যায় কেবল দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, নির্বাণসার লাভ করিতে পারে না।

সুগতো ঃ- সুগত, সেই ভগবান "সোভণ গমনত্তা সুন্দরং ঠানং গতত্তা সম্মাগতত্তা সম্মা চ গদত্তা সুগতো" শোভন গমন হেতু, সুন্দর স্থানে (নির্বাণ) গমনহেতু ও সম্যক্ প্রকারে গিয়াছেন বলিয়া এবং যুক্তস্থানে যুক্তবাক্য, কালোপযোগী, সুস্থানে সুবাক্য বলেন বলিয়াই সুগত। গমনকেই গত বলা হইয়াছে। ভগবান আর্যমার্গ দ্বারা ক্ষেমদিকে অসন্দিগ্ধ হৃদয়ে (অসজ্জমানো) গত, শোভন গমনহেতু সুগত। সুন্দর অমৃত নির্বাণগত বলিয়া সুগত। স্রোতাপত্তি মার্গ .....সকৃদাগামী মার্গ .....অনাগামী মার্গ ও অর্হত্ব মার্গ দ্বারা যেই কলুষ সমূহ ত্যাগ হয়, তাহা আর পুনরাগমন করে না বলিয়া (সম্যক্ গত বলিয়া) সুগত। অথবা দীপঙ্কর বুদ্ধের পাদমূলে প্রার্থনা করার পর হইতে বোধিদ্রুম মূলে উপনীত হওয়া পর্যন্ত সমত্রিংশ পারমী পূর্ণ করতঃ সমস্ত প্রাণীর হিত-সুখ কামনা করিয়া কাম-সুখ এবং আত্মানিগ্রহ এই উভয় অন্তে না যাইয়া সুন্দরভাবে আগত বলিয়া সুগত। তথাগত সময় বুঝিয়া ধর্ম দেশনা করিতেন। যেই বাক্য অপরের হিত-সুখাবহ নহে তাহা তিনি বলিতেন না, সময়োপযোগী নির্বাণ গমনযোগ্য সুন্দর বাক্য বলিতেন বলিয়া তিনি সুগত।

লোকবিদূ ঃ- লোকবিদ্ বা লোকজ্ঞ। সেই ভগবান "সব্বথাপি বিদিত লোকত্তা পন লোকবিদূ"। সর্বপ্রকারে লোকের বিষয় বিদিত বলিয়া লোকবিদ্ বা লোকজ্ঞ। সেই ভগবান পঞ্চস্কন্ধ লোক সম্বন্ধে জানেন, স্কন্ধলোকোৎপত্তির হেতু বা তৃষ্ণাদি সমুদয় সম্বন্ধে জানেন, তাহার নিরোধ এবং নিরোধের উপায়ও সর্বতোভাবে অবগত আছেন বলিয়া লোকবিদ্। তাই উক্ত হইয়াছে;-

গমনেন ন পত্তব্বো লোকস্সন্তো কুদাচনং,
ন চ অপ্পত্বা লোকন্তং দুক্খা অথি পমোচনং।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তস্মা হবে লোকবিদূ সুমেধো,
লোকন্তগূ বূসিতকব্রহ্মচরিযো।
লোকস্স অন্তং সমিতাবিঞত্বা;
নাসীসতি লোকমিমং পরঞ্চাতি ॥

পদব্রজে গমন করিয়া কখনও লোকের অন্ত করিতে পারে না; "অর্থাৎ যেখানে সত্ত্বগণের জন্ম, জরা, মৃত্যু নাই, সেই জন্ম, জরা, মৃত্যু, উৎপত্তি রহিত নির্বাণলোক পদব্রজে যাইয়া জ্ঞাত হইতে, দর্শন করিতে, লাভ করিতে পারে না কিন্তু সংস্কার লোকের অবসানভূত নির্বাণ প্রাপ্ত না হইলে দুঃখ রাশির অবসানও হয় না। (অপিচ আমি স্বসংজ্ঞাযুক্ত ব্যামপ্রমান কলেবরে অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধ লোক, লোকসমুদয়, লোকনিরোধ এবং লোক নিরোধের উপায় দেখাইতেছি।) সংস্কার লোক, সত্ত্বলোক (প্রাণীজগত) অবকাশ লোক, চন্দ্র–সূর্য–গ্রহ–নক্ষত্র প্রভৃতি প্রত্যেক চক্রবালের প্রত্যেক বিষয়ের তথ্য উদ্ঘাটন করিয়া ভগবান জ্ঞাত হইয়াছেন বলিয়া তিনি লোকবিদ্+লোকজ্ঞ।

সেই হেতু লোকবিদ্, সুমেধ, লোকান্তগ, ব্রহ্মচর্যের পর্যবসান প্রাপ্ত লোকান্ত সম্যক্রূপে অবগত হইয়া ইহলোক এবং পরলোক আকাঙ্খা করেন না।

অনুত্তরো পুরিসদম্মা সারথি ঃ– অদম্য পুরুষগণের দমনে শ্রেষ্ঠ সারথি। গুণে ভগবান হইতে উত্তর বা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই বলিয়া তিনি অনুত্তর। শীল–সমাধি–প্রজ্ঞা–বিমুক্তি–বিমুক্তিজ্ঞান–দর্শন প্রভৃতি গুণে সেই ভগবান–সদৃশঃ আর কেহ ছিলেন না বলিয়া বুদ্ধ অনুত্তর। উপককে বলিয়াছিলেন;– "ন মে আচরিযো অত্থি সদিসো মে ন বিজ্জতি"। আমার অধিগত নির্বাণ ধর্মের কোন শিক্ষক নাই, আমার সদৃশঃ ব্যক্তিও বিদ্যমান নাই। দেব–মনুষ্যলোকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করে আমাকে পরাস্ত করিবে এমনও কেহ নাই। "অহংহি অরহা লোকে অহং সত্থা অনুত্তরো, একোম্হি সম্মাসম্বুদ্ধো সীতি ভুতোস্মি নিব্বুতো।" আমিই অর্হৎ, আমি অনুত্তর শাস্তা, আমি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্যক্‌হেতু নিয়মে চতুরার্য সত্যধর্ম বুঝিয়া সম্যক্‌সম্বুদ্ধ হইয়াছি। আমার সমস্ত কলুষাগ্নি নির্বাপিত হইয়াছে বলিয়া আমি শীতলীভূত এবং পরিনির্বৃত। আমি অন্ধভূত জগতে অমৃত–দুন্দুভি বাজাইয়া ধর্মচক্র প্রবর্তনের জন্যে কাশীপুরে যাইতেছি। তচ্ছ্রবনে উপক বলিয়াছেন;– বন্ধো, যেইভাবে আপনার পরিচয় দিতেছেন ইহাতে আপনাকেই অনন্ত জিন মনে হয়। তদুত্তরে ভগবান বলিয়াছেন;– "মাদিসাবে জিনা হোন্তি যে পত্তা আসবক্‌খযং, জিতামে পাপকা ধম্ম তস্মাহমুপক জিনোতি" উপক, আমার মতো যাঁহাদের আস্রব সমূহ ক্ষয় হইয়াছে তাঁহারাই জিন। সমস্ত পাপ ধর্মকে আমি জয় করিয়াছি; তদ্ধেতু আমিই জিন। এই হেতু ভগবান অনুত্তর।

দম্য পুরুষগণের সারথি ভগবান দুর্দান্তকে দমন করিতে সমর্থ। সেই জন্য তিনি তির্যক–পুরুষ ও মনুষ্য এবং অমনুষ্য পুরুষকে দমন করিয়াছিলেন। তির্যক–পুরুষের মধ্যে– অপলোল নাগরাজ, চুলোদর, মহোদর, অগ্গিসিখ, ধূমসিখ, আরবাল নাগরাজ, ধনপাল হস্তী প্রভৃতিকে দমন করিয়া শরণে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মানবের মধ্যে– সচ্চক নিগণ্ঠপুত্ত, অম্বট্‌ঠমানব, পোক্‌খরসতি, সোনদন্ড, কূটদন্ত প্রভৃতিকেও। অমনুষ্য পুরুষের মধ্যে– আলবক, সূচিলোম, খরলোমযক্ষ, শক্র দেবরাজ ইন্দ্র প্রভৃতি তাঁহার দ্বারা দমিত হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি দুর্দান্ত, অবিনীত সত্ত্বগণকে দান্ত–শান্ত করিয়া নির্বাণাভিমুখী করিয়াছিলেন। ভগবান কাহাকেও মৃদুতার দ্বারা, কাহাকেও পরুষতার দ্বারা, কাহাকেও মৃদুতা–পরুষতার দ্বারা দমিত করিয়াছিলেন। অপিচ তিনি বিশুদ্ধ শীলাদি সম্পন্ন ও প্রথম ধ্যানলাভী স্রোতাপন্নাদি সত্ত্বগণকে তদুত্তর মার্গ প্রতিপদ দেশনা করিয়া দমিতদিগকেও অর্হৎ মার্গ, ফল লাভ করাইয়া সুদমিত করিয়াছিলেন। তাই তিনি পুরুষদমনকারী সারথি। অথবা সুদক্ষ হস্তী দমনকারী একক্ষণে একদিকে গিয়াই হস্তী দমন করিতে সমর্থ, ভগবান কিন্তু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

একপর্যঙ্কে থাকিয়া একক্ষণে দশদিকে গিয়া পুরুষদিগকে দমন করিতে সমর্থ, এই হেতু তিনি অনুত্তর পুরুষদমনকারী সারথি।

সত্থাদেব মনুস্সানং ঃ– দেব মানবগণের শাস্তা। সেই ভগবান ইহ–পারলৌকিক পরমার্থ দ্বারা অনুশাসন করেন বলিয়া শাস্তা। শটক–চালক যেমন ভয়ের স্থান হইতে সাবধানে শটকপার করাইয়া নেয়, তেমনি ভগবানও সত্ত্বগণকে জন্ম–জরা–ব্যাধি–মরণ কান্তার পার করাইয়া দেন। এখানে শ্রেষ্ঠার্থে দেবমানবগণ কথিত হইয়াছে, ভগবান পশু জাতিকেও অনুশাসন করিয়াছেন। মণ্ডুক, পারিলেয়্যক, মর্কট দেব-পুত্র প্রভৃতি তাহার প্রমাণ। এক সময়ে ভগবান গগ্গরা পুষ্করণী তীরে চম্পক নগরবাসীকে ধর্মোপদেশ দিতেছিলেন। তখন একটি মুড়ক(বেঙ্)ও ভগবানের সুমধুর স্বর শুনিতেছিল। এমন সময় একজন রাখাল–বালকও আসিয়া ভগবানের ধর্ম শুনিতে থাকে, কিন্তু তার লাঠি মণ্ডুকের মাথার উপর পতিত হইয়াছিল। মণ্ডুক তখনই মরিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে দ্বাদশ যোজন কনক–বিমানে উৎপন্ন হইয়াছিল। সুপ্ত–প্রবুদ্ধের ন্যায় তথায় তিনি অপ্সরাগণে পরিবৃত নিজকে দেখিয়া "কোন কর্মে এখানে উৎপন্ন হইলাম" চিন্তা করতঃ ভগবানের স্বরে বিমুগ্ধতা ব্যতীত অপর কিছুই দেখিলেন না। তখন তিনি বিমানসহ ভগবৎ সমীপে আসিয়া পদে প্রণতঃ হইলেন। ভগবান জানিয়াও জিজ্ঞাসা করিলেন;–

কো মে বন্দতি পাদানি ইদ্ধিযা যস্সা জলং,
অভিক্কন্তেন বন্নেন সব্বা ওভাসযং দিসং?

ঋদ্ধি, যশে, জাজ্জ্বল্যমান অতিশয় কমণীয় বর্ণে সর্বদিক উদ্ভাসিত করিয়া কে আমার পদে বন্দনা করিতেছে? তদুত্তরে দেবপুত্র বলিলেন–

মণ্ডুকোহং পুরে আসিং উদকে বারি গোচরো,
তব ধম্মং সুনন্তস্স অবধি বচ্ছ পালকো।

ভগবান, আমি পূর্ব জন্মে উভয়চর উদক–মণ্ডুক ছিলাম। আপনার ধর্ম শ্রবণের সময় বৎসপালক আমাকে বধ করিয়াছিল। তচ্ছ্রবনে ভগবান তাঁহাকে ধর্ম দেশনা করিলেন, সেই ধর্ম দেশনায় চুরাশি সহস্র

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রাণীর ধর্মাভিসময় (মার্গফল লাভ) হইয়াছিল। দেব-পুত্রও স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইয়া প্রীতি প্রফুল হৃদয়ে নিম্নোক্ত গাথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

মুহুত্তং চিত্তপ্পসাদস্স ইদ্ধিং পস্স যসঞ্চ মে,
আনুভবং চ মে পস্স বণ্ণং পস্স জুতিঞ্চ মে।
যে চ তে দীঘমদ্ধানং ধম্মং অস্সোসুং গোতম,
পত্তা তে অচলং ঠানং যথ গন্ত্ব ন সোচরে।

হে সভাসদগণ! মুহূর্তকাল চিত্ত প্রসন্নতার ফলে আমার যে দিব্য ঋদ্ধি, দিব্য যশঃ, মহতী শক্তি ও কমনীয় বর্ণ লাভ হইয়াছে তাহা আপনারা দেখুন। হে ভগবান! যাঁহারা দীর্ঘকাল আপনার ধর্ম শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা যেখানে গেলে শোক করিতে হয় না; সে অচল স্থান (নির্বাণ) লাভ করিয়াছেন। ইত্যাদি কারণে ভগবান দেব-মানবগণের শাস্তা।

বুদ্ধো ঃ- বুদ্ধ। বুদ্ধ শব্দের অর্থ অনন্ত জ্ঞান। সেই ভগবান সকল ধর্ম স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছেন বলিয়া বুদ্ধ। অপরকে বুঝাইতে সমর্থ বলিয়া বুদ্ধ। সমস্ত ক্লেশ নিদ্রা ক্ষয় করিয়া প্রবুদ্ধ, জাগ্রত বলিয়া বুদ্ধ। নানাগুণে বিকশিত বলিয়া বুদ্ধ। এক শত আট (১০৮) প্রকার তৃষ্ণা সমূলে বিনাশ করিয়াছেন বলিয়া বুদ্ধ। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ-পথে গমন করিয়া রাগ-দ্বেষ-মোহের ক্ষয় সাধন করিয়াছেন বলিয়া বুদ্ধ।

ভগবা ঃ- ভগবান। "ভগবাতি ইদং পনস্স গুণ বিসিট্ঠ সব্ব সত্তুত্তম গরু গারবাধি বচনং"। গুণ বিশিষ্ট সমস্ত সত্তার শ্রেষ্ঠ ও উত্তম গুরুর গৌরবাধিবচন ভগবান। তদ্ধেতু পুরাণে উক্ত হইয়াছে;-

ভগবাতি বচনং সেট্ঠং ভগবাতি বচন মুত্তমং;
গরু গারব যুত্তো সো ভগবা তেন বুচ্চতীতি।

ভগবান এই বাক্যটি শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম, তিনি গুরু অথবা গভীর গৌরবযুক্ত সেই জন্য ভগবা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। শুদ্ধোধন তনয় শাক্য-সিংহকে 'ভগবান' এই সংজ্ঞা তাঁহার পিতা, মাতা, কিম্বা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে কেহ অথবা দেবেন্দ্র, ব্রহ্মেন্দ্র কেহই দেন নাই। বোধিমণ্ডে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ হওয়াতে এই আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইহা তাঁহার নৈমিত্তিক নাম[১]। ভগবান শব্দের মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য এই গাথা উক্ত হইয়াছেঃ–

ভগী ভজী ভাগী বিভত্তবা ইতি,
অকাসি ভগ্গন্তি গরূতি ভাগ্যবা।
বহূহি ঞায়েহি সুভাবিতত্তনো;
ভগন্তগো সো ভগবাতি বুচ্চতীতি।

যিনি জ্ঞানাদি ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত বলিয়া ভগী বা বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ ও অশীতি অনুব্যঞ্জন প্রতিমণ্ডিত বলিয়া ভগী, নির্বাণগত চিত্ত বলিয়া ভজী, চীবরাদি চারি প্রত্যয়ের এবং ধর্ম–অর্থ ও বিমুক্তির অংশী বলিয়া ভাগী, কুশলাকুশল ধর্ম সমূহ বিভাগ করিয়া দেখাইতে সমর্থ বলিয়া বিভক্তবান, কামরাগাদি পাপ স্বভাব ভগ্ন করিয়াছেন বলিয়া ভগ্নবান, সমস্ত সত্তার শ্রেষ্ঠ ও উত্তম গুরু বলিয়া ভাগ্যবান। ভব সমূহের অন্তে গমন করিয়াছেন বলিয়া ভবন্তগ, তিনিই ভগবান বলিয়া কথিত হন। এখানে বলা হইয়াছে;–

ভগ্গরাগো ভগ্গ দোসো ভগ্গ মোহো অনাসবো।
ভগ্গাস্স পাপকা ধম্মা ভগবা তেন বুচ্চতীতি ॥

যিনি রাগ, দ্বেষ, মোহ ভগ্ন করিয়া আস্রববিহীন হইয়াছেন, যাঁহার পাপধর্ম সমূলে নির্মূল হইয়াছে তিনিই ভগবান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন বা সেইরূপ নিষ্পাপ মহাত্মাই ভগবান নামে কথিত হন। যাঁহারা তথাগত

---

[১] নাম ঃ– চারি প্রকার, যথা– (১) আবত্তিকং (আবত্তিক)–বচ্ছো, দম্মো, বলিবদ্দো। (২) লিঙ্গিকং (লিঙ্গিক)– দণ্ডি, ছত্তী, সিখি, পরী। * (৩) নৈমিত্তিকং (নৈমিত্তিক)– তেবিজ্জো, ছলভিঞ্ঞো। (৪) অধিচ্চসমুপ্পন্নং (অধিত্যসমুৎপন্ন)– লৌকিয় ব্যবহারে যদৃচ্ছা নামকে অধিত্য–সমুৎপন্ন বলা হয়। (অর্থহীন যথেচ্ছা কৃত নাম)। সিরিবড্ঢকা, ধনবড্ঢকো আদি বচনার্থ অপেক্ষা না করিয়া প্রবর্তিত না অধিত্যসমুৎপন্ন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বুদ্ধের এই নয়টি গুণ যথাযথরূপে জ্ঞাত হইয়া থাকেন তাঁহারা বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত প্রসাদ সম্পন্ন হন। তাঁহাদের শ্রদ্ধা কোন মার, দেব-ব্রহ্মায়ও হ্রাস করিতে পারেন না।

ধর্মের শরণ

ধর্ম কি? 'ধৃ' ধাতু হইতে ধর্ম শব্দ নিষ্পন্ন। যাহা ধারণ করে তাহাই ধর্ম। কোন স্থান হইতে ধারণ করে? "চতুসু অপাযেসু অপতমানো ধারেতীতি ধম্মো"। চতুর-অপায়ে পতন হইতে ধারণ করে অর্থে 'ধর্ম'। অর্থাৎ নিরয়, প্রেত, অসুর ও তির্যক (পশু-পক্ষী) এই চতুর্বিধ দুঃখপূর্ণ অপায়ে পতিত না হয় মত ধারণ করে এই অর্থে ধর্ম। ভগবান বুদ্ধের দেশিত ধর্ম সমস্তই চারি-অপায় রোধক এবং নির্বাণগামী। তাইতো বলা হইয়াছে;-

"বনপ্পগুম্বে যথা ফুস্সিতগ্গে
গিম্হান মাসে পঠমস্মিং গিম্হে;
তথূপমং ধম্মবরং অদেসযী
নিব্বাণাগামিং পরমং হিতায়।"

অনুবাদঃ- "বন উপবন যথা বসন্ত প্রভায়
পত্র, ফুলে শোভাধরে শাখা-প্রশাখায়;
তদুপম সুদেশিত ধরম গম্ভীর
সাধিতে পরমহিত নির্বাণ-গামীর।"

বসন্তের প্রারম্ভে যেমন বনভূমি গাছপালা লতাগুল্ম সবই নূতন কচি পল্লবে সজ্জিত সুশোভিত ও পরিশোভিত হয়, ডাল-পালায় নূতন জীবন লাভ করে; তেমন বুদ্ধ দেশিত ধর্মসমূহ আদি-মধ্য-অন্তে কল্যাণকর, অর্থ ব্যঞ্জন সম্পন্ন ব্রহ্মচর্য পরিপূরক। পাহাড়ে কন্দরে গুহায় গহ্বরে পতিত জলধারা যেমন সমুদ্রগামী, তেমনি বুদ্ধের দেশিত ধর্ম সমূহও নির্বাণগামী। "ধম্মো হবে রক্খতি ধম্মচারিং" ধর্মচারীকে ধর্মেই রক্ষা করে। ধর্মাচরণের ফলে লৌকিক-লোকোত্তর সুখের অধিকারী হওয়া

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যায়। তাই ত্রিলোকবাসী সত্ত্বগণের ধর্মই একমাত্র শরণ। যাবতীয় ভোগ্য রসের মধ্যে ধর্মরসই অমৃতরস। মণি–মুক্তাদি মহার্ঘ বস্তুর মধ্যে ধর্মরত্নই মহার্ঘরত্ন এবং জাগতিক সমস্ত দুঃখ বিনাশক ঔষধের মধ্যে ধর্মই পরম ঔষধ।

ত্রিলোক শরণ ধর্ম রসেতে উত্তম
রত্ন মাঝে ধর্মরত্ন লোকে অনুপম;
ধর্ম করে ধ্রুব ভব দুঃখ বিনাশন
জাগ্রত জীবনে ধর্ম কর আচরণ।

ভগবান বুদ্ধের দেশিত এই ভবদুঃখ বিনাশক ধর্ম (মুক্তিপ্রদ ধর্ম) সমূহের মহান গুণ ছয়টি। যথা ঃ– "স্বাক্খাতো ভগবতো ধম্মো, সন্দিট্ঠিকো, অকালিকো, এহিপস্সিকো, ওপনায়িকো, পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্ঞূহী'তি।

স্বাক্খাতো ভগবতো ধম্মো ঃ– ভগবান কর্তৃক ধর্ম অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত। "স্বাক্খাতো ধম্মো" সুব্যাখ্যাত ধর্ম। ইহার দ্বারা পরিয়ত্তি ধর্ম অর্থাৎ সমস্ত ত্রিপিটক বুদ্ধ বাক্যই নির্দেশিত হইতেছে। "সন্দিট্ঠিকো ..... পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্ঞূহী'তি" এতদ্বারা নবলোকোত্তর ধর্ম অর্থাৎ স্রোতাপত্তি আদি চারি মার্গ ও চারি ফল এবং নির্বাণ উক্ত হইতেছে। লোকোত্তর ধর্ম পটিবেধ ধর্ম নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। তের প্রকার "ধুতাঙ্গ" ব্রত, চৌদ্দ প্রকার "খন্ধক" ব্রত ও বিরাশি প্রকার মহাব্রত "পটিপত্তি" ধর্ম নামে অভিহিত। ভগবান বুদ্ধ আদি, মধ্য ও অন্তে ফলপ্রদ, অর্থ ও ব্যঞ্জনযুক্ত, কেবল পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ শাসন ব্রহ্মচর্য এবং মার্গ ব্রহ্মচর্যই প্রকাশ করিয়াছেন[১]। তদ্ধেতু তাঁহার পরিয়ত্তি ধর্ম সুব্যাখ্যাত। যথা উক্ত হইয়াছে;– "সুপঞ্ঞত্তা খো পন তেন ভগবতো সাবকানং নিব্বাণগামিনি পটিপদা, সংসন্দতি নিব্বাণঞ্চ

---

[১] ভগবান সনিদানে স্রোতাদের অভিপ্রায়নুযায়ী হেতু উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা বিষয়ক, সার্থ, সব্যঞ্জন, ধর্ম্মোপদেশ করিতেন। আদি, মধ্য, অন্ত, সার্থ, ব্যঞ্জন প্রভৃতির বিস্তৃত ব্যাখ্যা বিশুদ্ধিমার্গ নামক গ্রন্থে দর্শন করুন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পটিপদাচ। ..... অরিযমগ্গো চেথ অন্তদ্বযং অনুপগম্ম মজ্ঝিমা পটিপদা তূতোব, মজ্ঝিম পটিপদাতি অক্খাতত্তা স্বাক্খাতো"। অর্থাৎ ভগবান শ্রাবকদের জন্য নির্বাণগামিনী প্রতিপদা অতিসুন্দরভাবে নির্দেশ করিয়াছেন, নির্বাণ এবং প্রতিপদা সমতুল হয়। গঙ্গার জলের সহিত যমুনার জল মিশ্রিত হইলে যেমন একই রূপ হয়, তেমনভাবে ভগবান শ্রাবকদের জন্য নির্বাণগামিনী প্রতিপদা নির্দেশ করিয়াছেন। নির্বাণ এবং প্রতিপদা সমতুল। এই স্থলে আর্যমার্গ কামসুখ ও আত্মানিগ্রহ (কঠোর কৃৎচ্ছ্রসাধনা) এই দুই অন্ত বর্জিত মধ্যম প্রতিপদাই, মধ্যমা প্রতিপদা অবলম্বনে ধর্ম সুদেশিত হইয়াছে বলিয়া সুব্যাখ্যাত নামে কথিত।

সন্দিট্ঠিকো ঃ– সন্দৃষ্টিক, স্বয়ং দর্শনীয়। এই আর্যমার্গ কামরাগাদি বিহীন অবস্থায় স্বয়ং দ্রষ্টব্য। এই হেতু জনৈক ব্রাহ্মণকে বলিয়াছেন;– ব্রাহ্মণ, কামাসক্ত, কামাভিভূত ও কাম পরিগৃহীত চিত্ত ব্যক্তি আত্মদুঃখ ও পরদুঃখ এই উভয় দুঃখ উৎপাদন করে এবং নিজেও দুঃখ দৌর্মনস্য ভোগ করে। কামরাগ ত্যাগ করিলে আত্মদুঃখ ও পরদুঃখ এই উভয় দুঃখ উৎপাদিত হয় না, স্বয়ংও দুঃখ দৌর্মনস্য ভোগ করে না। ব্রাহ্মণ, এই কারণেও আমার ধর্ম স্বয়ং দ্রষ্টব্য অথবা নববিধ লোকোত্তর ধর্ম যেই যেই উপায়ে বোধগম্য হয়, সেই সেই উপায় লাভ করিতে হইলে পরের কথার উপর নির্ভর না করিয়া আত্মনির্ভরশীল হওতঃ প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞানের দ্বারা স্বয়ং দ্রষ্টব্য অথবা প্রশস্ত দৃষ্টি বলিয়া সন্দৃষ্টি। সন্দৃষ্টি দ্বারা কলুষসমূহ ত্যাগ করিয়া লোকোত্তর ধর্ম লাভ করা যায় বলিয়া সদৃষ্টিক। যেমন রথে জয় করে বলিয়া রথিক। অথবা দৃষ্টি অর্থ দর্শন। দৃষ্টিই সন্দৃষ্টি (সম্যক্ দর্শন)। সন্দৃষ্টি যোগ্য বলিয়া সদৃষ্টিক। যেমন বস্ত্রের যোগ্য বলিয়া "বথিকো"। লোকোত্তর ধর্ম ভাবনাভিসময় বশে এবং সাক্ষাৎকার অভিসময়বশে দৃষ্ট হইলেই সংসার ভয় নিবৃত হয়।

অকালিকো ঃ– অকালিক। এই ধর্মের ফল প্রদানের নির্দিষ্ট কাল নাই বলিয়া অকাল। অকাল স্বভাবযুক্ত বলিয়া অকালিক। পাঁচ সাতদিন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরে ফল দিবে বলিয়া নিয়ম নাই। কার্যারম্ভের পরই ফলদায়ক বলিয়া অকালিক। ন কালিক হেতু অকালিক।

এহিপস্সিকো ঃ– এস দেখ। এই নববিধ লোকোত্তর ধর্ম "এস দেখ" এই বিধির উপযুক্ত হেতু "আসিয়া দেখ" বলিয়া আহ্বান করিবার উপযুক্ত। কারণ এই ধর্মের বিদ্যমানতা ও পরিশুদ্ধতা আছে। কোন দরিদ্র ব্যক্তি খালি মুষ্টিতে স্বর্ণ রৌপ্য আছে বলিয়া অপরকে "আসিয়া দেখ" একথা বলিতে সাহস করে না। কাহাকেও প্রফুল্ল করিতে বিদ্যমান অশুচি পচা পদার্থ দেখাইবার জন্যও আসিয়া দেখ একথা বলিতে পারে না, বরঞ্চ সেই দুর্গন্ধ পদার্থ তৃণাদির দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে হয়। কারণ সেই জিনিস অশুচি ও পঁচা বলিয়া। এই ধর্ম সেরূপ নহে, ইহা মেঘযুক্ত চন্দ্রের ন্যায় প্রভাস্বর ও পণ্ডুকম্বলে স্থাপিত জাতিমণির ন্যায় পরিশুদ্ধ। তদ্ধেতু এই বাস্তব বিদ্যমানতা ও পরিশুদ্ধতা আছে বলিয়া এই ধর্ম আসিয়া দেখ বলিয়া সকলকে ডাকিবার উপযুক্ত। এই হেতু নব লোকোত্তর ধর্ম "এহিপস্সিকো" নামে কথিত হয়।

ওপনায়িকো ঃ– ঔপনায়িক। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনা বলে চিত্তে উপনয়ন বা আগমন করে বলিয়া ঔপনায়িক। চিত্তে উপনীত হয় বলিয়া উপনয়ন অথবা নির্বাণে গমনের উপযোগী আর্যমার্গে উপনয়ন করে বলিয়া ঔপনায়িক।

পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্ঞূহী'তি ঃ– বিজ্ঞদিগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষিতব্য। উদ্ঘাটিতজ্ঞ (উদাহরণে বুঝিতে সমর্থ) প্রভৃতি বিজ্ঞদিগণ কর্তৃক নিজে নিজেই জ্ঞাতব্য "আমা কর্তৃক মার্গ লব্ধ, ফল লব্ধ, নিরোধ সাক্ষাৎকৃত"। গুরু মার্গ ভাবনা করিলে শিষ্যের কলুষ ত্যাগ হইবে না, তিনি ফল সমাপত্তিতে রত হইলে শিষ্যের সুখবিহার হয় না। গুরু নির্বাণ সাক্ষাৎ করিলেও শিষ্য মুক্ত হইবে না। শিষ্যকেও নির্বাণ সাক্ষাৎ করিতে হইবে। পরের শিরঃ মূকুট নিজের মাথায় আসে না। স্বীয় চিত্ত দ্বারাই দ্রষ্টব্য। অন্যের আহারে যেমন নিজের পেট ভরে না, নিজেকেও আহার করিতে হয়, তেমনি বুদ্ধ দেশিত ধর্ম সমূহও আচরণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ও অনুশীলনের মাধ্যমেই আপন জীবনে প্রতিফলিত করিতে হয়, অর্থাৎ চিত্ত দ্বারাই দ্রষ্টব্য। বিজ্ঞদিগণ কর্তৃক অনুভবিতব্য। এই ধর্ম অজ্ঞানীর বোধগম্য নহে। এই ধর্ম সন্দৃষ্টিক, অকালিক, 'এস দেখ' বলিয়া বিজ্ঞদিগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষিতব্য, তাই সুব্যাখ্যাত। যাহা এহি পাস্‌সিক তাহা ঔপনায়িক হয় বলিয়া সুব্যাখ্যাত। যাঁহারা ধর্মের এই ছয়টি গুণ যথাযথরূপে জ্ঞাত হইয়া থাকেন, ধর্মের প্রতি তাঁহাদের অচলা শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। সেই শ্রদ্ধা কেহই হ্রাস করিতে পারে না।

সঙ্ঘের শরণ

সঙ্ঘ অর্থ সমষ্টি, রাশি নিকায়, দল সমিতি বা বহুর সমাবেশ। জগতে বহু সঙ্ঘ আছে, এখানে ভগবান বুদ্ধের আর্য–শ্রাবকগণকে সঙ্ঘ বলা হইয়াছে। জগতে যত প্রকার সঙ্ঘ আছে তৎমধ্যে ভগবান বুদ্ধের আর্য–শ্রাবক সঙ্ঘই অগ্র ও শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা পূত পবিত্র ব্রহ্মচারী, সুমার্গ প্রতিপন্ন, অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র, সুগত শাসন সদ্ধর্মের ধারক ও বাহক। তাঁহাদের চিন্তাধারা সংসার স্রোতের বিপরীত; সর্বদা আধ্যাত্মিক সাধনায় তৎপর। তাঁহাদের সর্বদা উন্নত মনোভাব বিদ্যমান আর সেই উন্নত মনোভাবই তাঁহাদের ঊর্ধ্বদিকের (নির্বাণের) যাত্রী করে। আধ্যাত্ম সাধনার আলোকে সংসার স্রোতের ঊর্ধ্বে থেকে যেইভাবে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া জীবন–সূর্যকে প্রভান্বিত করেন তা' এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তাঁহারা ষড়েন্দ্রিয় দমনে বীর্যবান, অপ্রমত্ত স্মৃতি সাধনায় অনুরক্ত, কামবানে অবিদ্ধ, শয়নে–গমনে–বসনে–দাঁড়ানে সদা জাগ্রত, তাঁহাদের অন্তঃকরণ নির্বাণ রসে অভিসিক্ত। তাই অনন্ত গুণের আধার অনুত্তর ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ গ্রহণে এবং তাঁহাদের নীতি আদর্শ অনুশীলনে ভব যাত্রীকে জীবন–সংগ্রামে উত্তীর্ণ হইতে সাহায্য করে। অগ্রপ্রসাদ সূত্রে– "সংসারে যত প্রকার **সঙ্ঘ** আছে, তৎমধ্যে তথাগতের শ্রাবক সঙ্ঘই অগ্র ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত ! **যাঁহারা** এই সঙ্ঘের প্রতি প্রসন্ন; তাঁহারা অগ্রে প্রসন্ন এবং শ্রেষ্ঠের প্রতি প্রসন্ন। অগ্র ও শ্রেষ্ঠের প্রতি প্রসন্নতা হেতু তাঁহাদের অগ্র ও শ্রেষ্ঠ সুখ–বিপাক উৎপন্ন হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবান বুদ্ধের আর্য–শ্রাবকসঙ্ঘ নবগুণে গুণান্বিত। যথাঃ– "সুপটিপন্নো ভগবতো সাবক সঙ্ঘো, উজুপটিপন্নো ভগবতো সাবক সঙ্ঘো, ঞায়পটিপন্নো ভগবতো সাবক সঙ্ঘো, সমীচিপটিপন্নো ভগবতো সাবক সঙ্ঘো, যদিদং চত্তারি পুরিসযুগানি অট্ঠপুরিস পুগ্গলা এস ভগবতো সাবক সঙ্ঘো, আহুণেয্যো, পাহুণেয্যো, দক্খিণেয্যো, অঞ্জলি করণীয্যো, অনুত্তরং পুঞ্ঞক্খেত্তং লোকস্স'তি।

সুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো ঃ– ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ সুপ্রতিপন্ন। উপদেশ অনুশাসন সুন্দররূপে শ্রবণ করে বলিয়াই শ্রাবক (শিষ্য)। শ্রাবকদিগের সঙ্ঘ বা সমূহ এই অর্থে শ্রাবকসঙ্ঘ। সম্যক্ প্রতিপদা, অনিবর্তি প্রতিপদা, অনুলোম প্রতিপদা, অবিরুদ্ধ বা অনুধর্ম প্রতিপদা ও ধর্মানুধর্ম প্রতিপদা এই পঞ্চ প্রতিপদায় সুন্দররূপে প্রতিপন্ন বলিয়া সুপ্রতিপন্ন। স্রোতাপত্তিমার্গ ও ফললাভী ব্যক্তি; শীল, দৃষ্টি ও শ্রামণ্যতায় (সামঞ্ঞায) সঙ্ঘাতভাব প্রাপ্ত শ্রাবকসমূহ।

উজুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো ঃ– ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ উজু (ঋজু) পথ প্রতিপন্ন মধ্যমা প্রতিপদা দ্বারা কাম–সুখ–ভোগ ও আত্মনিগ্রহ দ্বারা কৃচ্ছ্র সাধনা; এই অন্তদ্বয় এড়াইয়া কায়–বাক্যে–মনের বক্রতা ত্যাগ করেন বলিয়া উজু মার্গ প্রতিপন্ন। সকৃদাগামী মার্গ ও ফললাভী পুদ্গল।

ঞায়পটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো ঃ– ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ ন্যায় বা নির্বাণ প্রতিপন্ন। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই নির্বাণ লাভের যথার্থ মার্গ, অন্য কোন মার্গ অবলম্বনে নির্বাণ লাভ অসম্ভব। অতএব যাঁহারা এই ন্যায় মার্গ অবলম্বনে নির্বাণাভিমুখে চলিয়াছেন তাঁহারা ন্যায় প্রতিপন্ন অনাগামী মার্গ ও ফললাভী পুদ্গল।

সমীচিপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো ঃ– ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ সমীচিন প্রতিপন্ন। যাহা প্রাপ্ত হইলে প্রণাম দাঁড়ান আদি স্বামীর প্রতি করণীয় বিষয়ের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় সেই আর্য মার্গ সংখাত মধ্যমা প্রতিপদা প্রতিপন্ন। অর্হত্ব মার্গ ও ফললাভী পুদ্গল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এই চারি (শ্রেণীর) পুরুষ যুগলই পুদ্গল (একেক) বশে অষ্ট পুরুষ (আট শ্রেণীতে বিভক্ত) স্রোতাপত্তি মার্গস্থ ও ফলস্থ, সকৃদাগামী মার্গস্থ ও ফলস্থ, অনাগামী মার্গস্থ ও ফলস্থ এবং অর্হত্ব মার্গস্থ ও ফলস্থ। ইহারা ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ।

আহুণেয্যো ঃ– আহুনেয়, ভগবানে শ্রাবকসঙ্ঘ আহুতি অর্থাৎ চীবর, পিণ্ড, শয়নাসন ও ঔষধ প্রত্যয়াদি দানরূপে গ্রহণের যোগ্য পাত্র বলিয়া আহুনেয়, দূর হইতেও আনিয়া দেওয়ার যোগ্য। তাঁহাদিগকে দিলে মহাফল লাভ হয় বলিয়া আহুনেয়। অথবা দূর হইতেও আসিয়া সমস্ত সম্পত্তি আহুতি দিবার যোগ্য বলিয়া আহ্বানীয়। দেবরাজ ইন্দ্র প্রভৃতিরও আহ্বানের যোগ্য বলিয়া আহ্বানীয়। যেমন ব্রাহ্মণগণের পক্ষে অগ্নি আহ্বানীয়, তাহাতে আহুতি দিলে মহাফল লাভ হয় বলিয়া তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। যদি আহুতিতে মহাফল হয় বলিয়া আহ্বানীয়, তবে সঙ্ঘই আহ্বানীয়, যেহেতু সঙ্ঘে আহুতি দিলে মহাফল লাভ হইয়া থাকে। তাই উক্ত হইয়াছে;–

যো চ বস্সসতং জন্তু অগ্গি পরিচরে বনে,
একঞ্চ ভাবিতত্তানং মুহুত্তমপি পূজযে;
সা যেব পূজনা সেয্যো যঞ্চে বস্সসতং হুতন্তি। (ধম্মপদ)

যে ব্যক্তি শত বৎসর ব্যাপী বনে বাস করিয়া অগ্নি–পরিচর্যা করে, তাহার শত বৎসরের আহুতি অপেক্ষা ভাবিত–চিত্ত শুদ্ধ মুক্ত পুরুষের মুহূর্তকাল পূজা করাই উত্তম।

পাহুণেয্যো ঃ– পাহুনেয়। এস্থলে পাহুন অর্থ দূর দেশ হইতে আগত প্রিয় জ্ঞাতি মিত্রের সৎকারের জন্য সজ্জিত সামগ্রী। সেই পাহুন দানের ও গ্রহণের যোগ্য বলিয়া ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ পাহুনেয়। সঙ্ঘ সদৃশঃ আর পাহুনক নাই। অথবা সঙ্ঘকে সর্বাগ্রে আনিয়া আহুতি দেওয়ার যোগ্য বলিয়া পাহুনেয়। যেহেতু সঙ্ঘ পূজার যোগ্য। সর্বপ্রকারে আহ্বানের উপযুক্ত বলিয়া পাহুনেয়। সেই হেতু ও ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ পাহুনেয় বলিয়া উক্ত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দক্খিণেয্যো ঃ– দক্ষিণেয়। পরলোক বিশ্বাস করিয়া প্রদত্ত দানকে দক্ষিণা বলে। সেই দক্ষিণা গ্রহণের যোগ্য বলিয়া সঙ্ঘ দক্ষিণেয়। সঙ্ঘ অন্ন–পানীয়–যান–বস্ত্র–মালা–গন্ধ–বিলেপন–শয্যা–আবাস ও প্রদীপ এই দশবিধ দানীয় বস্তু গ্রহণের যোগ্য। তাহাদিগকে সেই দক্ষিণা দানে মহাফল লাভ হয় বলিয়া সঙ্ঘ দক্ষিণেয়।

অঞ্জলিকরণীয্যো ঃ– অঞ্জলিকরণীয়। উভয় হস্ত কপালে জোড় করিয়া স্থাপন পূর্বক নমস্কার করিবার যোগ্য বলিয়া সঙ্ঘ অঞ্জলিকরনীয়। বিচরণ ক্ষেত্রে যেখানে সঙ্ঘ দেখা যাক না কেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে প্রসন্ন চিত্তে অঞ্জলিবদ্ধ প্রণাম করার যোগ্য বলিয়া ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ অঞ্জলিকরণীয়।

অনুত্তরং পুঞ্ঞক্খেত্তং লোকস্সা'তি ঃ– সর্বলোকের অনুত্তর, অসদৃশ পুণ্যক্ষেত্র। যেমন– রাজার ধান্য ক্ষেত্র, রাজার শষ্য ক্ষেত্র, সেইরূপ পুণ্যফল উৎপাদনের পক্ষে ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘই উর্বর ক্ষেত্র তুল্য। তদ্ধেতু উক্ত হইয়াছে;–

খেত্তপমা অরহন্তো দায়কা কস্সকপমা,
বীজুপমং দেয্যধম্মং এথ নিব্বত্ততে ফলং।

উর্বর ক্ষেত্র তুল্য ভিক্ষুসঙ্ঘ, সুদক্ষ কৃষক তুল্য শ্রদ্ধাবান দায়ক ও পরিপুষ্ট বীজসদৃশঃ দানীয় বস্তু, এই ত্রিবিধ বস্তুর সংযোগের অপ্রমাণ পুণ্যফল উৎপন্ন হয়। তাই ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ অনুত্তর পুণ্য–ক্ষেত্র। যাঁহারা সঙ্ঘের এই নয়টি গুণ যথাযথরূপে জ্ঞাত হইয়া থাকেন, তাঁহারা সঙ্ঘের প্রতি অবিচলিত প্রসাদ সম্পন্ন হন। তাঁহাদের শ্রদ্ধা কোন মার, দেব–ব্রহ্মায়ও হ্রাস করিতে পারেন না।

ত্রিশরণ গ্রহণের ফল

অনেকে ত্রিশরণ আবৃত্তি করেন। কিন্তু শরণ গ্রহণের ফল কি তাহা বোধ হয় অনেকে জানেন না। এই নিমিত্ত এই স্থানে ত্রিশরণের ফল বর্ণনা করা উচিত মনে করিতেছি–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১) চারি শ্রামণ্যফল[১] সমস্ত দুঃখ–ক্ষয়কারী লোকোত্তর শরণ গমনের ফল। লৌকিক শরণ গমনের ফল ভব সম্পত্তি লাভ। তদ্ধেতু উক্ত হইয়াছে;–

'যে কেচি বুদ্ধং ধম্মং সঙ্ঘং সরণং গতাসে–
ন তে গমিস্‌সন্তি অপামং ভূমিং
পহায মানুসং দেহং দেবকায়ং পরিপূরেস্‌সন্তি'।

যে কেহ বুদ্ধ–ধর্ম–সঙ্ঘের শরণাপন্ন হয়, তাঁহারা অপায়ে (তির্যক, অসুর, প্রেত ও নরক) গমন করেন না। মনুষ্য দেহ ত্যাগ করিয়া তাঁহারা দেবলোক পরিপূর্ণ করে।

(২) ত্রিশরণ গ্রহণের গুরুত্ব সম্বন্ধে অঙ্গুত্তর নিকায়ের বেলাম সূত্রে ও দীর্ঘ নিকায়ের কুটদন্ত সূত্রে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে;– জম্বুদ্বীপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যদি আর্য পুদ্গালদিগকে বসানো হয়, তথায় থাকিবেন স্রোতাপন্ন দশ লাইন, সকৃদাগামী পাঁচ লাইন, অনাগামী সাড়ে তিন লাইন, অর্হৎ আড়াই লাইন, পচ্চেক বুদ্ধ এক লাইন এবং একজন সম্যক্‌সম্বুদ্ধ।

একজন অর্হৎকে দান দেওয়ার চেয়ে একজন সম্যক্–সম্বুদ্ধকে দান দেওয়া অত্যধিক পুণ্য। সম্যক্–সম্বুদ্ধকে প্রদত্ত দানের পুণ্য হইতে উপরোক্ত সম্যক্–সম্বুদ্ধ প্রমুখ আর্য–পুদ্গাল ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দিলে সেই দানের ফল মহাফলদায়ক। তাহার চাইতে অধিক ফল লাভ হয় একটি ধাতু–চৈত্য নির্মাণ করিলে। ধর্ম শ্রবণে আরও অধিক ফল। তাহার চাইতেও অধিক ফল– চতুর্দিকস্থ আগতানাগত ভিক্ষু–সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে অন্ততঃ চারিহাত পরিমিত একখানা পর্ণশালারূপ বিহার নির্মাণ করিয়া দান করিলে।

ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ বিহার দান হইতেও অধিকতর ফলদায়ক। শরণাগমন ও শীলের মধ্যে শরণাগমনই উত্তম বা শ্রেষ্ঠ। কারণ শরণে

---

[১] **চারি শ্রামণ্যফল** ঃ– স্রোতাপত্তি মার্গফল, সকৃদাগামী মার্গফল, অনাগামী মার্গফল ও অর্হত্ব মার্গফল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রতিষ্ঠিত হইয়াই শীল পালন করিতে হয়। তদ্ধেতু শীল হইতে শরণাগমন শ্রেষ্ঠ। সেই শরণ কিরূপ হইতে হইবে? ত্রিরত্নের উদ্দেশ্যে জীবন সমর্পন করিয়া শরণাপন্ন হওয়াই উত্তম শরণ। তাই বুদ্ধ বন্দনায় বলা হইয়াছে;– "বুদ্ধং জীবিত যেব মহাপরিনিব্বাণ পরিযন্তং সরণং গচ্ছামি। নথিমে সরণং অঞং বুদ্ধো মে সরণং বরং। ধম্মং ..... সঙ্ঘং..... ইত্যাদি।"

(৩) রাজা মহানাম শাক্যের পাঠরাণী শশীপ্রভা। শশীপ্রভার ছিল একজন দাসী। নাম তাহার রোহিকা। বড়ই অনুগতা, দক্ষানিরলসা, সুব্রতা, বিনীতা, ভদ্রা এই দাসী। শশীপ্রভা ছিলেন রূপ–লাবণ্যে অদ্বিতীয়া। রাজার প্রধানা মহিষী বলিয়া তাহার অভিমানও কম ছিল না। তিনি দাসীকে কত উৎপীড়ন, নিপীড়ন, নিন্দা, তিরস্কার, গালি, ভৎর্সনা করিতেন; কিন্তু দাসী তা' নীরবেই সহ্য করিত।

একদা রাজ্ঞী শশীপ্রভা দাসীসহ ধর্ম শ্রবণের জন্য বিহারে গমন করিলেন। তথায় চারি পরিষদে ভগবান তথাগত বুদ্ধ–লীলায় নৈর্বাণিক ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব পরিবেশন করিতেছিলেন। শ্রোতাগণও তাহা একাগ্রমনে শুনিতেছিলেন। তৎমধ্যে দাসী রোহিকার মনোযোগটা ছিল সর্বাধিক। সে অতি তন্ময় হইয়া ধর্মের অমৃত বাণী শুনিতেছিল। কোন দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সে অপলক দৃষ্টিতে অমৃত বারি তীর্থে অবগাহন করিতেছিল। এমন সময় তাহাকে অপ্রত্যাশিত ভাবে শশীপ্রভার মুক্তার হারটি আনিবার জন্যে সভাস্থল ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। কারণ দাসী জীবন উপায় নেই। প্রভু–পত্নীর কথা পালন করিতে হইবে। নতুবা আদেশ লঙ্ঘনে শিরচ্ছেদ। অগত্যা সে প্রভু–পত্নীর আদেশ পালন করিতে গিয়া সভাস্থল ত্যাগ করিল। কিন্তু মহান বুদ্ধের অনন্ত গুণানুস্মরণ এবং ত্রিরত্নের প্রতি প্রগাঢ় চিত্ত প্রসাদ সম্পন্ন হইয়া ধীর পদক্ষেপে মন্থরগতিতে চলিতে লাগিল রোহিকা। তখন অকস্মাৎ সে এক তরুনা সবৎসা গাভী দ্বারা আক্রান্ত হয়। অতর্কিত আক্রমনে রোহিকা আত্মরক্ষার উপায় ছিল না। তখনও সে তন্ময় হইয়া ত্রিরত্নের মহান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গুণাবলী স্মরণ করিতে করিতে সেই অবস্থাতেই তাহার প্রাণ বিয়োগ ঘটিল এবং প্রাণ বিয়োগান্তে তাহার জন্ম লাভ হইল ধর্মরাজ্য সিংহলে রাজ কন্যা "মুক্তালতা" রূপে। ত্রিরত্নের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা হেতু তাহার জীবনের মোড় ফিরিয়া গিয়া দাসী জীবনের অবসান ঘটিল। শাস্ত্রেও বলা হইয়াছে;–

'বুদ্ধে চিত্তে প্পসাদেন ধম্মে সঙ্ঘে চ যো নরো;
কপ্পানি সতসহস্সানি দুগ্গতিং সো ন গচ্ছাতি।

যাঁহারা বুদ্ধ–ধর্ম–সঙ্ঘ এই ত্রিরত্নের প্রতি প্রসাদভাব উৎপন্ন করেন এবং ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহারা লক্ষ কল্পকাল দুর্গতিতে জন্ম হন না। ইহা ত্রিরত্নের আশ্চর্য অনন্ত গুণ প্রভাব।

(৪) এক সময় শক্র দেবরাজ ইন্দ্র অশীতি সহস্র দেবতা অনুচরসহ আয়ুষ্মান্ মহামোগ্গলায়ন স্থবির মহোদয়ের নিকট উপনীত হইয়াছিলেন। স্থবির মহোদয় শক্রকে এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন– দেবেন্দ্র! বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করা অতি উত্তম। জগৎবাসীদের মধ্যে বহুলোক বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করিয়া মরণের পর দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাঁহারা বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হন তাঁহারা অপর দেবতাগণকে দিব্য আয়ু–বর্ণ–সুখ–যশঃ–আধিপত্য রূপ–শব্দ–গন্ধ–রস ও স্পর্শের দ্বারা পরাজয় করিয়া বিরোচিত হন, অর্থাৎ বুদ্ধের শরণ গ্রহণকারীরা দিব্য–ঐশ্বর্য অন্যান্য দেবতাদের চেয়ে অত্যধিক পরিমাণে লাভ করিয়া থাকেন। ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণেও এবম্বিধ ফল দ্রষ্টব্য।

৫) পুরাকালে লঙ্কাদ্বীপে মহাতীর্থপর্যটন নামক একটি নগর ছিল। সেই নগরে ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন নন্দ নামক বণিক বাস করিতেন। তাঁহার অপ্সরাসদৃশা রূপবতী, গুণবতী ও পতিব্রতা স্ত্রীকে গৃহে রাখিয়া কোন এক শুভদিনে বাণিজ্যার্থে নৌকারোহণে বিদেশ গমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে এই নগরে প্রধান অমাত্য একদিবসে উৎসবোপলক্ষে মহাসমারোহে অলঙ্কৃত নগর প্রদক্ষিণে বাহির হইলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নানালঙ্কারে ভূষিতা চন্দ্রবদনা দাসীগণ সহ বাতায়নে স্থিতা উৎসব দর্শনকারিণী সেই বণিকের স্ত্রীর অপরূপ-রূপলাবণ্য সন্দর্শনে কামাতুর হইয়া সেই অমাত্য নগর প্রদক্ষিণ শেষ না করিয়াই অর্ধ পথ হইতে প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহাকে লাভের আশায় বস্ত্রালঙ্কার; এমন কি সহস্র-সহস্র টাকা প্রদানে এবং বিবিধ প্রকার প্রলোভনে বশীভূত করিতে চেষ্টার ত্রুটি রাখিলেন না।

সে সাধ্বী শ্রমণ-ব্রাহ্মণের নিকট শ্রুতধর্মা, রত্নত্রয়ের শ্রদ্ধাশীলা ও পতিগতপ্রাণা, তাহার প্রলোভন পাশে আবদ্ধ না হইয়া নিজ অমূল্য সতীত্ব-রত্ন রক্ষায় যত্নবতী হইলেন। এই শরীর বত্রিশটা অশুচি জিনিসের সমষ্টিমাত্র এবং পরস্ত্রীগমন মহাপাপ বলিয়া; সাধ্বী এই দুষ্কার্য হইতে অমাত্যকে নিবৃত করিবার অভিপ্রায়ে অনেক প্রকার হিতোপদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু সেই কামান্ধ অমাত্য ব্যর্থ মনোরথ হইয়া অভিমানে, ক্ষোভে ও রোষে ভাবিলেন যে তাহার স্বামীকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিতে পারিলে নিশ্চয়ই সে আমার বশীভূত হইবে। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া বিদেশ গত তাঁহার স্বামীকে হত্যা করাইবার জন্য ভূতবৈদ্য সহ এক নিশীথ রাত্রে আমক শ্মশানে[১] গমন করিলেন। তথায় সদ্যপরিত্যক্ত এক মৃতদেহ লক্ষ্য করিয়া ভূতবৈদ্য মন্ত্র জপ্ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপর সেই মৃতশরীরে ভূতাবিষ্ট হইয়া তাহার অভিমুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল- "আমাকে কি করিতে হইবে?" লও- এই অসি, "নন্দবণিককে এখনই হত্যা করিয়া আইস"। তখন ভূত দন্ত-ওষ্ঠে বিকট ভাব ধারণ করিয়া ও মুখে অগ্নিশিখা বিকিরণ পূর্বক সমুদ্রের ঊর্মিমালা দলিত করিতে করিতে উৎক্ষিপ্ত তরবারি হস্তে স্বদেশাভিমুখে আগত নন্দবণিকের নৌকার দিকে ধাবিত হইল।

---

[১] **আমক শ্মশান** ঃ- যেই স্থানে মৃত শরীর দগ্ধ অথবা কবরস্থ না করিয়া ফেলিয়া রাখিত সেই স্থানকে আমক শ্মশান বলে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নাবিকগণ সেই ভীষণ আকৃতি দর্শনে মরণভয়ে ভীত হইয়া সকলে একসঙ্গে রোদন করিয়া উঠিল। বণিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা রোদন করিতেছ কেন?" তাহারা বলিলেন "একটি ভয়ঙ্কর ভূত ধারালো তরবারি হস্তে তরীর দিকে আসিতেছে"। "যদি তাহা হয়, তোমরা সকলে অপ্রমত্ত হইয়া রত্নত্রয়ের শরণ লও, বিপদের সময় ইহার ন্যায় নিরাপদ ও উত্তম আশ্রয় ইহলোকে আর কিছুই নাই।" বণিকের উপদেশে তাহারা সকলে তাহাই করিল। "বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি" বলিয়া সকলেই ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হইল। দ্রুত বেগে নিক্ষিপ্ত পাষাণখণ্ড যেমন অন্য বৃহৎ পাষাণে ধাক্কা লাগিয়া পশ্চাৎদিকে প্রত্যাবৃত্ত হয়, তেমনই সেই ভূত শরণরূপ পাষাণ প্রাকারের প্রভাবে তাহাদের কাছে উপস্থিত হইতে না পারিয়া প্রত্যাবর্তন করিল এবং সে শ্মশানে ভূতবৈদ্যের সম্মুখে তরবারি নিক্ষেপ পূর্বক মৃতকলেবর হইয়া পড়িয়া রহিল।

পুনর্বার ভূতবৈদ্য মন্ত্র জপ্ করিয়া সেই ভূতকে আহ্বান করিয়া দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থবার প্রেরণ করিল। বণিক ও নাবিকগণ বারবার ভূত আক্রমন করিতেছে দেখিয়া পূর্বের ন্যায় অপ্রমত্তভাবে ত্রিশরণের আশ্রয়ে আশ্রিত হইলেন। কিন্তু বৈদ্যকর্তৃক পুনঃ পুনঃ প্রেরিত ভূত বণিক ও নাবিকগণের শরণের প্রভাবে তাঁহাদের কোন অনিষ্ট করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিল এবং শ্মশানে অবস্থিত অমাত্য ও বৈদ্যের মস্তক ছেদন পূর্বক তথায় মৃতদেহ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। এই অমাত্য একজন গুণবান নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করিতে চেষ্টা করাই স্বয়ং হত হইলেন।

"বধাযো' পক্কমে সত্তো অদূভিং গুণভাজনং,
বিনাসং যাতি সো সত্তো সিবামচ্চো'ব বানিজ'ন্তি"।

"যে নির্দোষ গুণভাজন জীবকে বধের জন্য উদ্যোগ করে সেই ব্যক্তি নিজে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যেমন শিব-অমাত্য বণিককে হত্যা করিতে চেষ্টা করায় নিজেই হত হইলেন।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"অহো! ত্রিরত্নের অনুভবের কি গুণ? অমনুষ্যও ত্রিশরণাপন্ন ব্যক্তিকে অগ্নিস্কন্ধ প্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় দূর হইতে পরিবর্জন করে"।

অনন্তর বণিক নিরাপদে সহচরগণ সহ নিজ গৃহে উপস্থিত হইলেন। এই প্রকার দুষ্কার্য করিতে যাইয়া অমাত্য হত হইয়াছেন, এই বিবরণ তাঁহার স্ত্রীর নিকট শুনিয়া করুণার্দ্রচিত্তে পুণ্যকর্ম সম্পাদন পূর্বক তাহাকে পুণ্যাংশ প্রদান করিলেন। বণিক ভার্যাসহ যাবজ্জীবন কুশল কর্মে আত্মনিয়োগ করিয়া মৃত্যুর পর সপরিবারে দেবলোকে গমন করিলেন।

যাঁহারা কায়-বাক্য-মনে ত্রিরত্নের শরণাপন্ন হন। তাঁহারা অসুরাদি চারি অপায়ে জন্ম গ্রহণ করেন না। মানব দেহ ত্যাগ করিয়া দেবলোকে তাঁহাদের জন্ম লাভ হইয়া এবং হইলোকে ভূত-প্রেত-যক্ষ-গ্রহ প্রভৃতি সর্বপ্রকারের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। তাইতো বলা হইয়াছে;-

বুদ্ধের শরণগত নরকে না যায়,
নরলোক পরিহরি দেবলোক পায়;
ধর্মের শরণগত নরকে না যায়,
নরলোক পরিহরি দেবলোক পায়;
সঙ্ঘের শরণগত নরকে না যায়,
নরলোক পরিহরি দেবলোক পায়;
ভূধর কন্দর কিম্বা জনহীন বন,
শান্তি হেতু লয় লোকে সহস্র শরণ;
ত্রিরত্নের শরণ কিন্তু সর্ব দুঃখ হর,
লভিতে ইহারে সদা হও অগ্রসর।

সরনত্তয়ং সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দসসিক্খাপদং

(দশশিক্ষাপদ)

(উৎপত্তি)

দশশিক্ষা-পদ বলিতে সাধারণতঃ প্রব্রজিতগণের অবশ্য পালনীয় দশ শীলকেই বুঝায়। এই দশশীল সমূহ শ্রামণগণের "শিক্ষা করা কর্তব্য" এই হেতু দশশিক্ষাপদ বলা হইয়াছে। এই দশশিক্ষাপদগুলি কোন শ্রাবক কিম্বা অন্য কাহারও দ্বারা উপদিষ্ট নহে; স্বয়ং ভগবান সম্যক্সম্বুদ্ধেরই কৃত।

শাক্যমুনি বুদ্ধ ধর্ম প্রচারার্থে কপিলাবাস্তুতে গমনের সপ্তম দিবসে রাজবাড়ীতে আহারান্তে বিহারে চলে যাবার জন্য গাত্রোত্থান করিলে, গোপাদেবীর নির্দেশে সাতবছর বয়স্ক রাহুল কুমার আসিয়া বুদ্ধের নিকট পিতৃধন দাবী করিলেন। পিতৃধনের দাবী করিতে করিতে বুদ্ধের সাথে বিহারে গিয়া পৌছিলেন। বুদ্ধ সারিপুত্রকে আদেশ দিলে, তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রবেশ দ্বার 'ত্রিশরণ' আবৃতি করাইয়া রাহুল কুমারকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন। অতপরঃ ভগবান বুদ্ধ সশিষ্য কপিলাবাস্তু হইতে শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিন্ডিক শ্রেষ্ঠীর আরামে প্রত্যাগমন করিয়া সেখানেই রাহুল কুমারকে প্রব্রজ্যা প্রদান উপলক্ষে এই শিক্ষাপদগুলি প্রজ্ঞাপ্ত করেন। তখন হইতে এই শিক্ষাপদগুলি প্রব্রজিতদের অপরিহার্য নিত্য প্রতিপালনীয় শীলরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

মূল

১। পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং।
২। আদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং।
৩। অব্রহ্মচরিযা বেরমণী সিক্খাপদং।
৪। মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং।
৫। সুরা-মেরেয-মজ্জ-পমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬। বিকাল ভোজনা বেরমণী সিক্খাপদং।

৭। নচ্চ-গীত-বাদিত- বিসুকদস্সন বেরমণী সিক্খাপদং।

৮। মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডন-বিভূসনট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং।

৯। উচ্চাসযন-মহাসযনা বেরমণী সিক্খাপদং।

১০। জাতরূপ-রজতপটিগ্গহনা বেরমণী সিক্খাপদং।

শীল ভালরূপে পালন করিতে হইলে কি কি কারণে শীল ভঙ্গা হয়, তাহা জানা অবশ্যই কর্তব্য। শীলের অঙ্গা সমূহ না জানিলে শীল পালনে সর্বদা সন্দেহ জন্মে। কাজেই যাঁহারা শীল পালনে সমুৎসুক, তাঁহারা নিম্নোক্ত কারণগুলি জানিয়া রাখিলে সহজে শীল পালন করিতে পারিবেন।

(১) পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং ঃ- প্রাণী-অতিপাত বিরতি শিক্ষাপদ। এখানে 'অতি' শব্দ স্বাভাবিক মরিতে না দিয়া বিবিধ উপায়ে আয়ুষ্কালের মধ্যে মারিয়া ফেলা। প্রাণী অর্থ সত্ত্ব, পরমার্থতঃ রূপারূপ জীবিতেন্দ্রিয়। গুণহীন পশু-পক্ষী হত্যায় অল্প পাপ, মহাশরীরে মহাপাপ। সেইরূপ মনুষ্য প্রভৃতির মধ্যে গুণানুসারে বেশী-কম হিসাবে পাপের তারতম্য হয়। আবার বেশী দিন দুঃখ দিয়া মারিলে ও হঠাৎ মারিলে, পাপ বেশী এবং কম হইয়া থাকে। ফলতঃ মারিবার জন্য যতই অকুশল চেতনা উৎপন্ন হয়, সেই চেতনানুসারেই পাপের তারতম্য হইয়া থাকে।

পানোভবে পানসঞ্ঞী বধকচিত্তমুপক্কমো,
তেন জীবিত নাসো চ অঙ্গা পঞ্চ বধস্সিমে।

প্রাণী, প্রাণী বলিয়া জানা, বধের চেতনা, মারিবার উপক্রম বা প্রচেষ্টা, সেই উপক্রমের দ্বারা জীবনপাত বা হত্যা করা। এই পাঁচটি কারণ বিদ্যমান থাকিলে প্রাণী হত্যার অপরাধে অপরাধী হয়।

প্রাণী হত্যা বিরতির দ্বারা জন্ম-জন্মান্তরে খর্বতা বিকলাঙ্গতা প্রভৃতি দোষ বর্জিত হইয়া পরিপূর্ণ অঙ্গা-প্রত্যঙ্গা সম্পন্ন ও দীর্ঘায়ু লাভী হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাঁহারা বীর পরাক্রম, বেগবান, সুপ্রতিষ্ঠিত পাদযুক্ত, দেহ সুন্দর, কোমল, পবিত্র ও মহাশক্তিশালী হন। মহতী পরিষদ্ সম্পন্ন, নির্ভীক, বাক্যালাপ কর্ণ–সুখকর ও জড়তাশূণ্য হয়। পরের আঘাতজনিত অপমৃত্যু তাঁহাদের হয় না। দেহ রূপ–লাবণ্যময়, সুশ্রী, সুলক্ষণ ও সৌষ্ঠবময় হয়, চিরসুস্থ, লোকপ্রিয়, শোকহীন ও বিচ্ছেদ–বেদনাবিহীন হইয়া সুখ–স্বাচ্ছান্দ্যে জীবন–যাত্রা নির্বাহ করেন এবং মৃত্যুর পর আনন্দময় স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটে। প্রাণী হত্যাকারীদের ফল যে ইহার বিপরীত হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

(২) **অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং ঃ–** অদত্তদান বিরতি শিক্ষাপদ। যাহা (মালিক কর্তৃক) দেওয়া হয় নাই, সেইরূপ বস্তু গ্রহণ বিরতি শিক্ষাপদ। কেহ না জানে মত চুরি করিলে শাস্তি না পাইলেও চুরি অপরাধে দোষী হইবে।

মনুস্স ভণ্ডং তথাসঞ্ঞী থেয্য চিত্তমুপক্কমো ,
তেনেব ভণ্ডহরণং পঞ্চ অঙ্গানি থেনিনো।

পর পরিগৃহীত দ্রব্য, পরদ্রব্য বলিয়া জানা, চুরি করিবার চিত্ত, চুরি করিবার উপক্রম ও সেই উপক্রমে চুরি করা; এই পাঁচটি কারণ বিদ্যমান থাকিলে চুরি অপরাধে অপরাধী হয়। ভিক্ষু–শ্রামণেরগণ মনুষ্যভাণ্ড ব্যতীত দেব–প্রেতাদির বস্তু গ্রহণে অপরাধী নহে।

চুরি কর্ম হইতে বিরতি হওয়ার ফলে জন্মে জন্মে ধন–ধান্য ও মনোজ্ঞ ভোগ–সম্পদ; লব্ধ ভোগ–সম্পদ চিরকাল নিখুঁতভাবে স্থায়ী, অভিপ্সিত বস্তু অনায়াসেই লাভ হইয়া থাকে। তাঁহাদের সম্পত্তি সমূহ রাজা, চোর, ডাকাত, অগ্নি, জল, যক্ষ ও শত্রু কর্তৃক কিছুতেই নষ্ট হয় না। মনুষ্যদের মধ্যে তাঁহারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। "নাই" শব্দ কখনও তাঁহাদের শ্রুতিগোচর হয় না। যে কোন বস্তুর অভাববিহীন এবং নিরাপদ বিহারী হইতে পারা যায়। মৃত্যুর পর দিব্য আনন্দময় স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটে। আর যাহারা চৌর্য–কর্ম হইতে বিরত নহে, তাহাদের ফল ইহার বিপরীতই জ্ঞাতব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৩) **অব্রহ্মচরিযা (কামেসুমিচ্ছাচারা) বেরমণী সিক্খাপদং ঃ–** অব্রহ্মচর্য (ব্যভিচার) বিরতি শিক্ষাপদ।

অঙ্গচারিয বথুঞ্চ তথ সেবনমানসং,
মগ্গেনমগ্গভজনং তীনি অব্রহ্মচারিনো।

অগমনীয় স্ত্রীলোক, মৈথুন সেবনের চিত্ত, মার্গে মার্গ প্রতিপাদন; এই তিনটি অব্রহ্মচর্য শীলের অঙ্গ। এখানে স্বেচ্ছায় ও বলৎকারের তিনটি অঙ্গ অথবা অন্য উপায়ে সেবন সহ চারটি অঙ্গ ব্যভিচারের জন্য কথিত।

শত্রুবিহীনতা, সর্বজন প্রিয়তা, উৎকৃষ্ট খাদ্য–ভোজ্য–অন্ন–পানীয়, মনোজ্ঞ পোষাক–পরিচ্ছেদ ও শর্যাদি প্রচুর পরিমাণে লাভ, সুখে নিদ্রা যাওয়া, সুখে জাগ্রত হওয়া, অপায় ভয় হইতে বিমুক্ত, পুরুষগণ স্ত্রীত্ব বা নপুংসকত্ব আর নারীগণ নপুংসকত্ব ও বন্ধ্যাত্ব হইতে মুক্ত হওয়া। অক্রোধী হওয়া, প্রত্যক্ষকারীতা, ইন্দ্রিয় ও লক্ষণসমূহ পরিপূর্ণ, নিরাশঙ্কতা ও কৌতুহল শুন্য হওয়া, ভয় ও প্রিয়বিচ্ছেদ দুঃখ বিহীন হইয়া সুখে বাস করা। মৃত্যুর পর স্বর্গপরায়ন ইত্যাদি ফল অব্রহ্মচর্য বিরতি শিক্ষাপদ পালনের দ্বারা লাভ হইয়া থাকে। আর এই শীল লঙ্ঘনে ইহার বিপরীত ফলই জ্ঞাতব্য।

(৪) **মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং ঃ–** মিথ্যা–বৃথা–কটু–ভেদ এই চারি প্রকার মিথ্যালাপ বিরতির শিক্ষাপদ।

বথুনো বিতথঞ্চেব বিসংবাদনমানসং,
বাযামতা পিরিঞানং মুসাবাদস্স চাতুসো।

অভূত বিষয়, প্রবঞ্চনা চিত্ত, মিথ্যা বলিবার চেষ্টা ও যাহাকে বলে সে জ্ঞাত হওয়া; মিথ্যা কথার এই চারটি অঙ্গ।

মিথ্যা বাক্য বিরতি শীল পালনের দ্বারা জন্ম–জন্মান্তরে ইন্দ্রিয় সমূহ সুপ্রসন্ন হয়, মনোহারী– মধুর ও অনর্গল মিষ্ট ভাষীতা, দন্তরাজী সমান, সুশ্রী, শুভ্র ও বিশুদ্ধ, অতি স্থূল অতিকৃশ না হইয়া সুন্দর শরীর লাভীতা, মুখ হইতে সর্বদা সুগন্ধ নিঃসৃত হওয়া, সুবাধ্য–পরিজন লাভীতা,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জিহ্বা পদ্ম-দলের ন্যায় কোমল, রক্তিম বর্ণ ও পাতলা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিপূর্ণতা, ঔদ্ধত্যতা, চঞ্চলতা বর্জিত ও মৃত্যুর পর স্বর্গ প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে। আর মিথ্যাবাদীদের ফল হইার বিপরীত হইয়া থাকে।

(৫) সুরা-মেরেয-মজ্জ-পমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং ঃ- সুরা, মৈরেয়, মাদকদ্রব্য সেবন ও প্রমাদ-কারণ বিরতি শিক্ষাপদ। পিষ্ঠক, পুয়া, ভাত, মূলি প্রক্ষিপ্ত ও সম্ভারসংযুক্ত পাঁচ প্রকার সুরা এবং পুষ্প, ফল, মধু, গুড় ও সম্ভারসংযুক্ত পাঁচ প্রকার মৈরেয় বা আসব। ইহা ছাড়া মদনীয় যত প্রকার বস্তু আছে, তৎসমস্ত মাদকদ্রব্য নামে অভিহিত।

সুরা ভবে পাতুকামো অঙ্গোহরণযোগতা,
তেনেব অঙ্গোহরণং সুরাপানস্স চাতুরো।

সুরা, পানের চেতনা, পান করিবার চেষ্টা, সেই চেষ্টায় পান করা; সুরা পানের এই চারটি অঙ্গ।

সুরা প্রভৃতি নেশা দ্রব্য পান হইতে বিরতির দ্বারা জন্মে-জন্মে অতীত-অনাগত-বর্তমান করণীয় কর্মে সুদক্ষ ও ক্ষিপ্রকারী, অনুম্মত্ত ও স্মৃতিবান হওয়া, প্রজ্ঞা, উদ্যোগ, নিরালস্যতা, অজরতা, অদ্বন্ধতা, অপ্রমত্ততা ও কুশলকর্মে নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণ বিদ্যমান থাকে। ঈর্ষা বিহীনতা, সত্যবাদীতা, অপৈষুণতা, দিবা-রাত্রি তন্দ্রা বিহীন, কৃতজ্ঞ, অকৃপণ, দানপরায়ন, শীলবান, সরল, ক্ষমাশীল, পাপের প্রতি লজ্জা ও ভয়শীল, অকপট, মহাজ্ঞানী, মেধাবী, পন্ডিত, ভাল-মন্দ বোধজ্ঞ ও সকলের আনন্দদায়ক হওয়া। মৃত্যুর পর অনন্ত দিব্য-সুখ-সম্পদ পরিপূর্ণ স্বর্গলোকেই উৎপন্ন হওয়া ইত্যাদি ফলের ভাগী হইয়া থাকে। যাহারা নেশা সেবন হইতে বিরত নহে; তাহাদের ফল ইহার বিপরীতই জ্ঞাতব্য। পঞ্চশীলের মধ্যে এই শীলটি সর্বশেষ হইলেও কিন্তু অধিক দোষাবহ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৬) বিকালভোজনা বেরমণী সিক্খাপদং ঃ– বিকাল ভোজন বিরতি শিক্ষাপদ। নির্দিষ্টকাল অতিক্রম[৩] করিয়া ভোজন করিলে বিকাল ভোজনের মধ্যে গণ্য হয়। বেলা স্থিতির পূর্বে খাদ্য–ভোজ্যাদি ভোজন করিয়া দ্বিপ্রহরের পরে অষ্টপানীয় ও পঞ্চ ভৈষজ্য সেবন করা যাইতে পারে।

বিকালতা আহরণং অজ্ঝোহরণযোগতা,
বিমুত্ততং অকালস্স অঙ্গানি চতুনো সিযুং।

বিকালতা, খাদ্য–ভোজাদি মুখদ্বারা আহরণ, আহারের জন্য প্রয়োগ ও আহার করা; বিকাল ভোজনের এই চারটি অঙ্গ। কিন্তু বিনয়ে– বিকালতা, খাদ্য–ভোজ্যাদি পূর্বাহ্নকালিক বস্তু খাওয়া এই তিনটি অঙ্গ কথিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা ব্রহ্মচর্যের ব্যাঘাত হয়, আলস্য, তন্দ্রা প্রভৃতি ক্লেশ উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই শিক্ষাপদ লঙ্ঘনে নরকে উৎপন্ন হইয়া দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

(৭) নচ্চ–গীত–বাদিত–বিসুকদস্সন বেরমণী সিক্খাপদং ঃ– নৃত্য–গীত–বাদ্য দর্শন ও শ্রবণ বিরতি শিক্ষাপদ। কুশল উৎপাদনের হেতু ভেদ বা নষ্ট করে বলিয়া "নৃত্য–গীত" বিসুক (বিপরীত) দর্শন বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহা দর্শন করিলে কুশলোৎপত্তির হেতু নষ্ট হইয়া থাকে। নৃত্য–গীত দর্শন ও শ্রবণ করিবার জন্য উৎসাহিত হইয়া তথায় গেলে সেই শীল লঙ্ঘন করা হয়। এই নৃত্যাদি চারটি বিষয় নিজে করিলে অথবা অপরের দ্বারা করাইলে শীলভঙ্গ হয়।

নচ্চাদীনং দস্সনস্স তপ্পুরেক্খা তথেব চ,
নচ্চাদীনং দস্সনস্স অঙ্গা তীনি ভবন্তি তে।

যে কোন প্রকার নৃত্যাদি হওয়া, স্থিত স্থান হইতে দর্শন করার ইচ্ছায় গমন, প্রয়োগ ও দেখা; নৃত্যাদি দর্শনের এই তিনটি অঙ্গ। স্থিত স্থানে থাকিয়া নাচগান করিয়া যাইতে দেখিলে চিত্তে ক্লেশ উৎপন্ন হয়

---

[৩] নির্দিষ্টকাল অতিক্রম বলিতে মধ্যাহ্নের পর হইতে পরদিবস অরুণোদয়ের পূর্ব সময় পর্যন্ত বুঝিতে হইবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বটে, কিন্তু শীল ভঙ্গ হয় না। ধর্ম সংযুক্ত গীত শ্রবণ উচিত নহে কিন্তু গীত সংযুক্ত ধর্ম শ্রবণ করিতে বাধা নাই বলিয়া উক্ত হইয়াছে। নৃত্য-গীত দ্বারা চিত্ত চাঞ্চল্যাদি বিবিধ দোষের সঞ্চার হয়। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে- যে গীত করে সে রোদন করে, যে নৃত্য করে সে পাগলামী করে, যে দন্ত দেখাইয়া হাস্য-কৌতুক করে সে বিকৃতি আকার ধারণ করে। যাহারা স্বয়ং নাচ-গানে বাদ্য-বাদনে প্রমত্ত হয় ও অপরকে উৎসাহিত করে তাদের চারি অপায়ে জন্ম নিতে হয়। বিশেষ করে তাহাদের "পহাস" নরকে উৎপন্ন হতে হয়।

(৮) **মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডন-বিভুসনট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং** ঃ- মাল্য-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডন বিভূষণ কারণ বিরতি শিক্ষাপদ। পুষ্পাদির মালা, চন্দন আতরাদি সুগন্ধাদির চূর্ণ, পেষিত-লেপনাদি ও নানা প্রকার অলঙ্কারাদি ধারণ করা উচিত নহে। এই সমস্ত ধারণ করিয়া সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শরীর মর্দন, তিলক ধারণ এবং পাউডার ইত্যাদি লাগাইয়া শরীরের উণস্থান পরিপূরণ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিলে শীল ভঙ্গ হয়। অপরের সাজ-সজ্জা দেখিলে শীল ভঙ্গ হয় না। সুগন্ধাদি শরীর মণ্ডণের দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত নহে। ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইতে পারে।

মালাদীনং ধারঞ্চ তপ্পুরেক্খা তথেব চ,
মালাদীনং ধারঞ্চ অঙ্গা তীনি ভবন্তি তে।

ধারণযোগ্য মালাদি হওয়া, ধারণের উপক্রম ও মালাদি ধারণ করা; ইহার এই তিনটি অঙ্গ। ইহার দ্বারা কামগুণ ও অকুশল চেতনা বর্দ্ধিত হইয়া ভবান্তরে নরকোৎপত্তির হেতু হয়।

"নচ্চ-গীত" ও "মালা-গন্ধ" এই শিক্ষাপদ দুইটি "সত্তমক অট্ঠমক বসেন" দুইটি যোগে সাতটি আর দুইটি বিভাগে আটটি "আগম-পরিযায়কম্মবসেন" অর্থাৎ শাস্ত্রগত কারণ ও কর্মবশে অষ্টশীলে একটি ও দশশীলে দুইটি কথিত হইয়াছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৯) উচ্চাসযন–মহাসযনা বেরমণী সিক্খাপদং ঃ– উচ্চাসন অর্থাৎ পালঙ্কের ঝলমের নিম্নভাগে ভগবানের আট আঙ্গুল অথবা মধ্যম পুরুষের মুষ্টিবন্ধ একহাত উচ্চ পালঙ্ক ও আসনাদি। মহাসন অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর অযোগ্য বিছানা আসনাদি প্রভৃতি আটার প্রকার ও তদনুযায়ী লোমবিশিষ্ট কম্বল–বস্ত্রাদি, শয্যার উভয় পার্শ্বে বালিশ ও রুইভরা তোষকাদি ব্যবহার হইতে বিরতি শিক্ষাপদ।

অকপ্পিযা সন্থরণা অতিরেকপ্পমাণতা,
সযনাসনতা তস্মিং উচ্চাসনস্স চাতুসো।

অযোগ্য বিছানা, প্রমাণের অতিরিক্ত উচ্চতা, তথায় শয়ন করা ও তথায় উপবেশন করা, এই চারটি অঙ্গ। ইহার দ্বারা ব্রহ্মচারিগণের নানা অশুভনিমিত্ত ও কামরাগাদি উৎপত্তির হেতু হয়।

(১০) জাতরূপ–রজতপটিগ্গনা বেরমণী সিক্খাপদং ঃ– সোনা–রূপা অর্থাৎ যে দেশে যেই প্রকারের টাকা, পয়সা, নোট প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়, তাহা প্রতিগ্রহণ বিরতি শিক্ষাপদ।

হেমাদীনং গহণঞ্চ অত্ত উদ্দিস্সতা সিযুং,
সুবণ্ণ–রজতাদীনং–গাহাপনদিকং'তি।

স্বর্ণ–রৌপাদি হওয়া, স্বীয় উদ্দেশ্যে লওয়া, সোনা–রূপাদি নিজে গ্রহণ করা বা অপরের দ্বারা গ্রহণ করান; এই তিনটি জাতরূপ–রজত গ্রহণের অঙ্গ। ইহার আদান–প্রদান প্রভৃতি ব্যাপারে ভোগ–বাসনার বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ কামভোগীর অবস্থা আসিয়া পড়ে। তদ্ধেতু ইহা ব্রহ্মচর্য পালনের পক্ষে মহা অন্তরায়জনক।

এই দশশিক্ষাপদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমশীল নিত্য পালনীয় হিসাবে গৃহী ও শ্রামণগণের সমান। সপ্তম ও অষ্টম শিক্ষাপদ একাঙ্গ করিয়াও সর্বশেষ (জাতরূপ–রজত) শীল বর্জন পূর্বক উপাসকদের উপোসথের জন্য আটটি উপোসথ শীল নির্বাচিত হইয়াছে। আর তৃতীয় শীল অব্রহ্মচর্য বিরতি, উপোসথ শীল ভেদে উপাসক ও শ্রামণদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু কামভোগে মিথ্যাচার (ব্যভিচার)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিরতি শীল গৃহীদের নিত্য শীলরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। শেষের শীল মাত্র শ্রামণদের বিশিষ্ট শীল। শ্রামণেরগণ ভিক্ষুর নিকট এই দশশীল গ্রহণ করিলে তাঁহাদের শীল গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু উপাসকগণ ভিক্ষুর নিকট হউক বা নিজে হউক শীল গ্রহণ করিলে তাহাদের শীল গ্রহণ ঠিক হইবে।

উপাসকগণ ভিক্ষুর নিকট শীল গ্রহণ করিলে একত্রে বা পৃথক ভাবে শীল গ্রহণ করিতে পারে অর্থাৎ পাণাতিপাত বেরমণী, অদিন্নদানা বেরমণী ইত্যাদি শীলগুলি বলিয়া, "ইমানি পঞ্চসিক্খাপাদানি সমাদিযামি" এই বাক্য তিনবার বলিলে একত্রে শীল গ্রহণ করা হয়। আর "পাণাতিপাত বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি" এই বাক্য দ্বারা একেকটি বলিলে তাহাকে পৃথকভাবে শীল গ্রহণ বলে। একত্রে গ্রহণ করিলে গৃহীত শীলের মধ্যে একটি ভঙ্গা হইলে অপরগুলিও ভঙ্গা হইয়া যায়। কিন্তু শ্রামণদের শীল পারাজিকার স্থানীয় বলিয়া দশশীল পৃথকভাবে গ্রহণ নিষিদ্ধ, একত্রে নিতে হয়। তাহাদের একটি শীল নষ্ট হইলে সমস্তই ভঙ্গা হইয়া যায়। তাই শ্রামণদের শীল গ্রহণ কালে "বেরমণী সিক্খাপাদং" পর্যন্ত বলিয়া 'সমাদিযামি' অংশটি বাদ দিতে হয়। অবশেষে সবগুলি একসাথে সামাধার জন্য "ইমানি পব্বজ্জা সামণের দস সিক্খাপদানি সমাদিযামি"– এই বাক্য তিনবার উচ্চারণ করিয়া শ্রামণের শীল গ্রহণ সমাপ্ত করিতে হয়। শ্রামণদের যেই শীল ভঙ্গা হয়, তাহা তাহাদের কর্মাবন্ধ হইয়া থাকে।

এইস্থলে প্রাণীহত্যাদি দশটা শীলের মধ্যে প্রথমের পাঁচটি একান্ত অকুশল চিত্তের দ্বারা লঙ্ঘন হইয়া থাকে। তদ্ধেতু প্রাণীহত্যাদি পাঁচটিকে প্রাকৃতিক দোষদর্শী হইয়া ও অপর পাঁচটি বুদ্ধের নিষেধ আজ্ঞা লঙ্ঘনে দোষদর্শী হইয়া সযত্নে শীল পালন করা কর্তব্য।

শীলের অর্থ ও প্রয়োজনীয়তা

যাহার দ্বারা মনের পরিদাহ নির্বাপিত হইয়া শীতল হয়; তাহার নাম–"শীল"। শিরবিহীন প্রাণী যেমন মৃত, শীল বিহীন (দুঃশীল) ব্যক্তিও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তেমনি মৃত সদৃশ; এই অর্থে শীলের অপর নাম- "শির"। শীলের মধ্যে দিয়েই সমস্ত কুশল ধর্মে (পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়বল, সপ্তবোধ্যঙ্গ, চর্তুবিধ সম্যক্ প্রধান, চর্তুবিধ স্মৃত্যুপ্রস্থান, চর্তুবিধ ঋদ্ধিপাদ, চর্তুবিধ মার্গ-ফল বা নির্বাণমার্গ) প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হয়; এই অর্থে শীলের অপর নাম- "প্রতিষ্ঠা"। শীলের সংস্পর্শে কায়িক-বাচনিক ও মানসিক বিশৃঙ্খলা দূর হইয়া ইন্দ্রিয়নিচয় সুদান্ত-সুসংযত-সুসমাহিত হয়; এই অর্থে শীলের অপর নাম- "দমগুণ"।

শীল পালনের তুল্য জগতে আত্মহিত সাধক অন্য কিছুই নাই। স্বয়ং বুদ্ধই সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে ইহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া শীল বিধান প্রজ্ঞাপ্ত করিয়াছেন। যে যত অধিক পরিমাণে নিখুঁতভাবে শীল রক্ষা করিবেন সে ততই সুখের ভাগী হইবেন। তাইতো বুদ্ধ বলিয়াছেন;-

সীলেন সুগতিং যন্তি সীলেন ভোগসম্পদা,
সীলেন নিব্বুতিং যন্তি তস্মা সীলং বিসোধযে।

শীলবানেরা শীল পালনের দ্বারা স্বর্গে গমন করেন, ভোগ সম্পত্তি লাভ করেন এবং ইহার ফলে নির্বাণ লাভ করেন। এই হেতু শীলাচার বিশুদ্ধ করিবে। অর্থাৎ শীল পালন জনিত পুণ্য-প্রভাবে স্বর্গলোক প্রাপ্তি ঘটে, যে কোন জন্মে বহুভাবে ভোগ-সম্পদ লাভ হইয়া থাকে এবং অনাবিল পরম শান্তি নির্বাণও লাভ হয়। তদ্ধেতু বিশুদ্ধভাবে যত্নের সহিত শীল রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য। শীল-রত্ন ইহ-পরলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ ফল প্রদান করিয়া পরে নির্বাণ প্রাপ্ত করায়। এই জন্যে শীল এক চক্ষুহীনের অপর চক্ষুর ন্যায়, কীকিপক্ষীর ডিম্বের ন্যায় ও চামরী গাভীর পুচ্ছের ন্যায়। তাই জীবন দিয়া হইলেও শীল সমূহ রক্ষা করা কর্তব্য।

ভগবান বুদ্ধ পাটলিগ্রামে ধর্ম দেশনার সময় শীলের আনিশংস বা সুফলের কথা বিস্তৃতভাবে দেশনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অনুবুদ্ধ বুদ্ধঘোষ স্থবিরও তাঁহার কৃত বিশুদ্ধিমার্গে শীল শব্দের বিস্তৃত ব্যাখ্যা এবং শীলের গুণ সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁহারা বিস্তৃত ব্যাখ্যা জানিতে চাহেন তাঁহারা বিশুদ্ধিমার্গ পাঠ করিবেন।

দস্‌সিক্‌খাপদং সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দ্বাত্তিংসাকারো
(দ্বাত্রিংশাকার)

আমাদের এই দেহ নানাবিধ অশুচি পদার্থে পরিপূর্ণ। অজ্ঞানান্ধ মানবগণ সংসারে এই নশ্বর দেহের পরিপুষ্টির জন্য কত কষ্টই না করিয়া থাকে। যাহারা নিজের দেহে সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া রূপের অহংকারে অপরকে কুৎসিৎ, কদাকার বা কুশ্রী বলিয়া নিন্দা করে অথবা যাহারা অপরের দেহের সৌন্দর্য দেখিয়া তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়ে তাহাদের রূপ–অহংকার দমন করিবার জন্য এই ভাবনা অতি উপযোগী। অজ্ঞলোক মনে করে এই দেহ অতি সুন্দর, অতি কমনীয়। এই জন্য কায়–সংসর্গ উপভোগ করিতে পারিলে যেন নিজেকে পরম সুখী মনে করে। কিন্তু ইহারা বুঝিতে পারে না যে এই শরীর বত্রিশ প্রকার পচাঁ দুর্গন্ধ জিনিসে পরিপূর্ণ। এখানে এই শরীরের পচাঁ জিনিস গুলি পৃথক করিয়া দেখান হইয়াছে। যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ ভাবনা করিয়া জ্ঞান চক্ষুতে দেখিতে পাইবেন যে শরীরে পচাঁ ও দুর্গন্ধ জিনিস ব্যতীত আর কিছুই নাই, তখন তাঁহার মনে কখনও কামভাবের উদয় হইবে না, কখনও অপরের প্রতি আসক্তি জন্মিবে না। স্ব–শরীর বা পরশরীরের প্রতি অনুরাগ, মায়া, স্নেহ, আদর, প্রিয়, প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতি কিছুই থাকিবে না। তিনি বীতরাগ ও অনাসক্ত হইয়া সহজে নির্বাণ ধামে পৌঁছিতে পারিবেন।

মূল

"অত্থি ইমস্মিং কায়ে– 'কেসা, লোমা, নখা, দন্তা, তচো, মংসং, নহারু, অট্‌ঠি, অট্‌ঠিমিঞ্জা, বক্কং, হদযং, যকনং, কিলোমকং, পিহকং, পপ্‌ফাসং, অন্তং, অন্তগুনং, উদরিযং, করীসং, মথলুঙ্গাং, পিত্তং, সেম্‌হং, পুব্বো, লোহিতং, সেদো, মেদো, অস্‌সু, বসা, খেলো, সিঙ্গানিকা, লসিকা, মুত্ত'ন্তি।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুবাদ ঃ– "এই দেহে আছে– 'কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থি মজ্জা, বৃক্ক, হৃদয়, যকৃৎ, ক্লোম, প্লীহা, ফুস্‌ফুস্‌, অন্ত্র, ক্ষুদ্র অন্ত্র, উদর, পুরীষ, মস্তকমজ্জা, পিত্ত, শ্লেস্মা, পুঁজ, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, চর্বি, থুথু, সিকনী, লসিকা ও মূত্র'।"

ভাবার্থ ঃ– আমাদের দেহ যেই সমস্ত উপাদান দিয়ে গঠিত, সেই দেহস্থ ঘৃণিত বস্তু সমূহ বিশ্লেষণ পূর্বক ধারণা করাকে বলা হয় কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা অর্থাৎ কায়গত বস্তুর অনুধ্যান। এই কায়গতানুস্মৃতি এমন একটি বিষয় যাহা বুদ্ধের আবির্ভাব ভিন্ন অন্য কোন মতাদর্শী ধর্ম প্রবক্তাগণ দ্বারা প্রবর্তিত হয় না। কারণ এই কায়গতানুস্মৃতি সেই অসম্যক্‌দৃষ্টি (মিথ্যাদৃষ্টি) সম্পন্নদের ধারণাতীত বিষয়। তাই দুঃখ মুক্তিকামীদের জন্য 'কায়গতানুস্মৃতি' সুদুর্লভ উপায়। ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; বহুধা বুদ্ধ–প্রশংসিত ধ্যান পদ্ধতি। বুদ্ধ কণ্ঠেই ইহার জয়গান অনুধাবন যোগ্য– "এক ধম্মো ভিক্‌খবে ভাবিতো বহুলীকতো মহতো সংবেগায সংবত্ততি, মহতো অথায সংবত্ততি, মহতো যোগক্‌খেমায সংবত্ততি, মহতো সতি সম্পজঞ্ঞায সংবত্ততি, ঞান–দাস্‌সন পটিলাভায সংবত্ততি, দিট্‌ঠধম্মে সুখ বিহারায সংবত্ততি, বিজ্জা বিমুত্তি সচ্ছিকিরিযায সংবত্ততি; কতমো এক ধম্মো? কাযগতা সতি। অমতং তে ভিক্‌খবে পরিভুঞ্জন্তি যো কাযগতাসতিং পরিভুঞ্জন্তি, অমতং তে ভিক্‌খবে ন পরিভুঞ্জন্তি যো কাযগতাসতিং ন পরিভুঞ্জন্তি .....।" অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ, এক ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হইলে মহাসংবেগ উৎপন্ন হয়, মহোপকার সাধিত হয়, মহান যোগক্ষেমের ফল লাভ হয়, মহতী স্মৃতি–সম্প্রজ্ঞান বর্দ্ধিত হয়, জ্ঞান দৃষ্টি লাভ হয়, দৃষ্ট ধর্ম সুখ বিহার হইয়া থাকে। বিদ্যাবিমুক্তি ফল সাক্ষাৎকারের সুযোগ লাভ হয়; সেই এক ধর্ম কি? কায়গতানুস্মৃতি। হে ভিক্ষুগণ, তাঁহারাই অমৃত পরিভোগ করিয়া থাকে, যাঁহারা কায়গতানুস্মৃতি অনুশীলন করে। হে ভিক্ষুগণ, তাহারা অমৃত পরিভোগে বঞ্চিত, যাহারা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কায়গতানুস্মৃতি অনুশীলনে বিরত.....।" ভগবান আরও নানাভাবে এই কায়গতানুস্মৃতি ভাবনার সুফলতা বর্ণনা করিয়াছেন।

হে ভিক্ষুগণ, যেই ব্যক্তি কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা অভ্যাস করেন, আয়ত্ব করেন জ্ঞান রাজ্যের আলোর জগতের সকল কুশল ধর্ম বা পুণ্য বৃত্তিগুলো তাঁহার অধিগম্য হয়। যেমন সমুদ্রের কথা ভাবিলে সমুদ্রগামী নদী উপনদী বাদ পড়ে না, তেমনি কায়গতানুস্মৃতি ধ্যান অভ্যাস করিলে আয়ত্ব করিলে সকল ধর্ম বা পুণ্যবৃত্তিগুলো অন্তর্ভূক্ত হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যেই ব্যক্তি কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা অভ্যাস করে না, আয়ত্ব করে না, পাপী মার তাহার মধ্যে অবকাশ লাভের সুযোগ পাইয়া তাহাকে আয়ত্ব করে। ভেজা নরম মাটিতে নিক্ষিপ্ত ভারী শিলাখণ্ড যেমন সেখানে অবকাশ লগ্ন হয়, তেমনি কায়গতানুস্মৃতি ভাবনাহীন ব্যক্তির মধ্যে 'মার' অবকাশ পাইয়া তাহাকে আয়ত্ব করিয়া থাকে।

হে ভিক্ষুগণ, যেই ব্যক্তি কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা অভ্যাস করিয়া থাকেন, আয়ত্ব করিয়া থাকেন, পাপী 'মার' তাঁহার মধ্যে অবকাশ লাভে সুযোগ পায় না, তাঁহাকে আয়ত্ব করিতে পারে না। ভেজা কাষ্ঠ মন্থন করিয়া যেমন আগুন জ্বালানো যায় না, তেমনি 'মার' কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা আয়ত্বকারীকে অভিভূত করিতে পারে না।

হে ভিক্ষুগণ, কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা অভ্যাস করিলে, আয়ত্ব করিলে চিত্ত সকল অতিন্দ্রিয় অনুভূতির যোগ্য হয় এবং অনেক সুফল পাওয়া যায়। যেমন– মনের উৎকণ্ঠা উদ্বেগ দূরীভূত হয়। ভয়-ভীতি মনকে অভিভূত করিতে পারে না, সহজেই ভয়-ভীতিকে জয় করা যায়। অসাধারণ সহিষ্ণুতা অর্জিত হয়, অর্থাৎ শীততাপ, ক্ষুৎপিপাসা কীটাদির উপদ্রব, রূঢ়বাক্য, এমন কি দুঃসহ ব্যথা-বেদনা পর্যন্ত তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। ধ্যানে বিভিন্ন স্তর অনায়াসে আয়ত্ব হয়। অলৌকিক বিভূতি লাভে সমর্থ হয়। দিব্যকর্ণ আয়ত্ব করিয়া কাছের ও দূরের শব্দ শুনিতে সমর্থ হয়। পরচিত্ত জানার ক্ষমতা লাভ হয়। জাতিস্মর জ্ঞান লাভের দ্বারা জন্ম-জন্মান্তর স্মরণ করা যায়। দিব্যচক্ষু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

লাভে প্রাণী জগতের চ্যুতি ও উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহ জীবনেই সমস্ত আস্রব ক্ষয় করে অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্ত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তি সাক্ষাৎ করে সুখে বিহার করা যায়।

কায়কে অশুভরূপে দেখিলে কবলীকৃত আহারকে উত্তমরূপে জানা যায়, অশুভকে শুভ বলিয়া ভ্রান্তি বিদূরিত হয়, কামৌঘ উত্তীর্ণ হয়, কামোপদান গ্রহণ করে না, অবিদ্যা কায়গ্রন্থি ভগ্ন হয়, কামোযোগ ছিন্ন হয় এবং কামাস্রব ধ্বংস হয়।

বুদ্ধের ধর্মভাণ্ডারে এই 'কায়গতানুস্মৃতি' অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ শান্ত শিব প্রণীত পরম মধুর অমৃত ভোগ সুরক্ষিত। যাঁহারা ক্লেশকাতর, তৃষ্ণাতুর, চতুর ও বুদ্ধিমান তাঁহারা কামভব, রূপভব ও অরূপ ভবের সর্বতৃষ্ণা বিনষ্ট করিয়া পরম শান্তি লাভ করেন।

জুতা পরিহিত ব্যক্তির কন্টকময় মার্গ অতিক্রমের ন্যায়, 'কায়গতানুস্মৃতি' ভাবিত ব্যক্তি নিরুপদ্রবে ও আনন্দের সঙ্গে দুঃখময় সংসার পথ অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়।

এইজন্য প্রব্রজিতগণদের অপরিহার্য সাধনা পদ্ধতিরূপে প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময় নব প্রব্রজিতকে দ্বাত্রিংশাকারের প্রথম পঞ্চক- কেসা, লোমা, নখা, দন্তা, তচো (অর্থাৎ কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক) অনুলোম, প্রতিলোম করিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শিখানো হয়।

যেই কায়া বা শরীরের প্রতি আমাদের এত প্রিয়-প্রেম, স্নেহ-মমতা এবং যাহাকে নিয়াই 'আমি' বা 'আমার' বলিয়া কাল্পনিক অথচ বাস্তব ভ্রমে যেই রূপ ধারণা করিয়া থাকি প্রকৃত পক্ষে সেই শরীরে প্রিয়-প্রেম, স্নেহ-মমতা করিবার তেমন শুচি-সুন্দর-সুগন্ধ বস্তু আছে কিনা এবং "আমি-আমার" বলিয়া যেই ধারণা করিয়া থাকি তাহা সত্য কিনা অথবা 'আমি-আমার' ইহা কি বা ইহার রূপ কি রকম? তাহা এখন বিচার করিয়া দেখিব।

আমাদের প্রত্যেকের এক একটা শরীর কেশ, লোমাদি বত্রিশ রকম পচা-দুর্গন্ধ পদার্থের সংমিশ্রনে গঠিত এক একটি আকৃতির বিশেষ-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মূর্তি স্বরূপ। এইরূপ পচা–দুর্গন্ধ মূর্তির উপরিভাগের কোমল চর্মদ্বারা আবৃত, পুনঃ এই চর্মোপরি তদপেক্ষা অতি সূক্ষ্ম ও মসৃন ত্বক বা চর্ম দ্বারা আচ্ছন্ন, পুনঃ তদুপরি লাল, কাল, শ্বেতাদি মিশ্রবর্ণ বা রং দ্বারা রঞ্জিত, আবার তদুপরি নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সজ্জিত। এইরূপ বিচিত্র মূর্তিতে 'অন্ধপুথুজ্জন' (অজ্ঞানী) ব্যক্তিগণের এই সকল ভ্রান্ত ধারণা উৎপন্ন হয় যে– এইটি নারীর দেহ, এইটি পুরুষের দেহ কিম্বা "আমি–আমার" ইত্যাদি বলিয়া। বত্রিশ রকম পচা–দুর্গন্ধ জিনিসের সমবায়ে গঠিত মূর্তিতে "নারীদেহ পুরুষদেহ" কিম্বা "আমি" বা "আমার" বলিয়া এই যে সমগ্র শরীরময় উপলব্ধি, ইহা এক মহাভ্রান্তধারণা– মিথ্যাজ্ঞান। ইহাকেই বলে "সক্কাযদিট্ঠি" (সৎকায়দৃষ্টি, আত্মদৃষ্টি)। এই "সৎকায়দৃষ্টি" হইতেই শ্বাশতবাদ ও উচ্ছেদবাদ বশে ৬২ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টির উৎপত্তি। এইরূপে নানাদৃষ্টি, নানামত, হিংসা–বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব–সংঘাত বিবিধ বিবাদ–বিসংবাদাদি অশান্তি–অনলের বিভীষিকার সৃষ্টি এই ভ্রান্ত ধারণার বশেই প্রবর্তিত। নারীর দেহ, পুরুষের দেহ কিম্বা "আমি–আমার" ইত্যাদি ভাব মনন দ্বারা দেহ নামক একটি বস্তু পিন্ড; যাহাকে ঘিরে প্রিয়–প্রেম–ভালবাসা, আসক্তি–বিরক্তি, দ্বন্দ্ব–সংঘাতে যেই করুণ আর্তনাদ দিবা–রাত্রি বহিয়া চলিতেছে তাহার হাত হইতে কত সহজেই মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়; যদি সেই জ্ঞান নেত্রে দর্শন করে; ইহা কোন নারীদেহ, পুরুষদেহ কিম্বা কোন প্রাণীর দেহও নহে, কেবল– কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক ইত্যাদি বত্রিশ প্রকার অশুচি, দুর্গন্ধ ও ঘৃণ্য বস্তুর সমষ্টি মাত্র। একটি গরুকে হত্যার পরে কসাই যখন ইহার চামড়া, মাংস, হাড় ও নাড়ি ভূড়িগুলিকে পৃথক পৃথক করিয়া রাখে তখন এইগুলিকে ভিত্তি করিয়া যেমন প্রাণী ধারণা লুপ্ত হইয়া যায়, একই ভাবে নিজ ও পর দেহের গঠন উপদানে দেহের বত্রিশটি পদার্থকে এক একটি ভাগে বিভক্ত করিয়া জ্ঞান নেত্রে দর্শন করিলে তখন এই দেহ আমার দেহ, তোমার বা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহার দেহ এই সকল মহা ভ্রান্তধারণার বা বিশ্বাসের মূলোৎপাটন হইয়া যায়।

এইস্থলে বিষয়টি আরও বিশদ্‌রূপে জানিবার জন্য এই প্রসঙ্গে পাঠকগণের সম্মুখে আর একটা উপমা উপস্থাপিত করা হইতেছে;–

সিনেমা বা থিয়েটার হলঘরে অভিনয়মঞ্চের মত মঞ্চ তৈয়ার করিয়া তাহাতে বাজিকরেরা পুতুল–নাচের তামাসা দেখাইয়া থাকে। এই যে পুতুল–নাচ, বোধ হয় অনেকে দেখিয়াও থাকিবেন। তাহারা কাঠ, খরকুটাদি দ্বারা ঠিক মানুষের মত অনেক গুলি মূর্তি তৈয়ার করিয়া রাখে ইহাদের মধ্যে প্রায় পুরুষ–স্ত্রী, বালক–বালিকার মূর্তি থাকে। বাজিকরদের সঙ্কেতে পুতুলগুলি অবিকল নর্তক–নর্তকী ও গায়ক–গায়িকাদের মত নাচে, গায়, কথোপকথন কহে, বক্তৃতা করে, যুদ্ধ করে, নানা মোশান দেখায় আরও কত রকম করে। দর্শক বৃন্দ তাহা দেখিয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া যায়। তামাসার পরে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখুন– তখন আর সেই পুতুলও নাই, সেই সাজও নাই। সাজগুলি খুলিয়া এক স্থানে রাখিয়াছে আর পুতুলের টুকরা কাঠগুলিও খুলিয়া অন্যত্র স্তূপ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। সেইরূপ আমাদের প্রত্যেকের এক একটা শরীরও এক একটা পুতুল বিশেষ বলিয়া জানিতে হইবে। কিন্তু এই পুতুল বত্রিশ (৩২) রকম অশুচি–দুর্গন্ধ জিনিসের দ্বারা গঠিত। লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, মিথ্যাদৃষ্টিয়াদি দশ প্রকার কিলেস (প্রবঞ্চক ক্লেশমার) প্রলোভনে ভুলাইয়া মনকেও তাহাদের দলভূক্ত করিয়াছে। কেবল তাহা নহে তাহাকে সেই দলের কর্তাও করিয়াছে। এই লীলাময় কর্তা 'মনবাজীকর' এই দেহরূপী পুতুলকে নিয়া এখন কত রকম লীলা করিতেছে। সেই বাজীকরের ইঙ্গিতে এই দেহ–পুতুলও উঠা–চলা–বসা–শোয়া এই চারি ঈর্যাপথে থাকিয়া করিতেছে না, এমন কোন লীলাও বাকী নাই। তবে এইরূপ পুতুল নাচ কাহারা দেখিতে পান? যাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু আছে, তাঁহারাই এইসব তামাসা নিত্য দেখিতে পান– অপরে নহে। আর সব "অন্ধপুথুজ্জন" (অন্ধপৃথকজন) অচেতন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুতুল সদৃশ 'উম্মত্তকোবিয়'– উম্মাদ তুল্য। যিনি নিত্য পরাক্রমশালী (দৃঢ়বীর্য) সাধক, তিনি এই কায়গতনুস্মৃতি ভাবনায় আত্মনিয়োগ করিয়া "দুক্খস্সন্তং করোতি" পুনঃ জন্ম দুঃখের অবসান করেন– "নিব্বানং পরমং সুখং" নির্বাণ যে পরম সুখ, পরম শান্তি, তাহা সাক্ষাৎকার করেন।

অতএব নির্বাণকামীদের এই কায়গতনুস্মৃতি ভাবনা অনুশীলনে মনোনিবেশ করা অবশ্যই কর্তব্য। ইহা স্মরণ রাখা উচিত।

যেই দেহ সম্পর্কে মোহের অন্ত নেই, গর্বের সীমা নেই, সেই বহুকল্পিত দেহ মণিকাঞ্চনের নয়; অগুরু চন্দনাদির মত সুগন্ধময়ও নয়। তাহা ঘৃনিত, দুর্গন্ধ বস্তু সমূহে পরিপূর্ণ। এই দুর্গন্ধ, অশুচি, আবর্জনা পূর্ণ দেহখানি জ্ঞানীর চক্ষে নিন্দিত বটে, কিন্তু অজ্ঞানীরা ইহা অতিশয় ভালবাসিয়া থাকে। দেহস্থ বত্রিশ প্রকার পদার্থের বর্ণ, আকার, অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে জানার জন্য সম্ভাব্য প্রমাণে প্রত্যক্ষভাবে অর্থাৎ স্বচক্ষে দেখার চেষ্টা করিতে হইবে। যে অংশ যেই রূপ সেইভাবে দেখা সম্ভব না হইলে চিকিৎসা শাস্ত্রের দেহ-ব্যবচ্ছেদ (এনাটমি) গ্রন্থ পাঠের সহায়তা নেওয়া কর্তব্য। তাহাও অসম্ভব হইলে নিম্নে কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা বিধানে প্রদত্ত বর্ণনা অনুসারে মনে মনে চিন্তা করিয়া মনশ্চক্ষে দেখিতে হইবে।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ–

(১) **কেশ**– স্কন্ধের উপরিভাগ, কপাল ও কর্ণদ্বয় দ্বারা সীমিত মস্তক-চর্মে পৃথকভাবে জাত, কেশ সাধারণত কালো কিম্বা শ্বেত বর্ণ। ঘৃণিত, দুর্গন্ধ অশুচি বলিয়া খাদ্য পানীয়ের মধ্যে তাহা দেখা গেলে মন বিষিয়ে উঠে। অগ্নিদগ্ধ হইলে তো কথায় নেই।

(২) **লোম**– মস্তক ও হস্ত পদতল ব্যতীত শরীরে সর্বত্র পৃথকভাবে উৎপন্ন অবনতাগ্র লোম কালপিঙ্গল বর্ণ।

(৩) **নখ**– হস্তপদের আঙ্গুলির অগ্রভাগস্থ কঠিন ফলক বা মৎস্য শল্কের আকৃতিবিশিষ্ট এবং শ্বেতবর্ণ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৪) **দন্ত**– হনুকাস্থির উপর প্রতিষ্ঠিত নানাকার বিশিষ্ট দন্ত সমূহ শ্বেতবর্ণ।

(৫) **ত্বক**– সমস্ত শরীর বেষ্টন করিয়া অবস্থিত শ্বেত চর্মই ত্বক। তাহার উপরের বর্ণ গৌর, কাল, শ্যামাদি ছবিবর্ণ। ঘর্ষণে, দহনে অথবা ব্যাধিতে বিনষ্ট হইলে তাহা প্রকট হয়।

(৬) **মাংস**– ত্বকের নিচে সর্বশরীর জুড়ে হাড়ের উপর কিংশুক বা পলাশ ফুলের মত রক্তবর্ণ মাংস পেশী সমূহ বিদ্যমান। জঙ্ঘা, উরু ইত্যাদি বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন আকার বিশিষ্ট।

(৭) **স্নায়ু**– অস্থি বা পেশীর বন্ধনীরূপে দেহের মধ্যে সর্বত্র বিস্তৃত শ্বেতবর্ণের নানাকারের তন্তুই স্নায়ু।

(৮) **অস্থি**– দেহের কাঠামোরূপে দেহাভান্তরে মাংস বেষ্ঠীত শ্বেতবর্ণ নানাকারের হাড়গুলিই অস্থি।

(৯) **অস্থিমজ্জা**– অস্থিসমূহের মধ্যে বিদ্যমান ঈষৎ শ্বেতবর্ণ ঘৃততুল্য পদার্থ।

(১০) **বৃক্ক**– একটি বোঁটায় দুই আমের মতো স্থূল স্নায়ুবন্ধ ঈষৎ রক্তবর্ণ উদরস্থ যন্ত্র যাহা হইতে মূত্র নিঃসৃত হয়।

(১১) **হৃদয়**– বক্ষস্থ পদ্ম কোরকাকৃতি স্পন্দনশীল রক্ত সঞ্চালক হৃদ্‌যন্ত্র; যাহার বর্ণ রক্তপদ্ম পত্রের নিুপৃষ্ঠের মতো।

(১২) **যকৃৎ**– উদরস্থিত পিত্তনিঃসারক গ্রন্থিময় যন্ত্র যাহার বর্ণ রক্তকুমুদ পত্রের পৃষ্ঠের মতো।

(১৩) **ক্লোম**– দুকূল বস্ত্রের মতো সূক্ষ্ম শ্বেত পদার্থ যাহা হৃদ্‌পিন্ড ও বৃক্ককে আবৃত্ত করে এবং সর্ব শরীরে চর্মের নীচে মাংসলগ্ন থাকে।

(১৪) **প্লীহা**– পাকস্থলীর বামে স্থিত ঈষৎ নীলবর্ণ দেহবস্ত্র বিশেষ।

(১৫) **ফুস্‌ফুস্**– দেহাভ্যন্তরে স্তনদ্বয়ের মাঝখানে হৃদ্‌পিন্ড ও যকৃৎ এর উপরে অবস্থিত নাতিপক্ক উদুম্বর বর্ণ শ্বাসযন্ত্র।

(১৬) **অন্ত্র**– পাকস্থলীর নিম্নভাগ হইতে মলদ্বার পর্যন্ত অবস্থিত কুন্ডলীকৃত ছিন্নশির সর্পাকার শ্বেতবর্ণ নাড়িভূঁড়িই অন্ত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১৭) **ক্ষুদ্রঅন্ত্র**– শালুকের শিকড়ের মতো সরু শ্বেতবর্ণ রজ্জুসদৃশ বস্তু; যাহা অন্ত্রের ভাজ সমূহকে বাঁধিয়া রাখে।

(১৮) **উদর**– গলাধঃকৃত আহার পানীয়ের সমষ্টি যাহা লালা, শ্লেষ্মা, পিত্তাদি জড়িত বিকৃত, ঘৃণিত ও দুর্গন্ধময় তাহাতে নানারকমের অগনিত কৃমি কিলবিল করে। সেখানেই তাহাদের সুতিকাগৃহ, মল ত্যাগের স্থান ও শ্মশান। পানাহার গলাধঃকরণের সঙ্গে সঙ্গে কৃমিগুলো ঊর্ধ্ব মুখ হইয়া তাহার একাংশ লোপাট করিতে শুরু করে।

(১৯) **মস্তকমজ্জা**– মাতার খুলির অভ্যন্তরে অবস্থিত দেখিতে পিঙবর্ণ, দধিভাব অপ্রাপ্ত দুগ্ধ বর্ণ, ঈষৎ শ্বেতবর্ণ মগজ।

(২০) **পুরীষ**– নানা প্রকার পান–ভোজনাদি আমাদের দন্তমাশুল দ্বারা নিষ্পেষিত খাদ্য পানীয় গলাধঃকরণ কৃত হইয়া উদরে প্রক্ষিপ্ত হওয়ার পরে বায়ু–পিত্ত শ্লেষ্মায় পরিবেষ্টিত এবং উদরগ্নি দ্বারা পরিপক্ক হইয়া বুদ্‌বুদ্ উত্থিত নগরের পচা নালা–নর্দমাতুল্য ততোধিক ঘৃণ্যভাব প্রাপ্ত পক্কশায়স্থিত মল। খাদ্যানুসারেই ইহার বর্ণ।

(২১) **পিত্ত**– বদ্ধ ও অবদ্ধ ভেদে পিত্ত দুই প্রকার। বদ্ধপিত্ত ঘন মধুবর্ণ। অবদ্ধ পিত্ত ম্লান পুষ্প–রসবর্ণ। বদ্ধপিত্ত হৃদয় ও ফুস্‌ফুসের মধ্যবর্তী যকৃৎ মাংস আশ্রয় করিয়া মহা কোষাতকী সদৃশঃ পিত্ত থলীতে স্থিত আর অবদ্ধ পিত্ত কেশ, লোম, নখ, দন্ত সমূহের মাংস বিহীন স্থান সমূহ ও শক্ত শুষ্ক চর্ম সমূহ ব্যতীত দেহের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

(২২) **শ্লেষ্মা**– কণ্ঠের নিচে অবস্থিত শ্বেত কফ্ যাহার উদরের দুর্গন্ধ রোধ করিয়া দাঁড়ায়। পানাহার গলধঃকরণের সময় শৈবালদলের মতো ফাঁক হইয়া আবার পূর্বৎ স্থিত হয়।

(২৩) **পুঁজ**– দেহের কোন অংশে ক্ষত অথবা ফোঁড়া ইত্যাদি হইলে রক্ত দূষিত হইয়া পুঁজে পরিণত হয়। তাহা পাণ্ডুপলাশ বর্ণ কিন্তু মৃত শরীরে ভিন্নতর নীল বর্ণ হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(২৪) রক্ত– ইহা কেশ, লোম, নখ, দন্ত আর শুষ্ক চর্মাদি মাংস বিহীন স্থান ব্যতীত ধমনী জালের বিস্তার অনুসারে দেহাভ্যন্তরে সঞ্চারিত লোহিতবর্ণ তরল পদার্থ।

(২৫) স্বেদ– শরীরে লোমকূপ হইতে নির্গত ঘর্ম। ইহার কোন অবকাশ নাই, রক্তের ন্যায় সর্বত্র বিরাজমান। তবে অগ্নি বা সূর্য–সন্তাপ ও ঋতু বিকারাদি দেহের যেই যেই অংশকে প্রভাবিত করে কেবল সেই সেই অংশেই সদ্য ছিন্ন কুমুদ নালের ন্যায় লোমকূপ হইতে এই ঘর্ম নিঃসৃত হইয়া থাকে।

(২৬) মেদ– শরীরের ত্বকের নীচে এবং মাংসের উপরে অবস্থিত চর্বি জাতীয় ঈষৎ পীত, গাঢ় তৈল পদার্থ।

(২৭) অশ্রু– ইহা অক্ষিকূপ হইতে নির্গত জল। ইহা পিত্ত কোষের পিত্তের ন্যায় অক্ষিকূপদ্বয়ে সব সময় সঞ্চিত থাকে না। যখন আনন্দের আতিশয্যে মহাহাস্য বা মহাদুঃখে রোদন, পরিদেবন করে অথবা চোখে কোন ধূম লাগে, আঘাত পাইলে বা অতি ঝাল জাতীয় দ্রব্য আহার করিলে তখন সেই অশ্রু উৎপন্ন হইয়া অক্ষিকূপ পূর্ণ করে এবং নির্গত হইয়া পড়ে।

(২৮) চর্বি– নারিকেল তৈলের মত স্নেহপদার্থ। ইহা সঞ্চারিত হয় তাপতপ্ত হস্তপদতল, হস্তপদপৃষ্ঠ, নাসাপুট ও ললাটাদিতে।

(২৯) লালা– মুখের ভিতর উৎপন্ন ফেনময় পদার্থ। যাহাকে আমরা থুথু বলিয়া জানি।

(৩০) সিখনী– মস্তক হইতে নিঃসৃত অশুচি পদার্থ। উভয় নাসাপুট পূর্ণ করিয়া স্থিত। তবে ইহা সর্বদা এখানে সঞ্চিত থাকে না। ইহা বিপরীত ঋতু দ্বারা অথবা ধূলা–বালি উৎকট্ তেজস্বী জাতীয় কিছু চোখে, মুখে ও নাসাপুট দিয়া মস্তিষ্কে প্রবেশ করিলে পচা–ঘৃণ্য শ্লেষ্মা ভাব প্রাপ্ত হইয়া নাসা–রন্ধ্রে সঞ্চিত হইয়া থাকে।

(৩১) লসিকা– অস্থি–গ্রন্থি সমূহের মধ্যবর্তী স্থানে বিদ্যমান পিচ্ছিল পদার্থ। যাহা অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের সংকোচনে প্রসারণে সহায়ক হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৩২) **মূত্র**– মূত্রাশয়ে সঞ্চিত দূষিত জলিয় পদার্থ। যাহা মূত্র দ্বার দিয়া বহির্গত হয়।

ত্বক পঞ্চক

অনুলোম– কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক;

প্রতিলোম– ত্বক, দন্ত, নখ, লোম, কেশ।

বৃক্ক (বক্ষ) পঞ্চক

অনুলোম– মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বৃক্ক;

প্রতিলোম– বৃক্ক, অস্থিমজ্জা, অস্থি, স্নায়ু, মাংস।

ফুস্‌ফুস্ পঞ্চক

অনুলোম– হৃদয়, যকৃৎ, ক্লোমা, প্লীহা, ফুস্‌ফুস্;

প্রতিলোম– ফুস্‌ফুস্, প্লীহা, ক্লোমা, যকৃৎ, হৃদয়।

মস্তিকমজ্জা পঞ্চক

অনুলোম– অন্ত্র, অন্ত্রগুণ, উদর, বিষ্টা, মস্তিকমজ্জা।

প্রতিলোম– মস্তিকমজ্জা, বিষ্টা, উদর, অন্ত্রগুণ, অন্ত্র।

মেদ ষষ্ঠক

অনুলোম– পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূজ, রক্ত, স্বেদ, মেদ।

প্রতিলোম– মেদ, স্বেদ, রক্ত, পূজ, শ্লেষ্মা, পিত্ত।

মূত্র ষষ্ঠক

অনুলোম– অশ্রু, চর্বি, থুথু, সিকনী, লসিকা, মূত্র।

প্রতিলোম–মূত্র, লসিকা, সিকনী, থুথু, চর্বি, অশ্রু।

এইরূপে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত মুখে মুখে আবৃত্তির মাধ্যমে মুখস্থ করিয়া পাঁচদিন অনুলোম এবং শেষ হইতে প্রথম পর্যন্ত পাঁচদিন প্রতিলোম, আর অনুলোম প্রতিলোম উভয়ের সংমিশ্রণে পাঁচদিন এই পনের দিন ত্বকপঞ্চক মনে মনে আবৃত্তি করিয়া আবার ত্বকপঞ্চক ও বক্ষপঞ্চক দুইটা একত্র করিয়া পনের দিন মনে মনে আবৃত্তি করিতে হইবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এইভাবে পঞ্চক ও ষষ্ঠক ভেদে ছয় ভাগে বিভক্ত কর্মস্থান উক্তানুসারে তিন মাস ভাবনা করিতে হইবে। আবার পঞ্চক ষষ্ঠক সহ ত্বকাদি প্রথম ভাগ এক করিয়া আড়াই মাস ভাবনা করিতে হইবে। এই "কায়গতানুস্মৃতি" ভাবনা মোট ছয়মাস ভাবনা করা উচিত, বলিয়া গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

১। ত্রিপিটক বিশারদ হইলেও প্রথমে মুখে মুখে আবৃত্তি করতঃ মুখস্থ করিয়া পরবর্তীতে মনে মনে ভাবনা করিতে হইবে। মনে মনে আবৃত্তি করিয়া ভাবনা করিলে কর্মস্থান বিশেষরূপে অভ্যাস হয়, চিত্ত উহাতে নিবিষ্ট হয় ও শারীরিক অংশসমূহ মনশ্চক্ষুতে প্রকট হয়।

২। মনে মনে আবৃত্তি করিয়া চিত্তে স্থায়ীভাবে স্মরণ রাখা উচিত। অভ্যাস করিলে স্মরণ করিবার পক্ষে সহজ হয়, বহুকাল অভ্যাসকৃত কর্মস্থান স্মরণ করিয়া বিশেষরূপে মনশ্চক্ষুতে দর্শনকারীর প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কোথাও ঠেকিতে হয় না, বরং অনুক্রমে অর্থাববোধ হইয়া থাকে। চিত্তে ধারণ করিয়া ভাবনা করিলে, সেই সেই পদের অর্থ স্মরণ করিবার সেই সেই দৈহিক অংশের অশুভ লক্ষণ মনোনিবেশ করিবার এবং প্রতিকূলতা লক্ষ্য করিবার সুবিধা হয়।

৩। কেশ–লোমাদির বর্ণও চিন্তা করিতে হয়।

৪। কেশ–লোমাদির আকার এই এইরূপ বলিয়া উপমাদি দ্বারা চিন্তা করিতে হয়।

৫। এই শরীরের দুই দিক; নাভি হইতে উপরি অংশ ঊর্দ্ধদিক আর নাভি হইতে নিম্নভাগ নিম্নদিক। তদ্ধেতু শরীরের এই অংশ উপর দিকে ও এই অংশ নিম্নদিকে এইপ্রকারে দিক্ নির্ণয় করিয়া চিন্তা করিতে হইবে।

৬। শরীরের এই অংশ এই অবকাশে(স্থানে) আছে বলিয়া স্থিতস্থান নির্ধারণ করিয়া চিন্তা করা উচিত।

৭। শরীরের এই অংশ নিম্নে, এই অংশ উপরে, এই অংশ ঐ অংশ হইতে ভিন্ন, এইরূপ দৈহিক অংশের পরস্পর ভিন্নতা প্রতিপাদন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

একস্থানে দুইখানি কেশ নাই। এই নিয়মে একটা হইতে একটার পৃথক করাকে সভাগ পরিচ্ছেদ, আর কেশ লোম নহে, লোম কেশ নহে এইরূপে অসমান অংশ হইতে পৃথক করা বিসভাগ পরিচ্ছেদ। এই দ্বিবিধ পরিচ্ছেদে পরিচ্ছিন্ন করিয়া চিন্তা করিতে হয়। এই সাতটি উদগ্রহণ কৌশল বা শিক্ষা বিধান। তৎপর মনোনিবেশ বিধান বলা হইতেছে।

মনস্কার বা মনোনিবেশ বিধান (কৌশল)

১। অনুক্রমে মনোনিবেশ করা– মনে মনে আবৃত্তি করিবার সময় একটা ব্যতীত অন্য একটাতে মনোনিবেশ না করিয়া অনুক্রমে মনোনিবেশ করা।

২। অতি তাড়াতাড়ি মনোনিবেশ না করা– অনুক্রমে মনোনিবেশ করিবার সময় তাড়াতাড়ি স্মরণ করিলে কর্মস্থান প্রকট হয় না, তদ্ধেতু অতি তাড়াতাড়ি মনোনিবেশ না করা উচিত।

৩। অতি ধীরে মনোনিবেশ না করা– অতি ধীরভাবে মনোনিবেশ করাও উচিত নয়। সেইরূপ করিলে বিশেষার্থ লাভের হেতু হয় না। সুতরাং মধ্যস্থভাবে মনোনিবেশ করিতে হইবে।

৪। অবিক্ষিপ্ত ভাবে মনোনিবেশ করা– কর্মস্থান আলম্বন ছাড়া বাহ্যিক রূপাদি আলম্বনে চিত্ত বিক্ষিপ্ত না করিয়া কর্মস্থানে মনোনিবেশ করাকে অবিক্ষিপ্ত মনোনিবেশ বলে।

৫। প্রজ্ঞপ্তি অতিক্রম করিয়া মনোনিবেশ করা– পৃথিবী, আপ, তেজ, বায়ু, বর্ণ, গন্ধ, রস, ও ওজ, এই শুদ্ধাষ্টকরূপ, লোকীয় জনসাধরণ কর্তৃক কেশ–লোমাদি রূপে সম্মত বা ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু সেই কেশাদির ব্যবহারিক ত্যাগ না করিয়া তৎসমস্ত ঘৃণিত বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে।

৬। অনুক্রমে বাদ দিয়া মনোনিবেশ করা– মধ্যে মধ্যে কোন একটা যদি বোধগম্য না হয়, যেই যেইটা সুবোধ্য হয়, তাহাতে মনোনিবেশ করাই অনুক্রম বাদ দিয়া মনোনিবেশ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭। অর্পণাভেদে মনোনিবেশ করা– কেশাদি একেক অংশে অর্পণা ধ্যান উৎপন্ন হয় বলিয়া অর্পণা ভেদে মনোনিবেশ করিতে হইবে।

৮। অধিচিত্ত সূত্র নিয়মে মনোনিবেশ করা– সুবর্ণকার যেমন সুবর্ণখন্ড ইন্ধনে দিয়া সময়ে বাতাস দেয়, সময়ে জলে ডুবায় ও সময়ে বিশেষরূপে দেখিয়া অলঙ্কারাদি গড়িবার উপযুক্তকরে, সেইরূপ অধিচিত্তানুযুক্ত যোগীরও এক সময় উপেক্ষা নিমিত্তে মনোনিবেশ করিয়া চিত্ত কর্মক্ষম করিতে হয়। এইরূপে চিত্ত কর্মক্ষম করিতে শিক্ষা করাই "অধিচিত্ত সূত্র" নিয়মে অভিহিত হইয়াছে।

৯। সীতিভাব (শান্তভাব) সূত্র নিয়মে মনোনিবেশ করা– যথাসময়ে চিত্তকে নিগ্রহ করা, উৎসাহিত করা, চিত্তে সন্তোষ উৎপাদন করা, চিত্তকে বিশেষরূপে দর্শন করা, শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা করা ও নির্বাণাভিরত হওয়া, এই ছয়টি কারণে পূর্ণতা প্রাপ্ত যোগী লোকোত্তর শান্তভাব লাভ করিতে সমর্থ হন। এইরূপে লোকোত্তর শান্তভাব সম্বন্ধে দেশিত "সীতিভাব" সূত্র নিয়মে অভিহিত হইয়াছে।

১০। বোধ্যঙ্গ সূত্র নিয়মে মনোনিবেশ করা– চিত্তের বীর্যহীনাবস্থায় (নিরুৎসাহ) ধর্ম বিচয়, বীর্য ও প্রীতি এই বোধ্যঙ্গত্রয় ভাবনা করা উচিত। চিত্তের উদ্ধতাবস্থায় প্রশ্রব্ধি, সমাধি ও উপেক্ষা এই বোধ্যঙ্গত্রয় ভাবনা করা উচিত। যোগী মাত্রেরই এই বোধ্যঙ্গত্রয় ভাবনা করিয়া ঔদ্ধত্য চিত্ত শান্ত করা উচিত। যখন প্রজ্ঞা প্রয়োগের ন্যূনতা হেতু ও উপশম অলাভ হেতু চিত্ত নিরাস্বাদ হইবে, তখন জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, অপায় দুঃখ, অনাগত সংসারাবর্তন মূলক দুঃখ ও বর্তমান আহারান্বেষণ দুঃখ, এই অষ্ট সংবেগনীয় বিষয় চিন্তা করিয়া চিত্তকে সংযত করা উচিত। বুদ্ধ–ধর্ম–সংঘের গুণানুস্মরণ করিয়া চিত্তে প্রসন্নতা উৎপাদন করিতে হইবে। সমবেগমান অশ্বের প্রতি সারথি যেরূপ দেখে, সেরূপ আলম্বনে সমপ্রবর্তিত চিত্তকে দেখিতে হইবে। নৈষ্ক্রম্য মার্গে অনবস্থিত ও নানা কাজে বিক্ষিপ্ত চিত্ত পুদ্গলকে পরিবর্জন করিতে হইবে। নৈষ্ক্রম্য মার্গে অবস্থিত সমাধিলাভী পুদ্গলের সেবা করা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উচিত। ইহা বোধ্যঙ্গ সূত্রে কথিত হইয়াছে। এই সূত্রত্রয়ের বিশেষার্থ বিশুদ্ধি মার্গ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

যাঁহারা এই কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা অভ্যাস করিবেন, তাঁহাদের প্রথম কেশে নিমিত্ত নির্ণয় করিতে হইবে। কেশ কাল হইলে কাল, শ্বেত হইলে শ্বেত বলিয়া মনোনিবেশ করিতে হইবে। আর পক্ক অপরিপক্ক কেশের মিশ্র অবস্থায় যেইরূপ কেশের সংখ্যাধিক্য হইবে, সেই বর্ণ ধরিয়া ভাবনা করিতে হইবে।

কেশ সম্বন্ধে যেইরূপ উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ ত্বক্ পঞ্চককে দেখিয়া নিমিত্ত গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপে নিমিত্ত গ্রহণ করিয়া দৈহিক সমস্ত অংশ বর্ণ, আকৃতি, দিক্, অবকাশ ও পরিচ্ছেদ ভেদে নির্ণয় করিয়া বর্ণ, সংস্থান, গন্ধ, আশ্রয়, অবকাশ ভেদে পাঁচ প্রকার। যথা– এই কেশ বর্ণ–ভেদে, সংস্থান–ভেদে, গন্ধ–ভেদে, আশ্রয়–ভেদে ও অবকাশ–ভেদে ঘৃণিত।

মনোজ্ঞ যাগুর অথবা ভাতের থালার কেশের ন্যায় কালবর্ণ যে কোন কিছু দেখিলে তাহাতে ঘৃণা উৎপন্ন হয়। সেইরূপ বর্ণাদিতে ও প্রতিকূল সংজ্ঞা উৎপন্ন হইয়া থাকে। রাত্রিতে ভোজন করিবার সময় কোন প্রকার সূতা হাতে লাগিলে, কেশের আকৃতি বলিয়া তাহাতে ঘৃণা উৎপন্ন হয়। কেশে তৈল না মাখা হইলে তাহা দুর্গন্ধ হয়, বিশেষতঃ অগ্নিতে কেশ দগ্ধ করিলে যে দুর্গন্ধ বাহির হয়, সেই গন্ধানুসারে কেশের প্রতি স্বভাবত ঘৃণা উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেশ বর্ণ ও আকৃতি ভেদে বিশেষ ঘৃণিত না হইলেও দুর্গন্ধ–হেতু অতিশয় ঘৃণিত।

মল–মূত্র ত্যাগের স্থান অর্থাৎ অপরিস্কৃত জায়গায় উৎপন্ন শাকপাতা যেমন নাগরিকেরা ঘৃণা করিয়া খাইতে ইচ্ছা করে না, তেমন কেশ সমূহও পুষ, রক্ত, মূত্র, করীষ, পিত্ত, শ্লেষ্মাদির স্থানে উৎপন্ন হেতু ঘৃণিত। এই হেতু কেশের আশ্রয়–স্থান ঘৃণিত। এই সমস্ত কেশ গুথরাশিতে উৎপন্ন ক্ষুদ্র তৃণের ন্যায় অপর একত্রিশ প্রকার অশুচির উপর উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা শ্মশানে ও ময়লাস্থান ইত্যাদিতে উৎপন্ন শাকের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ন্যায় এবং পরিখাদিতে উৎপন্ন কমল কুবলয়াদি (নীল পদ্মাদি) পুষ্পের ন্যায় অশুচি স্থানে উৎপন্ন হেতু অতিশয় ঘৃণিত। কেশের প্রতিষ্ঠা ঘৃণিত বিধায় যোগীদের এই পাঁচ প্রকারে প্রতিকূলতা নির্ণয় করা উচিত।

এ-প্রকারে অবশিষ্টাংশও বর্ণ, সংস্থান, দিক্, অবকাশ ও পরিচ্ছেদ-ভেদে স্থির করিয়া অনুক্রমে মনোনিবেশ করিতে হইবে। অতি দ্রুত মনস্কার না করিয়া দশবিধ মনস্কার নিয়মে বর্ণ, সংস্থান, গন্ধ, আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা এই পাঁচ প্রকারে প্রতিকূলতা লক্ষ্য করিলে ভাবনাকারী যোগীর কেশাদি লৌকিক স্মৃতি রহিত হইবে। কোন চক্ষুষ্মান পুরুষ একসূত্রে গ্রথিত বত্রিশ বর্ণের পুষ্প দুর্শন করিলে, সে যেমন কোন পুষ্প কোন বর্ণের নির্দেশ করিতে পারে; সেইরূপ "অত্থি ইমস্মিং কায়ে কেসা, লোমা.....মূত্তা'ন্তি" অর্থাৎ এই শরীরে কেশ লোমাদি আছে, এইভাবে যথাক্রমে নিজের শরীর দর্শন করিয়াও শারীরিক সমস্ত অংশ অনুক্রমে বোধগম্য হয়। যদি নিজের শরীর ছাড়া অপরের শরীরে প্রতিকূল সংজ্ঞা উৎপাদন করে, তাহা হইলে মানুষ তির্য্যক প্রভৃতি প্রাণীকে ভ্রমণ করিতে দেখিলে, সত্ত্বাকার ছাড়া কেবল বত্রিশ অশুভ-রাশি বলিয়া ধারণা হইবে। প্রাণীদিগকে আহারাদি করিতে দেখিলেও অশুভ-রাশিতে প্রক্ষেপ করিতেছে বলিয়া মনে হইবে।

এই প্রকারে দৈহিক অংশ সমূহ বারংবার মনোনিবেশ করিলে "উদ্গ্রহ নিমিত্ত" ও "প্রতিভাগ নিমিত্ত" উৎপন্ন হয়। তথায় কেশাদি বর্ণ, সংস্থান, দিক, অবকাশ ও পরিচ্ছেদ-ভেদে বোধগম্য হওয়া "উদ্গ্রহ" নিমিত্ত। আর সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা বোধ্যগম্য হওয়া "প্রতিভাগ" নিমিত্ত নামে কথিত হয়। ইহাতে ভাবনাকারীর প্রথম ধ্যান-ভেদে অর্পণা ধ্যান লাভ হইয়া থাকে।

যাঁহার এক অংশ প্রকট হইলে অর্পণা ভাবনা লাভ হয়, তাঁহার অন্য অংশের ভাবনায় একটি মাত্র ধ্যান লাভ হইয়া থাকে।

যাঁহাদের অনেকাংশ প্রকট হয়, তাঁহাদের মল্লক স্থবিরের ন্যায় অশুভাংশ গণনায় প্রথমাদি ধ্যান লাভ হয়। এইরূপে প্রথম ধ্যান-ভেদে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমৃদ্ধিবান এই কর্মস্থান। ইহা স্মৃতিবলে সমৃদ্ধি লাভ করে বলিয়া "কায়গতানুস্মৃতি" নামে অভিহিত হইয়াছে

এইরূপে বত্রিশ প্রকার অশুচি–রাশি প্রতিকূলভাবে চিন্তা করিলে শমথ ভাবনা, আর ধাতুভেদে চিন্তা ও ধারণা করিলে বিদর্শন ভাবনার অন্তর্গত হয়। এই শমথ–বির্দশন উভয় ভাবনার অন্তর্ভূক্ত এই কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা করিলে সৎকায় দৃষ্টি প্রভৃতি ক্লেশ সমুচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এ–প্রকারে ভাবনাকারী সৎকায়াদি মিথ্যাদৃষ্টি প্রহীন করিয়া অনুক্রমে স্রোতাপত্তি মার্গ–ফলাদি লাভের পর অমৃতময় মহা–নির্বাণ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

পৃথিবীধাতু বিশ প্রকার

কেশ ঃ–

১। বর্ণ– কাল

২। সংস্থান– দীর্ঘ বর্তুলাকার তুলাদন্ড সদৃশ।

৩। দিক্– শরীরের উপরাংশে উৎপন্ন।

৪। অবকাশ– উভয় পার্শ্বে কর্ণচুলির সম্মুখে ললাট ও পশ্চাতে গলবেষ্টনী দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। শিরকটাহ বেষ্টিত আর্দ্র চর্মে প্রতিষ্ঠিত।

৫। পরিচ্ছেদ– মাথার চামড়ায় ব্রীহির অগ্রভাগ পরিমাণ প্রবেশ করিয়া প্রতিষ্ঠিত, নিম্ন কেশের মূলতল, উপরি আকাশ ও প্রস্থ্ পরস্পর পরিচ্ছিন্ন।

লোম ঃ–

১। বর্ণ– কাল, পিঙ্গল বর্ণ।

২। সংস্থান– অগ্রভাগ অবনত, তালমূল সদৃশ।

৩। দিক্– উভয় দিকে উৎপন্ন।

৪। অবকাশ– হস্ত–পদতল ছাড়া সর্বশরীরে পরিব্যপ্ত।

৫। পরিচ্ছেদ– মূলতল, আকাশ ও পরস্পর পরিচ্ছিন্ন।

নখ ঃ–

১। বর্ণ– শ্বেতবর্ণ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। সংস্থান– মৎস্য শল্ক সদৃশ।

৩। দিক্– উভয় দিকে উৎপন্ন।

৪। অবকাশ– অঙ্গুলি সমূহের পৃষ্ঠাগ্রে প্রতিষ্ঠিত।

৫। পরিচ্ছেদ– নিম্নদিকে অঙ্গুলাগ্রের মাংস দ্বারা, উপরি পার্শ্বে আকাশ দ্বারা ও প্রস্থ পরস্পর পরিচ্ছিন্ন।

দন্ত ঃ–

১। বর্ণ– শ্বেতবর্ণ।

২। সংস্থান– অনেকাকৃতি যুক্ত।

৩। দিক্– উভয় দিকে উৎপন্ন।

৪। অবকাশ– হনুকাস্থিদ্বয়ে প্রতিষ্ঠিত।

৫।পরিচ্ছেদ– হনুকাস্থিদ্বয়ে নিম্নে মূল, উপরে আকাশ ও প্রস্থ পরস্পর পরিচ্ছিন্ন।

ত্বক ঃ–

১। বর্ণ– শ্বেতবর্ণ।

২। সংস্থান– শরীরাকৃতি।

৩। দিক্– উভয় দিকে উৎপন্ন।

৪। অবকাশ– সর্বশরীর বেষ্টন করিয়া অবস্থিত।

৫। পরিচ্ছেদ– নিম্নে প্রতিষ্ঠার স্থান, উপরে আকাশে পরিচ্ছিন্ন।

মাংস ঃ–

১। বর্ণ– রক্ত (কিংশুক বা পলাশ পুষ্প) বর্ণ।

২। সংস্থান– নানা প্রকার।

৩। দিক্– উভয় দিকে উৎপন্ন।

৪। অবকাশ– অস্থি লিপ্ত হইয়া প্রতিষ্ঠিত।

৫। পরিচ্ছেদ– নিম্নে অস্থি–পঞ্জর, উপরে চর্মদ্বারা পরিচ্ছিন্ন।

স্নায়ু ঃ–

১। বর্ণ– শ্বেতবর্ণ।

২। সংস্থান– অনেক প্রকার।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। দিক্— উভয় দিকে উৎপন্ন।

৪। অবকাশ— সর্বশরীরে অস্থি বন্ধন করিয়া অবস্থিত।

৫। পরিচ্ছেদ— তলদেশে প্রতিষ্ঠিত স্থান, উপরে মাংস-চর্ম ও প্রস্থ্ পরস্পর বিচ্ছিন্ন।

অস্থি ঃ—

১। বর্ণ— শ্বেতবর্ণ।

২। সংস্থান— নানা প্রকার।

৩। দিক্— উভয় দিকে।

৪। অবকাশ— সর্বশরীরে অবস্থিত।

৫। পরিচ্ছেদ— ভিতরে অস্থি মজ্জা, উপরে মাংস, অগ্রে ও মূলে পরস্পর পরিচ্ছিন্ন।

অস্থিমজ্জা ঃ—

১। বর্ণ— শ্বেতবর্ণ।

২। সংস্থান— বেণুনালিতে প্রক্ষেপ করিয়া স্বেদিত বেত্রাগ্রের ন্যায়।

৩। দিক্— উভয় দিকে উৎপন্ন।

৪। অবকাশ— অস্থির ভিতরে অবস্থিত।

৫। পরিচ্ছেদ— অস্থির অভ্যন্তরভাগ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন।

বক্ষ ঃ—

১। বর্ণ— ঈষৎ রক্তবর্ণ।

২। সংস্থান— একবৃন্তে আবদ্ধ দুইটি আম্র-ফলের ন্যায়।

৩। দিক্— উভয় দিকে উৎপন্ন।

৪। অবকাশ— গলদেশ হইতে নামিয়া হৃদয়-মাংস পরিক্ষেপ করিয়া অবস্থিত।

৫। পরিচ্ছেদ— বক্ষভাগের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন।

হৃদয় ঃ—

১। বর্ণ— রক্ত পদ্মপত্রের পৃষ্ঠবর্ণ।

২। সংস্থান— অধোমুখী করিয়া স্থাপিত পদ্মমুকুলের ন্যায়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। দিক্- উভয় দিকে উৎপন্ন।

৪। অবকাশ- শরীরাভ্যন্তরে স্তনদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত।

৫। পরিচ্ছেদ- হৃদয় অংশের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন।

যকৃত ঃ-

১। বর্ণ- পান্ডুবর্ণ।

২। সংস্থান- কোবিদার পত্রের ন্যায়।

৩। দিক্- উভয়দিকে উৎপন্ন।

৪। অবকাশ - স্তনদ্বয়ের মধ্যে ডানপার্শ্বে অবস্থিত।

৫। পরিচ্ছেদ- যকৃত অংশের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন।

ক্লোমা ঃ-

১। বর্ণ- শ্বেতবর্ণ।

২। সংস্থান- প্রতিষ্ঠিত স্থানের আকৃতি।

৩। দিক্- প্রতিচ্ছিন্ন ক্লোমা উপরদিকে ও অপ্রতিচ্ছন্ন ক্লোমা উভয় দিকে উৎপন্ন।

৪। অবকাশ- প্রতিচ্ছন্ন ক্লোমা হৃদয়বক্ষ প্রত্যাচ্ছাদন করিয়া অবস্থিত, অপ্রতিচ্ছন্ন ক্লোমা সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া চামড়ার নীচে মাংস পর্যন্ত বন্ধন করিয়া অবস্থিত।

৫। পরিচ্ছেদ- নীচে মাংস ও উপরে চর্মের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন।

প্লীহা ঃ-

১। বর্ণ- নীলবর্ণ।

২। সংস্থান- সাত আঙ্গুলি প্রমাণ, কাল বাছুরের জিহ্বার ন্যায়।

৩। দিক্- উপরদিকে উৎপন্ন।

৪। অবকাশ- হৃদয়ের বামপার্শ্বে, উদর পটলের উপরাংশে অবস্থিত।

৫। পরিচ্ছেদ- প্লীহা অংশে পরিচ্ছিন্ন।

ফুস্‌ফুস্ ঃ-

১। বর্ণ- রক্তবর্ণ।

২। সংস্থান- বিসমচ্ছিন্ন পুরু পিষ্টক খন্ডের ন্যায়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। দিক্– উপরাংশে উৎপন্ন।

৪। অবকাশ– শরীরাভ্যন্তরে স্তনদ্বয়ের মধ্যে হৃদয় ও যকৃতের উপরিভাগ আচ্ছাদন করিয়া অবলম্বিতভাবে স্থিত।

৫। পরিচ্ছেদ– ফুস্‌ফুস্ অংশে অবস্থিত।

অন্ত্র ঃ–

১। বর্ণ– শ্বেতবর্ণ।

২। সংস্থান– রক্তের দ্রোণিতে ভাজ করিয়া স্থাপিত শিরচ্ছিন্ন সর্পের ন্যায়।

৩। দিক্– উভয়দিকে উৎপন্ন।

৪। অবকাশ– গ্রীবাদেশ হইতে গুহ্যমার্গ পর্যন্ত শরীরাভ্যন্তরে অবস্থিত।

৫। পরিচ্ছেদ– অন্ত্রভাগে পরিচ্ছিন্ন।

অন্ত্রগুণ ঃ–

১। বর্ণ– শ্বেতবর্ণ।

২। সংস্থান– শালুকের মূল সদৃশ।

৩। দিক্– উভয়দিকে উৎপন্ন।

৪। অবকাশ– একুশ ভাজকৃত অন্ত্রের ভাজে অন্ত্র বন্ধন করিয়া স্থিত।

৫। পরিচ্ছেদ– অন্ত্রগুণভাগে পরিচ্ছিন্ন।

উদর ঃ–

১। বর্ণ– ভুক্ত আহারের বর্ণ।

২। সংস্থান– চালূনীতে শিথিলাবদ্ধ তন্ডুলাকৃতি।

৩। দিক্– উপরদিকে উৎপন্ন।

৪। অবকাশ– উদর পটলে অবস্থিত।

৫। পরিচ্ছেদ– উদর পটল এবং ঔদর্যভাগে পরিচ্ছিন্ন।

করীষ ঃ–

১। বর্ণ– ভক্ষিত আহারের বর্ণ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। সংস্থান- আশ্রিতস্থানের আকৃতি।

৩। দিক্- নিম্নদিকে উৎপন্ন।

৪। অবকাশ- পাকাশয়ে প্রতিষ্ঠিত।

৫। পরিচ্ছেদ- পাকাশয় পটল ও মল অংশে পরিচ্ছিন্ন।

মস্তিষ্ক ঃ-

১। বর্ণ- শ্বেতবর্ণ।

২। সংস্থান- প্রতিষ্ঠিত স্থানের আকৃতি।

৩। দিক্- উপরদিকে উৎপন্ন।

৪। অবকাশ- শিরকটাহের মধ্যে চারিটি পিষ্ঠক পিন্ডের ন্যায়।

৫। পরিচ্ছেদ- শিরকটাহের অভ্যন্তরভাগে ও মস্তিষ্কভাগে পরিচ্ছিন্ন।

আপধাতু বার প্রকার

পিত্ত ঃ-

১। বর্ণ- বদ্ধপিত্ত ঘন মধুপ তৈলবর্ণ ও অবদ্ধপিত্ত ম্লানপীত পুষ্পের বর্ণ।

২। সংস্থান- আশ্রিত স্থানের আকৃতি।

৩। দিক্- বদ্ধপিত্ত উপরদিকে, অবদ্ধপিত্ত উভয়দিকে উৎপন্ন।

৪। অবকাশ- অবদ্ধপিত্ত কেশ-লোম-নখ-দন্ত শুষ্কচর্ম ব্যতীত সর্বশরীর ব্যাপিয়া অবস্থিত ও পিত্তকোষে স্থিত।

৫। পরিচ্ছেদ- পিত্ত অংশে পরিচ্ছিন্ন।

শ্লেষ্মা ঃ-

১। বর্ণ- নাগবল্লী পত্রের রসবর্ণ।

২। সংস্থান- প্রতিষ্ঠিত স্থানের আকৃতি।

৩। দিক্- উপরদিকে উৎপন্ন।

৪। অবকাশ- উদর পটলে প্রতিষ্ঠিত।

৫। পরিচ্ছেদ- শ্লেষ্মা অংশে পরিচ্ছিন্ন।

পূজ ঃ-

১। বর্ণ- পান্ডু পলাশবর্ণ (হলদে বর্ণ পাতার রং)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। সংস্থান– আশ্রিত স্থানের আকৃতি।

৩। দিক্– উভয়দিকে উৎপন্ন।

৪। অবকাশ– পূতি রক্তের স্থানে প্রতিষ্ঠিত।

৫। পরিচ্ছেদ– পূজ অংশে পরিচ্ছিন্ন।

রক্ত ঃ–

১। বর্ণ– ঘন লাক্ষারসের (আলতার) বর্ণ।

২। সংস্থান– আশ্রিত স্থানের আকার।

৩। দিক্– উভয়দিকে উৎপন্ন।

৪। অবকাশ– সঞ্চরণ রক্ত সর্বশরীরে আর সঞ্চিত রক্ত যকৃৎ মাংসের নিম্নে প্রতিষ্ঠিত।

৫। পরিচ্ছেদ– রক্তাংশে পরিচ্ছিন্ন।

স্বেদ ঃ–

১। বর্ণ– পরিশুদ্ধ তিলতৈলবর্ণ।

২। সংস্থান– প্রতিষ্ঠিত স্থানের আকার।

৩। দিক্– উভয়দিকে উৎপন্ন।

৪। অবকাশ– কেশ ও লোমকূপ পূর্ণ করিয়া স্থিত।

৫। পরিচ্ছেদ– স্বেদ অংশে পরিচ্ছিন্ন।

মেদ ঃ–

১। বর্ণ– হরিদ্রাবর্ণ।

২। সংস্থান– হরিদ্রাবর্ণ বস্ত্রের ন্যায়।

৩। দিক্– উভয়দিকে উৎপন্ন।

৪। অবকাশ– স্থূল ব্যক্তির সর্ব শরীর ব্যাপিয়া স্থিত ও কৃশ ব্যক্তির জঙ্ঘা মাংসাদিতে প্রতিষ্ঠিত।

৫। পরিচ্ছেদ– নিম্নে মাংস, উপরে চর্ম ও প্রস্থে মেদ অংশে পরিচ্ছিন্ন।

অশ্রু ঃ–

১। বর্ণ– পরিশুদ্ধি তিলতৈল বর্ণ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। সংস্থান– প্রতিষ্ঠিত স্থানের আকার।

৩। দিক্– উভয়দিকে উৎপন্ন।

৪। অবকাশ– অক্ষি কোটরে প্রতিষ্ঠিত।

৫। পরিচ্ছেদ– অশ্রু অংশে পরিচ্ছিন্ন।

বসা ঃ–

১। বর্ণ– নারিকেল তৈলের বর্ণ।

২। সংস্থান– স্নানের সময় জলোপরি বিস্তৃত তৈল বিন্দুবৎ।

৩। দিক্– উভয়দিকে উৎপন্ন।

৪। অবকাশ– হস্ততল, হস্তপৃষ্ঠ, পদতল, পদপৃষ্ঠ, নাসিকা, ললাট ও স্কন্ধে বহুল পরিমানে অবস্থিত।

৫। পরিচ্ছেদ– বসা অংশে পরিচ্ছিন্ন।

থুথু ঃ–

১। বর্ণ– শ্বেতবর্ণ।

২। সংস্থান– আশ্রিত স্থানের আকার।

৩। দিক্– উভয়দিকে উৎপন্ন।

৪। অবকাশ– দুই কপোল পার্শ্ব বহিয়া জিহ্বায় স্থিত।

৫। পরিচ্ছেদ– থুথু অংশে পরিচ্ছিন্ন।

শিক্‌নি ঃ–

১। বর্ণ– কোমল তালশাঁসের বর্ণ।

২। সংস্থান– প্রতিষ্ঠিত স্থানের আকার।

৩। দিক্– উভয়দিকে উৎপন্ন।

৪। অবকাশ– নাসিকাচ্ছিদ্র পূর্ণ করিয়া স্থিত।

৫। পরিচ্ছেদ– শিক্‌নি অংশে পরিচ্ছন্ন।

লসিকা ঃ–

১। বর্ণ– কর্ণিকার নির্যাসবর্ণ।

২। সংস্থান– আশ্রিত স্থানের আকার।

৩। দিক্– উভয়দিকে উৎপন্ন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪। অবকাশ– প্রত্যেক সন্ধিস্থানে স্থিত।

৫। পরিচ্ছেদ– লসিকা অংশে পরিচ্ছিন্ন।

মূত্র ঃ–

১। বর্ণ– মাষক্ষারোদক বর্ণ।

২। সংস্থান– অধোমুখী স্থাপিত কলসীর জলের ন্যায়।

৩। দিক্– নিম্নদিকে উৎপন্ন।

৪। অবকাশ– বস্তিকোষে স্থিত।

৫। পরিচ্ছেদ– বস্তি অভ্যন্তর ও মূত্রভাগ পরিচ্ছিন্ন।

কেশ প্রভৃতি ৩২ প্রকার ধাতুর বর্ণ; আকারাদি পৃথক পৃথকভাবে অনুভূত হইলে "উদগ্রহ নিমিত্ত" উৎপন্ন হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সর্বপ্রকারে ঘৃণিত প্রতিকূল ভাব উৎপন্ন হইলে "প্রতিভাগ নিমিত্ত" উৎপন্ন হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই ভাবনায় অর্পনা ধ্যান উৎপন্ন হয়। তৎপর যোগীর যথাক্রমে ধ্যানাঙ্গসমূহ প্রাদুর্ভূত হয়।

ইহাতে প্রথমধ্যান, দ্বিতীয়ধ্যান, তৃতীয়ধ্যান ও চতুর্থধ্যান এই চারিধ্যান এবং বিবিধ ঋদ্ধিজ্ঞান, দিব্যজ্ঞান, পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান, জীবের গতি জ্ঞান, পুর্বনিবাসানুস্মৃতি বা জাতিস্মর জ্ঞান ও আসবক্ষয়জ্ঞান বা তৃষ্ণাক্ষয়জ্ঞান– এই ষড়াভিজ্ঞা জ্ঞান লাভ করা যায়।

দ্বাত্রিংশাকার সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কুমার পঞ্হা

(কুমার প্রশ্ন)

(উৎপত্তি)

ভগবানের সময়ে সোপাক–কুলে জাত হন। কেহ কেহ বণিক কুলে জাত বলিয়াও সোপাক নামে অভিহিত করেন। তাঁহার চারিমাস বয়ঃকালে পিতার মৃত্যু হয়। কাজেই তাঁহার খুলতাত তাঁহাকে পালন করেন। তাঁহার সাত বৎসর বয়ঃকালে খুলতাত নিজের পুত্রের সঙ্গে কলহ করিতে দেখিয়া অতিশয় রাগ হয়। তখনি তাহাকে যথেচ্ছা প্রহার করিল। নির্মম প্রহারে সোপাক অচেতন হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তখনো খুলতাতের ক্রোধপ্রশমিত হইল না। সেই অচেতন কুমারকে শ্মশানে নিয়া একটি মৃতদেহের সহিত দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া চলিয়া আসে। তাহাকে 'শৃগালাদি ভক্ষণ করুক' এই ছিল খুলতাতের দূরভিসন্ধি।

কিছুক্ষণ পরেই সোপাকের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। চোখ মেলিয়া দেখিল মৃতদেহের সহিত সে আবদ্ধ, বুঝিতে পারিল তাহার পরিণতি, সে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল পথপানে জনমানবের আগমন প্রতীক্ষায়। কিন্তু জনমানবের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। কুকুর ও শকুনির দল শ্মশান হইতে অদৃশ্য হইল। সঙ্গে সঙ্গে শৃগালগুলো আসিয়া পড়িল হুক্কা হুয়া শব্দে চারিদিক মুখরিত করিয়া। সোপাকও বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিল– "অহো! আমার কি দুর্গতি হইবে? এই অসহায়ের সহায় কে হইবে! শ্মশানের মাঝে আমি একাকী বাঁধা আছি! কে আমায় অভয় দাতা হইবে? কে ত্রাণ করিবে এই অভাগারে?"

ভগবান তখন সত্ত্বগণের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিতেছিলেন। তিনি বালকের হৃদয়াভ্যন্তরে অর্হত্বফলের হেতু প্রজ্জ্বলিত হইতে দেখিয়া করুণার্দ্রচিত্তে ঘনান্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গন্ধময় সেই শ্মশানে উপস্থিত হইয়া বিলাপরত বালকের সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন;– "বৎস সোপাক! ভয় করিও না, তথাগতকে দর্শন কর।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'রাহুমুখ গ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায়' আমিই তোমাকে ত্রাণ করিব।" বালক আশ্বস্ত হইয়া জ্যোতিঃপুঞ্জের মত দেদীপ্যমান বুদ্ধের পানে থাকালো। সর্বাঙ্গ পুলকে শিউরে উঠিল।

বুদ্ধ বালককে বন্ধনমুক্ত করিয়া বিহারে নিয়া গেলেন। এদিকে বালকের মাতা পুত্রকে না দেখিয়া খুলতাতকে জিজ্ঞাসা করিল, সে কিছু বলিল না, এদিক ওদিক অন্বেষণ করা সত্ত্বেও পুত্রের সন্ধান না পাইয়া ভাবিল "বুদ্ধগণ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সম্বন্ধে জানেন; এখন আমি ভগবানের নিকট গমন করিয়া আমার পুত্রের বিষয় জানিয়া লইব।" এই ভাবিয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল– ভন্তে, আমার পুত্রকে দেখিয়াছেন? আপনি তাহার কোন খবর জানেন কি? ভগবান– তাহার প্রশ্নোত্তরে উপদেশ বচনে বলিলেন– "পুত্র, পিতা, মাতা, বন্ধু, বান্ধব ত্রাণের কারণ নহে। মৃত্যুরাজ আসিয়া যখন বাধ্য করিবে, তখন জ্ঞাতি বন্ধু কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না।" সেই ধর্মোপদেশ শুনিয়া বালকের মাতা স্রোতাপন্ন হইলেন। সেই মুহূর্তে তাহার কিশোর পুত্র সোপাক পীতবাস–পরিহিত মুণ্ডিতমস্তক শ্রমণোদ্দেশরূপে তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। নিখোঁজ পুত্রকে দেখিয়া অতিশয় হৃষ্ট-তুষ্ট হইলেন।

বুদ্ধের সান্নিধ্যলাভ কৃতপুণ্যে কিশোর সোপাকের জীবন সম্পূর্ণ বদলে গেল। অল্পকালের মধ্যেই সাধনায় পরম সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি অর্হত্ব ফল লাভ করিলেন। ভগবান গন্ধকুটীরের ছায়ায় চংক্রমন করিতেছিলেন। এমন সময় সোপাকও ভগবানের অনুবর্তী হইয়া সংযত পদক্ষেপে চংক্রমন করিতে শুরু করিলেন। তখন সেই সাতবৎসর বয়স্ক সোপাক শ্রামণের জ্ঞানের গভীরতা প্রকাশ পাইবার জন্য ও উপসম্পদা অনুজ্ঞা করিবার ইচ্ছায় ভগবান সস্নেহ বচনে দশটি গভীর তত্ত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিয়া নিপুণতার সহিত প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। সেই কারণে এই প্রশ্ন দশটি 'কুমার প্রশ্ন' নামে অভিহিত। ভগবান তাঁহার প্রশ্নোত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপসম্পদা দানের নির্দেশ দিয়া প্রতিভার সম্মান করিলেন। তাই উহা 'প্রশ্নোত্তর উপসম্পদা' নামেও অভিহিত। বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, বিনয় বিধান অনুসারে বিশ বৎসর বয়সের পূর্বে উপসম্পদা বা ভিক্ষুত্ব দান করা হয় না। শুধু জ্ঞানবৃদ্ধ কিশোর সোপাকের উপসম্পদায় ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম।

পূর্বজন্মে পূরিত পারমী না হইলে এমন অল্প বয়স্ক শ্রামণের অর্হত্ব-ফল প্রাপ্তি আশ্চর্য বটে! এইরূপ পুণ্যাত্মা-পুরুষের নিষ্কলঙ্ক জীবনই ধন্য! সার্থক তাঁহার প্রব্রজ্যা!! তিনি সপ্তম বর্ষীয় কুমার শ্রামণের বটে, কিন্তু জ্ঞানের প্রতীক; তাঁহার প্রত্যেক উত্তর বিজ্ঞজনোচিত গভীর-জ্ঞানদ্যোতক দার্শনিকতত্ত্ব-সমলঙ্কৃত। অপিচ যেই সমস্ত জটিল প্রশ্ন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছিল; তাহা সমস্তই ত্রিপিটকের সারতত্ত্ব- শীল, সমাধি, বিদর্শন ও লোকোত্তর জ্ঞান সম্বন্ধীয় গভীর বিষয়। পরে তিনি "আয়ুষ্মান্ সোপাক থেরো" নামে ভগবানের অসীতি মহাশ্রাবক সংঘের মধ্যে এক বিশিষ্ট পদেও উন্নীত হইয়াছিলেন।

প্রশ্ন-উত্তর

১ম প্রশ্ন ঃ- এক নাম কিং?

উত্তর ঃ- "সব্বেসত্তা আহারট্ঠিতিকা।"

২য় প্রশ্ন ঃ- দ্বে নাম কিং?

উত্তর ঃ- "নামঞ্চ রূপঞ্চ।"

৩য় প্রশ্ন ঃ- তীনি নাম কিং?

উত্তর ঃ- "তিস্সো বেদনা।"

৪র্থ প্রশ্ন ঃ- চত্তারি নাম কিং?

উত্তর ঃ- "চত্তারি অরিয-সচ্চানি।"

৫ম প্রশ্ন ঃ- পঞ্চ নাম কিং?

উত্তর ঃ- "পঞ্চুপাদানক্খন্ধা।"

৬ষ্ঠ প্রশ্ন ঃ- ছ নাম কিং?

উত্তর ঃ- "ছ অজ্ঝত্তিকানি আয়তনানি।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭ম প্রশ্ন ঃ– সত্ত নাম কিং?
উত্তর ঃ– "সত্ত বোজ্ঝঙ্গা।"
৮ম প্রশ্ন ঃ– অট্ঠ নাম কি?
উত্তর ঃ– "অরিযো অট্ঠঙ্গিকো মগ্গো।"
৯ম প্রশ্ন ঃ– নব নাম কিং?
উত্তর ঃ– "নব সত্তাবাসো।"
১০ম প্রশ্ন ঃ– দস নাম কিং?
উত্তর ঃ– "দসহঙ্গোহি সমন্নগতো অরহাতি বুচ্চাতি।

বঙ্গার্থ ঃ– **(১) প্রশ্ন**– এক নামে কি? **উত্তর ঃ**– 'সর্ব সত্ত্ব আহারে স্থিত।' অর্থাৎ জীবজগতের সকল প্রাণী একমাত্র আহারের দ্বারাই জীবন ধারণ করিয়া থাকে। এই আহার চারি প্রকার। যথাঃ– কবলীকৃত আহার, স্পর্শাহার, চেতনাহার বা মনোসঞ্চেতনাহার ও বিজ্ঞানাহার।

ইহার মর্মার্থ ঃ– 'নাম-রূপে'ই জীবের পরিচয়। 'রূপ' অংশে জীবের আহার্য বস্তু কবলীকৃত হয়। আর 'নাম' অংশে জীবের ত্রিবিধ আহার। যথাঃ– স্পর্শাহার– যাহা পঞ্চেন্দ্রিয় পরিভোগ্য। চেতনাহার– যাহা মনের উপভোগ্য ও বিজ্ঞানাহার– যাহা চিত্তের উপভোগ্য।

কবল বা গ্রাস করিয়া ভোজন করা হয় বলিয়া ভাত ব্যঞ্জন ও পিষ্টকাদি রসাল দ্রব্য কবলীকৃত আহারের মধ্যে গণ্য। বস্তুর স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা ভেদে আহারেরও পার্থক্য ঘটে। যেই আহারের দ্বারা সূক্ষ্মরূপ উৎপন্ন হয়, স্বভাবতঃ তাহাকে সূক্ষ্ম আহার বলে। আহারের স্থূল-সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে এই প্রকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; যথাঃ– কুম্ভীর দিগের আহারের তুলনায় ময়ূরদের আহার সূক্ষ্ম। কুম্ভীরেরা পাষাণের টুকরা ভক্ষণ করে। সেই কঠিন পদার্থ সমূহ তাহাদের উদরস্থ হইবার পর বিলীন হইয়া যায়। ময়ূরেরা সর্প বৃশ্চিকাদি প্রাণী ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। ময়ূরদের আহারের তুলনায় তরুক্ষদের আহার সূক্ষ্ম তাহারা তিন বৎসরের পুরাতন নিক্ষিপ্ত শৃঙ্গ ও অস্থি সমূহ খাইয়া

Visit: http://www.buddhistdownload.com

থাকে। সেই সকল শৃঙ্গ–অস্থি ইত্যাদি কঠিন পদার্থ তাহাদের থুথুর দ্বারা ভিজিয়া যাওয়া মাত্রেই স্কন্ধ মূলাদির ন্যায় কোমল হইয়া যায়। তরক্ষুর আহারের চেয়ে হস্তীর আহার সূক্ষ্ম। তাহারা নানা প্রকার বৃক্ষ–লতাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে। হস্তীর আহারের তুলনায় গোকর্ণ মৃগের আহার সূক্ষ্ম। তাহারা বনজ বৃক্ষ–পত্রাদি খাইয়া জীবন যাপন করে। তাহাদের আহার হইতে গরুর আহার সূক্ষ্ম। তাহারা ভিজা অথবা সূক্ষ্ম তৃণাদি খায়। গরুর আহার হইতে শশকের আহার সূক্ষ্ম। শশকের আহারের তুলনায় পক্ষীর আহার সূক্ষ্ম। পক্ষীর আহার হইতে প্রত্যন্ত দেশবাসী মানুষের আহার সূক্ষ্ম। প্রত্যন্ত দেশবাসীর আহারের চেয়ে মাতব্বরের আহার সূক্ষ্ম। তাহাদের আহার হইতে রাজ–অমাত্যেদের আহার সূক্ষ্ম। তাঁহাদের আহারের তুলনায় চক্রবর্তী রাজার আহার সূক্ষ্ম। তাঁহাদের আহার হইতে চাতুর্মহারাজিক দেবতাদের আহার সূক্ষ্ম। তারপর পরিনির্মিত বশবর্তী দেবতার প্রভৃতির আহার ক্রমান্বয়ে একের পরে অপরের আহার সূক্ষ্ম বলিয়া বিবেচিত।

স্থূল আহারের ওজঃধাতু পরিমাণে অল্প ও দুর্বল, আর সূক্ষ্ম আহারে ওজঃধাতু পরিমাণে বেশী এবং সবল। যেমন কোন ব্যক্তি এক থালা যাগু পান করিয়া আবার মুহূর্তের মধ্যে ক্ষুধার্ত হইয়া যায়; পুনঃ অন্য বস্তু আহার করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু প্রসৃতি (এক কর কোষ) পরিমাণ ঘৃত পান করিয়া সারাদিন আর কিছু আহার করিতে চাহে না। অরসযুক্ত আহারে তেজধাতু মন্দা হইয়া থাকে। সতেজ রাখিবার ক্ষমতা তাহার নাই। জঠরাগ্নি সতেজ রাখিবার ক্ষমতা একমাত্র ওজঃধাতুর আছে। আবার ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবার ক্ষমতা ওজঃধাতুর তত নাই। দুইটি একত্রিত হইলে ক্ষুন্নিবৃত্তিও করিতে পারে, আর তেজধাতুও সতেজ রাখিতে পারে। আহার করুক বা নাই করুক, প্রাণীদের প্রতিসন্ধি সহজাত কর্মজ ওজঃধাতু দেহে বিদ্যমান থাকে। সেই ওজঃধাতু প্রাণীকে সাতদিন যাবৎ রক্ষা করিতে পারে। সুতরাং ইহাকেই "উপাদিন্নক" কবলীকার আহার বলে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কবলীকার আহার ওজঃধাতু সহ আরো আটটি রূপ আহরণ করে, চক্ষু সংস্পর্শাদি ষড়বিধ স্পর্শ, তিন প্রকার বেদনা আহারণ করে। তৃষ্ণাযুক্ত কুশলাকুশল চেতনাকে মনোসঞ্চেতনা বলে। তাহা ত্রিবিধ ভব আহরণ করে। বিজ্ঞান বলিতে যে কোন প্রতিসন্ধি চিত্তকে বুঝায়। তাহা প্রতিসন্ধি নাম-রূপ আহরণ করে। কবলীকার আহার মুখে দিয়া দন্তের সাহায্যে বিচূর্ণ করতঃ আহার করিলে প্রত্যেকটি আহার কণায় আট আটটি রূপ আহরণ করে। সেই জন্য বলা হইয়াছে যে– তাহা ওজঃধাতুসহ আটটি রূপ আহরণ করে। স্পর্শ আহার– সুখ বেদনীয় স্পর্শ উৎপন্ন হইলে সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনীয় স্পর্শ উৎপন্ন হইলে দুঃখ বেদনা, আর উপেক্ষা বেদনীয় স্পর্শ উৎপন্ন হইলে উপেক্ষা বেদনা আহরণ করিয়া থাকে। চেতনা আহার– কামভবে উৎপাদ্যমান কর্ম করিলে কামভব, চেতনা প্রযুক্ত হইয়া রূপভবে উৎপাদ্যমান কর্ম করিলে রূপভব, আর অরূপভবে উৎপন্নশীল কর্ম সম্পাদন করিলে অরূপভব আহরণ করে। এই প্রকারে তৎদ্বারা ত্রিবিধ ভব আহরিত হয়। বিজ্ঞান আহার– প্রতিসন্ধির সময় ত্রিভবে স্কন্ধ-যোনি-গতি ও সম্ভতি ভেদে ত্রিশ প্রকার রূপ আহরণ করে।

ওজঃধাতু সহ আট প্রকার রূপাদি আহরণ করে বলিয়া, অথবা রূপাদি আহরণের হেতু বলিয়া কবলীকারাদি চারিটি আহার নামে অভিহিত। রূপ আহরণের হেতু বলিয়া ঐ গুলিকে কেবল আহার বলা হয়, তবে তেমন প্রত্যয় আরো আছে; তথাপি কেন ঐ গুলিকে আহার বলা হয়? ইহা আধ্যাত্মিক চিত্ত প্রবাহের বিশিষ্ট প্রত্যয় বলিয়া। তদ্ধেতু ভগবান বলিয়াছেন– "ভিক্ষুগণ! এই কায় আহার স্থিতিক।" অর্থাৎ আহারের দ্বারা স্থিত হয়। আহার বিনা ইহা স্থির থাকিতে পারে না। উহা ধর্ম সঙ্গানী অর্থকথা, মজ্ঝিম নিকায়ের সম্যক্‌দৃষ্টি সূত্র বর্ণনা ও সংযুক্ত বর্ণনায় কথিত হইয়াছে।

কুম্ভীরের উদর বিদীর্ণ করিলে তাহাদের উদরে ভুক্ত পাষাণের টুক্‌রা পাওয়া যায়, বিশুদ্ধিমার্গে ইহার উল্লেখ আছে। এইরূপ হইলে কুম্ভীরেরা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যেই পাষাণের টুকরা ভক্ষণ করে তাহা তাহাদের উদরস্থ হইলে বিলীন হইয়া যায় বলিয়া পূর্বে বলা হইয়াছে কেন? অচির ভুক্ত মানুষের উদরে অস্ত্রোপাচার করিলে যেমন অবিকৃত ভাত বাহির হয়, সেরূপ এই ন্যায় অনুসারে মরণাসন্ন কুম্ভীরের উদর বিদীর্ণ করিলে, গিলিত পাষাণ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

সকল প্রকার আহার্য বস্তু আহার করিবার সময় নিম্নপঙক্তির দাঁতগুলি উদুখলের কার্য করে। উপরে পঙক্তির দন্তগুলি মুষলের কার্য করে। জিহ্বার দ্বারা হাতের কার্য করা হয়। ময়লা ফেলিবার ভাজনে নিক্ষিপ্ত পচা ময়লা রাশির ন্যায় দন্ত–মুষলের দ্বারা বিচুর্ণীকৃত হইয়া, জিহ্বাগ্রের দ্বারা পরিবর্তিত হওতঃ জিহ্বাগ্রের পরিস্কার পাতলা থুথু ম্রক্ষিত হয়। আবার আরেক প্রকার ঘণীভূত থুথু ও দন্ত ময়লাদির দ্বারা ম্রক্ষিতে অতিশয় ঘৃণিত হয়। সেই ঘৃণিত আহার বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ, চক্রবর্তী রাজা প্রভৃতি পবিত্র পুরুষেরও উদরস্থ হইয়া পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূঁজ, রক্ত এই চারি প্রকার আশয়ের মধ্যে যে কোন আশয়ে স্থিত হয়। যাহার পিত্তাশয় অধিক তাহার আহার দ্রবীভূত ঘন মোম মাখনের ন্যায় হইয়া অতিশয় ঘৃণিত হয়। যাহার শ্লেষ্মাশয় অধিক (অর্থাৎ যাহার শরীরে শ্লেষ্মার ভাগ বেশী) তাহার ভুক্ত আহার নাগবলী নামক পত্র–রস–ম্রক্ষিতের ন্যায় ঘৃণিত হয়। যাহার দেহে পূঁজের প্রমাণ বেশী তাহার ভুক্ত আহার পঁচা ঘোল মাখনের ন্যায়, আর যাহার শরীরে অধিক রক্ত আছে, তাহার আহার রং মাখনের ন্যায় ঘৃণিত হইয়া থাকে।

অনন্তর আগের দিন, মধ্যদিন ও তৎপরবর্তী দিন, এই তিন দিনের আহার একত্রিত হওয়ার পর, শ্লেষ্মা পটলের দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। সেই শ্লেষ্মাচ্ছন্ন আহার জঠরাগ্নির দ্বারা পরিপক্ক হইতে হইতে বুদ্বুদযুক্ত হইয়া, অতিশয় ঘৃণিত হইয়া থাকে। এই অবস্থার পর ক্রমান্বয়ে উদরে গিয়া স্থিত হয়, অর্থাৎ বিষ্ঠায় পরিণত হয়। উদরস্থ আতুড়ি পুরুষদের বত্রিশ হাত, আর স্ত্রীলোকের আটাইশ হাত পরিমাণ হয়। তাহা গ্রীবাদেশ হইতে নিম্নদিকে গুহ্য মার্গ পর্যন্ত ব্যাপ্ত। ইহার মধ্যেও আবার একুশ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভাজে বিভাজিত হইয়া রহিয়াছে। একটি শ্বেতবর্ণের সর্পকে লেজ এবং মাথা কাটিয়া রক্ত-দ্রোনিতে রাখিলে যেরূপ দেখাইবে, উদরস্থ আতুড়িগুলি ঠিক সেই ভাবে রহিয়াছে। আবার নাভির উপর দিকে অন্ত্রপটল নামে এক প্রকার পাত্‌লা চামড়া আছে। মসৃন ভিজা কাপড় চিবাইলে যেমন একটি বড় ফোস্কার ন্যায় দেখা যায়, অন্ত্রপটলের আকৃতিও প্রায় সেরূপ। কিন্তু তাহার বর্হিভাগ বেশ মসৃন, ভিতর ভাগ কাঁঠালের চামড়ার অভ্যন্তর ভাগ সদৃশ। এই অন্ত্রপটলের ভিতর নানা আকার বিশিষ্ট, তৎকোটক, গন্ডোৎপাদক, তালহীরক, সূচীমুখ, পটতন্তক, সূত্রক ইত্যাদি বত্রিশ প্রকার ক্রিমি জাতি আকুল ব্যাকুল ভাবে এদিক ওদিক বিচরণ করিতেছে। আহার না করিলে সেই ক্রিমির দল উল্লম্ফন করিয়া ও চীৎকার করিয়া হৃদয় মাংসে আঘাত করে। ভোজন করিবার বেলায় ঊর্ধ্বমুখী হইয়া প্রথম ভুক্ত দুই তিন গ্রাস লুন্ঠন করিয়া লয়। ক্রিমিদের শ্মশান সূতিকাগৃহ ও পায়খানা সমস্তই মানুষের উদরের মধ্যে বিদ্যমান।

মানুষের ভুক্ত আহার সমূহ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। জঠরাগ্নির দ্বারা এক ভাগ দগ্ধ হইয়া যায়। এক ভাগ মূত্র ও আরেক ভাগ বিষ্ঠায় পরিণত হয়। এক ভাগ রসে পরিণত হইয়া শরীরের রক্ত মাংস বৃদ্ধি করে। ভাত পাক করিবার সময় যেমন চাউলের কোণ, তুষ উতরাইয়া হাড়ির ঢাক্‌নাতে লাগে, সেইরূপ ভুক্ত দ্রব্যও সমস্ত শরীরাগ্নির দ্বারা ফেন উদ্গাত ভাবে পাক হইয়া দাঁতে দন্তমল ও জিহ্বা-তালুতে থুথুরূপে সঞ্চিত হয়। আর চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও গুহ্য মার্গাদিতে অক্ষিমল, কর্ণমল, সিক্‌নি, মূত্র ও বিষ্ঠাদি রূপে ম্রক্ষিত হয়। খাদ্য ভালরূপে পরিপক্ক হইলে কেশ-লোম-নখ-দন্ত প্রভৃতি অশুভ রাশি উৎপন্ন হয়। যদি সুপরিপক্ক না হয়, তা হইলে দদ্রু, খোস, পাঁচড়া, শ্বাস-অতিসার প্রভৃতি নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত স্থান হইতে এতাবৎ বিশুদ্ধি মার্গে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তৃপ্তিকর আহার আহরিত হইলে– শারীরিক মানসিক নানা প্রকার উপকার সাধিত হয়। কিন্তু আহারের অভাবে দৈহিক অবসন্নতা ও মানসিক চাঞ্চল্যাদি বিবিধ দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। শত কলসী জল দিয়া স্নান করিলে যেমন শরীরের দাহ নিবারিত হয়, সেইরূপ আহার করিলেও কর্মজ তেজধাতুর প্রদাহ নিবৃত্তি হইয়া চিত্ত প্রসন্ন হয়।

প্রসন্ন চিত্তে কর্মস্থানাদি ধ্যান বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে অচিরে চিত্তের একাগ্রতা অর্থাৎ সাম্যভাব আসে। একগ্রতা আসিলে চিত্তের অকুশল প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হইয়া কুশল প্রবাহ বহিতে থাকে। কাজেই কুশল প্রবাহের সময় চিত্ত স্বভাবতঃ বিশেষভাবে প্রসাদিত হয়। চিত্ত প্রসাদ অর্থাৎ মনের আনন্দ আসিলে শরীরের রক্ত পরিশুদ্ধ হয়। ইহার দ্বারা চিত্তজ রূপ সমূহ বিশুদ্ধভাবে সঞ্জাত হয়, তখন ধ্যানীর মুখের চেহারাও বৃন্তচ্যুত তাল ফলের ন্যায় অতি মনোরম হয়। মনে যখন আনন্দ আসে, তখন হৃদয়াশ্রিত রক্ত টুকটুকে রক্তবর্ণ বটফলের তুল্য হয়। আর যখন মানসিক দুঃখ আসে, তখন কালবর্ণ সুপক্ক জামের মত হয়। উপেক্ষার ভাব যখন আসে, তখন তিলতৈল সদৃশ হইয়া যায়। হহা অঙ্গুত্তর নিকায়ে কথিত।

সকল সত্ত্বগণ ভোগ্য আহার ভেদে চতুর্বিধঃ– রূপূপজীবি, বেদনূপজীবি, সংজ্ঞা ও সংস্কার উপজীবি। তন্মধ্যে একাদশ প্রকার কামলোকবাসী সত্ত্বগণ কবলীকার আহার সেবনের দ্বারা রূপূপজীবি নামে কথিত হয়। অসংজ্ঞ সত্ত্ব ব্যতীত রূপলোকবাসী সত্ত্বগণ স্পর্শাহার সেবনের দ্বারা বেদনূপজীবি, নৈবসংজ্ঞা–না–সংজ্ঞা ব্যতীত অরূপলোকবাসী সত্ত্বগণ সংজ্ঞাদ্বারা উৎপন্ন মনোসঞ্চেতনিকাহার সেবন করে বলিয়া সংজ্ঞা উপজীবি, সংস্কারোৎপাদিত বিজ্ঞানাহার সেবনের দ্বারা ভবাগ্রবাসী সত্ত্বগণ সংস্কাররূপজীবি বলিয়া সূত্র নিপাতে কথিত।

জগতের সকল প্রাণী আহার করিয়া জীবিত থাকে, সেই জন্য বলা হইয়াছে– সর্ব সত্ত্ব আহারে স্থিত। জগতের সমস্ত সত্ত্বের রক্ষার জন্য আহার নামক একটা স্বভাব ধর্ম বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহা হইলে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অসংজ্ঞ সত্ত্বগণ হেতু, আহার ও স্পর্শ শূন্য বলিয়া উক্ত হইল কেন? তাহাদের ধ্যানই একমাত্র আহার। ধ্যানবলে তাঁহারা বাঁচিয়া থাকেন। যদি ধ্যানও আহার হয়, তবে চারিপ্রকার আহারের অবতারণা হইল কেন? ইহা আহারের লক্ষণ প্রকাশার্থ বলা হইয়াছে। প্রত্যেক স্বভাব ধর্মের একটি প্রত্যয় থাকা নিতান্ত দরকার। যে, যেই কোন ফল উৎপাদন করে, তাহা তাহার আহার প্রত্যয়ে জাত হয় বলিয়া অভিপ্রেত। সে জন্য ভগবান বলিয়াছেন– ভিক্ষুগণ, আমি অবিদ্যাকেও আহার সম্পন্ন বলিয়া কহিতেছি। পঞ্চ–নীবরণই অবিদ্যার আহার। অসংজ্ঞ ভবেও সেই প্রত্যয় আহার বিদ্যমান থাকে।

বুদ্ধের অনুৎপন্ন কালে, তীর্থিয় সম্প্রদায়ে প্রব্রজিত হইয়া বায়ুকৃৎস্ন ভাবনা অনুসারে চতুর্থ ধ্যান পর্যন্ত লাভ করিতে পারা যায়। যোগী পুরুষ সেই ধ্যান হইতে উঠিয়া, আবার কোন নির্জন স্থানে উপবেশন করতঃ চিত্ত আর চিত্তের স্বভাব সম্বন্ধে চিন্তা করিতে থাকেন। সুতরাং সেই চিন্তার দ্বারা যোগীর এমনই ধারণা জন্মিয়া যায় যে, মানুষ চিত্তের প্রেরণার দ্বারা পরিচালিত হইয়া বধ বন্ধনাদি জনিত নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে থাকে।

"চিত্তের চেতনা শক্তি রহিত হইয়া গেলে আর এসব দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না।" ধ্যানী পুরুষ এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইলে, তিনি ধ্যান চ্যুত হন। কাজেই ধ্যানহীন অবস্থায় মরিয়া অসংজ্ঞ ভবে উৎপন্ন হইয়া থাকেন। সেখানেও মনুষ্যলোকে তাহার দাঁড়ান, গমন, শয়ন ও উপবেশন এই চারি ঈর্যাপথের মধ্যে যেটি বিশেষভাবে অভ্যাস গত ছিল, সে অবস্থায় স্পন্দন বিহীন প্রতিমার ন্যায় পাঁচশত কল্পকাল অবস্থান করেন। এবম্বিধ অসংজ্ঞ সত্ত্বদেরও প্রত্যয় আহার লাভ হইয়া থাকে। তাঁহারা যেই ধ্যান করিয়া তথায় উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের প্রত্যয় হয়। ধনুর্গুণের যত পরিমাণ শক্তি আছে, তৎদ্বারা নিক্ষিপ্ত শরও যেমন ততদূর অতিক্রম করিতে পারে, তেমন তাঁহাদের ধ্যান বলও যতদিন থাকে, ততদিন তথায় অবস্থান করিতে পারেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধ্যান–বল শেষ হইলে হীন–বেগ শরের ন্যায় পতিত হইয়া থাকেন। পতন হইবার সময় তাঁহাদের রূপ–কায় অন্তর্হিত হইয়া কামাবচর সংজ্ঞা উৎপন্ন হইয়া পড়ে। কাজেই সংজ্ঞার দ্বারা দেবকায় হইতে চ্যুত হইয়াছে বলিয়া ধারণা জন্মে।

নৈরয়িক প্রাণীদের মধ্যে যাহারা উত্থান ফলোপজীবিও নহে, পুণ্য ফলোপজীবিও নহে বলিয়া বিহিত হইয়াছে। তাঁহাদের আহার কি? কর্মই তাহাদের আহার। তাহা হইলে আহার পাঁচ প্রকার হইবে কি? "আহার পাঁচ প্রকার আছে, অথবা নাই" এরূপ কিছু বলা নিস্প্রয়োজন। কারণ, প্রত্যয়কেও আহার অর্থে গৃহীত হইয়াছে নহে কি? তাহারা যেই অকুশল কর্ম করিয়া নরকগামী হইয়াছে, সেই কর্মই তাহাদের পক্ষে নিরয়ে স্থিতির প্রত্যয় বলিয়া তাহা আহারের মধ্যে পরিগণিত। যেহেতু ইহাও বলা হইয়াছে যে– "যাবৎ পাপীদের পাপকর্ম ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ তাহাদের নরক দুঃখ হইতে উদ্ধার সম্ভব হয় না। কবলীকার আহার সম্বন্ধে কোন বাদ–বিবাদ চলে না। কারণ মুখে উৎপন্ন থুথুও তাহাদের আহারের কার্য করে। নারকীয় প্রাণীদের থুথু উৎপত্তি দুঃখ বেদনীয় আর স্বর্গীয় প্রাণীদের থুথু উৎপত্তি সুখ বেদনীয় হইয়া থাকে। ইহা অঙ্গুত্তর নিকায়ের দশক নিপাতে বর্ণিত হইয়াছে।

আহারের পর শরীরে সঞ্চিত ময়লা রাশির অর্থাৎ পায়খানা প্রস্রাবে বেগ ধারণ করিলেও সর্ব শরীর হইতে ঘর্ম নির্গত হয়। চক্ষু ঘুরিতে থাকে। চিত্ত একাগ্র হয় না। এমন কি, নানাবিধ রোগোৎপত্তিরও কারণ হইতে পারে। ফলতঃ পায়খানা প্রস্রাবের বেগ ধারণ শরীরের পক্ষে বড়ই অনিষ্টকর। বেগ দেওয়া মাত্রেই সেই কার্য সম্পাদন করিয়া লইতে পারিলে আর কোন উপদ্রব থাকে না। ইহা সতিপট্ঠান সূত্র বর্ণনায় উক্ত হইয়াছে।

আহার কি? আহার–সমুদয় কি? আহার–নিরোধ কি? আহার–নিরোধের পথই বা কি? জীবভূত সত্ত্বগণের স্থিতির জন্য, ভাবী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জীবগণের অনুকূলতার জন্য চারিপ্রকার আহার[১] আছে; তাহা কি কি? প্রথম- কবলীকরণীয় (গলাধঃ করণীয়) আহার, স্থূল বা সূক্ষ্ম; দ্বিতীয়- স্পর্শ আহার; তৃতীয়- মন-সঞ্চেতনা আহার; চতুর্থ- বিজ্ঞান আহার। তৃষ্ণা-সমুদয় (তৃষ্ণার উৎপত্তি) হইতে আহার-সমুদয়, তৃষ্ণা-নিরোধে আহার-নিরোধ হয় এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই আহার-নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ- যথাঃ- সম্যক্-দৃষ্টি, সম্যক্-সংকল্প, সম্যক্-বাক্য, সম্যক্-কর্ম, সম্যক্-আজীব, সম্যক্-ব্যায়াম, সম্যক্-স্মৃতি ও সম্যক্-সমাধি। যেহেতু এইরূপে আর্য-শ্রাবক আহার কি প্রকৃষ্টরূপে জানেন, আহার-সমুদয়, আহার-নিরোধ, আহার-নিরোধের পথ কি তাহাও জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয়[২] (অন্তর্নিহিত রাগপ্রবৃত্তি) পরিত্যাগ করিয়া প্রতিরাগানুশয় (আঘাতপ্রবৃত্তি) অপনোদন করিয়া, অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্ট-ধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনে) দুঃখের অন্তঃ সাধন করেন। ইহাতে আর্য-শ্রাবক সম্যক্‌দৃষ্টি সম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টিঋজু[৩] হয় ও ধর্মে অচল চিত্ত প্রসাদ সম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। ইহা মজ্ঝিম-নিকায়ের সম্যক্‌দৃষ্টি সূত্র বর্ণনায় কথিত হইয়াছে।

---

[১] **'আহার'**ঃ- উপর জীবের স্থিতি নির্ভর করে। সব্বে সত্তা আহারট্ঠিতিকা। নামরূপেই জীবের পরিচয়। 'রূপ' অংশে জীবের আহার্য্য বস্তু কবলীকৃত হয়। 'নাম' অংশে জীবের ত্রিবিধ আহার। যথাঃ- স্পর্শ, যাহা পঞ্চেন্দ্রিয়-পরিভোগ্য; চেতনা, যাহা মনের উপভোগ্য এবং বিজ্ঞান, যাহা চিত্তের উপভোগ্য। বুদ্ধ চতুর্বিধ আহারের কল্পনার পশ্চাতে তৈত্তিরীয় উপনিষদের অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় আত্মার পরিকল্পনা।

[২] **'অনুশয়'**ঃ- অর্থে যাহা স্বপ্রকৃতিতে লীন, প্রচ্ছন্ন বা গুপ্ত। অকুশল কর্মে অনুশয়ের পর্য্যুত্থান বা প্রকাশ। অনুশয় পাপের মূল। অতএব অনুশয় সমুচ্ছিন্ন না করা পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই।

[৩] দৃষ্টি ঋজু হয়'। 'সম্যক্‌দৃষ্টি' অর্থে যে দৃষ্টিঋজু। ঋজু কি? যাহা- দ্বি অন্ত বর্জন করে, যাহা মধ্য। ঋজুর সাধারণ অর্থ 'সরল' যাহা বক্রতা পরিহার করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। **প্রশ্ন** ঃ— দুই নামে কি? **উত্তর** ঃ— নাম-রূপ।"

ইহার ভাবার্থ ঃ— পরমার্থ সত্যের সন্ধান করিতে হইলে "নাম-রূপ"কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা আবশ্যক। স্থূল-দৃষ্টিতে ইহার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় না। পরমার্থ ধর্মের দিক্ দিয়া দেখিতে হইলে এই শরীরে আছে— রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার ও বিজ্ঞান-স্কন্ধ, এই পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি মাত্র। পুনঃ ইহাকে আরও সংক্ষেপে আনিতে হইলে— বেদনা--সংজ্ঞা-সংস্কার ও বিজ্ঞান-স্কন্ধ এই চারি স্কন্ধকে একত্রে "নাম" এবং রূপ-স্কন্ধকে "রূপ" বলা হয়।

নামের লক্ষণ "নমন" স্বভাব বিশিষ্ট। স্বাভাবিক গতিতে এই চারি অরূপ-স্কন্ধ রূপ-কায়ের প্রতি নমিত হয় বলিয়া চারি অরূপ-স্কন্ধের সমষ্টিকে "নাম" বলে। রূপের আশ্রয়ে থাকিয়া ইহারা আপনাপন কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। বেদনা-সংজ্ঞা ও সংস্কার-স্কন্ধ ৫২ প্রকার চৈতসিক বা চিত্ত-বৃত্তির অন্তর্গত। চিত্ত-বৃত্তির সাহায্য ব্যতীত চিত্ত বা বিজ্ঞান-স্কন্ধ একাকী উৎপন্ন হইতে পারে না। যেমন আলোক ও উত্তাপ সূর্যের সহজাত, তদ্রূপ চিত্ত ও চিত্ত-বৃত্তি সমূহও পরস্পর সহজাত। যখন কোন প্রত্যয় ইহার প্রত্যয়্যোৎপন্নের সহিত এক সঙ্গে উৎপন্ন হয়, তখন তাহারা সহজাত। যেইক্ষণে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেইক্ষণে বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার ও উৎপন্ন হয়। এই অর্থে চারি অরূপ-স্কন্ধ বা "নাম" সহজাত প্রত্যয়। মহাভূত-রূপ পরস্পর সহজাত। প্রতিসন্ধিক্ষণে "নাম" ও "রূপ" পরস্পরের উৎপত্তির সাহায্য করে। একটির অভাবে অপরটি উৎপন্ন হইতে পারে না। চিত্ত-চৈতসিক ধর্ম চিত্তোৎপন্ন রূপের সহজাত প্রত্যয়। চারি মহাভূত-রূপ ভূতোৎপন্ন রূপের সহজাত প্রত্যয়। "রূপ" কখনও 'নামের' সহজাত প্রত্যয় হয় কখনও হয় না। 'নাম' ও 'রূপ' পরস্পরাশ্রিত তাহাদের একটি ভগ্ন হইলে অপরটিও তখনই ভগ্ন হইয়া যায়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমগ্র কাম-জগত, রূপ-জগত ও অরূপ-জগত এইভাবে "নাম-রূপে" বিভক্ত করিয়া দেখিলে "নাম" এবং "রূপ" মাত্র দেখা যাইবে। ইহা ব্যতীত অন্য সত্ত্ব বা পুদ্গলাদির আকার খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

আমাদের চক্ষু-শ্রোত্র-ঘ্রাণ-জিহ্বা-কায় ও মন এই ভৌতিক দেহের বা পঞ্চ-স্কন্ধের দ্বার স্বরূপ। এই দ্বার পথে "নাম-রূপের" প্রকৃত স্বভাব প্রজ্ঞায় প্রতিফলিত হয়। বর্ণ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম ইহারা বহির্জগতের আলম্বনীয় "বস্তু-রূপ"। এক এক দ্বারের এক এক আলম্বন। চক্ষু-দ্বারের আলম্বন বর্ণ, শ্রোত্র-দ্বারের আলম্বন শব্দ, ঘ্রাণ-দ্বারের আলম্বন গন্ধ, জিহ্বা-দ্বারের আলম্বন রস, কায়-দ্বারের আলম্বন স্পর্শ, এবং মনো-দ্বারের আলম্বন চৈতসিক ধর্ম সমূহ। সমগ্র কাম-জগত ও রূপ-জগত এই দ্বারালম্বনের সাহায্যে পরিচালিত হইতেছে। এই দ্বারসমূহ অন্তর্জগত ও বহির্জগতের সংযোগ সাধনে প্রধান অংশ গ্রহণ করে বলিয়া ইহাদের অপর নাম "রূপেন্দ্রিয়।" এই ষড়বিধ রূপেন্দ্রিয়ের ছয় প্রকার কার্য। এক একটি ইন্দ্রিয় এক এক প্রকার কার্য করিতে থাকে।

চিত্ত ও চৈতসিক ধর্ম সমূহ বা 'নাম' রূপের সাহায্য ব্যতীত, খাইতে, পান করিতে, কথা বলিতে ও গমনাগমনাদি কিছুই করিতে পারে না। "রূপ-স্কন্ধ"ও নিস্তেজ পদার্থ। নিজের চেষ্টায় চলিতে অসমর্থ। খাইবার, পান করিবার, কথা বলিবার ও গমনাগমনাদি করিবার শক্তি ইহার নাই। অথচ নামকে আশ্রয় করিয়া রূপ এবং 'রূপকে' আশ্রয় করিয়া 'নাম' যাবতীয় কার্য সম্পাদন করিতেছে। 'নামের' খাইবার, পান করিবার, কথা বলিবার ও গমনাগমনাদি করিবার ইচ্ছা হইলেই 'রূপে' খায়, পান করে, কথা বলে ও গমনাগমনাদি কার্য সমস্তই নির্বাহ করে।

যেমন তরীকে আশ্রয় করিয়া মানুষ সমুদ্র গমনাগমন করে, তদ্রুপ 'রূপকে' আশ্রয় করিয়া 'নাম-কায়' কার্যে প্রবৃত্ত হয়। মানবের সাহায্যে তরী যেমন সমুদ্রে পরিচালিত হয়, সেইরূপ 'নামের' সাহায্যে 'রূপ-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কায়' পরিচালিত হইয়া থাকে। মানুষ ও তরী যেমন পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া সমুদ্রপথে গমন করে, তদ্রূপ "নাম ও রূপ" পরস্পরের আশ্রয়ে পরিচালিত হয়।

গ্রাম বলিতে যেমন অধিবাসী, বাসগৃহ, গৃহপালিত পশুপক্ষী, মাঠ–ঘাট প্রভৃতির সমষ্টিকে বুঝায়, থানা বলিতে যেমন দারোগা ও তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীগণের কার্যস্থলকে বুঝায় এবং শহর বলিতে যেমন জনবহুল লোকের বাসস্থান, বড় বড় অফিস আদালত, ধনী ব্যবসায়ীর কর্ম–ক্ষেত্র, আমদানি, রপ্তানি ও নানাপ্রকার যান বাহনাদি কেন্দ্রস্থলকে বুঝায়। সেইরূপ "নাম–রূপ" বলিতেও চারি মহাভূত ও তদুৎপন্ন অন্যান্য রূপ এবং ইহাদের সহজাত বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান–স্কন্ধকে বুঝায়। লোকোত্তর জ্ঞান–মার্গে প্রবেশ করিবার জন্য "নাম–রূপ" বিষয়ে জ্ঞানার্জন অপরিহার্য।

"সঙ্খিত্তেন পঞ্চুপাদানক্খন্ধা দুক্খা" আমাদের এই পঞ্চস্কন্ধ বিশিষ্ট দেহ বা "নাম–রূপ" দুঃখময়। সুতরাং নাম–রূপের আত্যন্তিক নিরোধ বা নিবৃত্তিই বৌদ্ধ দর্শনের প্রধান লক্ষ্য। ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন– "চতুসচ্চ বিনিমুক্ত–ধম্মো নাম নত্থি" চুরাশী হাজার ধর্ম স্কন্ধে চারি আর্যসত্য–বর্জিত কোন ধর্ম নাই। চারি আর্য–সত্য যথাঃ– দুঃখ–আর্যসত্য, সমুদয়–আর্যসত্য, নিরোধ–আর্যসত্য ও মার্গ–আর্যসত্য।

দুঃখ–সত্যের কারণ "সমুদয়–সত্য" (অবিদ্যা ও তৃষ্ণা), নিরোধ সত্যের কারণ মার্গ–সত্য। প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ সত্যত্রয় লৌকিক সত্য, তৃতীয় সত্যটি লোকোত্তর সত্য। অতএব দুঃখ–সত্য ও তাহার কারণ "সমুদয়–সত্য" বা অবিদ্যা ও তৃষ্ণা সম্পূর্ণভাবে নিরোধ করিতে পারিলেই মানবের মোক্ষ লাভ বা নির্বাণ প্রাপ্তি ঘটে। চতুর্থ সত্য মার্গ বিশেষ। অথবা ইহা ভব–দুঃখ উত্তীর্ণ হওয়ার বিশিষ্ট পন্থা।

এই যে দুঃখ সত্যের কথা বলা হইতেছে, সেই দুঃখ কি? জাতি (জন্ম) দুঃখ, জরা (বার্দ্ধক্য) দুঃখ, ব্যাধি (রোগ) দুঃখ, মরণ (মৃত্যু)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দুঃখ, শোক–পরিদেবন হাহুতাশাদি দুঃখ। এই সব দুঃখের কারণ কি? সম্যক্ সম্বুদ্ধ বলিয়াছেন,– "অবিজ্জা তাণ্হাবসেন দ্বে মূলানি চ।" 'অবিদ্যা ও তৃষ্ণা' এই দুইটিই দুঃখের মূল কারণ। এই দুইটি মূল কারণের মধ্যে কোন্‌টি কখন কি ভাবে উৎপন্ন হইয়া দুঃখের সৃষ্টি করে, ভগবান বুদ্ধ তাহারও নির্দেশ দিয়াছেন।

"অতীতে হেতবো পঞ্চ, ইদানি ফল পঞ্চকং,
ইদানি হেতবো পঞ্চ, আযতিং ফল পঞ্চকন্তি"। (বিশুদ্ধিমগ্‌গো)

অতীতের পঞ্চ হেতু (অবিদ্যা, সংস্কার, তৃষ্ণা, উপাদান ও কর্ম–ভব) বশতঃ বর্তমানের পঞ্চফল, যথাঃ– বিজ্ঞান, নাম–রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনা। বর্তমানের পঞ্চ হেতু– তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, অবিদ্যা ও সংস্কার, ভবিষ্যতে দুঃখময় ফল উৎপাদন করে। সুতরাং "অবিদ্যা" অতীতের মূল হেতু এবং "তৃষ্ণা" বর্তমানের মূল হেতু।

যাহাতে ভবিষ্যতে আর দুঃখ পাইতে না হয়, তজ্জন্য বর্তমানের মূল হেতু "তৃষ্ণাকে" ধ্বংস করাই আবশ্যক। 'তৃষ্ণা' ধ্বংস হইলে উপাদান, ভব, সংস্কারাদি উৎপন্ন হইতে পারে না; কাজেই ভবিষ্যতে আর দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। অতএব তৃষ্ণাকে ধ্বংস করিতে হইলে, সেই তৃষ্ণা কোথায় এবং কিভাবে অবস্থান করে ও উৎপন্ন হয়, তাহা বিশেষ রূপে জানা দরকার। ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন যে, "চক্‌খুং চ পটিচ্চ রূপে চ উপ্পজ্জতি চক্‌খু–বিঞ্ঞাণং, তিণ্ণং সঙ্গাতি ফস্‌সো, ফস্‌স পচ্চযা বেদনা, বেদনা পচ্চযা তণ্‌হা।" অর্থাৎ চক্ষু, রূপালম্বন, চক্ষু বিজ্ঞান, এই তিনটি যখন একত্রে একই সঙ্গে মিলিত হয়, তখন সুখ, দুঃখ ও উপেক্ষা এই ত্রিবিধ বেদনার যে কোন একটি অনুভূত হয়। বেদনা হইতে তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে কর্ম–ভব, কর্ম–ভব হইতে (অবিদ্যা ও সংস্কার বশতঃ) জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, শোক, দুঃখ; দৌর্মনস্য ইত্যাদি নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"নাম-রূপ" অহেতুক নহে। বিনা কারণে "নাম-রূপ" উৎপন্ন হয় না। যদি "নাম-রূপ" অহেতুক হইত, তাহা হইলে সর্বত্র সর্বদা সকলের একই প্রকার প্রকৃতিও অবয়ব হইত। "নাম-রূপ" সহেতুক; তাহাদের মূল কারণ সমূহ নিশ্চিত আছে। "নাম-রূপ" যৌগিক বা সঙ্খত ধর্ম। সঙ্খত ধর্ম মাত্রেই উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও বিনাশ এক নির্দিষ্ট বিধানে, নির্দিষ্ট উপায়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

"ইমস্মিং সতি ইদং হোতি, ইমস্স উপ্পাদা ইদং উপ্পজ্জতি; ইমস্মিং অসতি ইদং ন হোতি, ইমস্স নিরোধা ইদং নিরুজ্ঝতীতি।"

(অভিধম্মত্থ সংগহো)।

অর্থাৎ ইহা হইলে উহা হয়, ইহার উৎপত্তি হইতে উহার উৎপত্তি, ইহা না হইলে, উহা হয় না; ইহার নিরোধ হইলে, উহার নিরোধ হয়। ইহা যাবতীয় "সঙ্খত ধর্ম" সম্বন্ধে জড়াজড় সম্বন্ধে "কার্য-কারণ-নীতি।" অবিদ্যা প্রত্যয় হইতে সংস্কারের উৎপত্তি হয়। প্রত্যয় অর্থে কারণ, নিদান বা হেতু বুঝায়। উপকার বা সাহায্য করে বলিয়াও ইহাকে প্রত্যয় বলা হয়।

যাহার সাহায্যে কোন কার্য সম্পাদিত হয়, ঘটনা ঘটে, ফলোৎপন্ন হয়, তাহাই ঐ কার্যের, ঐ ঘটনার, ঐ ফলের প্রত্যয়। সংস্কারের উৎপত্তিতে অবিদ্যা প্রত্যয়। কেন না অবিদ্যার অভাবে সংস্কার উৎপন্ন হইতে পারে না। দধির উৎপত্তিতে দুগ্ধ প্রত্যয়। দুগ্ধের অভাবে দধি উৎপন্ন হইতে পারে না। এই প্রত্যয় ভিন্ন ভিন্ন আকারে হইয়া থাকে। যদি বলি- "আমি একটি পাখি দেখিয়াছি"। আমার এই দেখার ব্যাপারে বুঝিতে হইবে, মানসিক, চক্ষু, আলোক, পাখি প্রত্যেকেই প্রত্যয়ের কাজ বা সাহায্য করিয়াছে। সুতরাং প্রত্যেকেই "প্রত্যয়"। কিন্তু প্রত্যেকের সাহায্যের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। চক্ষু বস্তুর আকারে পাখি অবলম্বন হইয়া আলোক উপনিশ্রয় হইয়া সাহায্য করিয়াছে।

নাম-রূপ ও নাম-রূপের হেতু সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইলে প্রতীত্য-সমুৎপাদ-নীতির কথঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কেন না "নাম-রূপ" ও ইহার হেতু-ফল এই কার্য-কারণ-নীতির অন্তর্গত। প্রতীত্য-সমুৎপাদ-নীতির দ্বাদশ অঙ্গ। যথাঃ- (১) অবিদ্যা, (২) সংস্কার, (৩) বিজ্ঞান, (৪) নাম-রূপ, (৫) ষড়ায়তন, (৬) স্পর্শ, (৭) বেদনা, (৮) তৃষ্ণা, (৯) উপাদান, (১০) ভব, (১১) জন্ম ও (১২) জরা-মৃত্যু। অবিদ্যার প্রত্যয়ে 'সংস্কার'; সংস্কারের প্রত্যয়ে 'বিজ্ঞান'; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে 'স্পর্শ'; স্পর্শের প্রত্যয়ে 'বেদনা'; বেদনার প্রত্যয়ে 'তৃষ্ণা'; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে 'উপাদান'; উপাদানের প্রত্যয়ে 'ভব'; ভবের প্রত্যয়ে 'জন্ম' এবং জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য প্রভৃতি।

অবিদ্যা ঃ- মনোবৃত্তি হিসাবে অবিদ্যা "মোহ" চৈতসিক। চারি আর্য-সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞানতাই অবিদ্যা। এই অবিদ্যা আমাদের চিত্তে লোভ, দ্বেষ, মোহের আকারে উৎপন্ন হয় এবং আমরা তদনুযায়ী চিন্তা করি, কথা বলি অথবা কাজ করি। ইহাতে আমাদের অকুশল চিত্ত উৎপন্ন হয়। অকুশল চিত্ত উৎপন্ন হইলে সংস্কারও অকুশল হয়। সংস্কার উৎপত্তির জন্য অবিদ্যা প্রধান প্রত্যয়।

সংস্কার ঃ- অবিদ্যা জনিত দুঃখের পরিণাম চিন্তা করিয়া কেহ কেহ সুখ পাইবার আশায় কাম-জগতের কুশলকর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে, কেহ কেহ বা রূপ-অরূপ জগতের ধ্যান-চিত্ত উৎপন্ন করে। ইহাতে পুণ্য চিত্ত বা পুণ্য সংস্কার উৎপন্ন হয়। এই পুণ্য সংস্কার সম্ভবপর হইত না, যদি না মানব দুঃখ বিমুখ ও সুখাভিলাষী হইত।

অবিদ্যাহেতু দ্বাদশ প্রকার অকুশল সংস্কার, আট প্রকার কামাবচর কুশল-সংস্কার এবং পাঁচ প্রকার রূপাবচর কুশল-সংস্কার এবং চারি প্রকার অরূপ কুশল-সংস্কার উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রতিসন্ধি-বিজ্ঞান ঃ- কুশলাকুশল সংস্কারের প্রত্যয়ে প্রতিসন্ধি প্রবর্তন উভয়কালে বিপাক চিত্ত উৎপন্ন হয়। অকুশল সংস্কারের প্রত্যয়ে প্রতিসন্ধির সময় অকুশল ফল লাভ হয় এবং উপেক্ষা সন্তীরণ বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। প্রবর্তনের সময় সপ্তবিধ অহেতুক বিপাক বিজ্ঞান উৎপন্ন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়। কাম–জগতে কুশল সংস্কারের প্রত্যয়ে প্রতিসন্ধির সময় কুশল ফল লাভ এবং উপেক্ষা–সন্তীরণ ও আট প্রকার মহাবিপাক মোট নয় প্রকার বিপাক–বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। প্রবর্তনের সময় আট প্রকার মহাবিপাক ও আট প্রকার অহেতুক বিপাক মোট ১৬ প্রকার বিপাক–বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। রূপ–জগতে কুশল–সংস্কারের প্রত্যয়ে প্রতিসন্ধি ও প্রবর্তন উভয় কালে পাঁচ রূপাবচর বিপাক–বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। অরূপ–জগতে অরূপ–কুশল সংস্কারের প্রত্যয়ে প্রতিসন্ধি ও প্রবর্তন উভয়কালে চারি প্রকার অরূপ–বিপাক–বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। প্রতিসন্ধি এবং চ্যুতির মধ্যবর্তী সময়কে প্রবর্তন কাল বলে। প্রতিসন্ধি–বিজ্ঞান বা প্রতিসন্ধি–চিত্ত বশেই ভব হইতে ভবান্তরে জন্ম হইয়া থাকে।

"নাম রূপ" ঃ– "নাম–রূপ" প্রতিসন্ধি ও প্রবর্তন ভেদে দ্বিবিধ। দুই প্রকার উপেক্ষা সহগত সন্তীরণ চিত্ত, আট প্রকার মহাবিপাক চিত্ত এবং নয় প্রকার মহদ্‌গত বিপাক চিত্ত, এই ঊনিশ প্রকার চিত্তের দ্বারা প্রতিসন্ধি ঘটিয়া থাকে। সেই জন্য ইহারা "নাম–রূপ" উৎপত্তির প্রত্যয় বা হেতু।

ষড়ায়তন ঃ– নাম–রূপের প্রত্যয়ে চক্ষাদি ষড়ায়তন উৎপন্ন হয়।

স্পর্শ ঃ– চক্ষাদি ষড়ায়তন উৎপন্ন হইলে ইহাদের সাহায্যে চক্ষু সংস্পর্শ ইত্যাদি ছয় প্রকার স্পর্শের উদ্ভব হয়।

বেদনা– স্পর্শের আশ্রয়ে ও সহজাত হইয়া সুখ, দুঃখ বা উপেক্ষা এই ত্রিবিধ বেদনা উৎপন্ন হয়।

তৃষ্ণা ঃ– বেদনার উপনিশ্রয়ে কাম–তৃষ্ণা, ভব–তৃষ্ণা ও বিভব–তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়।

উপাদান ঃ– তৃষ্ণা যখন চিত্তে দৃঢ়মূল হয় এবং ইহা হইতে অব্যাহতির কোন উপায় থাকে না, তখন উহা উপাদানে পরিণত হয়। এই উপাদান অবস্থা ভেদে কামোপাদান, দৃষ্টোপাদান, শীলব্রত–পরামর্শ–উপাদান ও আত্মবাদোপাদান, এই চতুর্বিধ আকারে চিত্তকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিচালিত করিয়া কর্মে নিয়োজিত করে এবং তাহার ফলোৎপত্তির কারণ হয়।

ভব ঃ— উপাদানের প্রত্যয়ে ভবের উৎপত্তি হয়। "ভব" দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়; "কর্মভব" ও "উৎপত্তিভব"। "নাম-রূপ সম্ভবন লক্খনো ভব ইতি কম্ম-ভব।" কর্ম, সংস্কার, চেতনা বা ২৯ প্রকার লৌকিক বিপাক কুশলাকুশল কর্মকে "কর্মভব" বলে। বত্রিশ-প্রকার লৌকিক বিপাক চিত্তকে "উৎপত্তি ভব" বলে। উপাদানের সাহায্যে কুশলাকুশল কর্ম সম্পাদিত হয় এবং ইহার দ্বারা কাম-জগত, রূপ-জগত, অরূপ-জগত, সংজ্ঞা-ভব ও অসংজ্ঞা-ভব ইত্যাদির সৃষ্টি হয়।

জাতি ঃ— কর্ম-ভবই পুনঃ জন্মের একমাত্র কারণ। এই কর্ম, প্রকৃতি-উপনিশ্রয় ও নানা-ক্ষণিক-কর্ম প্রত্যায়াকারে পুনর্জন্মের কারণ হয়।

জরা-মৃত্যু ঃ— জন্মিলে জরাগ্রস্ত এবং মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হয় এবং ইহাদের আনুষাঙ্গিক শোক, বিলাপ, শারীরিক ও মানসিক দুঃখ নৈরাশ্য ইত্যাদি নানারকম দুঃখ উৎপন্ন হয়। এইরূপে অবিদ্যার দ্বারা দুঃখরাশি উৎপন্ন হইয়া থাকে। অবিদ্যাকে বিদ্যোৎপত্তি দ্বারা সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ করিতে পারিলে সংস্কারাদি উৎপন্ন হয় না। সুতরাং পুনর্জন্মের পথও নিরুদ্ধ হয় এবং সেই সঙ্গে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে।

বৌদ্ধ সাহিত্যে এই নীতি অনুসারে, তিন কাল, দ্বাদশ-অঙ্গ, বিংশতি আকার, ত্রি-সন্ধি, চারি-সংক্ষেপ, ত্রি-বৃত্ত এবং কর্মে দুই মূল ভেদে বিভাগ করিয়া সংসার গতির আবর্তন ও বিবর্তন দেখান হইয়াছে।

তিনকাল— "অবিদ্যা" ও "সংস্কার" অতীত কাল। "জন্ম- জরা-মৃত্যু" অনাগত কাল। "বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান ও ভব"— বর্তমান কাল।

দ্বাদশ-অঙ্গ— "অবিদ্যা, সংস্কার প্রভৃতি প্রতীত্য-সমুৎপাদ মূলক দ্বাদশ-অঙ্গ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিংশতি আকার– "অবিদ্যা, সংস্কার, তৃষ্ণা, উপাদান ও ভব" এই পঞ্চাঙ্গ অতীতের হেতু। "বিজ্ঞান, নাম–রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনা" এই পঞ্চাঙ্গ বর্তমান কালের ফল। "তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, অবিদ্যা ও সংস্কার" এই পঞ্চ প্রত্যয় বর্তমান কালের হেতু ও ভাবীফল উৎপাদনের ফল। "বিজ্ঞান, নাম–রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনা" এই পঞ্চাঙ্গ ভবিষ্যতের ফল।

ত্রি–সন্ধি– অতীতের "হেতু" ও বর্তমানের "ফল"– প্রথম সন্ধি। বর্তমানের "হেতু" ও বর্তমানের "ফল"– দ্বিতীয় সন্ধি বর্তমানের "হেতু" ও অনাগতের "ফল"– তৃতীয় সন্ধি।

চারি সংক্ষেপ– "অতীতের হেতু"– প্রথম সংক্ষেপ। "বর্তমান ফল"– দ্বিতীয় সংক্ষেপ। "অনাগত ফল"– চতুর্থ সংক্ষেপ। এই ত্রি–সন্ধি ও চারি সংক্ষেপ পরস্পর সম্বন্ধীভূত।

ত্রি–বৃত্ত– 'ক্লেশ–বৃত্ত', 'কর্ম–বৃত্ত' ও 'বিপাক–বৃত্ত'। অবিদ্যা, তৃষ্ণা ও উপাদান– ইহারা 'ক্লেশ–বৃত্তের' অন্তর্গত। 'কর্মভব ও সংস্কার'– ইহারা কর্ম–বৃত্তকে পরিচালনা করে। উৎপত্তি–ভব, বিজ্ঞান, নাম–রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, জন্ম, জরা ও মৃত্যু– ইহারা "বিপাক–বৃত্তের" অন্তর্গত।

দুই মূল– অবিদ্যা ও ভব–তৃষ্ণা। 'অবিদ্যা' অতীতের মূল এবং "ভব–তৃষ্ণা" বর্তমানের মূল।

"কিলেস–কম্ম–বিপাক, বিপাক–কিলেস–কম্মেহি
সম্বন্ধ হুত্বা পুণপ্পুণং বট্টন্তি পরিবট্টন্তীতি বট্টানিং"।

ক্লেশ, কর্ম, বিপাক এবং বিপাক, ক্লেশ, কর্ম একটি অপরটির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ সংসারে আবর্তিত হইতেছে। অবিদ্যা ও তৃষ্ণার মূল সম্যক্‌রূপে উৎপাটিত করিতে না পারিলে ইহার আবর্তনের গতি রুদ্ধ করা কখনও সম্ভবপর নহে।

"তেসমেব চ মূলানাং নিরোধেন নিরুজ্ঝতি,
জরা–মরণ–মুচ্ছায পীলিতানমভিহ্নসো;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আসবানং সমুপ্পাদা অবিজ্জা চ পবত্ততি।
বট্টমা বন্ধমিচ্চেবং তেভূমকমনাদিকং
পটিচ্চ সমুপ্পাদোতি পট্ঠপেসি মহামুনি।"

"ক্লেশ, কর্ম ও বিপাক এই ত্রিবিধ বৃত্তের আবর্তন-বিবর্তনে জড়িত হইয়া সত্ত্বগণ নিরন্তর "অবিদ্যা ও তৃষ্ণা" মূলক নানাবিধ আসবাদির উৎপাদন বৃদ্ধি করিতেছে এবং তজ্জন্য জরা-মৃত্যু-মূর্চ্ছায় নিপীড়িত হইয়া অনন্ত দুঃখ-যন্ত্রনা ভোগ করিতেছে। মহামুনি ত্রৈ-ভূমিক সত্ত্বগণের এই ভীষণ দুঃখে ব্যথিত হইয়া তাহাদিগকে ক্লেশ-কর্ম-বিপাকাবর্ত হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে এই প্রতীত্য-সমুৎপাদ বা কার্য-কারণ নীতির বিশদ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। "অবিদ্যা ও তৃষ্ণা" কার্য-কারণ নীতির এই দুই মূল ছিন্ন করিতে পারিলেই জীবগণ 'ভব-দুঃখ' হইতে মুক্ত হইতে পারে।"

ইহ-জগতে যেমন "নাম-রূপ" কর্ম ও বিপাকের বিবর্তরূপে উৎপন্ন হয়, তেমন অতীতেও ইহা দ্বিবিধ বিবর্তরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল এবং অনাগতেও তদ্রুপ উৎপন্ন হইবে।

"কম্মবিপাকা বত্তন্তি, বিপাকো কম্ম সম্ভবো,
তস্সা পুনব্ভবো হোতি, এবং লোকে পবত্ততীতি।
কম্মস্স কারকো নত্থি, বিপাকস্স চ বেদকো,
সুদ্ধ ধম্মা পবত্তন্তি এবেতং সম্মা দস্সনং।
এবং কম্মে বিপাকো চ বত্তমানে সহেতুকে,
বীজরুক্খাদিকানং ব পুব্বকোটি ন ঞায়তি।" (বিশুদ্ধিমগ্গো)

কর্ম ও বিপাক (কর্মের ফল) মাত্র বিদ্যামান। 'বিপাক' কর্ম সম্ভূত, এই কারণে পুনরোৎপত্তি হয়। পঞ্চ-স্কন্ধের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, লয়, এইরূপেই সর্বদা চলিয়া আসিতেছে। কর্মের কোন কর্তা নাই এবং ফলের ভোক্তাও (সুখ-দুঃখ ভোগী) কেহ নাই, কেবল সংস্কার ধর্ম (নাম-রূপ) মাত্র বিদ্যমান- এইরূপ দর্শনই সম্যক্দর্শন বা যথাভূত দর্শন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অবিদ্যাদি হেতু সহ কর্ম ও ইহার বিপাক এইরূপে বিদ্যমান থাকায় বীজ ও বৃক্ষাদির সম্বন্ধের ন্যায় ইহার (হেতু-ফলের) আদি দৃষ্ট হয় না। ইহা অনাদি। এইরূপে কর্ম-বিবর্ত ও বিপাক-বিবর্ত নিয়মে নাম-রূপের হেতু-প্রত্যয় পর্যবেক্ষণ করিবার ফলে, অতীত, অনাগত ও বর্তমান কালের সমস্ত সংস্কার ধর্ম সমূহের চ্যুতি ও পুনরোৎপত্তির ধারাবাহিক গতি পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে, অতীত জন্মে অবিদ্যাদি মূল হেতু বিষয়ক কর্মের দ্বারা যে পঞ্চ-স্কন্ধ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা অতীত জন্মেই নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অতীত জন্মের কৃত "কর্ম-হেতু" হইতে বর্তমান জন্মে অন্য পঞ্চস্কন্ধ উৎপন্ন হইয়াছে। অতীত জন্মে উৎপন্ন পঞ্চ-স্কন্ধ আর ইহ জগতের উৎপন্ন পঞ্চ-স্কন্ধ এক নয়, উহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ পূর্বক পরীক্ষার পর সাধক নাম-স্কন্ধকে, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান-স্কন্ধে, এবং রূপ-স্কন্ধে আঠার প্রকার বস্তু-রূপে বিভাগ করিয়া তাহাদের লক্ষণ, রস উৎপত্তির কারণ ও পরিণাম-ফল অনুসারে বিচার করেন। বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে- "নাম" রূপ নহে, "রূপ"ও নাম নহে। উভয়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সূর্যরশ্মি ও জল-কণিকার বিশেষ আকার সংমিশ্রণে যেমন ইন্দ্রধনু উৎপন্ন হয়, তেমনি নাম-রূপের সংমিশ্রণে সত্ত্বার উৎপত্তি। খঞ্জ ও অন্ধের পারস্পরিক সাহায্যে পথ চলার ন্যায় এই "নাম" ও "রূপ"।

পরস্পরের সাহায্যে সত্ত্বা সৃজন করিয়া চলিয়াছে। কোনটি একক বা পৃথক ভাবে আমি, আত্ম, সত্ত্ব, পুদ্গল, দেব বা ব্রহ্মা নহে। উভয়ের পরস্পর সম্মিলনের ফলে সত্ত্বার উদ্ভব। ইহা সংস্কার বা কর্ম। নাম-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রূপই সংস্কার; সংস্কারই নাম-রূপ। এইভাবে বিচার করিয়া "নাম-রূপ"কে অনাত্মভাবে উপলব্ধি করাই "দৃষ্টি-[১] বিশুদ্ধি"।

"নাম-রূপ" সম্বন্ধে বিশুদ্ধ-জ্ঞান লাভ করিবার পর সাধক প্রতীত্য-সমুৎপাদ-নীতি অনুসারে নাম-রূপের ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমান সম্বন্ধে যাবতীয় সংশয়[২] অপনোদন করেন। দৃষ্টি বিশুদ্ধি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হইলে সাধকের মনে কোন প্রকার সংশয় থাকে না। এইরূপ প্রত্যয় জ্ঞানে ত্রৈকালিক সংশয় হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার নাম সংশয়-উত্তীর্ণ-বিশুদ্ধি বা কঙ্খা-উত্তরণ-বিশুদ্ধি।

সাধক তাঁহার সাধনালব্ধ প্রজ্ঞার প্রভাবে উক্ত প্রকার সংশয় ও মিথ্যাদৃষ্টি হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিলে তিনি উন্নততর সাধন পথের অধিকারী হইতে পারেন।

নাম-রূপ ও নাম-রূপের বিভাগ এবং নাম-রূপের হেতু কি আলোচিত হইয়াছে। ইহার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিতে হইলে দশবিধ বিদর্শন[৩]-জ্ঞানের অনুশীলন করিতে হইবে। আপাত-দৃষ্টিতে

---

[১] **দৃষ্টি** ঃ- দৃষ্টি কি? পঞ্চস্কন্ধের আমিত্ব বা আত্মবোধ জন্মিলে ইহাকে মিথ্যাদৃষ্টি বা আত্মবাদ বলে। মিথ্যাদৃষ্টি ৬২ (বাষট্টি) প্রকার। ইহার বিস্তৃত বিবরণ দীর্ঘ নিকায়ে ব্রহ্মজাল সূত্রে দ্রষ্টব্য।

[২] **সংশয়** ঃ- বা সন্দেহ ইহা ১৬ (ষোল) প্রকার। যথা ঃ- (১) আমি অতীতে ছিলাম কি? (২) আমি ছিলাম না কি? (৩) অতীতে আমি কি ছিলাম? (৪) আমি অতীতে কিরূপ ছিলাম? (৫) আমি অতীতে কিরূপ অবস্থা হতে কিরূপ অবস্থায় আমার পরিবর্তন হইয়াছিল? (৬) ভবিষ্যতে আমি কি থাকিব? (৭) ভবিষ্যতে আমি কি থাকিব না? (৮) ভবিষ্যতে আমি কি হইব? (৯) আমি ভবিষ্যতে কিরূপ হইব? (১০) ভবিষ্যতে কিরূপ অবস্থা হইতে কিরূপ অবস্থায় আমার পরিবর্তন হইবে? (১১) আমি কি বর্তমানে আছি? (১২) এখন আমি নাই কি? (১৩) এখন আমি কি হইয়া আছি? (১৪) আমি এখন কিরূপ আছি? (১৫) আমি কোথা হইতে আসিয়াছি? এবং (১৬) আমি কোথায় যাইব?

[৩] **দশবিধ বিদর্শন-জ্ঞান** ঃ- যথা- (১) সংমর্শন-জ্ঞান, (২) উদয়-ব্যয়-জ্ঞান, (৩) ভঙ্গ-জ্ঞান, (৪) ভয়-জ্ঞান, (৫) আদীনব-জ্ঞান, (৬) নির্বেধ-জ্ঞান, (৭)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিষয়টিকে বড়ই জটিল ও নিরস বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু অধ্যবসায়ের সহিত ইহার ক্রমিক অনুশীলনে সফলতার দিকে অগ্রসর হওয়া যায়।

মানব প্রাণিজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। কারণ ন্যায়, অন্যায়, কুশলা-কুশল বিচার করিবার ক্ষমতা তাহার আছে। মানব ব্যতীত অন্য জীবের সেই ক্ষমতা নাই। এই ক্ষমতা অর্জন জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফল। মানব নিজ বীর্য বলে বিমুক্তি-জ্ঞান লাভ করিয়া ক্লেশাবর্ত হইতে মুক্ত হইয়া নির্বাণ সাক্ষাৎ করিতে পারে। কিন্তু আলস্যের বশীভূত ও মোহ-মুগ্ধ হইয়া পঞ্চ-কাম-গুণে মত্ত হইলে জ্ঞানালোক খুঁজিয়া পাইবার তাহার অবসর হয় না। সুতরাং অনন্ত কাল ধরিয়া অবিদ্যার অন্ধকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনন্ত ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে। মোহ বশতঃ মানব নিজকে কর্তা মনে করে। সে ভাবে "আমি করিতেছি, আমি চলিতেছি, আমার বাড়ী, আমার পুত্র-পরিবার" ইত্যাদি। এইরূপ মিথ্যা ধারণার মূলে অবিদ্যা বা মোহ বিদ্যমান।

মানব সম্যক্-স্মৃতি সম্পন্ন হইয়া অহং তত্ত্বের বিচার করিতে আরম্ভ করিলে তাহার সংস্কার জনিত অহং বুদ্ধি ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে এবং নাম-রূপের যথার্থ পরিচয় সে পায়।

"নাম-রূপের" ত্রিবিধ লক্ষণ। যথা ঃ- অনিত্যতা, দুঃখময়তা ও অনাত্মতা। সুতরাং সাধককে নাম-রূপের এই ত্রিবিধ লক্ষণ সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে হয়। তারপর তিনি বুঝিতে পারেন যে,- নাম-রূপ ক্ষয় স্বভাব ও বিপরিণাম ধর্মী, সুতরাং "অনিত্য"। অনিত্য বলিয়া হারানোর ভয়ে সর্বদা ভয়যুক্ত থাকিতে হয়, এইজন্য ইহা "দুঃখ"। "নাম-রূপ" প্রত্যয়-সমুৎপন্ন, স্বাবলম্বন-হীন, আহার সাপেক্ষ; সুতরাং অসার এইজন্য ইহা "অনাত্ম"। এই নিয়মে "নাম-রূপ" বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা পরিত্যক্ত হয়। দুঃখ রূপে দেখিবার ফলে, সুখের কনা এবং অনাত্ম-দৃষ্টিতে দেখিবার ফলে আত্ম-জ্ঞান পরিত্যক্ত হয়।

মুমুক্ষা-জ্ঞান, (৮) প্রতিসংখ্যান-জ্ঞান, (৯) সংকারোপেক্ষা-জ্ঞান এবং (১০) অনুলোম-জ্ঞান।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এই অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম-জ্ঞান উপলব্ধি করাই মানবের আদর্শ ও চরম লক্ষ্য। লক্ষ্য পথে কে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে। তাহা জানিবার মাপকাঠি হইতেছে- "নাম-রূপ" সম্বন্ধে কাহার কতদূর জ্ঞান জন্মিয়াছে।

মানুষের ভিতরে অহং বুদ্ধি খুবই প্রবল। অহং লোপ করার অর্থ, সজ্ঞানে জড়ের মত নিরহঙ্কার হওয়া। আমি কর্তাও নহি এবং ফল ভোক্তাও নহি। অতীতের হেতু বশতঃ বর্তমানের "নাম-রূপই" কর্তা। এই হেতু-ফলের আবর্তনের সমগ্র জগত যন্ত্রবৎ পরিচালিত হইতেছে। অহং বুদ্ধির বিনাশ করিতে পারিলে মিথ্যাদৃষ্টির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। বিদর্শন-জ্ঞানে নাম-রূপের স্বরূপ জানিতে পারিলে অহং জ্ঞান লোপ পায়। ইহারই নাম নিষ্কাম কর্ম। কর্ম করিয়াও ফলাফলের জন্য কামনাহীন নির্লিপ্ত অবস্থায় থাকিলে, "অবিদ্যা ও তৃষ্ণা" সাধকের মনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না; যেমন পদ্মপত্রে বারিবিন্দু স্থান পায় না।

সাধক বিদর্শন-জ্ঞানের দ্বারা "নাম-রূপের" অসারতা জানিতে পারেন এবং ত্রিবিধ আর্য সত্যের সহিত পরিচিত হন। "নাম-রূপে" দুঃখ অনুভব- "দুঃখ-সত্য"। "নাম-রূপ উৎপত্তির কারণ নির্ণয়- "সমুদয় সত্য।" অবিদ্যা বা তৃষ্ণার ধ্বংস সাধনের জন্য বিদর্শন-জ্ঞানের অনুশীলন- "মার্গ-সত্য।" বিদর্শন-জ্ঞানের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে না পারিলে "নিরোধ-সত্যর" সাক্ষাৎ লাভ হয় না। শুষ্ক কাষ্ঠের সহিত শুষ্ক কাষ্ঠের অথবা প্রস্তরের সহিত প্রস্তরের পরস্পর সংঘর্ষণে যেমন অগ্নি উৎপাদিত হয় তেমনি বিদর্শন জ্ঞানের দ্বারা "নাম-রূপ" রহস্য ভেদ করিতে পারিলে "আর্য-সত্য" সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের উদ্ভব হয়।

"বিদর্শন জ্ঞান" ও "বিদর্শন ভাবনার" অবলম্বন বা অনুশীলনের বিষয় "নাম-রূপ"। সাধককে প্রথমেই এই "নাম-রূপ" অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে হয়। দ্বারালম্বনাদির সংগঠনে, 'দেখা', 'শুনা' ইত্যাদি "ঈর্য্যাপথ ও সম্প্রজ্ঞান" মূলক ক্রিয়া পথে "নাম-রূপের" যথাযথ দর্শন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইলেই আমিত্ব ও অহং ভাবের অপনোদনে সম্যক্ দৃষ্টির উদ্ভব হইলেই "এসেবন্তোদুক্খস্স"। দুঃখের অন্ত বা বিনাশ সাধিত হয়।

** "সব্বং ভিক্খবে অভিঞ্ঞেঞ্ঞয্যং। কিং চ ভিক্খবে সব্বং অভিঞ্ঞেঞ্ঞয্যং? চক্খুং ভিক্খবে অভিঞ্ঞেঞ্ঞয্য, রূপা অভিঞ্ঞেঞ্ঞয্যা, চক্খু বিঞ্ঞানং অভিঞ্ঞেঞ্ঞয্যং; চক্খুং সম্ফস্সো অভিঞ্ঞেঞ্ঞয্যে। যম্পিদং চক্খু সম্ফস্স পচ্চযা উপ্পজ্জতি বেদযিতং সুখং বা দুক্খং বা অদুক্খমসুখং বা তম্পি অভিঞ্ঞেঞ্ঞয্যং।" (পটিসম্ভিদামগ্গো)

ভিক্ষুগণ! অন্তর্জগতের ও বহির্জগতের "রূপারূপ" সর্বপ্রকার ধর্ম সমূহের স্বভাব কি তাহা জানিতে হইবে। চক্ষুর কৃত্য রূপ দেখা। চক্ষু ও রূপের সংযোগ ঘটিলে চক্ষু–বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই চক্ষু–বিজ্ঞানের কৃত্য চক্ষু ও রূপালম্বনের স্পর্শ অনুভব করা। তৎপর চক্ষু সংস্পর্শজ বেদনা উৎপন্ন হয়। এই বেদনা সুখজনক হইলে সুখ বেদনা, দুঃখপ্রদ হইলে দুঃখ–বেদনা এবং যখন উহা সুখও উৎপন্ন করে না, দুঃখও উৎপন্ন করে না, তখন উহা উপেক্ষা বেদনা। এইরূপে চক্ষু–বিজ্ঞেয় 'রূপ', শ্রোত্র–বিজ্ঞেয় 'শব্দ', ঘ্রাণ–বিজ্ঞেয় 'গন্ধ', জিহ্বা–বিজ্ঞেয় 'রস' এবং কায়–বিজ্ঞেয় 'স্পর্শ' "নাম–রূপের" অবস্থিতি জানিতে হয়। যেমন– 'দেখিতেছি' ইহা 'নাম–রূপের' ক্রিয়া। সাধারণতঃ দেখিতেছি, ক্রিয়ার কর্তা "আমি", পরমার্থতঃ 'আমি' বলিয়া কিন্তু কোন পদার্থ বিদ্যমান নাই, এইস্থলে 'দেখিতেছি' ইহা সংস্কার–ধর্ম। 'দেখা' রূপের ক্রিয়া এবং 'দেখিতেছি' বলিয়া জানা, নামের ক্রিয়া। 'রূপ' ও 'নামের' সহযোগে এখানে 'দেখিতেছি' কার্য সম্পন্ন হইতেছে।

"তদুপ শুনিতেছি"– "শ্রবণ" রূপের ক্রিয়া। "শুনিতেছি" বলিয়া জানা– নামের ক্রিয়া। "নাম–রূপের" এই কার্য–করণনীতি হইতে আমরা ইহাই জানিতে পারি যে– যে কোন কার্য করা হয় তাহা "রূপ" এবং কার্য করিতেছি বলিয়া জানা– "নাম"। সুতরাং পঞ্চ–কামগুণিক যে কোন কর্ম করা হউক না কেন, তাহাতে "নাম–রূপ" আরোপ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিবার সঙ্কেত জানিলেই যথাসময়ে "নাম-রূপের" যথাযথ দর্শন লাভ হয়।

"নাম-রূপ" আরোপ করিবার সঙ্কেত, যথাঃ- ঘ্রাণ লইতেছি- ঘ্রাণ লওয়া "রূপ" ঘ্রাণ লইতেছি জানা "নাম"। আস্বাদন করিতেছি- আস্বাদন "রূপ" জানা "নাম"। স্পর্শানুভব করিতেছি- স্পর্শ করা "রূপ" জানা "নাম"। গমন করিতেছি-গমন করা "রূপ" জানা "নাম"। দাঁড়াইতেছি- দাঁড়ান "রূপ" জানা "নাম"। বসিতেছি- বসা "রূপ" জানা "নাম"। শুইতেছি- শোওয়া "রূপ" জানা "নাম"। পা তুলিতেছি- তোলা "রূপ" জানা "নাম"। পা চালনা করিতেছি- পা চালনা "রূপ" জানা "নাম"। পা-রাখিতেছি- রাখা "রূপ" জানা "নাম" ইত্যাদি।

এখানে "রূপ" সংজ্ঞায় আমরা "রূপ-স্কন্ধকে" বুঝিতেছি। সাধক, সাধনার প্রারম্ভ হইতে তাঁহার যাবতীয় কর্মে উক্ত প্রকার "নাম-রূপ" এই পারমার্থিক শব্দের আরোপ করিয়া "পঞ্চ-স্কন্ধেই" সাধনায় প্রবৃত্ত হন। "দেখিতেছি" স্মৃতিক্ষণে "নাম-রূপ" ধর্মের স্বভাব জানাই "বিদর্শন-জ্ঞান।"

পাঠকগণ যাহাতে অতি সহজে বিদর্শন ভাবনার সারমর্ম উপলব্ধি করিতে পারেন, তজ্জন্য স্মৃতি সাধন, স্মৃতি সাধনের প্রক্রিয়া এবং ইহার অনুশীলনের অতিপ্রয়োজনীয় তথ্যগুলির সংক্ষিপ্ত সারাংশ এখানে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

'গচ্ছন্তো বা গচ্ছামীতি পজানাতি- 'গমন করিলে গমন করিতেছি বলিয়া জানা।' এই নীতি অনুসরণ করিয়া সাধক কি প্রকারে বির্দশন সাধনায় অগ্রসর হইতে থাকেন, তাহাই এখন পাঠকবর্গের গোচরীভূত করিব।

"গমন করা" ইহা দেহের এক প্রধান বিন্যাস এবং "দেহ" পঞ্চ-স্কন্ধের অন্তর্গত। সাধক, দেহাংশের এই বিন্যাসকে নিম্নোক্ত প্রকার পঞ্চ-স্কন্ধে বিভক্ত করিয়া স্মৃতি সাধন করেন। "গমন" রূপ-স্কন্ধ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গমনাগমন জনিত যে কোনরূপ অনুভূতি– "বেদনা–স্কন্ধ", ব্যবহারিক বশে গমন বলিয়া জানা– "সংজ্ঞা–স্কন্ধ", গমন করা– "সংস্কার–স্কন্ধ এবং গমন করিতেছি বলিয়া জানা– "বিজ্ঞান–স্কন্ধ"। বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার এই স্কন্ধ–ত্রয়কে চিত্ত–বৃত্তি বলে। বিজ্ঞান–স্কন্ধকে চিত্ত বলা হয়। চিত্ত–বৃত্তি ও চিত্তকে একযোগে দার্শনিক বিচারে "নাম" বলে। সুতরাং পঞ্চ–স্কন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচয় "নাম–রূপ"। গমন করা– "রূপ–স্কন্ধের" ক্রিয়া এবং গমন করিতেছি বলিয়া জানা– বেদনাদির চারি অরূপ–স্কন্ধ বা "নাম–রূপের" ক্রিয়া। সাধক, গমনকালে 'গমন' রূপ এবং গমনে স্মৃতি সংস্থাপন বা গমন করিতেছি বলিয়া অবহিত থাকা "নাম" এইরূপে "নাম–রূপ" বিভাগ করিয়া স্মৃতি সাধন করেন। "নাম–রূপ" বিভাগ করিবার জ্ঞান অর্জন করিলেই সাধকের দৃষ্টি বিশুদ্ধি হয়।

গমন করিবার ইচ্ছা "কারণ"। ইচ্ছাবশে গমন করা "কার্য"। কারণকে প্রত্যয়ও বলা হইয়া থাকে। প্রত্যয়ের প্রয়োগ করাকে "প্রত্যয়–পরিগ্রহ" বলে। ইহাই প্রতীত্যসমুৎপাদ নীত বা কার্য–কারণ সম্বন্ধ। কারণ ব্যতীত কার্য হইতে পারে না। কার্য–কারণ–নীতি বিষয়ক জ্ঞান পরিপক্ক হইলেই সংশয়ের অপনোদন হয়। সংশয়ের অপনোদন হওয়াই সংশয়োত্তর–বিশুদ্ধি।

"গমন করা" এইস্থলে পদসঞ্চালন করা বুঝিতে হইবে। পদসঞ্চালনের তিন প্রধান অবস্থা। যথা;– পদোত্তলন, পদচালন ও পদক্ষেপন। আরব্ধ বিদর্শক এই তিন অবস্থার প্রতি অবহিত থাকিয়া স্মৃতি অভ্যাস করেন। পদসঞ্চালনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া। পদোত্তলনের ক্রিয়া পদোত্তলন স্তরেই সম্পন্ন হইয়া যায়, ইহার কোন কিছু পদচালন স্তরে সংক্রমিত হয় না। সেইরূপ পদচালনার ক্রিয়া পদচালন স্তরে এবং পদক্ষেপনের ক্রিয়া পদক্ষেপন স্তরেই সম্পন্ন হয়, অন্য কোন স্তরে ইহাদের সংক্রমণ সম্ভব হয় না। প্রতি স্তরে পদসঞ্চালনের এইরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া সাধকের অনিত্য লক্ষণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রকটিত হয়, পদচালনায় দুঃখের অনুভবে দুঃখ লক্ষণ বিকশিত হয় এবং পদসঞ্চালন নাম-রূপের ক্রিয়া মাত্র, চিত্ত-ক্রিয়া বায়ু-ধাতু বশে ইহা পরিচালিত হয়, এইরূপ অনুভবে অনিত্য লক্ষণের বিকাশ হয়। পুনঃ পুনঃ পদসঞ্চালনে এই ত্রিবিধ লক্ষণের সহিত পরিচিত হইলে সাধকের সংমর্শন জ্ঞানের উদয় হয়। এইস্থলে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে- পদসঞ্চালন করা নাম-রূপের ক্রিয়া এবং তজ্জনিত যে জ্ঞান তাহা লৌকিক বিদর্শন। সংমর্শন-জ্ঞান, মার্গ-সত্যের প্রথম স্তর।

পদোত্তলনের আদ্যক্ষণ 'উদয়' এবং উহার অন্ত্য-ক্ষণ ব্যয় বা বিলয়। পদচালনার এবং পদক্ষেপণেও এইরূপে আদি অন্ত দর্শনে প্রতিপদক্ষেপে 'উদয়-বিলয়' অনুভব করিতে পারিলে, সাধকের 'উদয়-বিলয়' নামক বিদর্শন জ্ঞানের উদয় হয়। এইস্থলেও পদসঞ্চালনা 'নাম-রূপ' এবং পদসঞ্চালনে উদয়-ব্যয় জ্ঞানের বিকাশ লৌকিক বিদর্শন। ইহা মার্গসত্যের দ্বিতীয় স্তর।

পদসঞ্চালনের প্রত্যেক স্তরের অন্ত্য, ভঙ্গ বা চ্যুতিক্ষণের প্রতি সাধকের মনোযোগ বা স্মৃতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইলে, নাম-রূপ শুধু ক্ষয় পাইতেছে বলিয়া তাঁহার মনে হয়, ইহা ভঙ্গ-জ্ঞানের লক্ষণ। 'ভঙ্গ' এইস্থলে নাম-রূপ এবং ভঙ্গজ্ঞান লৌকিক বিদর্শন। ইহা মার্গ সত্যের তৃতীয় স্তর।

পদসঞ্চালনের পুনঃ পুনঃ ভঙ্গ বা চ্যুতি দর্শনে নাম-রূপ ক্ষয়শীল জানিয়া ভয় উৎপন্ন হইলে সাধকের ভয়-জ্ঞানের উদয় হয়। ভঙ্গ বা চ্যুতি নাম-রূপ এবং ভয়-জ্ঞান লৌকিক বিদর্শন। ইহা মার্গ সত্যের চতুর্থ স্তর।

পদসঞ্চালনের চ্যুতি বা ভঙ্গ দর্শনে ইহার আদি হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত কেবল ক্ষয় পাইতেছে জানিয়া সাধকের অত্যন্ত ভয় হয়। ইহা আদীনব জ্ঞানের লক্ষণ। 'ভঙ্গ' নাম-রূপ, আদীনব-জ্ঞান লৌকিক বিদর্শন। ইহা মার্গ সত্যের পঞ্চম স্তর।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পদসঞ্চালনের চ্যুতি বা ভঙ্গা দর্শনে নাম–রূপ ক্ষয়শীল জানিয়া ইহার প্রতি বেদনা বা আসক্তি না জাগিলে সাধকের নির্বেদ–জ্ঞানের উপলব্ধি হয়। পদসঞ্চালনের চ্যুতি বা ভঙ্গা নাম–রূপ, নির্বেদ–জ্ঞানের লৌকিক বিদর্শন। ইহা মার্গ সত্যের ষষ্ঠ স্তর।

পদসঞ্চালের পুনঃ পুনঃ ভঙ্গা বা চ্যুতি দর্শনে ইহা হইতে কি প্রকারে মুক্ত হওয়া যায়, সাধকের এইরূপ ইচ্ছার আবির্ভাব হইলে মুঞ্চিতুকাম্যতা–জ্ঞানের উদয় হয়। 'ভঙ্গা বা চ্যুতি' নাম–রূপ, মুঞ্চিতুকাম্যতা–জ্ঞান লৌকিক বিদর্শন এবং ইহা মার্গ সত্যের সপ্তম স্তর।

পদসঞ্চালনের ভঙ্গা দর্শনে ইহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করা প্রতিসংখ্যা–জ্ঞান। মুক্তির উপায় উদ্ভাবন, এইস্থলে অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি সংরক্ষণের চেষ্টা। কারণ স্মৃতিসম্পন্ন চিত্তে সংস্কার উৎপন্ন হয় না। প্রতিসংখ্যা–জ্ঞান লৌকিক বিদর্শন। ইহা মার্গ সত্যের অষ্টম স্তর।

পদসঞ্চালনের পুনঃ পুনঃ ভঙ্গা বা চ্যুতি দর্শনে নাম–রূপ বা সংস্কার ধর্মের প্রতি উপেক্ষা ভাব উৎপন্ন হইলে, সাধক সংস্কারোপেক্ষা–জ্ঞান উপলব্ধি হয়। ইহা লৌকিক বিদর্শন জ্ঞানের উচ্চতর সোপান এবং লৌকিক মার্গ সত্যের শেষ স্তর।

পদসঞ্চালনের ভঙ্গা বা চ্যুতি দর্শনে লৌকিক বিদর্শন জ্ঞানে নাম–রূপে যথাক্রমে অনিত্যানুদর্শন, দুঃখানুদর্শন ও অনাত্মানুদর্শন হইলে সাধকের অনুলোম জ্ঞানের উদয় হয়। এই সত্য প্রতিচ্ছাদক ক্লেশ অন্ধকার দূরীভূত করে।

অবিচ্ছেদ্য স্মৃতি সংরক্ষণের ফলে যে চিত্তক্ষণে পদসঞ্চালনের ক্রিয়া নিরুদ্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ নাম–রূপ উৎপন্ন না হইয়াই বিনষ্ট হয়, সেই চিত্তক্ষণে সর্বপ্রকার দুঃখেরও অবসান হয়। এইরূপে দুঃখের নিরোধ প্রত্যক্ষ করাই মার্গ–জ্ঞান। মার্গ চিত্ত–ক্ষণে সাধকের নির্বাণ সাক্ষাৎকার মূলক চারিটি কৃত্যের সমাধান হইয়া থাকে। পদসঞ্চালনের ইচ্ছা বা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কারণ– 'সমুদয়সত্য', পদসঞ্চালন– 'দুঃখসত্য', স্মৃতি অনুশীলন– 'মার্গসত্য' এবং পদসঞ্চালন বা নাম–রূপের নিরোধ দর্শন– 'নিরোধসত্য'। পদসঞ্চালনের ক্রিয়া নিরুদ্ধ হইয়া গেলেই সঙ্গে সঙ্গে চারিটি কৃত্যেরও নিরোধ হয়। ইহাই লোকোত্তর মার্গের প্রথম পুরস্কার।

অন্যান্য ঈর্যাপথের অনুশীলন প্রণালীও এইরূপ। উহাদের অনুশীলনেও মার্গ–জ্ঞান লাভ হয়।

মানব–জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এই মার্গ–জ্ঞান। দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়া 'মার্গ–জ্ঞান' লাভ করতঃ অপায় দ্বার বন্ধ করিবার চেষ্টা না করিলে জন্মধারণ বৃথা হইবে।

"উত্তিট্ঠে নপ্পমজ্জেয্য ধম্মং সুচরিতং চরে।
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্হিচ।" (ধম্মপদ)

বিদর্শন ভাবনায় অনুগত ও বিদর্শনে শ্রদ্ধা সম্পন্ন উপাসক ও উপাসিকা আসুন। আমরা উত্থানশীল হই, আলস্য বর্জন করিয়া সুচরিত ধর্মের সেবা করি। ধর্মচারী ইহলোকে ও পরলোকে সুখে কাল যাপন করিয়া থাকেন, আমরাও তদ্রূপ পরমার্থ সুখের অন্বেষণ করি।

কর্মময় জীবনে, আমাদের অনেক ভুল প্রমাদ হইয়াছে। অতীত বিষয়ে অনুশোচনা করা উচিত নহে এবং তাহাতে কোন লাভও নাই। এখন হইতে সাবধান হউন এবং আমাদের বর্তমান কর্মময় জীবনের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখুন। অহরহ কুশল কর্মের চিন্তা করুন, কুশল কর্মের ভিত্তি দৃঢ় করুন, বিদর্শন ভাবনার নীতিগুলি শিক্ষা করুন এবং জীবনের প্রতি মুহূর্তে ইহার প্রয়োগ করিয়া জীবনকে পরম পবিত্রময় করিয়া তুলুন, আর অনুশোচনা করিতে হইবে না।

"সব্ব পাপস্স অকরণং কুসলস্স উপসম্পদা,
সচিত্ত পরিযোদপনং এতং বুদ্ধানসাসনং"। (ধম্মপদ)

সর্ব পাপ হইতে বিরতি, কুশল–কর্মের সম্পাদন এবং স্বচিত্তের পরিশুদ্ধি, ইহাই বুদ্ধদিগের উপদেশ। এই কল্যাণ সাধন করিবার জন্য তথাগত সম্যক্‌সম্বুদ্ধ বজ্র–গম্ভীর নিনাদে তাঁহার শ্রাবক সঙ্ঘকে নির্দেশ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দিয়াছেন-- "একাযনো অযং ভিক্খবে মগ্গো-সত্তানং বিসুদ্ধিযা, সোক-পরিদেবনাং সমতিক্কমায, দুঃখ দোমনস্সানং অথঙ্গামায, ঞাযস্স অধিগাম, নিব্বানস্স সচ্ছি কিরিযায, যদিদং চত্তারো সতিপট্ঠান।"

মুক্তিপ্রয়াসী সাধক সুজন! ভগবানের অভয়বাণী অনুসরণ করুন। চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থানের আরাধনা করুন। নির্বাণ প্রত্যক্ষ করুন। এই স্মৃতি সাধনা দ্বারা যতক্ষণ নির্বাণের প্রত্যক্ষ জ্ঞান না জন্মিবে, ততক্ষণ কাহারও মন হইতে "বিচিকিচ্ছা বা সন্দেহ" দূরীভূত হইবে না। জ্ঞানী হৃদয় যতদিন প্রকৃত সত্যের সাক্ষাৎকার করিতে পারে না ততদিন তৃষিত চাতকের মত নানাদিক দিয়া তাহা অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। এই স্মৃতিপ্রস্থান-নীতি নির্বাণ-প্রত্যক্ষ করায়। নির্বাণ প্রত্যক্ষ করণই জীবের পরম গতি- চরম মুক্তিলাভের ইহাই একমাত্র উপায় এবং ইহাই আমাদের সর্বতোভাবে প্রার্থনীয়।

স্মারক গাথা ঃ-

নাম-রূপ সত্ত্ব নহে, নহে কিম্বা জীব।
নাম-রূপ নর নহে, নহেও মানব॥
স্ত্রী, পুরুষ কোন সংজ্ঞা নাম-রূপে নাই।
নাম-রূপে আত্ম-আত্মা খুঁজিয়া না পাই॥
নাম-রূপ আমি নহি, নহেও আমার।
নাম-রূপ কারো নহে, নহে কিম্বা পর॥
সংস্কার-ধর্ম মাত্র আছে বিদ্যমান।
বিদর্শন-জ্ঞানে তবে মিলিবে সন্ধান॥
অবিদ্যা, সংস্কার, তৃষ্ণা, ভব, উপাদান।
অতীতের পঞ্চ-হেতু কর্মের নিদান॥
এই পঞ্চ-হেতু তরে বর্তমান ফল।
বর্তমান-হেতু পরে দিবে ভাবীফল॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এইরূপে কর্ম-স্রোত চলে অবিরত।
যতদিন তৃষ্ণা নাহি হয় নিবারিত॥
কর্ম-স্রোত আছে কিন্তু কর্ম-কর্তা নাই।
ফল-ভোক্তা দেহ মাঝে খুঁজিয়া না পাই॥
নাম-রূপে কর্ম-ফল দেখি বিদ্যমান।
রূপারূপ, কাম-ভব তাহার প্রমাণ॥
কেহ ব্রহ্মা, কেহ দেব, কেহ নর-নারী।
ভূত-প্রেত, অসুরাদি নিরয়-বিহারী॥
উচ্চ-নীচ, দীন-দুঃখী সত্ত্ব অগণন।
অন্ধ-খঞ্জ বিকলাঙ্গ কর্মের কারণ॥
কর্ম-বশে নাম-রূপ বিভিন্ন আকারে।
তৃষ্ণার কারণে সদা ঘোরে চক্রাকারে॥
জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু দুঃখ যে ভীষণ।
নাম-রূপ একমাত্র তাহার কারণ॥
তৃষ্ণার কারণে হয় আপনি উদয়।
তৃষ্ণা-ক্ষয় বিনে তার নাহিক বিলয়॥
বিদর্শন-জ্ঞান মার্গে করি বিচরণ।
তৃষ্ণা-ক্ষয় করি, কর দুঃখের নিধন॥

(৩) **প্রশ্ন** ঃ- তিন নামে কি? **উত্তর** ঃ- ত্রিবিধ বেদনা।

ইহার অর্থ ঃ- সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা ও উপেক্ষা বেদনা। 'বেদনা' অর্থ- অনুভূতি। কোন বিষয় বা আলম্বন যখন চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন এই ষড়ন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়, তখন আলম্বনের প্রতি রসানুভূতি জাগে, এই রসানুভূতিকে বলা হয় বেদনা। আলম্বনের রসানুভব করা ইহার কৃত্য। অন্তরায়তনের সঙ্গে বহিরায়তন সংযোগ বা মিলন হইলে বেদনার উৎপত্তি হয়। তাই প্রতীত্য-সমুৎপাদ নিদানে উল্লেখ আছে স্পর্শ উৎপত্তি হইলে বেদনার উৎপত্তি হয় এবং স্পর্শ নিরোধ হইলে বেদনার নিরোধ হয়। দেখা যাইতেছে বেদনা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎপত্তির মূল হইতেছে স্পর্শ। বেদনাকে অগ্নির সঙ্গে তুলনা করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যেমন দুই পদার্থ সংঘর্ষণ ব্যতীত অগ্নি উৎপত্তি হয় না, ও ইন্ধন ব্যতীত অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকিতে অক্ষম। তদ্রুপ মনে করিতে হইবে যে দুই পদার্থের সংঘর্ষণ সদৃশ– দুই আয়তনের সংযোগ বা মিলন। অগ্নির সদৃশ– বেদনা। ইন্ধন সদৃশ– আলম্বন বা ষড়েন্দ্রিয়ের গোচরীভূত বিষয় বস্তু। ষড়েন্দ্রিয়ের দ্বারে একটা না একটা কিছু অনবরতভাবে আলম্বন পতিত হইতেছে। যদি চক্ষু–বিজ্ঞেয় রূপ, শ্রোত্র–বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ–বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা–বিজ্ঞেয় রস ও কায়–বিজ্ঞেয় স্পর্শ প্রিয়–রূপ, সুন্দর, মনোজ্ঞ, মনোরঞ্জক ও মনোমুগ্ধকর হয়, তাহা হইলে উৎপত্তি হইতেছে সুখ বেদনা। এই সুখ বেদনা হইতে উৎপত্তি হইতেছে লোভ। যদি অপ্রিয়, অসুন্দর, অমনোজ্ঞ, অমনোরঞ্জক ও অমনোমুগ্ধকর হয়, তাহা হইলে উৎপত্তি হইতেছে দুঃখ বেদনা। এই দুঃখ বেদনা হইতে উৎপত্তি হইতেছে দ্বেষ। আর যদি ষড়েন্দ্রিয় দ্বারে আলম্বন পতিত বা স্পর্শ হইয়া সুখ বেদনাও নহে, এবং দুঃখ বেদনাও নহে, এমন অবস্থা হইলে তাহা হইলে উৎপত্তি হইতেছে উপেক্ষা বেদনা। এই উপেক্ষা বেদনা হইতে উৎপত্তি হইতেছে মোহ। এই লোভ, দ্বেষ, মোহ দ্বারা জগতে সত্ত্বগণ আবৃত্ত হইয়া জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ইত্যাদির কবলে পতিত হইয়া অশেষ সীমাহীন দুঃখ যন্ত্রনা ভোগ করিতেছে।

(৪) প্রশ্ন ঃ– চারি নামে কি? **উত্তর ঃ**– চারি আর্য সত্য।

ইহার ভাবার্থ ঃ– চারি আর্য সত্য যথা– (১) দুঃখ–আর্যসত্য, (২) দুঃখ–সমুদয়–আর্যসত্য, (৩) দুঃখ–নিরোধ–আর্যসত্য ও (৪) দুঃখ–নিরোধের উপায়–আর্যসত্য (আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সত্য)।

আর্য বলিলে বুঝায় নিষ্কলুষ শুদ্ধাত্ম ব্যক্তিবর্গ, যাঁহারা নির্বাণোপলব্ধির বিভিন্ন স্তর আয়ত্ত্ব করিয়াছেন অর্থাৎ স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী কিংবা অর্হৎ হইয়াছেন। তাঁহাদের উপলব্ধিগম্য সত্যই চারি আর্যসত্য নামে কথিত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১) **দুঃখ আর্যসত্য ঃ–** দুঃখ বলিতে বুঝায় ভবযন্ত্রনা– জন্ম, জরা ব্যাধি, মরণ (মৃত্যু), শোক–বিলাপ, অপ্রিয়–সংযোগ, প্রিয়–বিয়োগ, ইচ্ছিত বস্তুর অলাভ জনিত দুঃখ। সংক্ষেপে বলিতে গেলে পঞ্চোপাদানস্কন্ধই দুঃখ।

'জন্ম'ই দুঃখের আদি। অন্ধকার, অশুচি, দুর্গন্ধময় গর্ভবাস গর্ভবিমোচন ইত্যাদি জন্ম দুঃখের শেষ কোথায়? তির্যকযোনিতে জন্ম গ্রহণে কশাঘাত, দন্ডাঘাতাদির দুঃখ অফুরন্ত। তাহার চেয়েও ভয়ঙ্কর নিরয়বাসের অগ্নিদাহাদি। এই সমস্তই জন্ম দুঃখ।

জরা ও বার্দ্ধক্যের দুর্বার আক্রমণে রূপ যৌবন ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়; সুন্দর, সুঠাম দেহ হইয়া যায় দুর্বল, নিস্তেজ এবং চলিতে হয় লাঠি ভর করিয়া। আকাল মৃত্যু না হইলে জীবনে জরা আসিবেই। ইহার আক্রমণ প্রতিরোধের কোন উপায়ও নাই। তাহা জাঁতাকলের মত দেহে ভাঙনের ক্রিয়া চালায়, দেহের শক্তি সামর্থ হরণ করে। সেই জরা দুঃখের প্রচন্ড আঘাত। আমাদের শরীর ব্যাধি প্রবণ। শরীরের অনর্থকারী কত রকম যে ব্যাধি আছে তাহার কোন ইয়ত্তা নেই। কখন কাহাকে কিভাবে ব্যাধি নিষ্পেষণে যৌবনের রূপলাবণ্য শূন্যে বিলীন করিয়া দেয়; শরীর হইয়া যায় দুর্বল নিস্তেজ। ব্যাধিতে কেহ হারায় দৃষ্টি, কেহ হারায় শ্রবণশক্তি, কেহ হয় পঙ্গুঁ আরও কত ভাবে হয় অঙ্গহানি। আবার কোন কোন ব্যাধি এমত যন্ত্রণাদায়ক যে, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি আত্মহত্যা করিয়া যন্ত্রণার হাত হইতে নিস্কৃতি পাইতে চায়। অতএব ব্যাধি দুঃখই।

মরণের নামে শিউরে উঠে মন। কি ভয়ঙ্কর মরণ। তাই বলিয়া মরণ কাউকে ছাড়ে না। মরণের কোন কাল–বিচার নাই– শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে প্রৌঢ় বয়সে যে কোন কালে মরণ আসিতে পারে। মরণের কাল গ্রাস মানেই অবাঞ্ছিত বিদায়, চিরতরে বন্ধু–বান্ধব হইতে, আত্মীয়–স্বজন হইতে, পুত্র–পরিবার হইতে, পরিচিত পরিবেশ হইতে এমন কি আপনার পরমাদরের দেহ হইতেও বিদায় নিতে হয়। এই বিদায় কত করুণ, কত বিষাদময়। মরণ ঘটে ব্যাধিতে, দন্ডঘাতে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শাস্ত্রাঘাতে, সর্পদংশনে, হিংস্রজন্তুর আক্রমণে, বজ্রপাতে, বিষপ্রয়োগে, উদ্বন্ধনে আরও কতভাবে। যে কোন মরণ হোক না কেন মরণ ভয়ঙ্কর। তাই বলা হইয়াছে- 'মরনম্পি দুক্খং' অর্থাৎ মরণ দুঃখময়।

জীবনে নামে শোকের করাল ছায়া। পিতৃশোক, মাতৃশোক, পুত্রশোক, কন্যাশোক, ভ্রাতৃশোক, পতিশোক, পত্নীশোক আরও হরেক রকমের শোক আছে। প্রিয়-জনের বিয়োগ ব্যাথায় হৃদয় শোক যখন উথলিয়ে উঠে তাহা শেলের মত বিঁধে। শোকার্ত ব্যক্তি দুঃসহ বেদনায় আর্তনাদ করিয়া বুকফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, বিলাপ ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হয় শোকের ছায়ায়। শোকের মত হৃদয় বিদারক কি আছে? শোকে শোক চৈতন্য হারিয়ে ফেলে, এমন কি উন্মাদও হইয়া যায়। এইজন্য শোক-বিলাপ দুঃখময়।

স্বভাবতঃ সবাই চায় প্রিয়জনের সঙ্গ। যাহাকে ভালবাসে তাহাকে চোখের আড়াল করিতে চাই না। কিন্তু বিশ্ববিধানের যেন অলঙ্ঘনীয় নিয়মে প্রিয়র্জনকে হারাইতে হয়, বিদায় দিতে হয়। এই প্রিয় বিয়োগের মর্মান্তিক কান্নায় সারা বিশ্ব যেন সকরুণ। অতএব প্রিয়-বিয়োগের ব্যথা, অত্যন্ত মর্মন্তুদ, তাহা দুঃখই।

জীবন চলার পথে অর্থ-যশ, মান-সম্মান, সুখ-সমৃদ্ধির জোয়ার আসিয়া থাকে, তেমনি অর্থহানি, যশহানি, সম্মানহানি, আরও কতরকমের ক্ষয়ক্ষতি; ক্ষয়ক্ষতি যখন আসে তখন 'আমার সর্বনাশ হইল' বলিয়া ক্ষোভে বিষাদে ভেঙ্গে পড়ে। তাহা অন্তরে দাবাগ্নির মত জ্বলিতে থাকে। সুতরাং ইহাও দুঃখময়।

মানুষের অন্তরের চিরন্তন দাহ যথা- "যাহা চায়, তাহা পাই না', 'যাহা চাই না, তাহা পাই।" রহস্যময় এই চাওয়া না পাওয়ার মধ্যে জীবন স্রোত বহিয়া যায়। যাহা চাওয়া হয়, তাহা পাওয়া না গেলে কিম্বা যাহা চাওয়া হয় নাই, তাহা পাওয়া গেলে মন হয় বেদনাহত, দুঃখে ভারাক্রান্ত। বস্তুতঃ দুঃখ সমুদ্রের বারি রাশির মত অনন্ত; তাহা অবর্ণনীয়। তাই বলা হইয়াছে;- "সংখিত্তেন পঞ্চুপাদানক্খন্ধা দুক্খা"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অর্থাৎ যাহা জীবের অস্তিত্ব বহন করিয়া থাকে তাহা সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই পঞ্চ–উপাদানস্কন্ধই দুঃখ। সহজ কথায় প্রকাশ করিতে গেলে দেহ ধারণই দুঃখ। এই দুঃখ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান, প্রথম আর্যসত্যোপলব্ধি; যাহা আর্য বা শুদ্ধাত্ম নিষ্কলুষ মুনিরই অধিগম্য।

২) **দুঃখ–সমুদয় আর্যসত্য** ঃ– দুঃখ–সমুদয় বলিতে বুঝায় দুঃখের কারণ বা দুঃখের উৎপত্তি। অকারণে কিছুই হয় না। দুঃখ যেমন আছে, তেমনি দুখোৎপত্তির কারণও আছে। জন্ম যদি না থাকিত, তাহা হইলে দুঃখ ভোগের অবকাশ থকিত না। তৃষ্ণা বা আসক্তি উদ্দামতাই জীবনকে জন্ম–জন্মান্তরের পথে টানিয়া নিয়া যায়। এই জন্যই দুঃখ–সমুদয় বা দুঃখের কারণ রূপে দেখানো হইয়াছে। পুনর্জন্মদাত্রী নন্দানুরাগযুক্ত ভবনন্দিনী তৃষ্ণাকে।

তৃষ্ণা হইতেছে ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ের প্রতি মনের টান। তাহা ভোগ–বাসনারই নামান্তর। তৃষ্ণার্ত জীব তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য মাতাল, ভোগের ইন্ধন জুগিয়ে সে মিটাইতে চায় তাহা। অগ্নিতে যতই ইন্ধন দেওয়া হয়, ততই অগ্নি যেমন বাড়িয়া উঠে, তেমনি যতই ভোগ করা হয়, ততই তৃষ্ণা বাড়িয়া চলে। যেই ভোগের সুযোগ পায় না, তাহার পিপাসা যেমন ভোগের জন্য তৎমুহূর্তে উন্মুখ হইয়া থাকে। যেই ভোগে আকুণ্ঠমগ্ন, তেমনি তাহার পিপাসাও উদ্দাম হইয়া উঠে। ভোগে তৃষ্ণা ক্ষয় হয় না; একটি বিষয়ে সীমাবদ্ধও থাকে না। ফুলে ফুলে ভ্রমরের মত এক বিষয় হইতে অন্য আর এক বিষয়ে নিরন্তর ঘুড়িয়া বেড়ায়। কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তি আসে না। অতৃপ্তির হাহাকারই বাজিতে থাকে তৃষ্ণার্তের মনে। এইজন্য মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত প্রাকৃত জন তাহার বশগত হয়। অর্থাৎ তৃষ্ণা যেই দিকে টানে, সেই দিকেই তাহাকে চলিতে হয়। তৃষ্ণার জন্য সে জ্ঞান বুদ্ধি হারিয়ে অন্যায়ের পথে পা বাড়াইতে কুণ্ঠিত হয় না। অর্থাৎ হত্যায় লিপ্ত হয়, অপহরণ করিয়া থাকে, দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে, ব্যভিচারে রত হয়, আরও যে কত অন্যায় করিয়া থাকে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার ভয়াবহ পরিণাম,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অবর্ণনীয় দুঃখ-জ্বালা ভোগ করিতে হয়; তৃষ্ণার বাঁধনে বদ্ধ থাকার জন্য। এই বন্ধন রজ্জু ও লৌহশৃঙ্খলাদি যাবতীয় বন্ধনের চাইতেও কঠিনতম বন্ধন যাহা জীবকে ভবের খুঁটিতে বাঁধিয়া অনন্ত জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া ঘুরপাক খাওয়ায়। মাকড়সা স্বরচিত বাঁধনে নিজেকে আবদ্ধ করিয়া রাখে। যতদিন এই বাঁধন থাকিবে ততদিন তাহাকে ঘিরে রহিবে অনন্ত দুঃখ জ্বালা। অতএব তৃষ্ণাই সকল দুঃখের মুল। তৃষ্ণা প্রধানতঃ তিন প্রকার, যথা ঃ- (১) কামতৃষ্ণা, (২) ভবতৃষ্ণা ও (৩) বিভবতৃষ্ণা। কোন বিষয়ের প্রতি উৎপন্ন তৃষ্ণা যখন কামরসাসক্তি কামনালিপ্ত হয়, তখন তাহাকে বলা হয় কামতৃষ্ণা। মিথ্যা ধারণার বশীভূত বিভ্রান্ত মন মরু মরীচিকার মত সারহীন অনিত্য অশ্বাশ্বত জগৎকে সারযুক্ত নিত্য ধ্রুব বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে; তখন তাহার মিথ্যা ধারণাযুক্ত তৃষ্ণা ভবনুরাগে রূপায়িত হয়; ইহাকে বলা হয় ভবতৃষ্ণা। "এই ভৌতিকদেহ ভস্মীভূত হইলে আর ফিরে আসিবে না" অর্থাৎ দেহান্তে অস্তিত্বের রেখা মুছিয়া যাইবে, আর কোন নতুন জন্ম হইবে না; অতএব মরণের পর সুখ-দুঃখ ভোগের প্রশ্ন নাই, যতদিন জীবিত থকিবে, "খাও দাও ফূর্তি কর" এই রকম ধারণায় মন যখন আচ্ছন্ন হয়, তখনি বিভবতৃষ্ণা জাগে। জীবন ফিরে পাওয়া যাইবে না, এই ধারণায় জীবনকে ভোগ করার বাসনা উদ্দাম হইয়া উঠে। এই উচ্ছেদ দৃষ্টি সমন্বিত ভোগ বাসনাই বিভবতৃষ্ণা।

উপরোক্ত ত্রিবিধ (তৃষ্ণা) পুনর্জন্মদাত্রী নন্দানুরাগযুক্ত ভবনন্দিনী তৃষ্ণাই দ্বিতীয় আর্যসত্য বা দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য।

৩) দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য ঃ- দুঃখ-নিরোধ মানে দুঃখ-সমুদয় বলিয়া বর্ণিত তৃষ্ণাকে নিরুদ্ধ করা, নির্মূল করা। রোগের কারণকে যেমন উৎখাত করিলে রোগের নিরসন হয়, তেমনি দুঃখের মূল-তৃষ্ণাকে উৎপাটন করিলে দুঃখের অবসান হয়। অন্যথা দুঃখের চক্র চলিতে থাকিবে। তাই বলা হইয়াছে;-

যথাপি মূলে অনুপদ্দবে দল্হে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ছিন্নো পি রুক্খো পুনরেব রূহতি।
এবম্পি তণ্হানুসযে অনূহতে,
নিব্বত্ততি দুক্খমিদং পুনপ্পুনং।

মূল অনুপদ্রুত ও দৃঢ় থাকিলে ছিন্ন বৃক্ষ যেমন পুনরায় অঙ্কুরিত হয়, তেমনি তৃষ্ণার মূলোচ্ছেদ না হইলে দুঃখও পুনঃ পুনঃ অভ্যুদয় হয়। অর্থাৎ যদি তৃষ্ণার লেশমাত্র অবশেষ থাকে, তাহা অনুকুল উপাদান পাইয়া আবার বিপুলকার ধারন করিবে, তখন জন্ম-জন্মান্তর ভ্রমের ফলে দুঃখই বৃদ্ধি পাইবে।

বলা বাহুল্য, যেই তৃষ্ণা জন্ম-জন্মান্তর রচনা করিয়া থাকে, তাহার অপনোদনে জন্ম-জন্মান্তর গ্রহণ বা সংসার ভ্রমণ বন্ধ হইয়া যায়। ফলে দুঃখ জ্বালার অবসান হয়। প্রশ্ন উঠে- জন্ম যদি না থাকিত, তাহা হইলে আমার তোমার অস্তিত্ব রইল কোথায়? 'আমি রইব না' এই কথা ভাবিতেই মানুষের মন অস্তিত্বের উচ্ছেদের নামে শিউরে উঠে। সাধারণ মানুষ বলিবে- তৃষ্ণা নির্মূল করিয়া নিজেকে নিশ্চিহ্ন করিতে চাই না। আমার অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার জন্য তৃষ্ণা থাকুক। অস্তিত্বলোপের এই আশঙ্খা মূঢ়জনের অমূলক ভয়। তৃষ্ণা জন্ম-জন্মান্তর বিস্তার করিয়া থাকে বটে, কিন্তু অস্তিত্বের মূলে তৃষ্ণা নহে। তাই তৃষ্ণার বিলোপ সাধনে অস্তিত্বলোপের প্রশ্নই উঠে না। তৃষ্ণা একটি চৈতসিক বা চিত্তবৃত্তি মাত্র।

অভিধর্মে চৈতসিক বর্ণনায় তৃষ্ণা 'লোভ' নামে উক্ত। লোভ চৈতসিকের প্রতিপক্ষ চৈতসিক হইতেছে অলোভ। অলোভ নঞর্থক শব্দ মাত্র নহে। লোভের যেমন ক্রিয়া আছে, অলোভেরও রহিয়াছে ক্রিয়া। লোভ বিদূরিত হইলে তাহার প্রতিপক্ষ অলোভ উৎপন্ন হয়। লোভের উৎপত্তিতে চিত্ত যখন মলিন কলুষিত হয়, অলোভের উদয়ে চিত্ত হয় অনাবিল প্রসন্ন। অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ তখন মনকে শোভায় সুষমায় ঢল ঢল করিয়া তোলে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তৃষ্ণা যদি বন্ধন হয়, তৃষ্ণার বিনাশই বন্ধনমুক্তি। সহজ কথায় বলিতে গেলে তৃষ্ণা বন্ধনদশা এবং তৃষ্ণার বিনাশ মুক্ত অবস্থা। বন্ধনে দুঃখ এবং মুক্তিতে আনন্দ। এক দিকে দুঃখ আর জ্বালা, অন্যদিকে আনন্দ আর শান্তি। একদিকে নীরন্ধ্র অন্ধকার, অন্যদিকে আলোর প-াবন। সংসার-তাপদগ্ধ মন স্বতঃই চায় আনন্দোজ্জ্বল শান্তিময় মুক্তি। শুধু চাহিলেই কি তাহা পাওয়া যায়। কেউ খেয়াল খুশীমত সেই অবস্থায় উপনীত হইতে পারে না। সর্বাগ্রে তজ্জন্য চাই প্রস্তুতি। যাহারা ইহাতে যোগ্য অধিকার অর্জন করেন, তাহারা হলেন শুদ্ধাত্ম বন্ধনহীন মুনি। পৃথিবীতে তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। ব্যাধের জালমুক্ত পাখির মত অতি অল্পলোক মুক্তি লাভ করেন। সবার পক্ষে যদি ইহা সম্ভব হইত, তাহা হইলে সংসার দুঃখ যন্ত্রণা সম্পূর্ণ মুছে যাইত।

এইকথা পরিস্ফুট, তৃষ্ণার ক্ষয়ে জন্মরোধের অর্থ অন্তহীন শূন্যতা নহে- সাধককুলের চির-অভীপ্সিত নির্বাণ প্রাপ্তি। 'নির্বাণ' শব্দটি অত্যন্ত গূঢ় ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। তাহাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, তর্কে ধরা যায় না এবং বুদ্ধিতে জানা যায় না। সহজ কথায় বলিতে গেলে বাক্‌মনের অতীত, নির্বাণ উপলব্ধিগম্য; কঠিন সাধনার মধ্যে দিয়ে সকল বাঁধন ছিন্ন করিয়া যাহা প্রত্যক্ষ করিতে হয়। বুদ্ধ বাক্যে নির্বাণের স্বরূপ জানার জন্য কয়েকটি অনুচ্ছেদ এখানে উল্লেখযোগ্য- নিজের সত্যসন্ধানের ইতিবৃত্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে বুদ্ধ বলিয়াছেন;- অজাতং ..... অজর .... অমতং .... অনুত্তরং যোগক্খেমং নিব্বাণং অজ্ঝগমং ..... (অরিম পরিযোসন সুত্ত, মজ্ঝিম নিকায)। এই উক্তিতে নির্বাণের স্বরূপের আভাস আছে। নির্বাণ সৃষ্টির অতীত অর্থাৎ অক্ষয়। মরণ ইহাকে গ্রাস করিতে পারে না অর্থাৎ নিত্য ধ্রুব। ইহা হইতে শ্রেষ্ঠতর কিছুই নাই অর্থাৎ সর্বোত্তর বা সবার উপরে। ইহাতে কোন বন্ধন ভয় নাই। যাহা কিছুই নহে, তাহা সম্বন্ধে এতাদৃশ বিশ্লেষণ ব্যবহারের সার্থকতা আছে কি? এখানে কি এমন কোন অবস্থার ইঙ্গিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নাই, যাহা সৃষ্টি ও প্রলয়ের অতীত; উজ্জ্বল এবং পরম? আয়ুষ্মান্ বাহিয়ের নির্বাণ প্রাপ্তি উপলক্ষে বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণীও উল্লেখযোগ্য।

যথ আপোচ পঠবী বাযো তেজো ন গাধতি,
ন তথ সুক্কা জোতন্তি আদিচ্চো নপ্পকাসতি।
ন তথ ভাতি তমো তথ ন বিজ্জতি,
যদা চ অত্তনা বেদী মুনি মোনেন ব্রহ্মণো।
অথ রূপা অরূপা চ সুখ দুক্খা পমুচ্চতী'তি। (উদান)

নির্বাণে ক্ষিতি, আপ, তেজ, বায়ুর অবস্থিতি নাই অর্থাৎ নির্বাণ জড়বস্তু দ্বারা রচিত নহে; সেখানে গ্রহতারা আলোকপাত করে না, সূর্য কিরণ দেয় না, চন্দ্র দীপ্ত হয় না। অথচ অন্ধকার সেখানে নাই। এতাদৃশ নির্বাণকে যখন নিষ্কলুষ মুনি আপনার আধ্যাত্মসিদ্ধির প্রভাবে উপলব্ধি করেন, তখন তিনি রূপ–অরূপ ও সুখ–দুঃখ বলিয়া কথিত ভববন্ধন হইতে মুক্ত হন। এই মুক্তি বা নির্বাণ যে আনন্দময় পরমশান্তি, তাহা বুদ্ধ কণ্ঠেই ধ্বনিত হইয়াছে;– "নিব্বানং পরমং সুখং" নির্বাণ পরম সুখময়। বলা বাহুল্য, এখানে সুখের অর্থ স্থূল সুখ নহে। অনির্বচনীয়, অনাবিল আনন্দ।

উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ সমূহে নির্বাণের যে নিখুঁত চিত্র পরিস্ফুট তাহা মনের রঙীন তুলি বুলাইয়ে অঙ্কিত হয় নাই। গভীর উপলব্ধির অন্তর্দেশ হইতে এই বাণী উদ্গীত। ইহাই দুঃখের অবসান বা দুঃখ নিরোধ– তৃতীয় আর্যসত্য।

৪) **দুঃখ–নিরোধের উপায় আর্যসত্য ঃ–** আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই একমাত্র দুঃখ নিরোধের উপায়। ইহাকে বলা হয় "মজ্ঝিমা পটিপদা চক্খু করণী, ঞান–করণী" অর্থাৎ মধ্যম প্রতিপদাই চোখ খুলিয়া দেয়, জ্ঞান আনিয়া দেয়। ইন্দ্রিয়পরতা দূরে ঠেকায়ে কৃচ্ছ্র সাধন পরিহার করিয়া চলিতে হয় বলিয়া ইহার নাম করণ হইয়াছে মধ্যম প্রতিপদা। ইহার আটটি অঙ্গ। যথা ঃ– সম্যক্–দৃষ্টি, সম্যক্–সংকল্প, সম্যক্–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বাক্য, সম্যক্-কর্ম, সম্যক্-জীবিকা, সম্যক্-ব্যায়াম, সম্যক্-স্মৃতি ও সম্যক্-সমাধি।

চারি আর্যসত্যকে যথাযথভাবে দর্শন করাকে সম্যক্-দৃষ্টি বুঝায়। কামনা ত্যাগ, ক্রোধ ত্যাগ ও হিংসা ত্যাগই সম্যক্-সংকল্প নামে অভিহিত। মিথ্যা-পিশুন-পরুষ ও সম্প্রলাপ বাক্য এই চারিপ্রকার বাক্য বিরতিই সম্যক্-বাক্য নামে গণ্য। প্রাণী-হত্যা, চুরি, অবৈধ কামাচার (ব্যভিচার), এই ত্রিবিধ কর্ম বিরতিকে সম্যক্-কর্ম বুঝায়। অস্ত্র, বিষ, নেশা, প্রাণী ও মাছ-মাংস এই পঞ্চবিধ বাণিজ্য পরিত্যাগ করিয়া সৎ-শুদ্ধ জীবিকার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করাই সম্যক্-জীবিকা। অনুৎপন্ন পাপ অনুৎপাদনের চেষ্টা, উৎপন্ন পাপ বিনাশের চেষ্টা, অনুৎপন্ন পুণ্য উৎপাদনের চেষ্টা এবং উৎপন্ন পুণ্য সংরক্ষণ করাকে সম্যক্-ব্যায়াম বলে। কায়ে-কায়ানুদর্শন, বেদনায়-বেদনানুদর্শন, চিত্তে-চিত্তানুদর্শন ও ধর্মে-ধর্মানুদর্শন এই চারি স্মৃতি-প্রস্থানকে সম্যক্-স্মৃতি বুঝায়। প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যান এই চারি প্রকার ধ্যান স্তর হইতে যে কোনটি প্রাপ্ত হইলেই সম্যক্-সমাধি বুঝায়।

উপরোক্ত অষ্টাঙ্গ সমন্বিত আর্যমার্গে রহিয়াছে শীলের সাধনা, সমাধির ভাবনা ও প্রজ্ঞার অনুশীলন। সম্যক্-বাক্য, সম্যক্-কর্ম ও সম্যক্-জীবিকা শীলের অন্তর্ভূক্ত। সম্যক্-ব্যায়াম, সম্যক্-স্মৃতি ও সম্যক্-সমাধি; সমাধির ভাবনার অন্তর্গত। সম্যক্-দৃষ্টি ও সম্যক্-সংকল্প প্রজ্ঞানেরই অনুশীলন। এই উক্ত নীতি ধর্ম দ্বারাই প্রপঞ্চ উপশান্ত হয়, অভিজ্ঞা ও সম্বোধি লাভ হয়, নির্বাণ সাক্ষাৎকার ঘটে।

(৫) প্রশ্ন ঃ- পাঁচ নামে কি? **উত্তর ঃ-** পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ।

ইহার ভাবার্থ ঃ- স্কন্ধ শব্দের অর্থ সমষ্টি। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। এই পাঁচটি বিষয়ের সমষ্টিকে পঞ্চস্কন্ধ বলা হয়।

উপাদান অর্থ- উপ+আদান=উপাদান বা দৃঢ় আসক্তি। অর্থাৎ তৃষ্ণা বিষয়াদিতে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইয়া দৃঢ়ভাবে চিত্তে গ্রহণ করাকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপদান বলা হয়। অথবা মনের বুভূক্ষ উদ্দাম অতৃপ্তি বাসনা উপাদান নামে অভিহিত। এইস্থলে 'উপাদান' অর্থে উপকরণ যা অবিদ্যা তৃষ্ণাদি দশবিধ ক্লেশের (রিপুর) উৎপত্তিস্থান বা আশ্রয়ভূত রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান স্কন্ধ এই পঞ্চস্কন্ধই পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ নামে কথিত হয়। 'সঙ্খিত্তেন পঞ্চুপদানক্খন্ধা দুক্খা' অর্থাৎ সংক্ষেপতঃ এই পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ দুঃখ।

পঞ্চ উপাদান স্কন্ধে তাৎপর্য

এই উপাদান পঞ্চক কোথায় উৎপন্ন হয়? কোন বস্তুতে আকৃষ্ট হয়? এই রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান অর্হৎগণের মধ্যেও বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এই পাঁচটি উপাদান রূপে ক্ষীণাসবের নিকট বিদ্যমান থাকে না। এই কারণে স্কন্ধ পঞ্চক সাসব ও অনাসব ভেদে স্বভাবতঃ প্রকট হয়। কোন বস্তুকে আকৃষ্ট করাই উপাদানের ধর্ম। তাহা কোন্ নিয়মে আকর্ষণ করে, তাহা বলা হইতেছে। কোন কিছুর দর্শন ক্ষণে চক্ষু, বর্ণ, চক্ষু বিজ্ঞান, স্পর্শ ও বেদনা– এই পাঁচটির যুক্তাবস্থাকে দর্শন ক্ষণ বলে। এখানে চক্ষু ও বর্ণ রূপস্কন্ধ। চক্ষু-বিজ্ঞান বিজ্ঞানস্কন্ধ। চক্ষু, বর্ণ ও চিত্ত সংস্কারস্কন্ধ। সুখ, দুঃখ, উপেক্ষাদি বেদনাই বেদনাস্কন্ধ। কোন বস্তু দর্শনকালে আকৃতি বিষয়ক যাহা ধারণা জন্মে, তাহা সংজ্ঞাস্কন্ধ।

আমি দেখিতেছি বলিয়া ধারণা করাই-ত উপাদান। সেই কারণে 'সঙ্খিতেন পঞ্চপদানক্খন্ধা দুক্খা' অর্থাৎ সংক্ষেপত পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ দুঃখ-সম্ভূত বলিয়া ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রে বুদ্ধ স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন। দর্শন-ক্ষণেই পঞ্চস্কন্ধের উপলব্ধি হয়। এমনকি দাঁড়ানে, গমনে, উপবেশনে ও শয়নে পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের অনুভূতি অনিবার্য। ইহাতে উদয়-বিলয় অবস্থা স্বভাবতঃ সূচিত হয়। সাধারণতঃ ইহা জন্ম ও মৃত্যুক্ষণ। এই গুলিও দুঃখসত্যে পরিগণিত। তবে দুঃখ উপলব্ধি হয় না কেন? মনে করুন কোন কিছু দেখে আমার চক্ষে যখন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কোন উপদ্রবের সৃষ্টি যদি না হয়, তখন আমি দুঃখ বেদনা অনুভব করি না, তদনুরূপ স্বভাবতঃ কোন উপসর্গের উৎপত্তিতে যে দুঃখ অনুভূত হয়, তাহা দুঃখসত্যে পরিণত নহে। বিনা উপসর্গে ষড়েন্দ্রিয়ে স্বভাবতঃ দুঃখের কারণ উপলব্ধি হয়, তাহাই দুঃখসত্য বলে গৃহীত। সাধক সুস্থ শরীরে মানস্‌পটে এই কারণ অনুভব করিয়া দুঃখসত্যের অস্তিত্ব পরিজ্ঞাত হইবেন।

পূর্বে যে দুঃখ বোধ হয় নাই, তাহা একমাত্র অবিদ্যার কারণে; পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ যে দুঃখের মূলীভূত কারণ, উহাকে দুঃখসত্যের দিক্‌দিয়া মনশ্চক্ষে না দেখিলে বা চিন্তাময় জ্ঞানে বিচার না করিলে দুঃখের উপলব্ধি হয় না, এই অনুভূতির দরুণ পুনরায় জন্ম প্রভৃতি দুঃখের আবির্ভাব হয়। তাই বলা হইয়াছে;–

'পঞ্চস্কন্ধকে যে ভালবাসে, দুঃখকে সে বাসে ভাল।
দুঃখকে যে ভালবাসে, দুঃখ হ'তে চিরকাল;
মুক্তি কভুনাহি লভে, কহে বুদ্ধ ভগবান,
তাই পঞ্চস্কন্ধে প্রেম নাহি কর হে ধীমান।

কাজেই আগন্তুকভাবে জন্ম-জরা প্রভৃতি দুঃখের অবসান সত্যবোধের দিক্‌দিয়া বিদর্শন ভাবনাযোগে প্রত্যক্ষ করা সমীচিন।

বিদর্শন-জ্ঞানের ভূমি ভাগের মধ্যে "পঞ্চ-স্কন্ধ"ই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "পঞ্চ-স্কন্ধ" কি বুঝিতে না পারিলে বিদর্শন-জ্ঞান আয়ত্ত্ব করা কঠিন। নিম্নে পঞ্চ-স্কন্ধের পরিচয় দেওয়া হইল।

পঞ্চ-স্কন্ধের পরিচয় ঃ–

পূর্বেই বলা হইয়াছে– রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পাঁচটি বিষয়ের সমষ্টিকে পঞ্চ-স্কন্ধ বলা হয়। অর্থাৎ রূপ-স্কন্ধ, বেদনা-স্কন্ধ, সংজ্ঞা-স্কন্ধ, সংস্কার-স্কন্ধ ও বিজ্ঞান-স্কন্ধ।

রূপ-স্কন্ধের পরিচয় ঃ– আমাদের এই শরীরে কর্ম, চিত্ত, ঋতু ও আহার দ্বারা বর্দ্ধিত চারিপ্রকার ধাতু বিদ্যমান। যথাঃ– পৃথিবী-ধাতু, আপ্-ধাতু, তেজ-ধাতু ও বায়ু-ধাতু। চারি "মহাভূত" ইহাদেরই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নামান্তর। ইহাদের আশ্রয়ে উৎপন্ন বর্ণ, গন্ধ, রস, ওজঃ, চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, হৃৎপিণ্ড, লিঙ্গাত্ব, জীবিতেন্দ্রিয় রূপ ও চিত্তের দ্বারা সমুত্থিত শব্দ, এই সতের প্রকার রূপ বস্তু বিদর্শন–ভাবনার যোগ্য। এই সমস্ত বস্তু–রূপ গুলি চিত্তের দ্বারা সংস্পর্শনের উপযোগী, এইজন্য ইহাদিগকে নিষ্পন্ন রূপ বলে। কায়–বিজ্ঞপ্তি, বাক্–বিজ্ঞপ্তি, আকাশ ধাতু, রূপের লঘুতা, মৃদুতা, কর্মণ্যতা, উপচয়, বর্তন, জড়তা ও অনিত্যতা এই দশবিধ রূপ সংস্পর্শনের উপযোগী নহে বলিয়া ইহারা অনিষ্পন্ন রূপ নামে অভিহিত। এই অনিষ্পন্ন রূপাদির আকার বিকারাদি আছে বলিয়া ইহারা "রূপ" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রকারের সাতাইশ(২৭) প্রকার রূপকে "রূপ–স্কন্ধ" বলে। যাহার সঙ্কোচন, প্রসারণাদি বিকার আছে তাহাই "রূপ"। "রূপ" সাধারণ অর্থে জড়পদার্থ বিশেষ। চারি মহাভূত জড়–পদার্থের মৌলিক উপাদান।

বিস্তৃতি, কাঠিন্য, কোমলতা, সংসক্তি, তাপ ও গতিশীলতা ইহারা জড় পদার্থের বিভিন্ন এবং বিশিষ্ট গুণ। পৃথিবী ধাতুতে– কাঠিন্য ও কোমলতা এবং বিস্তৃতি; আপ্–ধাতুতে– সংসক্তি; তেজ–ধাতুতে– তাপ এবং বায়ু–ধাতুতে– বেগ ও গতিশীলতার আধিক্য বিদ্যমান। পৃথিবী শব্দের দ্বারা কেহ যেন আমাদের বাসভূমি বলিতে এই পৃথিবীকে না বুঝেন। অবশ্য পৃথিবীটাও জড়–পদার্থ এবং ইহার অন্যান্য গুণের সহিত "পৃথিবী–ধাতু" গুণও ইহাতে বিদ্যমান আছে।

জড়ের সংসক্তি গুণের দ্বারা জড় পুঞ্জীভূত হইতে পারে। জল তরল পদার্থ। ইহা দ্বিধা বিভক্ত হইলেও স্বতঃই পুনঃ একীভূত হয়। ইহা সংসক্তির গুণ এবং জলেই ইহা বিশেষভাবে প্রকটিত হয়। এইজন্য এই সংসক্তির দার্শনিক নাম "আপ্–ধাতু"। আপ্ অর্থে বন্ধন। এই আপ্–ধাতু বা সংসক্তি যেমন জলে, তেমনি লৌহ–দণ্ডে সুবর্ণখণ্ডেও বিদ্যমান।

"তাপ" জড়ের আর একটি গুণ। তাপহীন কোন পদার্থ নাই। উষ্ণ এবং শীতল তুলনামূলক অবস্থা মাত্র। ইহার দার্শনিক নাম "তেজ–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধাতু"। দগ্ধ, উত্তপ্ত, আলোকিত ও পরিপক্ক করিবার ক্ষমতাই তেজ-ধাতুতে বিদ্যমান।

যাহা প্রবাহিত হয়, অর্থাৎ গতিশীল তাহাই বায়ু। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ইহাদের বায়ু-ধাতু গুণেই ইহারা স্ব স্ব কক্ষে ঘুরিতেছে। আমাদের দেহ, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হস্ত, পদাদি ও মন, গতিশীলতা বায়ু-ধাতু আছে বলিয়াই ইচ্ছামত পরিচালনা করিতে পারি। জড়-পদার্থের যদি এই গুণ না থাকিত, তবে গতিবেগ, চলন-শীলতা, বায়ু-প্রবাহ, জোয়ার-ভাটা ইত্যাদি কাজ সম্ভব হইত না। এই বায়ু-ধাতু তেজ-ধাতুর সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং উত্তাপের উৎপাদক। জড়ের এই গুণ চতুষ্টয় পরস্পর আশ্রিত, সহজাত ও সম্বন্ধভূত এবং বর্ণ, গন্ধ, রস ও ওজের সহিত সংযুক্ত, এই সংযোগের মাত্রাধিক্যানুসারে জড় বিভিন্ন অবস্থা ও বিভিন্ন আকার প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেক জড়-পদার্থে বিশেষভাবে অষ্টকলাপ বলিয়া কথিত চারি মহাভূত এবং বর্ণ, গন্ধ, রস ও ওজঃ বিদ্যমান। ইহারা পরস্পর অবিভাজ্য। কোন জড়-পদার্থ যতই ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম হউক না কেন এই অষ্টকলাপের সংমিশ্রণ ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না।

পরিপক্ক ব্যঞ্জনাদির (তরকারী) উদাহরণে আমরা এই অষ্টকলাপের সংমিশ্রণ সহজেই অনুধাবন করিতে পারি। কোন একটা ব্যঞ্জন পাক করিতে হইলে আনুষঙ্গিক মসলাদি নানা উপকরণের প্রয়োজন হয়। যেমন জল, লবণ, ঘৃত, লঙ্কা, হলুদ, জিরা, ধনে, এলাচ, লবঙ্গ ইত্যাদি। ইহাদের পরস্পর সংমিশ্রণে ব্যঞ্জন পরিপক্ক হয় এবং ইহার প্রত্যেক অংশে মসলাদি এমন ভাবে সংমিশ্রণ হইয়া থাকে যে, উহাদিগকে আর পৃথক করা সম্ভবপর হয় না। প্রত্যেক জড়-পদার্থের পরিপক্ক ব্যঞ্জনের ন্যায় উক্ত অষ্টকলাপ অবিচ্ছেদ্য ভাবে বিদ্যমান থাকে। এই "রূপ" সন্তুতি অতীত, বর্তমান, অনাগত যে কোন কালের হউক না কেন অহরহ পরিবর্তিত হইতেছে। এইজন্যই বলা হইয়াছে;- "বিরূপতী'তি রূপং"। দৈহিক, বাহ্যিক, স্থূল, সূক্ষ্ম, হীন, প্রণীত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দূরের বা নিকটের যে কোন প্রকার "রূপ" হউক না কেন, সবই পরিবর্তনশীল। "রূপের" স্বাভাবিক লক্ষণ পরিবর্তনশীলতা। "বুদ্ধ বলিয়াছেন;– 'রূপক্খন্ধো অনিচ্চা দুক্খ অনত্তা' অর্থাৎ রূপস্কন্ধ নিত্য পরিবর্তনশীল বলিয়া অনিত্য। যাহা নিত্য পরিবর্তনশীল বলিয়া অনিত্য, তাহাতে দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তদ্ধেতু রূপস্কন্ধ দুঃখময় বলিয়া দুঃখ। নিত্যপরিবর্তনশীল বলিয়া তাহাতে আমি বা আমার বলিয়া এই দাবী অযৌক্তিক, সুতরাং রূপস্কন্ধ আত্মহীন বলেই অনিত্য, অনাত্ম বা অসার।

বেদনা–স্কন্ধের পরিচয় ঃ– বেদনা বা অনুভূতি সাধারণতঃ পাঁচ (৫) প্রকার। যথাঃ– সুখ–বেদনা, দুঃখ–বেদনা, উপেক্ষা–বেদনা, সৌমনস্য–বেদনা ও দৌর্মনস্য–বেদনা। এই পঞ্চবিধ বেদনা অবস্থা ভেদে, কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর চিত্তের সঙ্গে উৎপন্ন হইয়া থাকে। "বেদয়তি, আরম্মণ–রসং অনুভবতীতি বেদনা।" স্পৃষ্ট আলম্বনাদির "রস–বোধই" বেদনা। আলম্বনের রসানুভব ইহার কৃত্য। যদি কেহ কোন আলম্বন অনুভব করে সে উহা আস্বাদের সহিত বা বিস্বাদের সহিত অথবা স্বাদ–বিস্বাদহীন মধ্যস্থ ভাবে গ্রহণ করে। সুখ, দুঃখাদি উক্ত পাঁচ প্রকার বেদনা রাশির সমষ্টিই "বেদনা–স্কন্ধ"। অন্তরায়তন ও বহিরায়তনাদির সংযোগ হইলেই বেদনাদির উদ্ভব হয়।

সংজ্ঞা–স্কন্ধের পরিচয় ঃ– কোন আলম্বন বা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় চক্ষু, শ্রোত্র ইত্যাদি ইন্দ্রিয় পথে যে ভাবে প্রতিভাত হয়, সে ভাবে জানাই সংজ্ঞা। যদ্বারা এক আলম্বন হইতে অন্য আলম্বনকে পৃথক করিয়া চিনিতে পারা যায় এবং আলম্বনে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে সংজ্ঞা বলে। চক্ষু–শ্রোত্র–ঘ্রাণ–জিহ্বা–কায় ও মন সংস্পর্শ হইতে সংজ্ঞার উদয় হয়, সুতরাং উৎপত্তির কারণ ভেদে সংজ্ঞা ছয় (৬) প্রকার। অতীত, বর্তমান ও অনাগত যে কোন কালে অভ্যন্তরস্থ বা বাহ্যিক স্থূল, সূক্ষ্ম, হীন, প্রণীত, দূরের বা নিকটের যে কোন বস্তু আলম্বনাদির সহিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ইন্দ্রিয়াদির যখন সংস্পর্শ ঘটে তখন সেই সংস্পর্শন-জনিত বস্তুর আকার আকৃতি বিষয়ক প্রাথমিক জ্ঞানের নাম সংজ্ঞা।

উপমা প্রয়োগে আমরা সংজ্ঞার কার্য সহজে বুঝিতে পারি। অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, কোন দোকান গৃহের খোলা জায়গা ঢাকিয়া রাখিবার জন্য কেহ কেহ আলগা কাঠের (তক্তার) ব্যবস্থা করে। ঐ সকল তক্তা পর পর খাটাইবার সুবিধার জন্য উহাতে নম্বর বা মার্কা দেওয়া হয়। কর্মচারীরা দরজা খুলিবার বা বন্ধ করিবার সময় ঐ মার্কা বা চিহ্ন দেখিয়া উহা যথাস্থানে স্থাপন করে। এইস্থলে তক্তার চিহ্ন বা নম্বর সংজ্ঞার জ্ঞাত করাইবার লক্ষণ বা চিহ্ন স্বরূপ। সংজ্ঞার দ্বারা কোন্ নম্বরের তক্তা কোথায় স্থাপন করিতে হইবে, মাত্র ইহাই জানা যায়। সংজ্ঞার সাহায্যে ইহার অধিক জ্ঞান হয় না। চিহ্নিতকরণ ইহার রস। চিহ্ন দ্বারা ইহার অবস্থান জানা প্রত্যুপস্থান এবং আকৃতি ও নম্বরের দ্বারা আলম্বনকে পৃথককরণ সংজ্ঞার পদস্থান। "বেদনা-স্কন্ধ ও সংজ্ঞা-স্কন্ধ" সর্বচিত্ত সাধারণ চিত্ত-বৃত্তি সমূহের অন্তর্গত। ইহারা স্থূল-বুদ্ধি-গ্রাহ্য বলিয়া ইহাদিগকে "স্কন্ধ" হিসাবে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। সুখ ও দুঃখ বেদনাদি সহজেই অনুভব করা যায়। সংজ্ঞাও তদ্রূপ স্থূল-বুদ্ধির সাহায্যে অনুভব করা যায়। বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি উদ্ভিদ এবং মনুষ্য, দেবতা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি নানা জাতীয় নানা শ্রেণী জীবের বিভিন্নতা প্রতিপাদন করিবার জন্য ইহাদের এক একটি সংজ্ঞা বা নাম দেওয়া হইয়াছে। ব্যবহারিক নিয়মে যে পদার্থের যেইরূপ নামকরণ বা সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে, সেই পদার্থ সেই নামেই পরিচিত হয়। এই পরিচয় বিধানই সংজ্ঞার ক্রিয়া।

সংস্কার-স্কন্ধের পরিচয় ঃ- পরমার্থ সত্যানুযায়ী চিত্ত-বৃত্তি সমূহ বায়ান্ন (৫২) প্রকার। বেদনা ও সংজ্ঞা ব্যতীত অবশিষ্ট পঞ্চাশ(৫০) প্রকার চিত্ত-বৃত্তি সমূহকে "সংস্কার" বলে। চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন-সংস্পর্শ হইতে চিত্ত-বৃত্তি বা চেতনার উদ্ভব হয়। অতীত, অনাগত ও বর্তমান অভ্যন্তরস্থ কিংবা বাহ্যিক স্থূল, সূক্ষ্ম, হীন, প্রণীত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দূরস্থ বা নিকটস্থ কামাবচরাদি চতুর্বিধ ভূমির চেতনা রাশির সমষ্টিগত নাম "সংস্কার স্কন্ধ"। কুশল, অকুশল, আনেঞ্জা, কায়, বাক্য ও চিত্ত সংস্কার ভেদে সংস্কার ছয় (৬) প্রকার। কর্মকে সাধারণতঃ সংস্কার বলা হয়। "চেতনাহং ভিক্খবে কম্মং বদামি।" "কর্ম ও সংস্কারের" প্রভেদ তাহা হইলে কি প্রকারে বুঝিতে হইবে? সাধারণতঃ অতীতের যে সকল কর্ম করা হইয়াছে এবং অনাগতে যে সকল কর্ম করা হইবে, সেই সকল কর্মের সমষ্টিকে "সংস্কার" এবং বর্তমান কর্ম প্রবাহকে "কর্ম" নামে অভিহিত করা হয়।

বিজ্ঞান-স্কন্ধের পরিচয় ঃ- একাশি (৮১) প্রকার লৌকিক চিত্ত লইয়া "বিজ্ঞান-স্কন্ধ" গঠিত। চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান, মনো-ধাতু ও মনো-বিজ্ঞান-ধাতু এবং লৌকিক চিত্ত সমূহের সমষ্টিগত নাম বিজ্ঞান-স্কন্ধ।

কামজগতে কাম-কুশল চিত্ত দ্বারা শীলের বিশুদ্ধি সাধন। সেইরূপ রূপ-জগতে রূপ-কুশল চিত্ত দ্বারা এবং অরূপ জগতে অরূপ-কুশল চিত্ত দ্বারা চিত্তের বিশুদ্ধি সম্পাদিত হয়। এই শীল-বিশুদ্ধি ও চিত্ত-বিশুদ্ধি প্রজ্ঞার মূল। সাধক এইরূপে পঞ্চ-স্কন্ধের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে বিদর্শনের মূল তত্ত্ব জানিতে সমর্থ হন।

উপমা দ্বারা পঞ্চস্কন্ধের পরিচয়

উপমা ও উপমেয় বশে পঞ্চ-স্কন্ধকে বিভক্ত করিয়া তথাগত বুদ্ধ ও পরবর্তী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ ইহাদের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার সহজ উপায় নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। যেমন খন্ধক বগ্গে বলা হইয়াছে;-

ফেন-পিণ্ডোপমং রূপং বেদনা বুব্বুলোপমা;
মরীচিকূপমা সঞ্ঞা, সংখারা কদলূপমা।
মায়ূপমঞ্চ বিঞ্ঞানং দেসিতাদিচ্চ বন্ধুনা॥

রূপ-স্কন্ধ ঃ- "রূপ" ফেন-রাশির মত। ফেন-রাশিতে যেমন সার পদার্থ কিছুই নাই, হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবা মাত্র জলে পরিণত হয়, কোনও প্রকার পরিমর্দন সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ চারি মহাভূত ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপাদান সমন্বিত আমাদের এই "রূপ" উপাদান-স্কন্ধেও সার পদার্থ কিছুই নাই। ইহারা জড় পদার্থ বিশেষ।

বেদনা-স্কন্ধ ঃ- "বেদনা" জল বুদ্‌বুদের মত মুহূর্তকাল স্থায়ী থাকে। চক্ষু-সংস্পর্শ বেদনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শ বেদনাদি ছয় প্রকার বেদনা বস্তু-আলম্বনাদির সংস্পর্শে প্রতি মূহুর্তে নানাবিধ বেদনার সৃষ্টি করিয়া প্রতি মূহুর্তে লয় প্রাপ্ত হয়।

সংজ্ঞা-স্কন্ধ ঃ- সংজ্ঞা বিভ্রান্তকর মরীচিকার ন্যায়। মরুভূমির বালুকারাশি যেমন পথিকিকে জলভ্রমে বিভ্রান্ত করে, তদ্রুপ মানব অবিদ্যাবলে এই পঞ্চ-স্কন্ধকে যথার্থভাবে গ্রহণ না করিয়া বিভ্রান্ত হইতেছে এবং তজ্জন্য নিরন্তর দুঃখের কবলে পতিত হইয়া ভীষণ দুঃখ ভোগ করিতেছে।

বন-জঙ্গল সন্নিহিত শস্যক্ষেত্রের শস্যাদি বন্য মৃগাদির কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য ক্ষেত্র-স্বামী "তৃণ-মানব" এবং একটি মাটির কলসীতে সাদা ও কাল রংয়ের প্রলেপ দিয়া মুখাবয়ব রঞ্জিত করতঃ হাতে শর ও ধনু দিয়া "তৃণ-মানবটিকে" শস্য ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে স্থাপন করে। বন্য মৃগ-দল শস্য খাইতে আসিয়া ক্ষেত্রে ঐ "তৃণ-মানবকে" প্রকৃত মানব জ্ঞানে মৃত্যুভয়ে শস্য না খাইয়া পলায়ন করে। "তৃণ-মানব" যেমন প্রকৃত মানবরূপে মৃগদিগকে বিভ্রান্ত করে, তদ্রুপ রূপ-বেদনাদি সংস্কার-ধর্ম সমূহ অবিদ্যার দ্বারা মানবকে প্রতিনিয়ত বিভ্রান্ত করিতেছে। বিভ্রান্ত করাই সংজ্ঞার কার্য।

সংস্কার-স্কন্ধ ঃ- সংস্কার কদলী বৃক্ষ সদৃশ। ইহার সর্বাঙ্গ বাকলে পরিপূর্ণ। এক একটি করিয়া সমস্ত বাকল অপসৃত করিলেও কদলী বৃক্ষে সার বস্তু কিছুই পাওয়া যাইবে না। সংস্কার-স্কন্ধও তদ্রুপ অসার। স্পর্শ, চেতনা, বিতর্ক, বিচার প্রভৃতি চিত্ত-বৃত্তিসমূহ একটার পর একটা করিয়া বহুবর্ষ ধরিয়া বিচার করিয়া দেখিলেও অনিত্য, দুঃখ, অন্তর্গত অনাত্ম ব্যতীত ইহাতে নিত্য, সুখ ও আত্মা বলিয়া কোন সার পদার্থ পাওয়া যাইবে না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিজ্ঞান-স্কন্ধ ঃ- বিজ্ঞান মায়ার ন্যায়। যাদুকরেরা যেমন যাদুবিদ্যাবলে দর্শকদিগকে প্রবঞ্চিত করে, অবিদ্যা-প্রভাবে মানবের মিথ্যাদৃষ্টি ও চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মনোবিজ্ঞান সম্বলিত "নাম-রূপ"কে সত্ত্ব ও জীবরূপে প্রবঞ্চিত করিতেছে।

দ্বিতীয় উপমা

যেমন কোন রোগী রোগাক্রান্ত হইয়া আরোগ্য লাভের আশায় চিকিৎসালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। রসনার তৃপ্তির জন্য রোগী চিকিৎসকের আদেশ অমান্য করিয়া গোপনে কুপথ্য সেবন করতঃ আরোগ্যর পরিবর্তে তথায় আরও দীর্ঘকাল নানাপ্রকার রোগযন্ত্রণা ও অশান্তি ভোগ করে। তেমনি পঞ্চ-স্কন্ধ বিশিষ্ট সত্ত্বগণও কাম ও রূপ জগতের মোহে আকৃষ্ট হয় এবং পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করতঃ অনন্ত দুঃখ ভোগ করে। রোগীর কুপথ্য সেবনের ন্যায়, অকুশল কর্ম করিয়া তাহার দুঃখের পরিমান বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এইস্থলে-

"রূপ-স্কন্ধ" ঃ- চিকিৎসালয় সদৃশ। বিজ্ঞানী ভব-দুঃখ উপশমনের জন্য দ্বারালম্বনাদির সাহায্যে রূপ-স্কন্ধের আশ্রয় লইয়া থাকে।

"বেদনা-স্কন্ধ" ঃ- রোগ সদৃশ। চক্ষুর সহিত রূপের, কর্ণের সহিত শব্দের, নাসিকার সহিত গন্ধের, জিহ্বার সহিত রসের, কায়ার সহিত স্পর্শের এবং মনের সহিত ধর্মের সংমিশ্রণে সুখ, দুঃখ, উপেক্ষা বেদনামূলক রোগের উৎপত্তি হয়।

"সংজ্ঞা-স্কন্ধ" ঃ- রোগোৎপত্তির কারণ সদৃশ। বাতপিত্তাদি কূপিত হইলে যেমন নানাবিধ রোগোৎপত্তির কারণ হয়, তদ্রূপ রূপ-সংজ্ঞা, শব্দ-সংজ্ঞাদির সংস্পর্শে, "সংজ্ঞা" সুখ-দুঃখাদি বেদনা উৎপাদনের হেতু হয়।

"সংস্কার-স্কন্ধ" ঃ- কুপথ্য সদৃশ। কুপথ্য সেবনে যেমন রোগ বৃদ্ধি হয়, লোভ, দ্বেষ, মোহাদি সংস্কার-সমূহের সংস্পর্শেও চিত্ত দূষিত হইয়া যায়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"বিজ্ঞান-স্কন্ধ" ঃ- রোগী সদৃশ। দ্বারালম্বনাদির সাহায্য "বিজ্ঞান" কাম-রাগাদি উৎপন্ন করিয়া রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং নিরতিশয় দুঃখ ভোগ করে।

তৃতীয় উপমা

যেমন কোন অপরাধী চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি ঘৃণিত দুষ্কর্ম করিলে বিচারালয়ে কারাদন্ড প্রাপ্ত হয় এবং কারাগারে থাকিয়া বিবিধ প্রকারে লাঞ্ছিত হয় ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, তদ্রুপ আমাদের এই পঞ্চ-স্কন্ধ-রূপ দেহকেও চারক, কারণ, অপরাধ, কারণ-কারক ও অপরাধী ভেদে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া ক্রমবর্দ্ধমান দুঃখের আবাস স্থল বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

"চারক"- রূপ-স্কন্ধ। ইহা কারাগার সদৃশ। কারাগার যেমন নানাবিধ উপকরণের সাহায্যে নির্মিত হইয়া থাকে, তেমনি আমাদের এই ভৌতিক দেহও অস্থি, মাংস ও লোহিত প্রভৃতি নানা প্রকার বস্তুরূপের সংযোগে গঠিত হইয়াছে। এই দেহ কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া চারি অরূপ-স্কন্ধ আপন আপন কার্য সমাধা করিতেছে।

"কারণ"- বেদনা-স্কন্ধ। ইহা শাস্তি সদৃশ। চক্ষু-শ্রোত্র আদি ইন্দ্রিয়ের সহিত রূপ-শব্দাদি বহিরায়তনের সংযোগ ঘটিলেই বেদনা-স্কন্ধের উদয় হয়। অপরাধীকে যেমন কারাগারে শাস্তি ভোগ করিতে হয়, বেদয়িতকেও তদ্রুপ বেদনামূলক শাস্তি ভোগ করিতে হয়।

"অপরাধ"- সংজ্ঞা-স্কন্ধ স্বরূপ। চক্ষু, শ্রোত্র ও রূপ শব্দাদি সংস্পর্শ দ্বারা উৎপন্ন সংজ্ঞাকে এখানে অপরাধরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। বিজ্ঞান ইহাদের সংস্পর্শে কামারাগাদি দোষে দুষ্ট হইলেই অপরাধীরূপে পরিগণিত হয়।

"কারণ-কারক"- সংস্কার-স্কন্ধের ন্যায়। ইহাকে কারারক্ষকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কারারক্ষকরূপী সংস্কারের পরিচালনায় "বিজ্ঞান" কুশলাকুশল কর্মে নিয়োজিত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"অপরাধী"— বিজ্ঞান-স্কন্ধ স্বরূপ। অপরাধীর কারণেই যেমন শাস্তি, কারাগার, কারারক্ষী এবং অপরাধ সমূহের উৎপত্তি হয়, অনুরূপভাবে 'বিজ্ঞান' অকুশল সংস্কারের সংস্পর্শে দুষ্ট হইলে কামভবে আবদ্ধ হইয়া নানাপ্রকার শাস্তি ভোগ করে এবং দুঃখিত ও লাঞ্ছিত হয়।

চতুর্থ উপমা

"সব্বে সত্তা আহারট্ঠিতিকা"। সমস্ত প্রাণী আহারের উপর নির্ভরশীল। আহার সংস্থান করা, খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা, ভোজন, পরিবেশন ইত্যাদি সমস্তই দুঃখ জনক এবং ইহা পঞ্চস্কন্ধ দ্বারা পরিচালিত। দার্শনিকগণ ইহাদিগকে ভাজন-ভোজন-ব্যঞ্জন-পরিবেশক ও ভোজক-রূপে কল্পনা করিয়া সহজ পরিচয়ের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

ভাজন— 'ভাজনকে' রূপ-স্কন্ধের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ভাজনাদিতে যেমন খাদ্যদ্রব্যাদি রক্ষিত হইয়া থাকে, এই 'রূপ-স্কন্ধ' ভাজনে ও বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার ও বিজ্ঞানাদি অরূপ-স্কন্ধ সমূহ রক্ষিত হইয়া থাকে।

ভোজন— ইহা বেদনা-স্বরূপ। ভোজক যেমন রসনার তৃপ্তি সাধনের জন্য বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ আহার গ্রহণ করিয়া সুখ ও দুঃখ বেদনায় জড়িত হয়, চক্ষু-শ্রোত্র বিজ্ঞানাদিও তদ্রূপ বিভিন্ন দ্বারপথে ইষ্টানিষ্ট আলম্বনাদি গ্রহণ করিয়া সুখ ও দুঃখ বেদনায় জড়িত হয়।

ব্যঞ্জন— ইহা সংজ্ঞা-স্কন্ধ স্বরূপ। বিভিন্ন ব্যঞ্জনাদি পরিভোগ যেমন বিভিন্ন আস্বাদ আস্বাদন করা হয়, তদ্রূপ রূপ-সংজ্ঞা শব্দ-সংজ্ঞাদি বিভিন্ন আলম্বনের সংস্পর্শে বিভিন্ন সংজ্ঞার উদ্ভব হয়।

পরিবেশক— সংস্কার-স্কন্ধ সদৃশ। পরিবেশক যেমন বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য পরিবেশন করে, সংস্কারও সেইরূপ বিবিধ প্রকারে চিত্তকে ভাব পরিবেশন করে।

ভোজক— ভোজন বিজ্ঞান-স্কন্ধ স্বরূপ। ভোজক যেমন বিবিধ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হয়, বিজ্ঞানও তদ্রূপ বেদনা-সংজ্ঞা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংস্কারাদি চিত্ত-বৃত্তি সমূহের সহযোগে, নিত্য নূতন নূতন 'নাম-রূপ' গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হয়। 'বিজ্ঞান' 'নাম-রূপ' আহরণ করে।

এইভাবে উপমা প্রয়োগে পঞ্চ-স্কন্ধের স্বরূপ অনেকটা পরিস্ফুষ্ট করা হইয়াছে। এখানে প্রথম উপমা দ্বারা পঞ্চস্কন্ধকে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মরূপে এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ উপমা দ্বারা পঞ্চ-স্কন্ধকে দুঃখময় বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে- আসক্তির অপর নাম উপাদান। ৫টি কারণে ইহার উৎপত্তি। (১) চক্ষু ও বর্ণ- রূপ-স্কন্ধ, (২) স্পর্শানুভূতি- বেদনা-স্কন্ধ, (৩) যাহা দেখিয়া, দেখিয়াছি বলিয়া ধারণা করে, তাহা- সংজ্ঞা-স্কন্ধ, (৪) চক্ষু-বর্ণ ও চিত্ত সংযোগে যে স্পর্শ, তাহা- সংস্কার-স্কন্ধ এবং (৫) যাহা চক্ষু বিজ্ঞান, তাহা- বিজ্ঞান-স্কন্ধ। 'সঙ্খিত্তেন পঞ্চুপাদানক্খন্ধা দুক্খা"। সংক্ষেপে এই পঞ্চউপাদান স্কন্ধই দুঃখোৎপত্তির মূল কারণ।

এই উপাদান বা আসিক্তর মুলোৎপাটনে অর্হৎগণের রূপস্কন্ধ মাত্র বিদ্যমান থাকে, রূপ-উপাদান স্কন্ধ থাকে না। অন্যান্য সকলের এই উপাদান বহুতা-ন্যূনতা ভেদে বর্তমান থাকে।

সাধক জানেন যে, ইহাই আমার রূপ; ইহাই আমার রূপ-সমুদয়, ইহাই আমার রূপের অবসান। অর্থাৎ আমার বর্তমান রূপ আছে, তাহা এই পরিমাণ, ইহার পরে আর রূপ নাই। এইভাবে প্রত্যেক পঞ্চ উপাদান স্কন্ধে স্বাভাবিক রূপকে স্মৃতি সহকারে-উপলব্ধি করিতে হইবে। এই কারণে অবিদ্যাদি নিরোধেই পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের চিরবসান। সাধক এই প্রকারে ২৮টি রূপ সমন্বিত রূপ উপাদান স্কন্ধের, ৫টি বেদনা সমন্বিত বেদনা উপাদান স্কন্ধের, ৬টি সংজ্ঞা সমন্বিত সংজ্ঞা-উপাদান স্কন্ধের, ৫০টি সংস্কার সমন্বিত সংস্কার উপাদান স্কন্ধের, ও ৮১টি লৌকিক চিত্ত সমন্বিত বিজ্ঞান-উপাদান স্কন্ধের স্ব স্ব স্বাভাবিক অবস্থা স্মৃতি সাধনায় উপলব্ধি করেন। এই পঞ্চ উপাদান-পুঞ্জই জন্মগ্রহণ রহস্য। এইগুলি প্রকৃষ্টরূপে অবগত হওয়াই স্মৃতি সাধনার মূল উদ্দেশ্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গুরুর উপদেশে কার্যত পরিচয় দিতে পারিলেই– এই হেতু সমূলে বিধ্বংস হয়। সকল সাধকদের প্রকৃষ্টরূপে এই কার্য–কারণ রহস্য অবগত হওয়া উচিত।

বির্দশন ভাবনা কালে এইরূপ প্রভৃতি অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম লক্ষণ ভেদে চিন্তাময় জ্ঞানে অবধারণ করিতে হয়। তদনুরূপ বেদনা প্রভৃতিও। পুনঃ পুনঃ এই "রূপ" আমার নহে, আমি রূপেতে অবস্থিত নহি ও "রূপ" আমার আত্মা নহে,– এই পরমার্থ সত্যকে দৃঢ়ভাবে চিন্তা করিতে হয়। পঞ্চস্কন্ধের প্রতি এই চিন্তা বলবতী হইলে কাম–ভব–দৃষ্টি–অবিদ্যা আসব যথাক্রমে ক্ষয় পাইতে থাকে।

৬। **প্রশ্ন ঃ**– ছয় নামে কি? **উত্তর ঃ**– ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন।

ইহার অর্থ ঃ– চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন আয়তন এই ছয় প্রকার আধ্যাত্মিক আয়তন অর্থাৎ ষড়ায়তন বা ষড়েন্দ্রিয়।

জীবের জৈবপ্রয়োজন আছে। সেই জৈবপ্রয়োজন সাধনের জন্য বহির্জগতের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ অনিবার্য। বাইরের সম্পর্ক ব্যতীত তাহার অস্তিত্ব সম্ভব নহে। তাই প্রাকৃতিক নিয়মানুসরণে মানসিক ও ভৌতিক দেহ (শরীর) লাভে দেহের সঙ্গে ছয় ইন্দ্রিয়দ্বার যুক্ত হইয়া যায়। এই ছয় ইন্দ্রিয়দ্বারকে বলা হয় ছয় আয়তন। তাই প্রতীত্য–সমুৎপাদ নিদানে উল্লেখ আছে নাম–রূপের কারণে ষড়ায়তন। ছয় আয়তন হচ্ছে– চক্ষু–আয়তন, শ্রোত্রায়তন, ঘ্রাণায়তন, জিহ্বায়তন, কায়ায়তন ও মনায়তন। আয়তন অর্থে উৎপত্তিস্থান বা উৎপত্তিক্ষেত্র বা উৎপত্তিভূমি বুঝায়। যথাক্রমে ইহারা চক্ষুবিজ্ঞানের উৎপত্তিক্ষেত্র, শ্রোত্রাবিজ্ঞানের উৎপত্তিক্ষেত্র, ঘ্রাণবিজ্ঞানের উৎপত্তিক্ষেত্র, জিহ্বাবিজ্ঞানের উৎপত্তিক্ষেত্র, কায়বিজ্ঞানের উৎপত্তিক্ষেত্র ও মনোবিজ্ঞানের উৎপত্তিক্ষেত্র।

চক্ষু–ইন্দ্রিয় ও দৃশ্যমান রূপের সংযোগে যে চিত্তোৎপত্তি হয়, ইহাকে বলে চক্ষু বিজ্ঞান।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শ্রোত্রেন্দ্রিয় ও শব্দ সংযোগে যে চিত্ত উৎপত্তি হয়, তাহা শ্রোত্রবিজ্ঞান।

ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও গন্ধ সংযোগে যে চিত্ত উৎপত্তি হয়, তাহা ঘ্রাণবিজ্ঞান।

জিহ্বা ও রস সংযোগে যে চিত্ত উৎপত্তি হয়, তাহা জিহ্বাবিজ্ঞান।

কায় ও স্পর্শ সংযোগে যে চিত্ত উৎপত্তি হয়, ইহাই কায়বিজ্ঞান।

মন ও মনোগোচর বিষয় বা আলম্বন সংযোগে যে চিত্ত উৎপত্তি হয়, তাহাই মনোবিজ্ঞান

এই ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন সমূহকে সুসংযত করিতে পারিলে দুঃখ হইতে বিমুক্তি লাভ সম্ভব।

৭। **প্রশ্ন** ঃ– সাত নমে কি? **উত্তর** ঃ– সপ্ত বোধ্যঙ্গ।

ইহার অর্থ ঃ– সপ্ত বোধ্যঙ্গ হচ্ছে সম্বোধি জ্ঞান লাভের অঙ্গ বিশেষ। সম্বোধি অর্থে চারিমার্গে জ্ঞান অধিগম বুঝায়। বুঝে বা বোধ করে বলিয়া বোধি। আরব্ধ বিদর্শক যোগাচার সেই সম্যক্–দৃষ্টি, সম্যক্–স্মৃতি আদি ধর্ম সামগ্রীর (বোধির) দ্বারা সত্য সমূহ বুঝে, প্রতিবিদ্ধ করে, কলুষ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হয়। কলুষ (ক্লেশ) সংকোচের অভাব হেতু ফল প্রাপ্তিতে বিকশিত হয়। সেই ধর্ম সামগ্রীর বোধি বা তাহার অঙ্গ বা কারণ সম্ভূত বলিয়া বোধ্যঙ্গ (বোজ্ঝঙ্গ)। "বোজ্ঝনক" সত্ত্বের (বোধ্যসত্ত্বের, ভবিষ্যতে যিনি বোধ লাভ করিবেন বা বুঝিবেন তাহার) অঙ্গ প্রশস্ত সুন্দর বোধ্যঙ্গ বলিয়া অথবা বোধি লাভের জন্য স্বয়ং আয়ত্ব করিতে হয় অর্থে বোধ জ্ঞান লাভের জন্য সহায়ক অঙ্গরূপে যেই সাতটি অঙ্গের অনুশীলন একান্ত আবশ্যক তাহা সপ্ত বোধ্যঙ্গ নামে অভিহিত। এই সপ্ত বোধ্যঙ্গের অনুশীলনে প্রকৃত সত্যোপলব্ধি সুনিশ্চিত হয়। মার–সেনা প্রমর্দনকারী বুদ্ধগণ সংসারচক্রে ভ্রমণকারী জীবগণের সকল দুঃখ বিনাশ করিবার জন্য এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ দেশনা করিয়াছেন। তাহা জ্ঞাত হইয়া ত্রিভব মুক্ত মহাপুরুষগণ জন্ম–জরা–ব্যাধি–মরণ ও ভয়রহিত নির্বাণে গমন করিয়াছেন। এবম্বিধ গুণসম্পন্ন এবং বিবিধ গুণ সমন্বিত মহৌষধ সদৃশ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ সর্বদর্শী মহামুনি বুদ্ধ কর্তৃক সম্যক্‌রূপে ব্যাখ্যাত, ভাষিত এবং বর্দ্ধিত ও কৃত হইয়াছে। এই সপ্তধর্ম অভিজ্ঞাজাত, আর্যমার্গ অবগত হওয়ার জন্য বোধিজ্ঞান অবগত করিয়া পরম সুখপ্রদ নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য একান্তই প্রয়োজন। আর ইহা কুমার প্রশ্নে উল্লেখিত সোপাক শ্রামণেরও অবগত হইয়াছেন বলিয়া ভগবান বুদ্ধের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন– 'সত্ত নাম কিং? সত্ত বোজ্ঝঙ্গা' অর্থাৎ সাত নামে কি বুঝায়? সপ্ত বোধ্যঙ্গ। সেই সাতটি হচ্ছে– স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রশ্রব্ধি, সমাধি ও উপেক্ষা বোধ্যঙ্গ।

(১) স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ঃ– স্মৃতি বোধ্যঙ্গ বা বোধির অঙ্গ বলিয়া স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ। কায়, চিত্ত, বেদনা, ধর্ম এই চারি প্রকার ধ্যেয় বিষয়ে স্মৃতিকে নিবদ্ধ রাখিয়া ধ্যানচর্চা অর্থাৎ কায়ে কায়ানুদর্শন, বেদনায় বেদনানুদর্শন, চিত্তে চিত্তানুদর্শন ও ধর্মে ধর্মানুদর্শন এই চারি স্মৃত্যুপস্থান এবং অশুভ, অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মভাব ইত্যাদি স্বলক্ষণ অবলম্বন বা আলম্বনে ভাবনার অনুশীলনই স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ। চতুর্বিধ আলম্বনের যথার্থ স্বভাব সাধকের মনে দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে ইহাতে প্রমাদ দূরীভূত হয় অর্থাৎ মায়ামোহ মনকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। এই উপায় অমৃতের পথ বলিয়া বর্ণিত অপ্রমাদে মন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই আত্মজাগরণ বোধি বা সত্যোপলব্ধির পথে প্রথম পদক্ষেপ। অতএব "স্মৃতি" বোধির অঙ্গরূপে পরিগণিত।

ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন;– "অথি ভিক্‌খবে সতিসম্বোজ্ঝঙ্গট্‌ঠানিযা ধম্মা, তথ যোনিসো মনসিকারো বহুলীকারো অযমাহারো অনুপ্পন্নস্‌স বা সতিসম্বোজ্ঝঙ্গাস্‌স উপ্পাদায, উপ্পন্নস্‌স বা সতিসম্বোজ্ঝঙ্গাস্‌স ভিয্যোভাবায বেপলায ভাবনায পারিপূরিযা সংবত্ততীতি"। ভিক্ষুগণ! স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ স্থানীয় ধর্মসমূহ (যাহা অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম; তাহা অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম বলিয়া যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা) আছে, তাহাতে জ্ঞান পূর্বক মনোযোগী হইলে (কায় অশুভ, বেদনা দুঃখময়ী, চিত্ত অনিত্য, ধর্মসমূহ যে অনাত্ম তাহা স্বলক্ষণ সঙ্খ্যাত আলম্বনে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপস্থিতি) পুনঃ পুনঃ মনোযোগী হইলে তাহা সেবন করিলে, অনুৎপন্ন স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ বর্দ্ধিত হয়, বিপুলভাব প্রাপ্ত হয়, বর্দ্ধিত হইয়া (ভাবনায়) পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অপিচ চারিটি কারণ স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদনে সহায়তা করে, যথা–

১) স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানকারীতা (গমনে, স্থিতি, উপবেশনাদিতে কায় যখন যে ভাবে অবস্থান করে, তখন সেই অবস্থানের প্রতি পূর্ণ মনোযোগী ও সম্প্রজ্ঞানকারী হওয়া)।

২) স্মৃতি–শক্তি বিহীন ব্যক্তি–পরিবর্জন করা।

৩) স্মৃতি–শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির সেবা করা।

৪) সতত স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদনে শ্রদ্ধাতিশয্যভাব প্রদর্শন করা।

এই চারি প্রকারে উৎপন্ন স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ অর্হত্ব মার্গলাভে ভাবনায় (বর্দ্ধিত হইয়া) পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

(২) ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ ঃ– ভাবনালব্ধ অন্তর্দৃষ্টি যখন পরিপক্কভাবে লাভ করে, তখন সাধক অন্তর্জগত ও বহির্জগতের যথাযথ প্রকৃতি সর্ম্পকে পর্যবেক্ষণ ও বিচার বিশ্লেষণে রত হন অর্থাৎ স্মৃতিসহযোগে প্রজ্ঞা দ্বারা ধর্ম গবেষণা করা, বিচার করা, পরীক্ষা করা, অবলোকন করা ও দর্শন করার সামর্থকে বলা হয় ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ। বস্তুতঃ ইহা হচ্ছে বিদর্শনের প্রজ্ঞা। ইহা বিচার বিচিকিৎসার প্রতিপক্ষ এই জন্য ইহা ধ্যানাঙ্গ। ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন;– ভিক্ষুগণ! কুশল ধর্মও আছে, অকুশল ধর্মও আছে.....কৃষ্ণ ধর্ম ও শুক্ল ধর্ম, সপ্রতিভাগ ধর্ম সমূহও আছে। কৃষ্ণ ধর্ম মানে মন্দ বা খারাপ ধর্ম, শুক্ল ধর্ম মানে ভাল বা উত্তম ধর্ম। তাহাতে জ্ঞান পূর্বক মনোযোগী হইলে, পুনঃ পুনঃ মনোযোগী হইলে, তাহা সেবন করিলে, অনুৎপন্ন ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ বর্দ্ধিত হয়, বিপুলতা প্রাপ্ত হয়, ভাবনায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অপিচ সাতটি কারণে ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদনে সহায়তা করে। যেমন–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১) আচার্যগণের নিকট স্কন্ধ–ধাতু–আয়তন–ইন্দ্রিয়–বল–বোধ্যঙ্গ–মার্গাঙ্গ–ধ্যানাঙ্গ–শমথ–বিদর্শন সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার স্পৃহা।

২) অন্তর বাহির বিষয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জন করা অর্থাৎ সাধকের কেশ–নখ–লোম অতিদীর্ঘ হইলে, শরীর দোষ বহুল হইলে ও দেহ ঘর্মাক্ত হইলে অন্তর অপরিশুদ্ধ হয়। তথা বস্ত্র জীর্ণ–ক্লিষ্ট–দুর্গন্ধ হইলে ও গৃহ আবর্জনাপূর্ণ হইলে বাহির অপরিশুদ্ধ হয়। সেই কারণে কেশাদি ছেদনে, উর্ধ্ব অধঃ বিরেচনে ও উৎসাদনে স্নানে অন্তর বিশোধন করা উচিত। অন্তর বাহির অপরিশুদ্ধ কারণে জ্ঞানও অপরিশুদ্ধ হয়। যেমন অপরিশুদ্ধ দীপবর্তিকার প্রভা অনুজ্জ্বল হয়, তেমনি চিত্ত চৈতসিক গুণ বিশুদ্ধ করিতে হইলে অন্তর বাহির বিশোধন করা উচিত।

৩) শ্রদ্ধাদি ইন্দ্রিয়ের সমতা করণ অর্থাৎ শ্রদ্ধা–বীর্য–স্মৃতি–সমাধি–প্রজ্ঞা এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সমভাব বাঞ্ছনীয়। যদি সাধকের শ্রদ্ধেন্দ্রিয় প্রবল হয়, অন্যান্য ইন্দ্রিয় দুর্বল হয়, তাহা হইলে বীর্যেন্দ্রিয় প্রগ্রহণ কার্য, স্মৃতিন্দ্রিয় উপস্থাপন কার্য, সমাধিন্দ্রিয় অবিক্ষেপ কার্য ও প্রজ্ঞান্দ্রিয় দর্শন কার্য সুসম্পাদন করিতে পারে না। সেই কারণে উহার যে স্বভাব ধর্ম তাহা প্রত্যবেক্ষণে বা যথার্থ মনস্কার কারণে বলবান হইয়াছে। সাধক তদ্বিপরীত অমনস্ক প্রভাবে উহাকে বিদমন করিবেন অর্থাৎ সাধককে কিছুদিন স্মৃতি হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবেন। তাহা হইলে পুনঃ স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হইবে।

যদি বীর্যেন্দ্রিয় প্রবল হয়, শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অধিমোক্ষ বা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে না। অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিও নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। সেই কারণে সাধককে প্রশ্রদ্ধি(প্রশান্তি)–সমাধি–উপেক্ষা ভাবনা দ্বারা উহা বিদমন করা উচিত। তদ্রূপ অবশিষ্ট ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে একটি প্রবল হইলে, পূর্বোক্ত উপায়ে অন্যটিকে বিদমন করা উচিত। বিশেষতঃ এইস্থানে শ্রদ্ধা–প্রজ্ঞা ও সমাধি–বীর্যের সমতা সমভাবে প্রসংশনীয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যাঁহার শ্রদ্ধা বলবতী কিন্তু প্রজ্ঞা দুর্বল, তাঁহার প্রসন্নতা মৌখিক এবং অসজ্ঞাত বিষয়ে প্রসন্নতা উৎপাদন করে মাত্র। প্রজ্ঞা বলবতী, শ্রদ্ধা দুর্বল হইলে প্রবঞ্চনা ভাব প্রবল হয়। ভেষজ উৎপাদিত রোগের ন্যায় সে দুশ্চিকিৎস্য। সেই কারণে চিত্তোৎপত্তিমাত্রেই কুশল কার্য সম্পাদন না করিলে নিরয়োৎপত্তির আশঙ্কা প্রবল হয়। তাই বলা হইয়াছে;- "চিত্তুপ্পাদমত্তেনেব কুসলং হোতী'তি অভিধাবিত্বা, দানাদীনি অকরোন্তো নিরযে উপ্পজ্জথি।"

শ্রদ্ধা ও প্রজ্ঞা দুইটির সমতার সুবিষয়ে প্রসন্নতা লাভ করে। সমাধি প্রবল, বীর্য দুর্বল হইলে আলস্য-তন্দ্রায় অভিভূত হইতে হয়। বীর্য প্রবল, সমাধি দুর্বল হইলে চঞ্চলতায় অভিভূত হইতে হয়। সমাধি ও বীর্য সমভাবে প্রবর্তিত হইলে, আলস্য-তন্দ্রায় মর্দিত হইতে হয় না। বীর্য সমাধি দ্বারা যোজিত হইলে চঞ্চলতা আসে না। সেই কারণে উভয়ের সমতায় অর্পণা সমাধি উৎপন্ন হয়। কিন্তু সমাধি কর্মীর বলবতী শ্রদ্ধা আবশ্যক।

সমাধি ও প্রজ্ঞায়, সমাধি-সাধকের একাগ্রতা বলবতী আবশ্যক। ইহাতে সহজে অপর্ণা লাভ হয়। কিন্তু বিদর্শন-সাধকের প্রজ্ঞা বলবতী হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে সাধকের ত্রিলক্ষণ পরিচয় জ্ঞান সহজ হয়। পুনঃ উভয়ের সমতায় অর্পণা লাভ অবশ্যম্ভাবী। ইহার উপায় স্বরূপ বলা হইয়াছে;- "সতি পন সব্বত্থ ইচ্ছিতবা, তেন বলবতী, বট্টতি। সতি হি চিত্তং উদ্ধচ্চপক্খিকানং সদ্ধা বিরিযপঞ্ঞানং বসেন উদ্ধচ্চ পাততো, কোসজ্জপক্খিকে চ সমাধিনা কোসজ্জপাততো রক্খতি। তস্মা সা লোনধূপনং বিয সব্ব ব্যঞ্জনেসু, সব্বকম্মিকে অমচ্চো বিয সব্বরাজ কিচ্চেসু সব্বত্থ ইচ্ছিতব্বা। তেনাহং 'সতি চ পন সব্বত্থিকা বুত্তা ভগবতা।' কিং কারণং? চিত্তং হি সতি-পটিসরণং। আরক্খপচ্চু পট্ঠানা চ সতি। ন চ বিনা সতিযা চিত্তস্স পগ্গহ-নিগ্গহো হোতী'তি।"

স্মৃতি কিন্তু সর্বত্র বাঞ্ছনীয়। সেই কারণে স্মৃতি বলবতী থাকা প্রয়োজন। স্মৃতি ঔদ্ধত্য-প্রভাবিত চিত্তকে শ্রদ্ধা-বীর্য-প্রজ্ঞাবলে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পতন হইতে রক্ষা করে ও আলস্য-প্রভাবিত চিত্তকে সমাধিবলে পতন হইতে রক্ষা করে। সেই কারণে স্মৃতি সর্বব্যঞ্জনে লবণবৎ ও সমস্ত রাজকার্যে নেতৃস্থানীয় অমাত্যবৎ সর্বত্র বাঞ্ছনীয়। এই হেতু ভগবান বলিয়াছেনঃ- 'স্মৃতি সর্বার্থ সাধিনী? কি কারণে চিত্ত স্মৃতি প্রতিশরণ? স্মৃতি রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা প্রদান করে বলিয়া। স্মৃতি বিনা চিত্তের প্রগ্রহণ ও নিগ্রহ কাজ চলে না।

৪) পরমার্থ শাস্ত্র-জ্ঞানহীন ব্যক্তি হইতে দূরে বাস করা।

৫) প্রজ্ঞাবান বা উদয়-বিলয়জ্ঞানে সুদক্ষ ও বিদর্শন ভাবনায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে বাস করা ও তাঁহার সেবা করা।

৬) স্কন্ধাদি (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) গম্ভীর ধর্মে পরিচিত হওয়া ও প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান লাভার্থ উৎসাহিত হওয়া।

৭) দাঁড়ানে-গমনে-উপবেশনে-শয়নে ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ যাহাতে উৎপন্ন হয়, তৎপ্রতি নত-অবনত অত্যাবনত চিত্তভাব গঠন করা। এইরূপে উৎপন্ন ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ অর্হত্ব মার্গ লাভে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

(৩) **বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ** ঃ- সম্যক্ প্রয়াস প্রসঙ্গো বর্ণিত উদ্যম বা উদ্যোগ বীর্য বোধ্যঙ্গ। তাহা সাধারণতঃ সাধকের চিত্তকে অবসাদশূন্য গ্লানিমুক্ত করিয়া বোধি লাভের করণীয় সম্পাদনে সক্রিয় সবল করিয়া তোলে। এইজন্য বীর্য বোধির অঙ্গারূপে নির্দিষ্ট। বীর্যই সম্বোধ্যঙ্গ বীর্যসম্বোধ্যঙ্গ। "পগ্গহলক্খনো" অনুৎপন্ন কুশল উৎপাদনাদি বশে চিত্তের প্রগ্রহণ লক্ষণ বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ। ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন;- ভিক্ষুগণ! আরম্ভধাতু, নিক্রমণ ধাতু, পরাক্রম ধাতু আছে; তাহাতে জ্ঞান পূর্বক মনোযোগী হইলে, পুনঃ পুনঃ মনোযোগী হইলে, তাহা সেবন করিলে অনুৎপন্ন বীর্যসম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন বীর্যসম্বোধ্যঙ্গ বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অপিচ একাদশটি কারণ বীর্যসম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদনে সহায়তা করে। যথা ঃ-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১) তির্যক-প্রেত-অসুর-নিরয় এই চারি অপায়ে বর্ণনাতীত দুঃখ যে ভোগ করিতে হইবে, স্মৃতিযোগে তাহা প্রত্যবেক্ষন করা অর্থাৎ মৎস্য হইলে জালাবন্ধ জনিত ও গরু, অশ্ব প্রভৃতি হইলে শকট বাহন এবং বেত্রাঘাত জনিত দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। প্রেত হইলে কোটি কোটি বৎসর আহারের অভাব জনিত ক্ষুধা-পিপাসায় দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। অসুর হইলে সত্তর হস্ত আশি হস্ত দীর্ঘ অস্থিচর্ম দেহে বাতাতপ জনিত বহুবিধ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। নিরয়ে গেলে বহুকোটি বৎসর যম যান্ত্রনা ভোগ করিতে হইবে। এসব দুঃখ ভোগ কালে বীর্যসম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদন করিবার অবকাশ নাই। হে সাধক, এই তোমার সুপ্রভাত, তুমি মনে করিও না যে, বিনা স্মৃতি সাধনায় মুক্তি লাভ করিবে। বুদ্ধ বলিয়াছেন;- "ন সক্কা কুসীতেন নবলোকুত্তর ধম্মং লদ্ধং। আরব্ধবিরিযেনেব সক্কা, অযামানিসং সো বিরিযস্সতি।" আলস্য দ্বারা চারিমার্গ-চারিফল ও নির্বাণ- এই নবলোকোত্তর ধর্ম লাভ করিতে পারিবে না। তোমার আরব্ধ বীর্য বা দৃঢ়তা থাকিলে নির্বাণ লাভের অধিকারী হইতে পারিবে, বীর্য উদ্ভাবনী শক্তির মহাফলের প্রতি তুমি লক্ষ্য কর।

২) গমন বীথি (নির্বাণগামী প্রতিপদার সঙ্গে বিদর্শন আর্যমার্গ এবং সপ্তবিশুদ্ধি[১] পরম্পরা) প্রত্যবেক্ষণ করা। অর্থাৎ বীর্যোৎপাদনের ফল পুনঃ পুনঃ চিন্তা সহকারে দর্শন করা।

৩) মহাপুরুষগণ যেই পন্থা অবলম্বনে মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তৎপ্রতি অবহিত হওয়া।

"সব্ব বুদ্ধ পচ্চেক বুদ্ধ মহাসাবকেহি গতমগ্গো গন্তব্বো, সো চ ন সক্কা কুসীতেন গন্তুতি।"

সমস্ত সম্যক্ সম্বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ ও মহাশ্রাবকগণ যেই পদানুসরণে নির্বাণে যাত্রা করিয়াছেন, তোমাকেও সেই পথে চলিতে হইবে।

---

[১] **সপ্তবিশুদ্ধি** ঃ- শীল বিশুদ্ধি, চিত্ত বিশুদ্ধি, দৃষ্টি বিশুদ্ধি, কঙ্খাউত্তরণ বিশুদ্ধি, মার্গামার্গ জ্ঞান বিশুদ্ধি, প্রতিপদা জ্ঞান বিশুদ্ধি, জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪) যাঁহারা দান করিতেছেন, স্বীয়াচরণে তাঁহাদের দান ফল বর্দ্ধিত করা। ভিক্ষুদিগকে লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধ বলিয়াছেন ঃ– "যে তং পিণ্ডপাতাদীহি উপট্ঠহন্তি, ইমে তে মনুস্সা ন ঞাতকা, ন দাসকম্মকরা, ন পি তং নিস্সায 'জীবিস্সামা'তি তে পণীত–পিণ্ডপাতদিনী দেন্তি।' অথ খো..... ন তং পিণ্ডপাতং অপচায়িস্সতী'তি।"

হে ভিক্ষুগণ, যাহারা তোমাকে বিহার–খাদ্য–ভোজ্য–বিছানাদি ও ঔষধ দিয়া সেবা করিতেছে, এই উপাসক–উপাসিকারা তোমরা জ্ঞাতি–দাস–কর্মচারী কেহই নহে। এমন কি তোমার আশ্রয়ে 'জীবন ধারণ প্রত্যাশায়ও তোমাকে উত্তম রসাল খাদ্য–ভোজ্যাদি তাহারা দিতেছে না। তাহারা তোমাকে দান দিয়া কেবল প্রত্যাশা করে আমরা মহাফলের ভাগী হইব।' আমাদের শাস্তা বুদ্ধ, এমন আশা করেন না যে, তাঁহার শিষ্যগণ এই চতুর্বিধ দান গ্রহণ করিয়া ও পরিভোগ করিয়া, কেবল খাইয়া শুইয়া গল্প–গুজবে দিন–যামিনী যাপন করিবে। তুমি তুচ্ছ জীবন যাপন করিবে, এই উদ্দেশ্যে তোমার জন্য দানীয় বস্তু নির্দ্ধারিত ও অনুজ্ঞাত হয় নাই। তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য এই– 'এই ভিক্ষু শ্রদ্ধা প্রদত্ত বস্তুগুলি পরিভোগ করিয়া শ্রমণানুরূপ ধর্মপালনের দ্বারা সংসারবর্ত দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিবে'। তিনি এই উদ্দেশ্যেই দান দিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তুমি যদি এখন আলস্য উৎপাদনে ও দুঃশীলভাব প্রদর্শনে জীবনটা অতিবাহিত কর, তাহাদের এই দান গ্রহণ তোমার সার্থক হইবে না। অথচ মহাদুঃখের ভাগী হইবে। যে দৃঢ়বীর্য সহকারে স্মৃতি–সাধনায় অবহিত হয়, তাহার পক্ষেই এই দান গ্রহণ নীতি সম্মত ও সার্থক।

৫) নিজেকে সপ্ত আর্য ধনের অধিকারী করা। "সদ্ধাধনং সীলধনং হিরি ও ত্তপ্প ধনং, সুতধনঞ্চ চাগো চ পঞ্ঞা বে সত্তমং ধনং।" শ্রদ্ধা, শীল, লজ্জা, ভয়, শ্রুতি, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা এইগুলি সপ্ত আর্যধন। ভগবান বলিয়াছেন;– দীন–দরিদ্র পথের ভিখারী হইয়াও যাঁহাদের মধ্যে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এই সপ্ত আর্যধন বিদ্যমান তাঁহাদের তিনি যথার্থ ধনীপদে ভূষিত করিয়াছেন।

শ্রদ্ধাধন ঃ– কর্ম ও কর্মফলাদিতে বিশ্বাস হল শ্রদ্ধা। কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস নহে, যুক্তি–সঙ্গত বিশ্বাস বা পরোক্ষ–জ্ঞান। চিত্তের নির্মলতা ও উচ্চকাঙ্খা শ্রদ্ধার লক্ষণ। যেমন, স্বচ্ছ সলিলে চন্দ্র–সূর্যের স্বরূপ প্রতিফলিত হয়, তেমনি শ্রদ্ধা–নির্মল চিত্তেই কর্ম, কর্ম–ফল ও বুদ্ধাদি শ্রদ্ধেয় বিষয় গৃহীত হয়; পঞ্চ নীবরণ[1] নিবৃত্ত থাকে। হস্ত–হীন ব্যক্তি যেমন রত্নাদি দর্শন করিলেও গ্রহণ করিতে পারে না, বিত্তহীন যেমন ভোগ সুখে বঞ্চিত, বীজহীন যেমন ফসল লাভ করিতে অক্ষম, তেমনি শ্রদ্ধা না থাকিলে দান–শীল–ভাবনাদি সুকর্ম সম্পাদন করা যাইতে পারে না। শ্রদ্ধা দ্বারাই পুণ্য–কর্মাদি গৃহীত, কৃত ও ফলিত হয়। এইজন্য শ্রদ্ধা হস্ত–বিত্ত– বীজ সদৃশ। তদ্ধেতু উক্ত হইয়াছে;– শ্রদ্ধারূপ বিত্তই লোকের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, শ্রদ্ধার দ্বারাই পাথেয় বাঁধা হয়, শ্রদ্ধার সহিত কাজ করিলেই মহাফল লাভ হয়। এইজন্যই তথাগত বুদ্ধ সপ্ত আর্যধনের মধ্যে শ্রদ্ধাকে প্রথমে প্রাধান্য দিয়েছেন। সেই শ্রদ্ধা আগমনীয়, অধিগম, অবকম্পন ও প্রসাদ শ্রদ্ধা ভেদে চারি প্রকার। যথা– বোধিসত্ত্বগণের বুদ্ধত্ব প্রার্থনার সময় হইতে যেই শ্রদ্ধা অবিচলিতভাবে থাকে, তাহাই আগমনীয়–শ্রদ্ধা। আর্যশ্রাবকগণ যেই শ্রদ্ধাবলে লোকোত্তর ধর্ম লাভ করেন, সেই শ্রদ্ধাকে অধিগম–শ্রদ্ধা বলে। "বুদ্ধ–ধর্ম–সঙ্ঘ" এই শব্দত্রয় শ্রবণ করা মাত্রই যেই অচলা শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহা অবকম্পন–শ্রদ্ধা নামে কথিত হয়। যেই শ্রদ্ধা চিত্তের প্রসন্নতা উৎপাদন করে, তাহাকে প্রসাদ–শ্রদ্ধা বলে।

শীলধন ঃ– শীলের অর্থ শীলন বা সমাধান। সুশীলতার দ্বারা কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্মের সুশৃঙ্খলতা। অথবা শীল অর্থ উপধারক অর্থাৎ কুশল ধর্ম সমূহের প্রতিষ্ঠা বা আধার। শীলে স্থিত হইলেই যাবতীয় কুশল

---

[1] **পঞ্চনীবরণ** ঃ– কাম–ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যান–মিদ্ধ, ঔদ্ধত্য–কৌকৃত্য ও বিচিকিৎসা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথিবী যেমন সমস্ত বস্তুর আশ্রয়, শীলও তদ্রুপ যাবতীয় কুশলের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। শীল মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ। শীল পালনে আনন্দ এবং লংঘনে অনুতাপ উৎপন্ন হয়। শীল সম্পদ মানুষকে পবিত্র, মহান ও শ্রেষ্ঠতর করে। সাধারণতঃ গৃহী জীবনে পঞ্চশীল ও অষ্টশীল পালনের নির্দেশ আছে। শীল আবার চারিত্র ও বারিত্রবশে দুই ভাগে বিভক্ত, তাছাড়া প্রাতিমোক্ষ সংবরণশীল, আজীব পরিশুদ্ধশীল এবং প্রত্যয় সন্নিশ্রিত শীলভেদে মার্গের সম্ভারভূত লৌকিক পরিশুদ্ধি শীলকে শীল বলা হইয়াছে। আর্য ভিক্ষুসঙ্ঘ এবং গৃহীরা ঐ শীলসমূহ জীবন দিয়ে রক্ষা করেন।

লজ্জাধন ও ভয়ধন ঃ– "হিরোত্তপ্পং লোকং পালেতি।" লজ্জা ও ভয় এই দুইটি ধর্ম মানুষকে রক্ষা করে। আত্মমর্যাদা বোধে, কায়িক কুকর্মে বা বাচনিক কুকর্মে ও মানসিক পাপাচারে ঘৃণা বা লজ্জা উৎপন্ন হয়। পাপকর্ম সম্পাদনে ভয় অর্থাৎ পাপ ফল ভীতি। লজ্জা ভেতর হইতে এবং ভয় বাহির হইতে উৎপন্ন হয়। যেমন– মনে করুন একখন্ড লৌহের একদিক তপ্ত এবং অপরদিকে বিষ্ঠা–ময়লাযুক্ত। ময়লাযুক্ত অংশ ঘৃণা বা লজ্জাবশে কেহ স্পর্শ করবেনা এবং তপ্ত অংশ ভয়ে স্পর্শ করবেনা। লজ্জা–ভয়হীন মানুষ পশু সমতুল্য। বুদ্ধ বলিয়াছেন;– যে ব্যক্তির লজ্জা–ভয় আছে তিনি নিজেই নিজের শিক্ষক। যিনি লজ্জা–ভয়কাতর তিনি ধর্মশিক্ষকরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক। তাঁহারা সর্বদা পবিত্রভাবে জীবন যাপন করেন।

শ্রুতিধন ঃ– শ্রুতিধন মানবের এক বিরাট সম্পদ। শ্রুতি বলিতে বুঝায়– ভগবান বুদ্ধের মুখ নিঃসৃত বাণীসমূহ মন–প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করা। তিনি যে সর্বপ্রাণীর হিতার্থে চুরাশি হাজার ধর্ম বাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহার সবার্থ জ্ঞাত হইয়া জীবনে অনুশীলন করা। যাবতীয় অকুশল বর্জন এবং কুশল অর্জন করা শ্রুতিশীল ব্যক্তির প্রধান লক্ষণ। পাপকে বর্জন করা, সৎ কাজের অনুষ্ঠান করা শ্রুতিশীল ব্যক্তির দ্বারাই একমাত্র সম্ভব। শ্রুতিশীল মানবের কাছে বুদ্ধ–দেশিত জটিল বিষয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চারি আর্যসত্য, প্রতীত্যসমুৎপাদ, ত্রিলক্ষণ, সপ্তবোধ্যঙ্গ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গসমূহ দুর্বোধ্য বলিয়া বোধ হয় না। উহা অতি সহজতরভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। শ্রুতিশীল মানবকে বুদ্ধ আর্যশ্রাবক নামে অভিহিত করিয়াছেন, বুদ্ধের সেবক আনন্দ স্থবির এই মহান গুণের অধিকারী ছিলেন।

ত্যাগধন ঃ– ত্যাগ মানে স্বত্ব বা স্বার্থ ত্যাগ। এই সংসারে আপন স্বার্থ ত্যাগ করা বা স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া জীবন গঠন করা সহজ কথা নহে। ত্যাগশীলতা অর্জন করিতে হইলে তাঁহাকে সর্বপ্রথম মৈত্রীধর্মে অধিষ্ঠিত থাকিতে হয়। সর্বপ্রাণীর প্রতি মৈত্রীহীন থাকিলেই ত্যাগধর্ম পরিপূর্ণ করা যায়। মৈত্রীহীন হৃদয়ে কখনও ত্যাগ মানসিকতা আসিতে পারে না। যেমন পুত্রের প্রতি মাতার অপরিসীম স্নেহ–মমতা ও দয়া–দাক্ষিণ্য বিধায় মাতা পুত্রের জন্য সবকিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে বাধ্য থাকে। তেমন অন্যসব প্রাণীর মত যাঁহাদের প্রেম–মৈত্রী আছে তাঁহারা দান বা স্বার্থ–ত্যাগে কখনও কুণ্ঠিত হন না।

প্রজ্ঞাধন ঃ– বৌদ্ধ সাহিত্যে বা দর্শনে প্রজ্ঞার স্থান উর্ধ্বে। প্রজ্ঞার উদ্বোধন হইলেই মানুষ নির্বাণমুক্তি লাভ করিতে পারে। অন্ধ মানুষ যেমন পৃথিবীর কোন স্বরূপ বুঝিতে পারে না, তেমন প্রজ্ঞাহীনের পক্ষে বুদ্ধের ধর্ম বা দর্শন উপলব্ধি করা অথবা দেহতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব বা কার্য–কারণ নীতি হৃদয়ঙ্গম করা সহজ বোধ হয় না। পঞ্চস্কন্ধ তথা এই দেহের উৎপত্তি স্থিতি ও ব্যয় সম্বন্ধে যথাযথ জানাই প্রজ্ঞার লক্ষণ। দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে জানিতে হইলে ভাবিত চিত্তের প্রয়োজন। চিত্তকে একমাত্র ভাবিত করিতে পারে শমথ ও বিদর্শন ভাবনা। এই দুইটি প্রজ্ঞাভাগীয় বিষয়। অবিদ্যাচ্ছন্ন মানুষ সত্যাসত্য ভাল–মন্দ বুঝিতে পারে না। যতদিন মানবের চারি আর্যসত্য বোধ না জন্মে ততদিন মানুষকে এই ভব সংসারে পরিভ্রমণ করিতে হয়। যথাযথ প্রজ্ঞা উৎপত্তি হইলেই চারি আর্যসত্য বোধ জন্মে এবং সেই বোধের কারণেই জন্মের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চির অবসান হয়। সুতরাং প্রজ্ঞাধন আয়ত্ত করা মুক্তিকামী মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

উপরোক্ত বুদ্ধ প্রশংসিত আর্যধন সমূহ ক্লেশ নিবারক, চিত্তশান্তি প্রদায়ক, জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর সংহারক ও নির্বাণ সংবর্তক। পরম শ্বাশতঃ সুখের জন্য মুক্তিকামী মানুষের যেই আয়াস তাহা একমাত্র এই সপ্ত আর্যধনেই লভ্য। অপরদিকে স্থাবর-জঙ্গম প্রভৃতি সম্পত্তির মালিক হইয়া শত ধনী শ্রেষ্ঠী হইলেও তাহাতে দুঃখ বৈ সুখের আশা কার যায় না। "মহন্তং খো পনেতং সত্থু দায়জ্জং, যদিদং সত্ত অরিয-ধনং নাম, তং ন সক্কা কুসীতেন গন্তুং।" এই সপ্ত আর্যধনের অধিকারী ভাব অতিশয় মহৎ, আলস্যযুক্ত যে কোন লোক, এই মহাধন লাভ করিতে পারে না।

৬) শাস্তার মহত্ত্বকে অনুস্মরণ করিয়া বিদর্শন ভাবনায় বীর্য উৎপাদন করা। অর্থাৎ যাঁহার মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ কালে, অভিনিষ্ক্রমণ কালে, বুদ্ধত্ব লাভ কালে, ধর্মচক্র প্রবর্তন কালে, প্রতিহার্য প্রদর্শনকালে, দেবলোক হইতে অবতরণ কালে, আয়ু সংস্কার বিসর্জন কালে ও মহাপরিনির্বাণ কালে দশ সহস্র লোক মন্ডল কম্পিত হইয়াছিল, শাস্তার এবম্বিধ মহত্ত্ব অনুস্মরণে বীর্যোৎপাদন করা।

৭) জাতি মহত্ত্ব অনুস্মরণে বীর্যোৎপাদন করা। জাতি মহত্ত্ব বলিলে, নিজের মধ্যে এমন সংবেগ উৎপাদন করিতে হইবে- "তুমি নীচকুলে প্রব্রজিত হও নাই; মহাসম্মত রাজার বংশ পরম্পরা আগত ইক্ষাকু রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ বলিয়া তুমি রাজা শুদ্ধধন ও রাণী মহামায়ার নাতি স্বরূপ ও রাহুল ভদ্রের কনিষ্ঠ তুল্য। তুমি জিনপুত্র হইয়া আলস্য উৎপাদন করিবে, ইহা অতিশয় অসঙ্গত। এইভাবে জাতি মহত্ত্ব অনুস্মরণে বীর্যোৎপাদন করা।

৮) স-ব্রহ্মচারী মহত্ত্ব অনুস্মরণে বীর্যোৎপাদন করা। স-ব্রহ্মচারী মহত্ত্ব বলিলে, সারিপুত্র-মোগ্গলায়ন প্রমুখ অশীতি মহাশ্রাবকগণের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নবলোকোত্তর জ্ঞান অন্বেষণে তুমি কি তাঁহাদের গমনপথ অনুসরণ করিবে না। এতাদৃশ সংবেগ উৎপাদনে বীর্য উৎপাদন করা।

৯) যাহারা কেবল উদরপূর্ণ আহার করিয়া অজগর তুল্য শয্যাশায়ী চিত্ত, চৈতসিক বীর্যহীন ও আলস্যমগ্ন তাহাদের অনুসরণ না করা ও সঙ্গ ত্যাগ করা।

১০) দৃঢ়বীর্য সাধকের সেবা এবং আচরণবিধি অনুসরণ করা।

১১) চারি ঈর্যাপথে স্মৃতি–চিত্তকে প্রভাবিত করা। উল্লেখিত একাদশ প্রকার নীতি অবলম্বনেই বীর্যগুণ সঞ্চারিত হয়। আলবক সূত্রে বর্ণিত উপায়ে– "বিরিযেন দুক্খং অচ্চেতি"। বীর্যবলে দুঃখ অতিক্রম করিতে হয়। এইরূপে উৎপন্ন বীর্যসম্বোধ্যঙ্গ অর্হত্ত্বমার্গ লাভে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

(৪) প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ ঃ– প্রীতিই সম্বোধ্যঙ্গ প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ। ফরণলক্খণো– স্ফূরণ, বিস্ফারিকৃত (স্ফূর্তি) লক্ষণ প্রীতিসম্বোধ্যঙ্গ। আরব্ধ বীর্য উদ্যোগীর যেই নিরামিষ প্রীতি উৎপন্ন হয় তাহাকে প্রীতিসম্বোধ্যঙ্গ বলে। ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন;– ভিক্ষুগণ, প্রীতিসম্বোধ্যঙ্গ স্থানীয় ধর্ম[৩] সমূহ আছে; তাহাতে জ্ঞানপূর্বক মনোযোগী হইলে পুনঃ পুনঃ মনোযোগী হইলে, তাহা সেবন করিলে অনুৎপন্ন প্রীতিসম্বোধ্যঙ্গ বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অপিচ একাদশটি কারণ প্রীতিসম্বোধ্যঙ্গের উৎপাদনে সহায়তা করে। যথা ঃ–

১) বুদ্ধানুস্মৃতি উৎপন্ন করিয়া সমস্ত শরীরকে প্রীতি–সিক্ত করা।

২) ধর্মানুস্মৃতি উৎপন্ন করিয়া সমস্ত শরীরকে প্রীতি–সিক্ত করা।

৩) সঙ্ঘানুস্মৃতি উৎপন্ন করিয়া সমস্ত শরীরকে প্রীতি–সিক্ত করা।

৪) শীলানুস্মৃতি উৎপন্ন করিয়া সমস্ত শরীরকে প্রীতি–সিক্ত করা।

৫) ত্যাগানুস্মৃতি উৎপন্ন করিয়া সমস্ত শরীরকে প্রীতি–সিক্ত করা। আমি দুর্ভিক্ষ ভয়েও সর্বদা দান কার্য সম্পাদনে শ্রেষ্ঠ খাদ্য–ভোজ্য স–

---

[৩] **পঞ্চবিধ প্রীতি** ঃ– ক্ষুদ্রিকা, ক্ষণিকা, অবক্রান্তিকা, উদ্বেগা ও স্ফুরণাপ্রীতি। এই পঞ্চবিধ প্রীতিই প্রীতিসম্বোধ্যঙ্গ ধর্ম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্রহ্মচারীদিগকে এবং শীলবান মহাপুরুষদিগকে দান করিয়াছি। এইভাবে প্রীতি উৎপাদন করা।

৬) দেবগুণানুস্মৃতি অনুস্মরণে প্রীতি উৎপাদন করা। যেসব দান-শীলগুণ প্রভাবে দেবগণ দেবত্বলাভের অধিকারী হইয়াছেন, আমার নিকটও তাঁহাদের ন্যায় সেই গুণসমূহ বিদ্যমান আছে।

৭) উপশম গুণানুস্মরণে অর্থাৎ ধ্যান প্রভাবে ক্লেশরাশি উপশম কারণে প্রীতি উৎপাদন করা।

৮) বোধি-চৈত্য ও শীলবান স্থবির দর্শনে যাহাদের প্রীতি জাগ্রত হয় না ও বুদ্ধাগুণাদিতে যাহারা অপ্রসন্ন, তেমন ব্যক্তির সংসর্গ ত্যাগ করা।

৯) ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন ও মৃদুচিত্ত ব্যক্তির সান্নিধ্যে বাস করা।

১০) ত্রিরত্ন গুণ প্রকাশক প্রসাদ জনক সূত্র প্রভৃতির অনুশীলন করা।

১১) চারি ঈর্যাপথে প্রীতি উৎপাদনার্থ স-স্মৃতি চিত্তকে অবনমিত করা।

প্রোক্ত একাদশ-নীতিতে অবস্থিত থাকিয়া মনের প্রীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইলে স্মৃতি-সাধনা সার্থক হয় ও অর্হত্ব মার্গ জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়।

(৫) প্রশ্রদ্ধি সম্বোধ্যঙ্গ ঃ- প্রশ্রদ্ধি অর্থ প্রশান্তি। তাহা ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের প্রতিপক্ষ এবং সপ্ত বোধ্যঙ্গের অন্যতম অঙ্গ। উপসমলক্খনো- কায়চিত্তের দরদ, পরিদাহের উপশম লক্ষণ প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ। 'কায়' এখানে নাম কায় অর্থাৎ বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার। 'চিত্ত' অর্থে কুশল চিত্ত। যাহার কায় প্রশ্রদ্ধি ও চিত্ত প্রশ্রদ্ধি দুর্বল তাহার কুশলকর্মে চিত্ত সুখ লাভ হয় না। ডাঙ্গায় তোলা মাছের ন্যায় তাহার চিত্ত উদ্বেগ সঙ্কুল হয়। কিন্তু যাহার ইহা প্রবল তাঁহার চিত্ত শীতল সলিলে নিক্ষিপ্ত মাছের ন্যায় সুখ ও শান্তি লাভ করে; কুশল কর্মে চিত্ত সুখ জন্মে। সুতরাং ধর্ম-প্রীতি অনুসারে যে প্রশ্রদ্ধি বা প্রশান্তি আসে তাহা চিত্তকে অনাবিল শান্তির গভীরে মগ্ন রাখে। এইভাবে তাহা বোধি সাধনার অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। এক কথায় প্রীতিমনার দেহ-চিত্তের যেই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শান্তি-প্রশান্তির ভাব উৎপন্ন হয়, সেই ভাবকেই প্রশ্রদ্ধি বা প্রশান্তি সম্বোধ্যঙ্গ বলে। ভগবান বলিয়াছেন;- হে ভিক্ষুগণ! কায় প্রশ্রদ্ধি আছে, চিত্ত প্রশ্রদ্ধিও আছে, তাহাতে জ্ঞানপূর্বক মনোযোগী হইলে পুনঃ পুনঃ মনোযোগী হইলে, তাহা সেবন করিলে, অনুৎপন্ন প্রশ্রদ্ধি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন প্রশ্রদ্ধিসম্বোধ্যঙ্গ বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অপিচ সাতটি কারণ প্রশ্রদ্ধিসম্বোধ্যঙ্গের উৎপাদনে সহায়তা করে। যথা ঃ-

১) স্নিগ্ধ ও স্বাস্থ্যানুকূল ভোজন লাভে কায়-চিত্ত প্রশান্ত হয়।

২) স্বাস্থ্যানুকূল শীতোষ্ণ ঋতুলাভে কায়-চিত্ত প্রশান্ত হয়।

৩) ঈর্যাপথে শরীর স্বভাবানুকূল শীতোষ্ণ স্থান প্রাপ্ত হইলে প্রশান্তিভাব উৎপন্ন হয়। যিনি মহাপুরুষ প্রকৃতি সম্পন্ন, তাঁহার সর্বপ্রকার ঋতুই সহ্য হয়।

৪) নিজের বা অপরের বিষয় চিন্তা করিয়া মধ্যস্থভাব প্রয়োগে সাধন কার্য সম্পাদনে প্রশান্তভাব উৎপন্ন হয়।

৫) যে দম্ভ, ঢিল দ্বারা অপরকে যন্ত্রণা দান করে, তাদৃশ লোকের সংসর্গ ত্যাগ করিলেই প্রশান্তভাব উৎপন্ন হয়।

৬) যাঁহার পদ-পাণি সংযত ও কায় প্রশান্ত, তাঁহার সহিত বাস করিলে প্রশান্তভাব উৎপন্ন হয়।

৭) ঈর্যাপথে যাঁহার চিত্ত অবনমিত, তাঁহার প্রশান্তভাব উৎপন্ন হয়।

প্রোক্ত সাতটি কারণে সাধকের প্রশান্তি সঞ্চারিত হইলে, স্মৃতি সাধনার কাজে তাঁহার সাফল্য অবশ্যম্ভাবী।

(৬) সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ঃ- সম্বোধি উৎপাদনে সমাধির কাজ অতীব প্রকট। একাগ্রচিত্তে আলম্বনময়তাই সমাধি অর্থাৎ ধ্যানের বিষয় অবলম্বনে চিত্তের পূর্ণ সমাহিতভাব বা একাগ্রচিত্তের স্থির অচঞ্চল অবস্থাই সমাধি। বোধি সাধনায় সমাধির সক্রিয়তা অবর্ণনীয়। সমাধিহীন বোধিসাধনা রাজাহীন রাজ্যের মত অকল্পনীয়। তাই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমাধিকে প্রধানতম বোধ্যঙ্গ বলিয়া অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ সমাধি সম্বোধ্যঙ্গের অঙ্গ বলেই সমাধিসম্বোধ্যঙ্গ।

ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন;– হে ভিক্ষুগণ! শমথনিমিত্ত[১] অব্যগ্র নিমিত্ত[২] আছে; তাহাতে জ্ঞানপূর্বক মনোযোগী হইলে, পুনঃ পুনঃ মনোযোগী হইলে, তাহা সেবন করিলে অনুৎপন্ন সমাধিসম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন সমাধিসম্বোধ্যঙ্গ বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অপিচ একাদশটি কারণ সমাধিসম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদনে সহায়তা করে। যথা–

১) অন্তর বাহির পরিশোধন করা অথাৎ সাধকের অন্তর বাহির বিষয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জন করা অর্থাৎ সাধকের কেশ–নখ–লোম অতিদীর্ঘ হইলে, শরীর দোষ বহুল হইলে ও দেহ ঘর্মাক্ত হইলে অন্তর অপরিশুদ্ধ হয়। তথা বস্ত্র জীর্ণ–ক্লিষ্ট–দুর্গন্ধ হইলে ও গৃহ আবর্জনাপূর্ণ হইলে বাহির অপরিশুদ্ধ হয়। সেই কারণে কেশাদি ছেদনে, ঊর্ধ্ব অধঃ বিরেচনে ও উৎসাদনে স্নানে অন্তর বিশোধন করা উচিত। অন্তর বাহির অপরিশুদ্ধ কারণে জ্ঞানও অপরিশুদ্ধ হয়। যেমন অপরিশুদ্ধ দীপবর্তিকার প্রভা অনুজ্জ্বল হয়, তেমনি চিত্ত চৈতসিক গুণ বিশুদ্ধ করিতে হইলে অন্তর বাহির বিশোধন করা উচিত।

২) পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমভাবে প্রয়োগ করা অথাৎ শ্রদ্ধা–বীর্য–স্মৃতি–সমাধি–প্রজ্ঞা এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সমভাব বাঞ্ছনীয়। যদি সাধকের শ্রদ্ধেন্দ্রিয় প্রবল হয়, অন্যান্য ইন্দ্রিয় দুর্বল হয়, তাহা হইলে বীর্যেন্দ্রিয় প্রগ্রহণ কার্য, স্মৃতিন্দ্রিয় উপস্থাপন কার্য, সমাধিন্দ্রিয় অবিক্ষেপ কার্য ও প্রজ্ঞান্দ্রিয় দর্শন কার্য সুসম্পাদন করিতে পারে না। সেই কারণে উহার যে স্বভাব ধর্ম তাহা প্রত্যবেক্ষণে বা যথার্থ মনস্কার কারণে বলবান হইয়াছে। সাধক তদ্বিপরীত অমনস্ক প্রভাবে উহাকে বিদমন করিবেন

---

[১] শমথই শমথ নিমিত্ত।

[২] অবিক্ষেপার্থে অব্যগ্র নিমিত্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অর্থাৎ সাধককে কিছুদিন স্মৃতি হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবেন। তাহা হইলে পুনঃ স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হইবে।

যদি বীর্যেন্দ্রিয় প্রবল হয়, শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অধিমোক্ষ বা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে না। অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিও নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। সেই কারণে সাধককে প্রশ্রদ্ধি(প্রশান্তি)–সমাধি–উপেক্ষা ভাবনা দ্বারা উহা বিদমন করা উচিত। তদ্রুপ অবশিষ্ট ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে একটি প্রবল হইলে, পূর্বোক্ত উপায়ে অন্যটিকে বিদমন করা উচিত। বিশেষতঃ এইস্থানে শ্রদ্ধা–প্রজ্ঞা ও সমাধি–বীর্যের সমতা সমভাবে প্রসংশনীয়।

যাঁহার শ্রদ্ধা বলবতী কিন্তু প্রজ্ঞা দুর্বল, তাঁহার প্রসন্নতা মৌখিক এবং অসঙ্গত বিষয়ে প্রসন্নতা উৎপাদন করে মাত্র। প্রজ্ঞা বলবতী, শ্রদ্ধা দুর্বল হইলে প্রবঞ্চনা ভাব প্রবল হয়। ভেষজ উৎপাদিত রোগের ন্যায় সে দুশ্চিকিৎস্য। সেই কারণে চিত্তোৎপত্তিমাত্রেই কুশল কার্য সম্পাদন না করিলে নিরয়োৎপত্তির আশঙ্কা প্রবল হয়। তাই বলা হইয়াছে;– "চিত্তপ্পাদমত্তেনেব কুসলং হোতী'তি অভিধাবিত্বা, দানাদীনি অকরোন্তো নিরযে উপ্পজ্জথি।"

শ্রদ্ধা ও প্রজ্ঞা দুইটির সমতার সুবিষয়ে প্রসন্নতা লাভ করে। সমাধি প্রবল, বীর্য দুর্বল হইলে আলস্য–তন্দ্রায় অভিভূত হইতে হয়। বীর্য প্রবল, সমাধি দুর্বল হইলে চঞ্চলতায় অভিভূত হইতে হয়। সমাধি ও বীর্য সমভাবে প্রবর্তিত হইলে আলস্য–তন্দ্রায় মর্দিত হইতে হয় না। বীর্য সমাধি দ্বারা যোজিত হইলে চঞ্চলতা আসে না। সেই কারণে উভয়ের সমতায় অর্পণা সমাধি উৎপন্ন হয়। কিন্তু সমাধি কর্মীর বলবতী শ্রদ্ধা আবশ্যক।

সমাধি ও প্রজ্ঞায়, সমাধি–সাধকের একাগ্রতা বলবতী আবশ্যক। ইহাতে সহজে অপর্ণা লাভ হয়। কিন্তু বিদর্শন–সাধকের প্রজ্ঞা বলবতী হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে সাধকের ত্রিলক্ষণ পরিচয় জ্ঞান সহজ হয়। পুনঃ উভয়ের সমতায় অর্পণা লাভ অবশ্যম্ভাবী। ইহার উপায় স্বরূপ বলা হইয়াছে;– "সতি পন সব্বত্থ ইচ্ছিতবা, তেন বলবতী, বট্টতি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সতি হি চিত্তং উদ্ধচ্চপক্খিকানং সদ্ধা বিরিযপঞ্ঞানং বসেন উদ্ধচ্চ পাততো, কোসজ্জপক্খিকে চ সমাধিনা কোসজ্জপাততো রক্খতি। তস্মা সা লোনধূপনং বিয সব্ব ব্যঞ্জনেসু, সব্বকম্মিকে অমচ্চো বিয সব্বরাজ কিচ্চেসু সব্বত্থ ইচ্ছিতব্বা। তেনাহং 'সতি চ পন সব্বত্থিকা বুত্তা ভগবতা।' কিং কারণং? চিত্তং হি সতি–পটিসরণং। আরক্খপচ্চু পট্ঠানা চ সতি। ন চ বিনা সতিযা চিত্তস্স পগ্গহ–নিগ্গহো হোতী'তি।"

স্মৃতি কিন্তু সর্বত্র বাঞ্ছনীয়। সেই কারণে স্মৃতি বলবতী থাকা প্রয়োজন। স্মৃতি ঔদ্ধত্য–প্রভাবিত চিত্তকে শ্রদ্ধা–বীর্য–প্রজ্ঞাবলে পতন হইতে রক্ষা করে ও আলস্য–প্রভাবিত চিত্তকে সমাধিবলে পতন হইতে রক্ষা করে। সেই কারণে স্মৃতি সর্বব্যঞ্জনে লবণবৎ ও সমস্ত রাজকার্যে নেতৃস্থানীয় অমাত্যবৎ সর্বত্র বাঞ্ছনীয়। এই হেতু ভগবান বলিয়াছেন– 'স্মৃতি সর্বার্থ সাধিনী? কি কারণে চিত্ত স্মৃতি প্রতিশরণ? স্মৃতি রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা প্রদান করে বলিয়া। স্মৃতি বিনা চিত্তের প্রগ্রহণ ও নিগ্রহ কাজ চলে না।

৩) নিমিত্ত–কুশলতা অর্জন করা।

৪) সময়ে চিত্তের প্রগ্রহণতা অর্থাৎ যে সময়ে প্রবল বীর্য দুর্বল বা শিথিল কারণে চিত্ত সঙ্কোচ হয়, সেই সময়ে ধর্মবিচয় প্রভাবে চিত্তের প্রগ্রহণ করা।

৫) সময়ে চিত্তের নিগ্রহণতা অর্থাৎ যেই সময়ে প্রবলবীর্য প্রভাবে চিত্ত উদ্ধত হয়, সেই সময়ে প্রশান্তি সমাধি উপেক্ষা বলে চিত্তকে নিগ্রহ করা।

৬) সময়ে চিত্তের সম্প্রহংসতা অর্থাৎ যেই সময়ে প্রজ্ঞা দুর্বল হয় ও উপশম সুখ অভাবে চিত্ত নিরাস্বাদ হয়, সে সময়ে অষ্ট সংবেগকর বিষয় প্রত্যবেক্ষণে চিত্তকে উৎকণ্ঠিত করিবে। ত্রিরত্নের গুণানুস্মরণেও চিত্ত প্রসন্ন হয়।

অষ্ট সংবেগকর বিষয় ঃ–

জাতি জরা ব্যাধি চ্যুতি অপায় অতীত অপ্পত্তক বট্ঠ দুক্খং,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ইদানি আহার গবেট্‌ঠি দুক্‌খং সংবেগ বত্থুনি ইদানি অট্‌ঠ।

জন্ম-দুঃখ, জরা-দুঃখ, ব্যাধি-দুঃখ, মরণ বা চ্যুতি-দুঃখ, অপায়-দুঃখ, অতীত-দুঃখ, অপ্রাপ্তবর্ত-দুঃখ ও বর্তমান আহারান্বেষণ-দুঃখ। এই অষ্ট সংবেগ বিষয়।

(ক) "জন্ম-দুঃখ"ঃ- অতীতের সেই মাতৃরূপিনী অবিদ্যা-তৃষ্ণা-আসক্তিই (উপাদানই) আমাদের মাতা। কর্মরূপী পিতার সাহায্যপুষ্ট হইয়া বর্তমান জন্মে মাতৃ-জঠরে উৎপন্ন হইয়াছি। এই জন্ম গ্রহণের দরুণ বিবিধ দুঃখকে আজ বরণ ও আলিঙ্গান করিয়াছি। এই সংবেগ উৎপাদন সকল মানবের একান্ত অপরিহার্য।

(খ) "জরা-দুঃখ"ঃ- জরা রাক্ষসী শরীরের এক একটি অংশ 'মালুবলতার' বৃক্ষরস শোষণের ন্যায়' রাত্রিদিন দেহরস শোষণ করিয়া দেহটাকে বিকৃত করিতেছে। জীর্ণ পাত্রের মত দেহটা ক্ষণ ভঙ্গুর। কাষ্ঠবৎ একদিন এই দেহ ভূমিশায়ী হইবে। কথিত হইয়াছে;-

"মালুলতা শোষে যথা ঘন শালবন,
জরায় শোষণ করে মানবে তেমন।"

কাজেই এই বিরূপকারিনী জরার প্রতি সংবেগ উৎপাদন করা কর্তব্য।

(গ) "ব্যাধি-দুঃখ"ঃ- দেহটি ব্যাধির মন্দির স্বরূপ। নিত্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাময়িক রোগ ভোগ ব্যতীত একটা না একটা দুশ্চিকিৎস্য রোগ মানবের নিকট বিদ্যমান। এই ভীষণ যন্ত্রণা হইতে আবাল-বৃদ্ধ-স্ত্রী-পুরুষ নির্বিচারে কাহারও অব্যাহতি নাই। রোগ-দগ্ধ শরীরখানির জ্বালায় অহরহঃ বিমর্ষ বদনে দিবস যামিনী অতিবাহিত করিতে হয়। এই ব্যাধির প্রতি সংবেগ উৎপাদনও একান্ত অপরিহার্য।

(ঘ) "চ্যুতি-দুঃখ"ঃ- এই চ্যুতি বা মৃত্যু অগ্নিদগ্ধ গৃহের ন্যায় অবিরাম গতিতে সমগ্র দেব-মানব সমাজকে দাহন ও স্থানান্তর করিতেছে। মানব-জন্ম হইতে দেব-জন্মে, দেব-জন্ম হইতে মানব জন্মে, তথা পশু, পক্ষী প্রভৃতি জন্মে নিত্য নব নব দেহ ধারণ করিতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বাধ্য করিতেছে। এই বিয়োগান্ত জীবনের নাট্যশালায় প্রাণাধিক পুত্র কন্যা ও দুঃখ সঞ্চিত সম্পদ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ত্যাগ করিতে বাধ্য করে, তাহা সকলের প্রত্যক্ষভূত দৈনন্দিন ব্যাপার। এই চ্যুতির প্রতি সংবেগ উৎপাদনও একান্ত অপরিহার্য।

(ঙ) "অপায়–দুঃখ"ঃ– স্বীয় স্বীয় কর্মানুকূলে জীবগণ কেহ তির্যক কুলে ও কেহ নরকে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভীষণ উপদ্রব, ভয়ানক অশান্তি ও কঠোর যন্ত্রণা যে কত প্রকারে ভোগ করিতেছে, উহার বর্ণনা করা সম্ভব নহে। মানব চক্ষে যাহা কিছু পরিদৃষ্ট হয়, ঐ ভীষণাবস্থা অনুধাবন করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয় এবং চিত্ত বেদনা–ভারাক্রান্ত হয়। এই অপায় দুঃখের প্রতি সংবেগ উৎপাদনও একান্ত অপরিহার্য।

(চ) "অতীত–দুঃখ"ঃ– অতীত অতীত জন্মে মহাপাপ করিয়াছি, তাই ইহজন্মে উহার বিবিধ প্রতিক্রিয়া আমার উপরে প্রতিফলিত হইতেছে। কতই হতাশার ও কতই মনোবেদনার অংশ আমি গ্রহণ করিয়াছি। তাই 'চাই এক' 'হয় অন্য' চিন্তিত বিষয় হইয়া উঠে না, অচিন্তিত বিষয় নব নবরূপে আঘাত হানিতেছে। জীবনে এরূপ কতই অসহ্য বেদনা ও অনুতাপ ভোগ করিতেছে। পূর্বকৃত্য পুণ্য অভাবে পুঞ্জীভূত দুঃখ বেদনা ছায়াতুল্য আমাকে অনুসরণ করিতেছে। এই অতীত জন্মের দুষ্কৃতি সম্ভূত দুঃখ–বেদনার প্রতি সংবেগ উৎপাদনও একান্ত অপরিহার্য।

(ছ) "অপ্রাপ্তবর্ত–দুঃখ"ঃ– আমি সংসারাবর্তে ঘানি টানা বলদের মত পথের সন্ধান না পাইয়া সর্বদা যে ভাবী দুঃখের সৃষ্টি করিতেছি, স্ত্রী–পুত্র–ধন–জন প্রভৃতির মায়ায় আবদ্ধ হইয়া পুণ্য সঞ্চয়ে যে প্রতারিত হইতেছি, শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবের ন্যায় আপন স্বাধীনতা জলাঞ্জলি দিয়া পুত্র–দ্বার সেবায় যে আবদ্ধ হইয়াছি, বাস্তবিক ইহা আমার অতিশয় দুর্লক্ষণ। নদীর আবর্তে পতিত বস্তু যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া তলাইয়া যায়, তেমন আমিও এই জন্মান্তর রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইব না। এই ভাবী বর্ত দুঃখ দর্শনে সংবেগ উৎপাদনও একান্ত অপরিহার্য।

(জ) "বর্তমান আহারান্বেষণ-দুঃখ"ঃ- বর্তমান সমস্যা-সঙ্কুল সংসারে মানুষকে অনুচিন্তা চমৎকারভাবে ঘাত-প্রতিঘাত করিতেছে। আহার্যান্বেষণে উন্মত্ত জনগণ পরিবার বর্গের সুখ-সাচ্ছন্দ্য সংস্থান মানসে পর-ধন হরণে চুরি-ডাকাতির মাত্রা অতিশয় বাড়াইয়া তুলিয়াছে। হিংসা প্রতিহিংসার আর বিরাম নাই। হিংসাস্ত্র দ্বারা করুণাকে বলি দিতেছে। খাদ্য উৎপাদন কারণে সমগ্র পৃথিবীময় ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষির ব্যবস্থা হইতেছে। খাদ্য চাই! খাদ্য চাই!! বলিয়া সর্বত্র রব উঠিয়াছে, এইকারণে কোথাও আর শান্তি নাই। এই চিন্তায় মানুষ অতি মাত্রায় অধীর হইয়াছে। এই আহার অন্বেষণ জনিত দুঃখ ভোগেও সংবেগ মূলক চিন্তা উৎপাদন একান্ত অপরিহার্য।

পূর্বোক্ত আটটি দুঃখে মানব সমাজ অভূতপূর্ব বিষয় অনুভব করিতেছে। জ্ঞানীজন-চিত্ত এই সংবেগ মূলক বিষয় আটটির প্রতি অবহিত না হইলে, মুক্তির সন্ধান পাইবেন না। এই সংবেগকর চিন্তা সাধন-ভজনের অনুকূল বৈরাগ্য উৎপাদন করে এবং সাধনাকে ত্বরান্বিত করিয়া চিত্তের গতিবেগ সঞ্চারিত করে।

৭) সময়ে চিত্তের অজ্ঝুপেক্খণতা- যেই সময়ে সম্যক্ প্রতিপত্তি লাভ হেতু চিত্ত অলীন, অনুদ্ধত, অনিরাস্বাদ রূপে আলম্বনে প্রবর্তিত হয়, তখন নিয়মিতগামী অশ্বের সারথী ন্যায় উপেক্ষা ভাব অবলম্বন করা অর্থাৎ প্রগ্রহ, নিগ্রহ ও সম্প্রহংসন ব্যাপারে লিপ্ত না হওয়া।

৮) অসমাহিত ব্যক্তির সাহচর্য পরিত্যাগ।

৯) সমাহিত ব্যক্তির সেবা, ভজনা ও উপসনা করা উচিত।

১০) সমাধির সম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদনের জন্য সতত চেষ্টান্বিত হওয়া।

১১) চারি ঈর্যাপথে সমাধি চিত্তকে নত অবনত-অত্যাবনত করা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এইরূপে সমাধিসম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদন করিয়া বর্দ্ধিত করিলে অর্হত্ব মার্গ লাভে ভাবনায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বিমুক্তি কামী মাত্রেই এই নীতি অনুসরণ করিবেন।

(৭) **উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ঃ–** পটিসঙ্খানলক্খণোলীন– লীন ও ঔদ্ধত্য রহিত অধিচিত্ত প্রবর্তিত হইলে প্রগ্রহ, নিগ্রহ ও সংম্প্রহংসনে অব্যাপৃততা (অজ্ঝুপেক্খনং) অধি উপেক্ষণ ভাব উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ অর্থাৎ সমাধিস্থ চিত্ত সুষ্ঠরূপে মধ্যস্থতাভাব অবলম্বন করিয়া ভাবনায় রত হওয়াকে উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ বলে। ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন;– ভিক্ষুগণ! উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ স্থানীয় ধর্মসমূহ[১] আছে; তাহাতে জ্ঞানপূর্বক মনোযোগী হইলে, পুনঃ পুনঃ মনোযোগী হইলে, তাহা সেবন করিলে অনুৎপন্ন উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অপিচ পাঁচটি কারণ উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদনের সহায়তা করে। যথা– সত্ত্বা মধ্যস্থতা, সংস্কার মধ্যস্থতা, সত্ত্ব ও সংস্কারের প্রতি মমত্বশীল ব্যক্তি–পরিবর্জন, সত্ত্ব ও সংস্কারের প্রতি উদাসীন ব্যক্তির সেবন এবং সতত উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদনের চেষ্টা।

১) সত্ত্ব মধ্যস্থতা অর্থাৎ তুমি যেমন স্বীয় কর্মফলে আসিয়া স্বীয় কর্মফল লইয়াই চলিয়া যাইবে, সেও তেমন স্বীয় কর্মানুরূপ কাজ করিয়া চলিয়া যাইবে। তুমি কাহাকে আক্রোশ করিতেছ? পরমার্থ বিচারে সত্ত্বজীব বলিয়া কেহই নাই, সবই নিঃসত্ত্ব। এভাবে মধ্যস্থভাবে প্রত্যবেক্ষণ করা।

২) সংস্কার মধ্যস্থতা দ্বিবিধ অর্থাৎ এই বস্ত্রখানি অনুক্রমে বর্ণহীন ও জীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ক্লিষ্ট পাপোষ তুল্য যষ্টির সাহায্যে ফেলিয়া দিতে হইবে, বাস্তবিক যদি ইহার অধিকারী থাকিত, এইভাবে বিনষ্ট হইতে দিত না। এইরূপে অনধিকারী ভাবে সংস্কারের প্রতি উদাসীন

---

[১] উপেক্ষাই উপেক্ষাসম্বোধ্যঙ্গ স্থানীয় ধর্ম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হওয়া। এই সংস্কার চিরস্থায়ী নয়, ইহা সাময়িক অবস্থা মাত্র। এইপ্রকারে বস্ত্রের প্রতি ঔদাসিন্যবৎ প্রত্যবেক্ষণ করা।

৩) মমত্বশীল ব্যক্তি–পরিবর্জন অর্থাৎ মমতা প্রিয় ব্যক্তির সংসর্গ বর্জন করা। গৃহীর পক্ষে পুত্র–কন্যার প্রতি ও প্রব্রজিতের পক্ষে ভিক্ষু–শ্রামণদের প্রতি মমতা উৎপাদনই সংস্কার প্রিয়তার লক্ষণ। যেমন প্রিয়ভাবে শিষ্যদের কেশচ্ছেদন, চীবর সীবন, পাত্র–চীবর রঞ্জন প্রভৃতি কার্য শিষ্যকে করিতে না দিয়া স্বহস্তে সম্পাদন করা। মুহূর্ত কাল অদর্শনে 'অমুক শ্রামণের বা বালকটি কোথায় গেল' ভাবিয়া ভ্রান্তমৃগ তুল্য এদিক ওদিক দর্শন করা। যদি কেহ বলেন 'আপনার শ্রামণেরকে আমার কেশচ্ছেদনের জন্য অল্পক্ষণের অবকাশ প্রদান করুন' তখন তিনি বলেন 'আমার কাজও তাহার দ্বারা আমি স্নেহবশতঃ করাইতে ইচ্ছা করি না; আপনার কাজ করিয়া সে ক্লান্ত হইবে'। এইভাবেই সংস্কার প্রিয়তা জাগ্রত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যিনি ব্যবহার্য বস্তু পাত্র–থালা প্রভৃতির উপর মমায়িত হন অন্যকে দ্রব্যাদি স্পর্শ করিতেও দেন না। যদি কেহ সাময়িক ব্যবহারের জন্য কোন দ্রব্য চায়, তখন তিনি বলেন– 'আমারও এই বস্তু নষ্ট হইবার ভয়ে ব্যবহার করি না, আপনাকে আর কি দিব'। এইভাবে ব্যবহার করাকেও সংস্কার প্রিয়তা বলে। এতাদৃশ লোকের সংসর্গ বর্জন করা উচিত।

৪) মধ্যস্থ ব্যক্তির সেবা অর্থাৎ পূর্বোক্ত সত্ত্ব ও সংস্কার এই দ্বিবিধ বিষয়ে যিনি উদাসীন, তাঁহার সেবা করা ও তাঁহার সঙ্গে অবস্থান করা উচিত।

৫) এই সংস্কার প্রিয়তা বর্জন মানসে প্রত্যেক সাধককে আমিও আমার নয়, সেও আমার নয়, তাহারও আমি নই এবং সেও তাহার নয়, এইভাবে গমনে, দাঁড়ানে, উপবেশনে এবং শয়নে চিত্ত সতত উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদনের চেষ্টা করিলে উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয়। ইহাতে আমিত্ব–মমত্ব দূরীভূত হইলে অর্হত্ব মার্গ প্রাপ্তিতেই উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ধর্মে বিচরণ করিলে মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে যেমন উৎকর্ষ লাভে প্রধান সহায়ক হয়, তেমনি সর্ব–দুঃখের অবসান ঘটিয়ে বোধিজ্ঞান প্রাপ্তিরও সোপান স্বরূপ হয়।

(৮) **প্রশ্ন** ঃ– আট নামে কি? **উত্তর** ঃ– আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

ইহার অর্থ ঃ– আর্য অর্থ পবিত্র, শ্রেষ্ঠ, উত্তম ও আদর্শস্থানীয়, পূত চরিত্র, উন্মুক্ত জীবনযাপনকারী। মহৎ ব্যক্তিকেই আর্য পুদ্গল বলা হয়। জাতি বিশেষের উপর আর্যত্বের বিচার সীমাবদ্ধ নহে। তথাগত বুদ্ধের মতে– চারি মার্গস্থ ও ফলস্থ অর্থাৎ স্রোতাপত্তি মার্গ ও ফল, সকৃদাগামী মার্গ ও ফল, অনাগামী মার্গ ও ফল, অর্হত্ব মার্গ ও ফল এই আটটি গুণের সমন্বিত ব্যক্তি আর্যের অধিকারী হন। চারি আর্যসত্য সম্বন্ধে যথাভূত জ্ঞান লাভ হলেই তিনি আর্য। মার্গফল সকল কলুষ হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া, আর্যভাব আনয়ন করতঃ আর্য মার্গ ফল লাভ করিয়া আর্য হন। কায়–বাক্য–মন কর্ম যাঁহার শুদ্ধ, পবিত্র ও প্রাণিদের প্রতি অহিংসা পরায়ণ, তিনিই আর্য নামে অভিহিত হন। এক কথায় নিষ্কলুষ ব্যক্তি বা নিষ্পাপ ব্যক্তিকে বলা হয় আর্য।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ মানুষের দুঃখ নিরোধ করে এবং বোধিজ্ঞান লাভের সহায়ক বলিয়া ইহা শ্রেষ্ঠ অঙ্গারূপে কথিত হয়। ইহা আটটি অঙ্গের সমষ্টি বলিয়া– অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলা হয়। 'অঙ্গ' অর্থে কারণ, উপকরণ ইত্যাদি। বিমুক্তি সাধনার এই আটটি অঙ্গ হচ্ছে, যথাক্রমে ঃ–

১) সম্যক্–দৃষ্টি, ২) সম্যক্–সংকল্প, ৩) সম্যক্–বাক্য, ৪) সম্যক্–কর্ম, ৫) সম্যক্–জীবিকা, ৬) সম্যক্–ব্যায়াম, ৭) সম্যক্–স্মৃতি ও ৮) সম্যক্–সমাধি।

এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভগবান বুদ্ধের এক অভিনব আবিষ্কার। ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং যেই মার্গ বা পথ অনুসরণে গয়ার বোধিতরু মূলে পরমজ্ঞান সম্বোধি অধিগত করিয়া জগতে সম্যক্সম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার মূলে এই অষ্ট অঙ্গযুক্ত পন্থা। ধর্মপদে উক্ত আছে–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"মগ্গানট্ঠঙ্গিকো সেট্ঠো।" বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যত রকমের মার্গ বা পথ বিদ্যমান তন্মধ্যে জ্ঞানী মুনি–ঋষিদের দ্বারা স্বীকৃত অষ্টাঙ্গিক মার্গই শ্রেষ্ঠ। তিনি বলিয়াছেন;– "সত্ত্বগণের দৃষ্টি–বিশুদ্ধির (নির্মল জ্ঞান প্রাপ্তির) জন্য দুঃখ বিমুক্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এইতো নিশ্চিত মার্গ। ইহা ব্যতীত অন্য কোন মার্গ নেই। এই মার্গ অবলম্বন করিয়া তোমরা দুঃখের অবসান কর"। একাধারে অসংযত ভোগ বিলাস বা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ এবং অপরদিকে অনাবশ্যক শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধন– এই উভয় পথের মধ্যবর্তী পন্থা হইল– এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

একদা ভগবান বুদ্ধ সুভদ্রকে বলিয়াছিলেন;– "হে সুভদ্র, যেই ধর্মবিনয়ে (শাস্তার বচনে) আর্য অষ্টাঙ্গিক–মার্গের উপলব্ধি নাই (আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ নাই), সেই সব ধর্মবিনয়ে দুঃখমুক্তি বা নির্বাণপ্রাপ্ত শ্রামণ[৩]ও নাই। কাজেই অষ্টাঙ্গিক মার্গ ব্যতীত দুঃখ মুক্তি সম্ভব নহে। সুতরাং এই মার্গ মানব জীবনের একমাত্র প্রতিশরণ। শতধা ছিন্ন বস্ত্র তুল্য বিভাজিত করিয়া এই মার্গে একমাত্র বুদ্ধ কর্তৃক সর্বজ্ঞ জ্ঞানে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য– বুদ্ধ ত্রিলোকবাসী জীবগণের দুঃখ বিমোচন কারণে লক্ষাধিক চারি অসংখ্য কল্পকাল পারমিতা পূর্ণ করিয়া প্রজ্ঞা দ্বারা বিমুক্তি লাভের আটটি অঙ্গ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বোধিতরুমূলে রথাঙ্গ সেনাঙ্গ আবিষ্কৃত মার্গ তুল্য তিনি নির্বাণ লাভের উপায়স্বরূপ এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই অষ্টাঙ্গিক মার্গ হইল–

১) সম্যক্–দৃষ্টি ঃ– খাটি বা অভ্রান্ত সত্য জ্ঞান। এই জ্ঞান লৌকিক লোকোত্তর ভেদে প্রথমতঃ দ্বিবিধ। স্বীয়–কর্ম–বিপাক ভোগী সত্ত্ব ভিন্ন আমার অন্য কিছু নাই, এই জ্ঞান (কম্মস্সকতা ঞানো) এবং সত্যানুলোমিক জ্ঞান লৌকিক সম্যক্–দৃষ্টি। মার্গ ও ফল সম্প্রযুক্ত প্রজ্ঞা লোকোত্তর সম্যক্–দৃষ্টি। সম্যক্–দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি পৃথগজন, সেখ ও

---

[৩] প্রথম শ্রেণীর শ্রমণ– স্রোতাপন্ন, ২য় শ্রেণীর শ্রমণ– সকৃদাগামী, ৩য় শ্রেণীর শ্রমণ– অনাগামী, ৪র্থ শ্রেণীর শ্রমণ– অর্হৎ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অসেখ ভেদে ত্রিবিধ। আবার পৃথ্গজনের মধ্যে কেহ নিজেকে সত্যানুলোমিক স্বীয় কর্মফল ভোগী সত্ত্ব জানিয়াও কর্মফল বিশ্বাসী আত্মবাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং কেহ নিজেকে সত্যানুলোমিক স্বীয় কর্মফল ভোগী সত্ত্ব জানিয়া কর্মফল বিশ্বাসী অনাত্মবাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন; এই হিসাবে পৃথগজন দ্বিবিধ। সেখ– স্রোতাপত্তিমার্গস্থ হইতে অর্হৎ মার্গস্থ পর্যন্ত সপ্তধা বিভক্ত। অসেখ– অর্হত্ব–ফলস্থ ব্যক্তি।

সাধারণতঃ দুঃখে জ্ঞান, দুঃখ সমুদয়ে জ্ঞান, দুঃখ নিরোধে জ্ঞান ও দুঃখ নিরোধের উপায় জ্ঞানকে সম্যক্–দৃষ্টি বলা হয়। তাহা প্রথমে নানাভাবে উৎপন্ন হইয়া চতুরার্য সত্য প্রতিবেধক্ষণে একই জ্ঞানে পরিণত হয়।

যখন আর্য–শ্রাবক অকুশল[১] কি, অকুশলের মূল কি এবং কুশল[২] কি ও কুশলের মূল কি তাহা সম্যক্রূপে বুঝিয়া থাকেন, তখন তিনি সর্বপ্রকারে কামানুশয় ত্যাগ করিয়া প্রতিঘ (ক্রোধ) অনুশয় বিনোদন পূর্বক অস্মী মানানুশয়ের সমূলে উচ্ছেদ সাধন করেন এবং অবিদ্যা পরিহার করতঃ বিদ্যা উৎপাদন করিয়া ইহ–জন্মেই দুঃখান্তকারী হইয়া থাকেন। এইরূপে আর্য পুদ্গল (ব্যক্তি) সম্যক্–দৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া থাকেন। তাহার দৃষ্টি (জ্ঞান) ঋজুগত, তিনি ঋজুগত, তিনি ধর্মে অচলা প্রসাদ সম্পন্ন হন এবং তিনিই প্রকৃত পক্ষে এই সদ্ধর্মে আগত।

---

[১] **অকুশল** ঃ– প্রাণী হত্যা, চুরি, পরস্ত্রী গমনাদি নীতিবিরুদ্ধ কামাচার, মিথ্যা, পিশুন, পরুষ, সম্প্রলাপ (অনর্থযুক্ত গল্প–গুজব, ঠাট্টা–বিদ্রুপ ইত্যাদি) অভিধ্যা (লোভ), ব্যাপাদ (হিংসা, ক্রোধ, ঈর্ষা ইত্যাদি) ও মিথ্যা দৃষ্টি।

অকুশলমূল ঃ– লোভ, দ্বেষ ও মোহ।

[২] **কুশল** ঃ– প্রাণী হত্যা বিরতি, চৌর্য বিরতি, ব্যভিচার বিরতি, মিথ্যা কথা, পিশুন বাক্য, পরুষ বাক্য, সম্প্রলাপ বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যক্–দৃষ্টি।

কুশলমূল ঃ– অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অথবা যখন আর্য-শ্রাবক আহার[১], দুঃখ, জরা, মরণ, জন্ম, ভব, উপাদান, তৃষ্ণা, বেদনা, স্পর্শ, ষড়ায়তন, নামরূপ, বিজ্ঞান, সংস্কার, অবিদ্যা, এবং আসব (আস্রব) এই সমুদয়ের যে কোনটি বিশেষ ভাবে জানেন এবং তাহাদের উৎপত্তি ও নিরোধের উপায় সুবিদিত হন, তখনই সেই আর্য-শ্রাবক কামানুশয় ত্যাগ করিয়া প্রতিঘানুশয় বিনোদন পূর্বক অস্মিতাদৃষ্টি সমূলে উচ্ছেদ করিয়া থাকেন এবং অবিদ্যা ত্যাগ করতঃ বিদ্যা উৎপাদন পূর্বক এই জন্মেই দুঃখান্ত করেন। এইরূপেই আর্য ব্যক্তি সম্যক্-দৃষ্টি সম্পন্ন ইহয়া থাকেন। তখন তাঁহার দৃষ্টি ঋজুগত, তিনি অচলা প্রসাদ সম্পন্ন হইয়া এই সদ্ধর্ম প্রাপ্ত হন।

২) **সম্যক্-সঙ্কল্প** ঃ— সদ্ বা উত্তম সঙ্কল্প। ইহা ত্রিবিধ, যথা ঃ— নৈষ্ক্রম্য সঙ্কল্প, অব্যাপদ সঙ্কল্প ও অবিহিংসা সঙ্কল্প, পঞ্চকামগুণ (রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ) পরিভোগ সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া বিরাগতা বা নৈষ্ক্রম্য প্রাপ্তির সঙ্কল্পের নাম নৈষ্ক্রম্য-সঙ্কল্প। ব্যাপাদ-সঙ্কল্প বিরত হইয়া মৈত্রী সঙ্কল্প পরতা অব্যাপদ সঙ্কল্প। বিহিংসা প্রতিবিরতি হইয়া করুণা সম্পন্ন হওয়া, আত্মসুখ আত্মমুক্তি সঙ্কল্প প্রাপ্তির নাম অবিহিংসা সঙ্কল্প। এই ত্রিবিধ ভাবে কার্য সাধন বশে মার্গাঙ্গ পূর্ণ করতঃ মার্গক্ষণে একমাত্র কুশল সঙ্কল্প উৎপন্ন হয়। তাহাই সম্যক্-সঙ্কল্প।

৩) **সম্যক্-বাক্য** ঃ— সত্য বা অবিরুদ্ধ বাক্য। ইহা চতুর্বিধ বাচনিক পাপের নিবৃত্তি, যথা- (১) মৃষাবাদ বিরতি হওয়া অর্থাৎ সভাস্থলে, বিচারালয়ে, লোক সাক্ষাতে আত্ম-হেতু, পর-হেতু টাকা পয়সাদি আমিষ-হেতু সজ্ঞানে জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা না বলা। সত্যবাদী, সত্যসন্ধ, স্থির প্রতিজ্ঞ, বিশ্বাস্য এবং অবিষমবাদী হওয়া। (২) পিশুন

---

[১] **আহার** ঃ— বিভিন্ন সত্ত্বগণের স্থিতির জন্য চতুর্বিধ আহার আছে, যথা— স্থূল বা সূক্ষ্ম আহার, স্পর্শাহার, মনোসঞ্চেতনা আহার ও বিজ্ঞানাহার। তৃষ্ণার সমুদয়ে (কারণের) আহার সমুদয় (উৎপত্তির হেতু), তৃষ্ণার নিরোধে আহারের নিরোধ হইয়া থাকে। আহার নিরোধের উপায় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এইভাবে জরা মরণাদি বিষয়েও বুঝিয়া নিতে হইবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ভেদ) বাক্য বিরত হইয়া সন্ধি–কর্তা হওয়া অর্থাৎ এখানে কোন কথা শুনিয়া এঁদের ভেদের জন্য অন্যত্র না বলা; অন্যত্র কোন কথা শুনিয়া ওঁদের ভেদের জন্য এঁদেরকে না বলা। বিবাদপরায়ণ–ভিন্ন মতবাদী লোকের মধ্যে সন্ধিকর্তা, বিবাদ অনুৎপাদক, সমগ্ররাম, সমগ্ররত, সমগ্রনন্দী হওয়া ও সমগ্রকরণী বাক্য বলা বা ভাষিত হওয়া। (৩) পরুষ (কঠোর, কর্কশ) বাক্য বিরত হওয়া অর্থাৎ কর্ণ সুখকর, নির্দোষ, প্রেমনীয়, হৃদয়ঙ্গম সমর্থপূর্ণ, বহুজন–কান্ত, বহুজন–প্রিয় বাক্য প্রয়োগকারী হওয়া। (৪) শূন্য গর্ভ বাক্য, অসদ্ প্রস্তাব, ঠাট্টা বিদ্রুপ বা সম্প্রলাপ বিরত হইয়া কালবাদী, ভূতবাদী, ধর্মবাদী, অর্থবাদী, বিনয়বাদী হওয়া এবং নিধানবতী, অর্থ সংহতি, পরিমিত বাক্য প্রয়োগকারী হওয়া। এই চারি প্রকারে কার্য সাধন করিয়া মার্গাঙ্গ পরিপূর্ণ করতঃ মার্গক্ষণে একমাত্র অকুশল বাক্য বিরতিই উৎপন্ন হয়, তাহাই সম্যক্–বাক্য।

৪) **সম্যক্–কর্ম** ঃ– সৎ বা পবিত্র কর্মকারী হওয়া। ইহা ত্রিবিধ কায়িক পাপ হইতে বিরত হইয়া ত্রিবিধ কায়িক সুকর্ম করতঃ কায়ার পবিত্রতা সম্পাদন করা, যথা– (১) প্রাণী হত্যা হইতে বিরত হইয়া নিহিত দন্ড, নিহিত শস্ত্র, লজ্জী, দয়ালু, সর্বপ্রাণ ভূতের প্রতি হিতানুকম্পী হইয়া বাস করা। (২) অদত্ত গ্রহণ হইতে বিরত হওয়া অর্থাৎ গ্রামে বা অরণ্যে পরাধিকৃত বস্তু চৌর্য চিত্তে গ্রহণ না করিয়া দত্ত দায়ী, দত্ত প্রতিকাঙ্ক্ষী, অচৌর, সুচীভূতাত্ম হইয়া বিচরণ করা। (৩) কাম সমূহে মিথ্যাচার ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ মাতৃরক্ষিতা, পিতৃরক্ষিতা, ভ্রাতৃরক্ষিতা, ভগ্নীরক্ষিতা, জ্ঞাতীরক্ষিতা ও ধর্মরক্ষিতা, সস্বামীকা, স্বরক্ষিতা এবং সপরিদন্ডাদি স্ত্রীর প্রতি কামাচার ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে যথাসময়ে রমিত হওয়া। এই ত্রিবিধ ভাবে কার্য সম্পাদন বশে মার্গাঙ্গ পরিপূর্ণ করতঃ মার্গক্ষণে একমাত্র অকুশল**কর্ম** বিরতিই উৎপন্ন হয়। তাহাই সম্যক্–কর্ম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫) সম্যক্–জীবিকা ঃ– অনবদ্য বা সজ্জীবিকা। কায়িক বাচনিক পাপে লিপ্ত না হইয়া অর্থাৎ প্রাণী হত্যা, চুরি, ব্যভিচার ও মিথ্যা, পিশুন, পরুষ, সম্প্রলাপ দ্বারা এবং কূহনা, লপনা, নৈমিত্তিকতা, নিষ্পীড়নতা, লাভ দ্বারা লাভ অন্বেষণ (কুশীদ ব্যবহার) দ্বারা ও পঞ্চ নিষিদ্ধ ব্যবসা (অস্ত্র, সত্ত্ব অর্থাৎ মনুষ্য, মাংস, মৎস্য, মদ্য ও বিষ বাণিজ্য) দ্বারা জীবিকা নির্বাহ না করিয়া ধর্মতঃ অহিংস, অচৌর, অবঞ্চন, অমায়াবী হইয়া জীবন যাত্রা নির্বাহ করা। ইহাও প্রথমে নানা ভাবে কার্য সাধন করতঃ মার্গাঙ্গ পরিপূর্ণ করিলে মার্গক্ষণে এক অকুশল জীবিকা বিরতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহাই সম্যক্–জীবিকা।

৬) সম্যক্–ব্যায়াম ঃ– একান্ত অনবদ্য সৎ চেষ্টা। ইহা চতুর্বিধ, যথা ঃ– (১) অনুৎপন্ন অকুশলের অনুৎপত্তির চেষ্টা অর্থাৎ অকৃত পূর্ব কায়িক, বাচনিক ও মানসিক পাপ কর্ম সমূহ অনুৎপাদনের জন্য হৃদয়ে বলবতী ইচ্ছা, প্রবলা চেষ্টা, মহা উদ্যোগ পোষণ ও স্থির প্রতিজ্ঞ হওয়া, (২) উৎপন্ন অকুশলের বিনাশের জন্য হৃদয়ে প্রবলা ইচ্ছা, বলবতী চেষ্টা, মহা উদ্যোগ পোষণ করিয়া তৎবিষয়ে চিত্তকে উৎসাহিত করা ও স্থির প্রতিজ্ঞ হওয়া, (৩) অনুৎপন্ন কুশল উৎপাদনের জন্য হৃদয়ে প্রবল চেষ্টা, বলবতী ইচ্ছা, মহা উদ্যোগ পোষণ করিয়া তৎবিষয়ে চিত্তকে উৎসাহিত করা ও স্থির প্রতিজ্ঞ হওয়া, (৪) উৎপন্ন কুশলের স্থিতির জন্য, অভ্রান্তির জন্য, বৃদ্ধির, বিবৃদ্ধির জন্য, তৎ ভাবনায় পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য প্রবল ইচ্ছা, বলবতী চেষ্টা, মহা উদ্যোগ পোষণ করিয়া তৎবিষয়ে চিত্তকে উৎসাহিত করা এবং স্থির প্রতিজ্ঞ হওয়া। ইহা প্রথমে চতুর্বিধ হইয়া মার্গাঙ্গ পরিপূর্ণ করতঃ মার্গক্ষণে এক কুশল বীর্যই উৎপন্ন হয়; তাহাই সম্যক্–ব্যায়াম।

৭) সম্যক্–স্মৃতি ঃ– নিরবদ্য বা সৎ স্মৃতি। ইহা চতুর্বিধ। যথা ঃ– কায়ে কায়ানুদর্শন, বেদনা সমূহে বেদনানুদর্শন, চিত্তে চিত্তানুদর্শন ও ধর্ম সমূহে ধর্মানুদর্শন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কায়ানুদর্শন ঃ– সাধক, কায়ের কুৎসিত কেশ, লোম, নখ, দন্ত, মাংস, অস্থি প্রভৃতি দ্বাত্রিংশ আকার বা উহার উৎপত্তি স্থানভূত মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু এই চতুর্মহাভূতের সংমিশ্রণে সুগঠিত আহার্য দ্বারা সুপরিবর্দ্ধিত দেহের প্রত্যেক অংশ, বীর্য সহকারে স্মৃতির দ্বারা অবলম্বন করতঃ প্রজ্ঞায় তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করে, দেহের শ্বাস, প্রশ্বাস–গমন–স্থিতি প্রভৃতি বিশেষভাবে জানে, হস্ত–পদাদির সঙ্কোচন, প্রসারণ, পান–ভোজন প্রভৃতি দেহের প্রত্যেক অবস্থায় সম্প্রজানকারী হয়। তৎপর মৃত দেহ শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হইলে পঁচিয়া গলিয়া যে নববিধ[1] অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহাও প্রজ্ঞা–চক্ষে দর্শন করিয়া থাকে। এইরূপে সর্বমোট চতুর্দশ[2] (মহাসতিপট্‌ঠান সুত্তন্তের কায়ানুদর্শন দ্রষ্টব্য) প্রকারে এই দেহকে প্রত্যবেক্ষণ করতঃ অর্থাৎ অশুভরূপে দেখিয়া শুভ সংজ্ঞা, অনিত্যরূপে দেখিয়া নিত্য সংজ্ঞা, দুঃখরূপে দেখিয়া সুখ সংজ্ঞা, অনাত্মরূপে দেখিয়া আত্মসংজ্ঞা ত্যাগ করে এবং দেহের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়, নন্দিত হয় না; বিরক্ত হয়, অনুরক্ত হয় না। অনুরাগ নিরোধ করে, উৎপাদন করে না। দেহ উৎপত্তিজনক কলুষ ত্যাগ করে, গ্রহণ করে না (কলুষে লিপ্ত হয় না)। এইরূপে দেহের প্রতি লোভ (আসক্তি) ও দৌর্মনস্য ত্যাগ করিয়া অবস্থান বা বিহার করাকে কায়ানুদর্শন বলে।

বেদনানুদর্শন ঃ– সাধক সুখ, দুঃখ ও উপেক্ষাদি বেদনার[3] উদয়ে তাহা বিশেষভাবে জানে, তাহা কি কামের আমিষ হেতু হইল অথবা কি বিরাগ হেতু হইল; তাহা বীর্য–সহকারে স্মৃতির দ্বারা গ্রহণ করতঃ প্রজ্ঞায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করে এবং জ্ঞাত হয় যে, সুখ বেদনার উপস্থিতি সুখময়ী বটে, কিন্তু বিপরিণাম বলিয়া দুঃখ দায়ক। অতএব সুখ–বেদনাও দুঃখ, দুঃখ বেদনা শল্য তুল্য। উপেক্ষা–বেদনা শান্ত বটে কিন্তু

---

[1] নববিধ অবস্থান্তরও চতুদ্দর্শ প্রকার।

[2] মহাসতিপট্‌ঠান সুত্তন্তের কায়ানুদর্শন দ্রষ্টব্য।

[3] সুখ দুঃখাদি অনুভূতিরই নাম বেদনা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উদয়-ব্যয় শীল। অতএব বেদনা সমূহ অনিত্যরূপে দেখিয়া নিত্য সংজ্ঞা, দুঃখরূপে দেখিয়া সুখসংজ্ঞা এবং অনাত্মরূপে দেখিয়া আত্মসংজ্ঞা ত্যাগ করে এবং বেদনাসমূহের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়, নন্দিত হয় না; বিরক্ত হয়, অনুরক্ত হয় না। অনুরাগ নিরোধ করে, উৎপাদন করে না। বেদনা উৎপাদক কলুষ ত্যাগ করে, গ্রহণ করে না (লিপ্ত হয় না)। এইরূপে বেদনা সমূহের প্রতি লোভ দৌর্মনস্য ত্যাগ করিয়া অবস্থান করাকে বলা হয় বেদনানুদর্শন। [উত্তানশায়ী শিশুও স্তন্য পান সময়ে ক্রমে বুঝে যে আমি সুখানুভব করিতেছি, কিন্তু এইস্থলে সেইভাবে জানিলে প্রকৃত জানা হইবে না। কারণ সেইভাবে জানায় সত্ত্ব উপলব্ধি ত্যাগ হয় না, সত্ত্বসংজ্ঞাও অপনীত হয় না। সুতরাং ইহাতে কর্মস্থান বা স্মৃত্যুপস্থান ভাবনা হইবে না। এমন ভাবে জানিতে হইবে, যাহাতে সত্ত্ব উপলব্ধি ত্যাগ হয়, সত্ত্বসংজ্ঞাও অপনীত হয়। তাহা হইলেই কর্মস্থান এবং স্মৃত্যুপস্থান ভাবনা হইবে।

কে বেদনা অনুভব করিতেছে? কোন সত্ত্ব বা ব্যক্তি বেদনা অনুভব করিতেছে না। কাহার বেদনা? কোন সত্ত্ব বা ব্যক্তিরও বেদনা নহে। কি হেতু বেদনা উৎপন্ন হয়? সুখ-দুঃখাদি বস্তু অবলম্বনেই বেদনা উৎপন্ন হয়। তখন লৌকিক ব্যবহারবশেই বলা হয় যে, আমি সুখ বা দুঃখ বেদনা অনুভব করিতেছি। বস্তুতঃ বেদনার পৃথক কোন স্থান নাই সুখ-দুঃখাদি বস্তু অবলম্বনেই বেদনা উৎপন্ন হইয়া থাকে।]

চিত্তানুদর্শন ঃ— সাধক, কোন্ সময়ে কোন্ চিত্ত[1] উৎপন্ন হইতেছে, যে চিত্ত উৎপন্ন হইল, তাহা কি সরাগ চিত্ত বা সমোহ চিত্ত অথবা রাগ-দ্বেষ-মোহাতিক্রান্ত চিত্ত, তাহা বীর্যসহকারে স্মৃতির দ্বারা অবলম্বন করতঃ প্রজ্ঞাচক্ষে দর্শন করে এবং চিত্তের মহদ্গাততা, অমহদ্গাততা, লৌকিক অবস্থা, অনুত্তর অবস্থা ও চিত্তের বিমুক্ত-অবিমুক্ত অবস্থাদি ষোড়শবিধ চিত্তের অবস্থা সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া তাহা অনিত্য,

---

[1] **চিত্ত ঃ**— চিন্তা করে বলিয়া চিত্ত (বিষয় বিজানন লক্ষণ চিত্ত), আরম্মণকে জানে এই অর্থে চিত্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দুঃখ, অনাত্মরূপে দর্শন করতঃ নিত্য সুখ আত্মসংজ্ঞা পরিত্যাগ করে এবং চিত্তের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়, নন্দিত হয় না; বিরক্ত হয়, অনুরক্ত হয় না; অনুরাগ ত্যাগ করে, উৎপাদন করে না; চিত্ত উৎপাদক কলুষ ত্যাগ করে, গ্রহণ করে না। এইরূপে চিত্তের প্রতি লোভ দৌর্মনস্য ত্যাগ করিয়া অবস্থান বা বিহার করাকে বলা হয় চিত্তানুদর্শন।

ধর্মানুদর্শন ঃ– সাধকের স্বীয় মানসে কামচ্ছন্দাদি নীবরণ থাকিলে, আছে বলিয়া জানে। কিরূপে তাহা প্রত্যাখ্যান করা যাইতে পারে এবং ভবিষ্যতে ইহা কিরূপে উৎপন্ন না হইতে পারে, তদ্বিষয় যথাযথভাবে জানে। কামচ্ছন্দাদি নীবরণ না থাকিলে নাই বলিয়া জানে। পঞ্চস্কন্ধের[১] উৎপত্তি বিলয় যথাযথ ভাবে জানে। চক্ষু কর্ণাদির সহিত রূপ শব্দাদির সমাগমে যে বন্ধন বা সংযোজনের সৃষ্টি হইয়া থাকে, উহার ছেদক বিষয়ক জ্ঞান যথাযথ ভাবে আয়ত্ত করে। প্রহীণ সংযোজন যাহাতে ভবিষ্যতে উৎপন্ন না হয় তাহাও জানে। সপ্ত সম্বোধ্যঙ্গ চতুরার্যসত্য ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনায় অভিজ্ঞতা লাভ করে। ধর্মের স্পর্শাদি স্বলক্ষণ, অনিত্যাদি সাধারণ লক্ষণ ও অনাত্মাদি শূন্যতা লক্ষণ সন্দর্শন করে। অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মরূপে দেখিয়া নিত্যসুখ ও আত্মসংজ্ঞা পরিত্যাগ করে। ধর্মসমূহের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়, নন্দিত হয় না। বিরক্ত হয়, অনুরক্ত হয় না। অনুরাগ নিরোধ করে, উৎপাদন করে না। পঞ্চস্কন্ধ উৎপত্তি জনক কলুষ পরিত্যাগ করে, গ্রহণ করে না (কলুষে লিপ্ত হয় না)। এইরূপে ধর্ম সমূহের প্রতি লোভ দৌর্মনস্য ত্যাগ করিয়া বিহার করাকে বলা হয় ধর্মানুদর্শন।

উপরোক্ত কায়ে কায়ানুদর্শন, বেদনা সমূহে বেদনানুদর্শন, চিত্তে চিত্তানুদর্শন ও ধর্ম সমূহে ধর্মানুদর্শন ভেদে প্রথমে চতুর্বিধ হইয়া কার্য

---

[১] **স্কন্ধ** ঃ– অতীতানাগত প্রত্যুৎপন্নাদি ভেদ ভিন্ন সেই সেই সভাগ ধর্ম সমূহ (একজ্জুৎ) একাধারে রাশি অর্থে স্কন্ধ। তাহা ভাজন, ভোজন, ব্যঞ্জন, ভাত কারক, ভোজনকারী তুল্য করিয়া রূপ-স্কন্ধ, বেদনা-স্কন্ধ, সংজ্ঞা-স্কন্ধ, সংস্কার-স্কন্ধ ও বিজ্ঞান-স্কন্ধ এই পঞ্চস্কন্ধ উক্ত হইয়াছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সাধন করতঃ মার্গাঙ্গ পরিপূর্ণ করে। তৎপর মার্গক্ষণে এক সৎ স্মৃতিই উৎপন্ন হয়। ইহাই সম্যক্-স্মৃতি।

৮) **সম্যক্-সমাধি ঃ—** সম্যক্-দৃষ্টি, সম্যক্-সঙ্কল্প, সম্যক্-বাক্য, সম্যক্-কর্ম, সম্যক্-ব্যায়াম, সম্যক্-জীবিকা, সম্যক্-স্মৃতি এই সপ্ত অঙ্গ সমন্বিত চিত্তের একাগ্রতা। ইহা প্রথমাদি ধ্যানভেদে চতুর্বিধ, যথা ঃ— (১) কাম এবং অকুশল ধর্ম সমূহ হইতে বিভক্ত (স্বতন্ত্র) হইয়া (পঞ্চনীবরণ ত্যাগ করতঃ) সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সম্প্রযুক্ত প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করা। (২) বিতর্ক বিচার বর্জিত, আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ চিত্তের একোদিভাব সহিত অবিতর্ক, অবিচার, সমাধি জাত প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করা। (৩) প্রীতি বিরাগ (বর্জিত) উপেক্ষা একাগ্রতা সহিত স্মৃতিশীল, সম্প্রজান (সম্প্রজ্ঞান) বিহারে কায়িক সুখানুভব করা, আর্যগণ যাঁহাকে উপেক্ষক স্মৃতিশীল সুখ বিহারী বলিয়া নির্দেশ করেন, সেইরূপ তৃতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করা। (৪) পূর্ব হইতেই কায়িক সুখ-দুঃখ ত্যাগ করিয়া, মানসিক সুখ-দুঃখও পরিহার করতঃ অদুঃখ অসুখ উপেক্ষা একাগ্রতায় স্মৃতি পারিশুদ্ধি চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করা। এই ধ্যান সমূহ পূর্ব ভাগে লৌকিক এবং অপর ভাগে লোকোত্তর চিত্তের একাগ্রতাই সম্যক্-সমাধি বলিয়া কথিত হইয়াছে।

(৯) **প্রশ্ন ঃ—** নয় নামে কি? **উত্তর ঃ—** নয় সত্ত্বাবাস।

ইহার অর্থ ঃ— ত্রিলোকের সমস্ত প্রাণীর আকার প্রকার, চিত্ত সঙ্কল্প বা মনের চিন্তাধারাদি বিবিধ অবস্থা নিয়াই প্রাণী সকল নয়ভাগে বিভক্ত, এই নয় প্রকার ভাগই নয় সত্ত্বাবাস নামে অভিহিত হয়। সেই নয় ভাগ এইঃ—

১) **নানাকায়-নানাসংজ্ঞসত্ত্ব ঃ—** ইহাদের শরীরের আকৃতি ও মনের অবস্থা বিভিন্ন প্রকার; যথা— মনুষ্য, কোন কোন দেবতা, কোন কোন অসুর।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২) **নানাকায়–একসংজ্ঞসত্ত্ব ঃ–** ইহাদের শরীরের আকৃতি বিভিন্ন প্রকার বটে, কিন্তু মনের অবস্থা প্রায় এক, নানারকম সঙ্কল্পনা–পরিকল্পনা বা বিবিধ চিন্তাধারা ইহাদের নাই। স্থান ও জাতিভেদে তাহাদের স্বাভাবিক চিন্তা কেবল আপন সুখ বা দুঃখ নিয়াই। যথা– প্রথম ধ্যান লব্ধ রূপ–ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মগণ, নরকবাসী, তির্যকজাতি, প্রেতলোকবাসী ও অসুরলোকবাসী জীবগণ।

৩) **এককায়–একসংজ্ঞসত্ত্ব ঃ–** ইহাঁদের শরীরের আকৃতি এক রকম, কিন্তু মনের অবস্থা বিভিন্ন রকম; যথা– দ্বিতীয় ধ্যান লব্ধ রূপব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মাগণ।

৪) **এককায়–নানাসংজ্ঞসত্ত্ব ঃ–** ইহাঁদের শরীরের আকৃতি এক রকম এবং মনের অবস্থাও একরকম; যথা– তৃতীয় ধ্যান–লব্ধ রূপব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মাগণ।

৫) **অসংজ্ঞসত্ত্ব ঃ–** ইহা চতুর্থ ধ্যান–লব্ধ রূপ ব্রহ্মলোকের একই অংশ বিশেষ। এই স্থানে উৎপন্ন জীবগণের (ব্রহ্মগণের) সংজ্ঞা নাই বা চিত্ত নাই, ইহারা চিত্ত–চৈতসিক শূন্য–কেবল রূপস্কন্ধ মাত্র।

৬) **আকাশানন্তায়তন সত্ত্ব ঃ–** ইহাঁরা প্রথম অরূপব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মা। ইহাঁদের রূপস্কন্ধ নাই, আছে কেবল বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান স্কন্ধ, এই চারিপ্রকার স্কন্ধ অর্থাৎ ইহাঁদের ভৌতিক দেহ নাই, কেবল চিত্ত–চৈতসিক ধর্ম মাত্র বিদ্যমান। অনন্ত আকাশই তাঁহাদের অবলম্বন।

৭) **বিজ্ঞানানন্তায়তন সত্ত্ব ঃ–** ইহাঁরা দ্বিতীয় অরূপ ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মা। ইহাঁদেরও রূপস্কন্ধ নাই, আছে কেবল চিত্ত–চৈতসিক ধর্ম মাত্র। অনন্ত আকাশজাত অনন্ত বিজ্ঞানই তাঁহাদের অবলম্বন।

৮) **আকিঞ্চন্যায়তন সত্ত্ব ঃ–** ইহাঁরা তৃতীয় অরূপ ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মা। ইহাঁদেরও রূপস্কন্ধ নাই, কেবল চিত্ত–চৈতসিক ধর্মমাত্র বিদ্যমান। এইস্থানে তাঁহাদের অনন্ত বিজ্ঞানেরও অভাব– ইহার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কিঞ্চিৎমাত্রও নাই অর্থাৎ শূন্য, এই প্রকার শূন্যতাই তাঁহাদের অবলম্বন।

৯) **নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সত্ত্ব ঃ-** ইহাঁরা চতুর্থ অরূপ ব্রহ্মালোকবাসী ব্রহ্মা। ইহাঁদেরও রূপস্কন্ধ নাই। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান স্কন্ধভেদে এই চারি স্কন্ধ তাঁহাদের আছেও বা নাইও অর্থাৎ অতিশয় সূক্ষ্ম ও নিষ্ক্রিয় ভাবেই আছে।

(১০) **প্রশ্ন ঃ-** দশ নামে কি? **উত্তর ঃ-** দশ অঙ্গ বা ধর্ম সমন্বিত পুদ্গল অর্হৎ নামে আখ্যাত হন।

ইহার অর্থ ঃ- অর্হতের দশবিধগুণ ধর্ম এই- (১) অশৈক্ষ্য সম্যক-দৃষ্টি, (২) অশৈক্ষ্য সম্যক্-সঙ্কল্প, (৩) অশৈক্ষ্য সম্যক্-বাক্য, (৪) অশৈক্ষ্য সম্যক্-কর্ম, (৫) অশৈক্ষ্য সম্যক্-জীবিকা, (৬) অশৈক্ষ্য সম্যক্-ব্যায়াম, (৭) অশৈক্ষ্য সম্যক্-স্মৃতি, (৮) অশৈক্ষ্য সম্যক্-সমাধি, (৯) অশৈক্ষ্য সম্যক্-জ্ঞান ও (১০) অশৈক্ষ্য সম্যক্-বিমুক্তি।

যাঁহাদের শিক্ষা সমাপ্ত হয় নাই, তাহাদিগকে শৈক্ষ্য এবং যাঁহাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে, শিখিবার আর কিছু বাকী নাই, তাঁহাদিগকে অশৈক্ষ্য বলে। স্রোতাপত্তি মার্গলাভী, স্রোতাপত্তি ফললাভী, সকৃদাগামী মার্গলাভী, সকৃদাগামী ফললাভী, অনাগামী মার্গলাভী, অনাগামী ফললাভী ও অর্হৎ মার্গলাভী এই সাতজন পুদ্গলকে শৈক্ষ্য এবং অর্হৎ ফললাভীকে অশৈক্ষ্য বলে। অর্থাৎ স্রোতাপন্ন হইতে অর্হৎ মার্গলাভী পর্যন্ত এই সাত শ্রেণীর পুদ্গলের শিখিবার অনেক কিছু বাকী থাকে। যেহেতুঃ তাঁহারা অর্হত্বফল লাভ করিয়া নির্বাণ সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। যাঁহারা অর্হত্বফল লাভ করিয়া নির্বাণ সাক্ষাৎ করিয়াছেন তাঁহাদের আর শিখিবার কিছুই থাকে না, তদ্ধেতু তাঁহাদিগকেই অশৈক্ষ্য পুদ্গল বলে।

কুমার পঞ্হা সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মহামঙ্গল সুত্তং

(মহামঙ্গল সূত্র)

(উৎপত্তি)

যেই সময়ের কথা বলা হইয়াছে, তখন জম্বুদ্বীপে নগরের দ্বারে ও সভাগৃহে বহুলোক সম্মিলিত হইয়া বিবিধ গল্পের কথকতা (বিতর্ক প্রতিযোগিতা জাতীয়) করাইতেন। কথকদিগকে রীতিমত পারিশ্রমিক দিতেন। এক একবারের কথকতা চারিমাস ব্যাপী চলিত। সে সময়ে তাহাদের মধ্যে একদিন মঙ্গল সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। মঙ্গল কি? দর্শনে মঙ্গল, না শ্রবণে মঙ্গল, না ঘ্রাণ লওয়াতে মঙ্গল? মঙ্গল সম্বন্ধে কে ভালরূপে জানেন?

অতঃপর এক দৃষ্টমাঙ্গালিক ব্যক্তি বলিলেন– "মঙ্গালের বিষয় আমি জানি, জগতে দর্শনেই মঙ্গাল সাধিত হয়। যেমন– কোন কোন ব্যক্তি প্রত্যুষে উঠিয়া পক্ষী, বেণুযষ্টি, গর্ভিনী, সুসজ্জিত কুমার, পূর্ণঘট, কাঁচা রোহিত মৎস্য, সৈন্ধব ঘোটক, সৈন্ধবাশ্বের রথ, বৃষভ, গাভী, কপিলগরু ইহা ছাড়া অন্যান্য প্রকারও যদি মঙ্গাল সম্মত বস্তু দর্শন করে, ইহাতে তাহার মঙ্গাল হয়।" তাহার এইকথা কেহ কেহ বিশ্বাস করিলেন, আর কেহ কেহ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, অবিশ্বাসীরা বিতর্কে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর শ্রুত মাঙ্গালিক ব্যক্তি বলিলেন– "ওহে, চোখে শুচি–অশুচি, সুন্দর–অসুন্দর, মনোজ্ঞ–অমনোজ্ঞ সবই দেখা যায়। দর্শনে যদি মঙ্গাল হইত, তাহা হইলে দৃষ্ট বস্তু মাত্রেই মঙ্গালজনক হইত। কাজেই দর্শনে মঙ্গাল হইতে পারে না, শব্দ শ্রবণে মঙ্গাল সাধিত হয়। কোন মানুষ যদি প্রভাতে উঠিয়া "বৃদ্ধি, বর্দ্ধনশীল, পূর্ণ, স্থূল, সুমন, শ্রী, শ্রীবর্দ্ধন শব্দ, যেমন অদ্য সুনক্ষত্র, সুমুর্হূত্ত, সুদিবস, সুমঙ্গাল" এই যত প্রকার মঙ্গাল সম্মত শব্দ শুনিবে, ততই মঙ্গাল সাধিত হইবে, ইহা শ্রুতমঙ্গাল।" তাহার কথাও কেহ কেহ বিশ্বাস করিলেন, কেহ করিলেন না। অবিশ্বাসীরা বাক্–বিতন্ডার সৃষ্টি করিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপর ব্যক্তি বলিলেন– "শ্রুতি মঙ্গালজনক নহে, শ্রবণ শক্তি সাধু-অসাধু, মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ সমস্ত শ্রবণ করে। শ্রবণের দ্বারা যদি মঙ্গাল হইত, তবে সমস্তই মঙ্গালজনক বলিয়া ধরিয়া নিতে হইবে। কাজেই তাহা মঙ্গালকর নহে। আঘ্রাণ, আস্বাদ ও স্পর্শের দ্বারা মঙ্গাল হয়। যেমন– কোন কোন ব্যক্তি প্রাতে উঠিয়া পদ্মাদির গন্ধ পায়, দন্ত ধোবন করে, মাটি স্পর্শ করে, হরিদ্ শস্য, ভিজা গোবর ইত্যাদি স্পর্শ করে। ইহার দ্বারা তাহার মঙ্গাল হয়। যাহারা এইপ্রকার মাঙ্গাল্য দ্রব্যের ঘ্রাণ লয়, আস্বাদ গ্রহণ করে ও স্পর্শ করে, তাহাদের মঙ্গাল হয়।" তাহার অভিমতও কেহ গ্রহণ করিলেন, কেহ করিলেন না। কিন্তু যাহারা সেই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারা সেই মতে আচরণ করিতে লাগিলেন। এইপ্রকারে মঙ্গাল কথা সমগ্র জম্বুদ্বীপে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

তখন জম্বুদ্বীপবাসী প্রাণবন্ত মানুষেরা স্থানে স্থানে জড়ো হইয়া "কিসে মঙ্গাল হয়" এই বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। তাহাদের রক্ষাকর্তা দেবতারাও এই বিষয় শুনিয়া সেরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, ভূমিবাসী দেবতারা রক্ষক দেবতাদের মিত্র ছিলেন। তাঁহারও তাহাদের নিকট এই বিষয় শুনিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। এইভাবে পরস্পরের নিকট শুনিয়া আকাশবাসী দেবতা চতুর্মহারাজিক দেবতা, সুদর্শী দেবতা ও অকনিষ্ঠবাসী দেবতারা একেক স্থানে সম্মিলিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইভাবে দশসহস্র চক্রবালের মধ্যে সর্বত্র মঙ্গাল চিন্তা উৎপন্ন হইল। তাহারা "ইহা মঙ্গাল, ইহা মঙ্গাল" বলিয়া মঙ্গালের বিচার করিতে করিতে কোনটাকে স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না। অথচ এই বিষয় নিয়া তাহাদের বার বৎসর অতীত হইয়া গেল। আর্য-শ্রাবক ব্যতীত অবশিষ্ট দেব-নর-ব্রহ্মা সকলেই উক্ত ত্রিবিধ মঙ্গালের মধ্যে যথার্থ ভাবে মঙ্গাল বলিয়া একটিও গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

দেব-মানবগণ এইভাবে মঙ্গাল চিন্তা করিতে করিতে বার বৎসর অতিবাহিত করিলেন, তথাপি তাঁহারা মঙ্গাল বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। অতঃপর তাবতিংস স্বর্গবাসী দেবতাগণ সম্মিলিত হইয়া

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এরূপ চিন্তা করিতেছিলেন– "মারিস, গৃহস্বামী যেমন গৃহপরিজনের কর্তা, গ্রামের মোড়ল যেমন গ্রামবাসীর কর্তা, রাজা যেমন প্রজা সাধারণের কর্তা; সেরূপ এই শক্র দেবরাজ ইন্দ্র আমাদের চেয়েও পুণ্যতেজে, ঐশ্বর্যবলে এবং প্রতিভা প্রভাবে অতিশয় শ্রেষ্ঠ। তিনি দুই দেবলোকের অধিপতি কাজেই আমরা শক্র দেবরাজ ইন্দ্রকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিব। তৎপর দেবতারা যাইয়া দেবশ্বৈর্য প্রতিমণ্ডিত অপ্সরাগণ পরিবেষ্টিত পারিজাতমূলে পাণ্ডুকম্বল শিলাসনে উপবিষ্ট ইন্দ্রকে অভিবাদন পূর্বক এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন– "হে দেব! বর্তমান মঙ্গাল সম্বন্ধে যেই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা আপনি জানেন কি? কেহ কেহ দর্শনে মঙ্গাল, কেহ কেহ শ্রবণে মঙ্গাল, কেহ কেহ ঘ্রাণে মঙ্গাল, আস্বাদনে ও স্পর্শকরণে মঙ্গাল বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে আমরা সম্যক্ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছি না। আপনি যদি যথাধর্ম বলেন, তবে বড়ই মঙ্গাল হইবে।

দেবরাজ স্বভাবতঃ প্রজ্ঞাবান। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন– "এই মঙ্গালগাথা কোথায় উত্থাপিত হইয়াছে?" আমরা চতুর্মাহারাজিক দেবতাগণের নিকট শুনিয়াছি। কিন্তু ইহা মনুষ্যলোকে উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহাদের নিকট হইতে ক্রমান্বয়ে দেবতাগণের গোচরীভূত হইয়াছে।

অতঃপর দেবরাজ ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন– "সম্প্রতি সম্যক্সম্বুদ্ধ কোথায় আছেন?" "দেব, তিনি মনুষ্যলোকে আছেন।" "তবে তোমরা কেহ গিয়া ভগবানের নিকট এইসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছ কি?" "দেব, আমরা তো কেহই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই।"

"বন্ধুগণ, তোমরা অগ্নিকে হেয় মনে করিয়া জোনাকীকে বড় মনে করিতেছ! জগতে নিখিল মঙ্গালের নির্দেশিত ভগবান বুদ্ধকে অবহেলা করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করা উপযুক্ত মনে করিয়াছ! বন্ধুগণ, আস ভগবানের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করি। তাঁহার নিকট আমরা এই বিষয়ের সদুত্তর পাইতে পারিব।" ইন্দ্র দেবতাদিগকে এইভাবে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎসাহিত করিয়া একজন দেবপুত্রকে আদেশ করিলেন– "বৎস, তুমি যাইয়া ভগবান বুদ্ধকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা কর।" দেবপুত্র ইন্দ্রের আদেশে দিব্যভূষণে ভূষিত হইলেন এবং বিদ্যুতের ন্যায় দিব্যজ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত করিয়া পরিবৃত দেবগণ সহিত জেতবন বিহারে পৌঁছিয়া ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গাথাচ্ছন্দে মঙ্গাল বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন– ভগবান তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান প্রসঙ্গে আটত্রিশ প্রকার মঙ্গালযুক্ত সমস্ত পাপক্ষয়কারী মঙ্গাল পরিত্রাণ দেব–মানবের হিতার্থ দেশনা করিয়াছিলেন। উপরোক্ত আখ্যান মঙ্গালসূত্রের ভূমিকায় আভাস মাত্র প্রদানে বলা হইয়াছে।

মহামঙ্গাল সূত্রের ভূমিকা

"যং মঙ্গালং দ্বাদসহি চিন্তুয়িংসু সদেবকা,
সোথানং নাধিগচ্ছন্তি অট্ঠতিংসঞ্চ মঙ্গালং।
দেসিতং দেব–দেবেন সব্বপাপবিনাসনং,
সব্বলোকহিতথায মঙ্গালং তং ভনামহে।"

অনুবাদ ঃ– দেবতা ও মনুষ্যগণ দ্বাদশ বৎসর পর্যন্ত চিন্তা করিয়াও যেই মঙ্গাল জানিতে পারেন নাই, সর্ব পাপ বিনাশক সেই আটত্রিশ প্রকার মঙ্গাল সর্বজ্ঞ বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত হইয়াছে। সকল লোকের হিতের জন্য সেই মঙ্গাল সমূহ বর্ণনা করিতেছি।

সূত্রারম্ভ

"এবং মে সুতং– একং সময়ং ভগবা সাবথিযং বিহরতি জেতবনে অনাথপিন্ডিকস্স আরামে। অথ খো অঞ্ঞতরা দেবতা অভিক্কন্তায় রত্তিযা কেবলকপ্পং জেতবনং ওভাসেত্বা যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি। উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং অট্ঠাসি। একমন্তং ঠিতা খো সা দেবতা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং অট্ঠাসি। একমন্তং ঠিতা খো সা দেবতা ভগবন্তং গাথায অজ্ঝাভাসি।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুবাদ ঃ- আয়ুষ্মান্ আনন্দ স্থবির প্রথম সঙ্গীতির অধিবেশন সময়ে মহাকশ্যপ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন-

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি- এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী নগরীর সন্নিকটে 'জেতবন' নামক উদ্যানে অনাথপিন্ডিক শ্রেষ্ঠী কর্তৃক নির্মিত মহাবিহারে বাস করিতেছিলেন। তখন অতি উজ্জ্বল বর্ণ বিশিষ্ট এক দেবতা নিজের শরীরের আলোকে সমুদয় জেতবন আলোকিত করিয়া শেষ রাত্রিতে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া গাথাচ্ছন্দে বলিলেন-

(১) বহুদেবা মনুস্সা চ মঙ্গালানি অচিন্তয়ুং,
আকঙ্খমানা সোত্থানং ব্রুহি মঙ্গালমুত্তমং।

অনুবাদ ঃ- ইহ ও পরকালে হিত-সুখের আকাঙ্খা করিয়া বহু দেবতা ও মনুষ্য মঙ্গাল চিন্তা করিয়াছিলেন। (কিন্তু কিসে মঙ্গাল হয়, তাহা কেহই ঠিক করিতে পারেন নাই)। সেই উত্তম মঙ্গাল কিরূপ, আপনি তাহা দয়া করিয়া বর্ণনা করুন।

(২) আসেবনা চ বালানং পণ্ডিতানঞ্চ সেবনা,
পূজা চ পূজনীযানং, এতং মঙ্গালং মুত্তমং।

অনুবাদ ঃ- কুশলাকুশল বিষয়ে অজ্ঞানী ব্যক্তির (মূর্খলোকের) সংস্রব না করা, ইহ-পর লৌকিক হিত-সুখাবহ পন্ডিত জ্ঞানীগণের সেবা করা ও পূজনীয় ব্যক্তিগণের পূজা করা, (এই তিনটি) উত্তম মঙ্গাল।

(৩) পতিরূপ দেসবাসো চ, পুব্বে চ কতপুঞ্ঞতা,
অত্ত-সম্মাপনিধি চ এতং মঙ্গাল মুত্তমং।

অনুবাদ ঃ- ধর্মত জীবন যাপনের উপযোগী প্রতিরূপ দেশে বাস করা, পূর্বজন্মকৃত পুণ্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত থাকা (অতীত জন্মেকৃত পুণ্যকর্ম যেমন ইহজন্মে হিত-সুখাবহ হয়, তেমন ইহজন্মেকৃত পুণ্যকর্মও ভবিষ্যৎ জন্মে হিত-সুখাবহ হইয়া থাকে। কাজেই ভবিষ্যৎ জন্মে হিত-সুখের জন্য তৎপূর্বেই বর্তমান জন্মে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়া রাখা) ও নিজেকে সম্যক্ পথে পরিচালিত করা অর্থাৎ শীল,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমাধি ও বিদর্শন ভাবনায় আত্মনিয়োগ করা (এই তিনটিও) উত্তম মঙ্গাল।

(৪) বাহুসচ্চঞ্চ সিপ্পঞ্চ, বিনযো চ সুসিক্খিতো,
সুবাসিতা চ যা বাচা, এতং মঙ্গালং মুত্তমং।

অনুবাদ ঃ– ধর্মশাস্ত্রে বহুশ্রুততা বা তাহাতে পারদর্শীতা লাভ করা, নির্দোষ শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করা, বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া এবং মিথ্যা–বৃথাদি ত্যাগ করিয়া সুবাক্য ভাষণ করা, (এই চারটিও) উত্তম মঙ্গাল।

(৫) মাতা পিতু উপট্ঠানং, পুত্তদারস্স সঙ্গাহো,
অনাকুলা চ কম্মন্তা, এতং মঙ্গালং মুত্তমং।

অনুবাদ ঃ– মাতা–পিতার সেবা, সদুপদেশাদির দ্বারা স্ত্রী–পুত্রের উপকার ও নিস্পাপ ব্যবসাদি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করা, (এই তিনটিও) উত্তম মঙ্গাল।

(৬) দানঞ্চ, ধম্মচরিযা চ, ঞাতকানঞ্চ সঙ্গাহো,
অনবজ্জানি কম্মানি, এতং মঙ্গালমুত্তমং।

অনুবাদ ঃ– দান দেওয়া, কায়–বাক্য–মনে ধর্মাচরণ করা, ভরণ–পোষণ এবং সুপরামর্শাদির দ্বারা জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধন করা ও বুদ্ধাদি সৎপুরুষগণের সেবা পূজাদি পবিত্র কর্ম সম্পাদন করা, (এই চারটিও) উত্তম মঙ্গাল।

(৭) অরতি বিরতি, পাপ, মজ্জপানা চ সঞ্ঞমো,
অপ্পমাদো চ ধম্মেসু, এতং মঙ্গালমুত্তমং।

অনুবাদ ঃ– মনোময় পাপানুষ্ঠানে আরতি বা অনাসক্তি, কায়িক–বাচনিক পাপ কর্মে বিরতি বা পাপকর্ম পরিত্যাগ, মদ্যাদি নেশাপানে সংযত ও অপ্রমত্ততার সহিত পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা, (এই চারটিও) উত্তম মঙ্গাল।

(৮) গারবো চ, নিবাতো চ, সন্তুট্ঠি চ, কতঞ্ঞুতা,
কালেন ধম্মসবনং, এতং মঙ্গালমুত্তমং।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুবাদ ঃ- গৌরবনীয় ব্যক্তির প্রতি গৌরব করা, তাঁহাদের প্রতি বিনয় প্রদর্শন করা, প্রাপ্ত বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা অর্থাৎ অন্ন-বস্ত্রাদি চতুর্বিধ প্রত্যয়ের মধ্যে যখন যেইরূপ পাওয়া যায় তখন তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা, উপকারীর উপকার স্বীকার করা ও যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ করা, (এই পাঁচটিও) উত্তম মঙ্গাল।

(৯) খন্তী চ সোবচস্সতা, সমণনঞ্চ দস্সনং,
কালেনস ধম্মসাকচ্ছা, এতং মঙ্গালমুত্তমং।

অনুবাদ ঃ- ক্ষমাশীল হওয়া, গুরুবর্গের আদেশ পালনে সুবাধ্যতা, শীল-গুণবিমণ্ডিত শ্রমণগণের দর্শনলাভ ও উপযুক্ত সময়ে ধর্ম সর্ম্পকিত বিষয় আলোচনা করা, (এই চারিটিও) উত্তম মঙ্গাল।

(১০) তপো চ ব্রহ্মচরিযঞ্চ, অরিযসচ্চান দস্সনং,
নিব্বান-সচ্ছিকিরিযা চ, এতং মঙ্গালমুত্তমং।

অনুবাদ ঃ- লোভ-দ্বেষ-মোহাদি পাপ নিরসনের জন্য তপশ্চর্যা, ব্রহ্মচর্য পালন, চারি আর্যসত্য প্রত্যক্ষ করণ ও নির্বাণ সাক্ষাৎকার করা, (এই চারিটিও) উত্তম মঙ্গাল।

(১১) ফুট্ঠস্স লোকধম্মেহি, চিত্তং যস্স ন কম্পত্তি,
অসোকং বিরজং খেমং, এতং মঙ্গাল মুত্তমং।

অনুবাদ ঃ- [লাভ-অলাভ, যশঃ-অযশঃ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ এই আট প্রকার লোকধর্ম দ্বারা যাঁহার চিত্ত (মন) বিচলিত হয় না] লোকধর্মে মন বিচলিত না হওয়া, শোকহীনতা, লোভ-দ্বেষ-মোহরূপ রজঃহীনতা ও কামাদি ভয়হীনতা, (এই চারটিও) উত্তম মঙ্গাল।

(১২) এতাদিসানি কত্বান, সব্বত্থমপরাজিতা,
সব্বত্থ সোত্থিং গচ্ছন্তি, তং তেসং মঙ্গালং মুত্তম'ন্তি।

অনুবাদ ঃ- উপরে যেই সকল মঙ্গাল কর্মের কথা বলা হইয়াছে, সেই সকল মঙ্গাল কর্ম সম্পাদন করিয়া দেব ও মনুষ্যগণ সর্বত্র জয় ও মঙ্গাল লাভ করিয়া থাকে। ইহাই তাহাদের (দেবতা ও মনুষ্যগণের) উত্তম মঙ্গাল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রতন সুত্তং

(রত্ন সূত্র)

(উৎপত্তি)

ভগবান বুদ্ধের জীবদ্দশায় বৈশালী অতিশয় সমৃদ্ধশালী নগর ছিল। কালের গতিকে সর্ববিধ উপভোগ্য পরিভোগ্য বিত্তসম্পদ সমৃদ্ধ বৈশালীতে অনাবৃষ্টি দেখা দিল। অনাবৃষ্টির দরুণ কৃষকগণের শস্যক্ষেত্র বিনষ্ট হইয়া ভীষণ দুর্ভিক্ষের করালছায়া পতিত হইল। প্রথমে সহায়-সম্বলহীন দরিদ্র মানুষেরা অনাহারে মৃত্যু বরণ করিতে লাগিল। তাহাদের মৃতদেহ নগরের বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইত। কাজেই মৃতদেহের ভীষণ দুর্গন্ধ পাইয়া প্রেত-পিশাচাদি অমনুষ্যগণ নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কালক্রমে এত অধিক লোকের মৃত্যু হইতেছিল যে, মৃতদেহের সৎকার করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। পচা-দুর্গন্ধময় মৃতদেহ দেখিতে দেখিতে ভয়ানক ঘৃণার উদ্রেক হইল, ঘৃণার দ্বারা নগরে বিসুচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হইল। দুর্ভিক্ষ, রোগ ও অমুনষ্য উপদ্রব এই ত্রিবিধ ভয়ে সন্ত্রস্ত বৈশালীবাসী প্রজাসাধারণ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের অসহ্য দুঃখ-কাহিনী বিবৃত করিতেছিলেন-

"মহারাজ, নগরে ত্রিবিধ ভয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইতিপূর্বে রাজ-পরম্পরা সাত রাজার রাজত্ব কাল পর্যন্ত এইরূপ দুর্দশা দেখা যায় নাই। আমাদের মনে হয়- ইহা আপনার অধার্মিকতার দ্বারাই ঘটিতেছে।" এতদশ্রবণে রাজা উদ্বিগ্ন চিত্তে মন্ত্রণাগৃহে সম্মিলিত হইয়া বলিলেন- "তোমরা আমার অধার্মিকতা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখ।" তাহারা সকলে বিচার করিয়া রাজার কোনও দোষ দেখিতে পাইলেন না।

অতঃপর তাহারা রাজার কোন প্রকার দোষ দেখিতে না পাইয়া ভাবিতে লাগিলেন- "কি প্রকারে আমাদের এই দুর্দশার অবসান হইবে?" তথায় কেহ কেহ বলিতে লাগিল- পুরাণ কশ্যপ, মক্ষলি গোশাল প্রভৃতি আজীবক (সন্ন্যাসী) শাস্তাগণ আছেন। তাহাদের পদধূলি পড়িলেই বৈশালীর মঙ্গল হইবে। অপর কেহ কেহ বলিতে লাগিল-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই ভগবান সমস্ত প্রাণীর হিতের জন্য ধর্মোপদেশ করিয়া থাকেন। তিনি মহাঋদ্ধিবান, মহাপ্রভাবশালী। তাঁহার পদার্পণেই আমাদের সমস্ত ভয় তিরোহিত হইয়া যাইবে।"

'বুদ্ধ' এই নাম শুনিয়া তাহারা সকলে আনন্দিত হইয়া বলিতে লাগিল– "ভগবান বুদ্ধ সম্প্রতি কোথায় অবস্থান করিতেছেন? আমরা যদি লোক প্রেরণ করি, তিনি আসিবেন কি?" এ প্রস্তাবে অপর কেহ কেহ বলিতে লাগিল– "বুদ্ধগণ লোকের প্রতি অনুগ্রহকারী, কেন আসিবেন না?" তিনি এখন রাজগৃহে আছেন, মহারাজ বিম্বিসার তাঁহার সেবা করেন। তিনি যদি আসিতে বাঁধা না দেন, তবে অবশ্যই আসিবেন। "তাহা হইলে রাজাকে জানাইয়া আনয়ন করিব।" এই ভাবিয়া তাহারা দুইজন লিচ্ছবিকুমারকে সৈন্যবাহিনীসহ প্রভূত উপঠৌকন দিয়া রাজা বিম্বিসারের নিকট পাঠাইলেন এবং বলিলেন "রাজা বিম্বিসারকে বলিয়া ভগবানকে লইয়া আস।" তাঁহারা রাজগৃহে যাইয়া, রাজা বিম্বিসারকে তাঁহাদের উপঠৌকন প্রদান পূর্বক মনোবাঞ্ছা নিবেদন করিলেন। রাজা তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া কহিলেন– "ইহা তোমরাই বুঝিতে পারিবে।"

তাঁহারা ভগবানের চরণে উপনীত হইয়া প্রার্থনা করিলেন– "ভন্তে, আমাদের নগরে ত্রিবিধ ভয় উৎপন্ন হইয়াছে, যদি করুণাধার ভগবান করুণা করিয়া একবার বৈশালীতে শুভপদার্পণ করেন, আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।"

তখন ভগবান সর্বজ্ঞতা প্রভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে পাইলেন– "আমি যদি বৈশালীতে 'রত্নসূত্র' দেশনা করি, তাহা হইলে ইহা কোটি শত সহস্র চক্রবালের রক্ষাদন্ড সদৃশ হইবে এবং চুরাশী হাজার প্রাণীর ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হইবে।" এই চিন্তা করিয়া ভগবান তাঁহাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

রাজা বিম্বিসার ভগবান নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন জানিয়া যথোচিত উৎসব এবং ধুমধামের সহিত আগু বাড়াইয়া দিলেন। আর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বৈশালীবাসীরাও রাস্তা-ঘাট সুসজ্জিত করিয়া স-সম্মানে ভগবান বুদ্ধকে আগু বাড়াইয়া লইলেন। ভগবান বৈশালীর সীমায় পৌঁছিলে লিচ্ছবিগণ রাজা বিম্বিসারের চেয়ে দ্বিগুণ পূজা করিলেন।

সেই সময় আকাশ হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল এবং বিদ্যুৎ চমকিয়া গড় গড় শব্দে মেঘ গর্জন করিতে করিতে বারিবর্ষণ আরম্ভ করিল। মূষলধারে বারিবর্ষণের ফলে যেই জলপ্লাবন হইয়া ছিল, তাহা দ্বারা বৈশালীর দুর্গন্ধ মৃতদেহ ভাসিয়া গিয়া ভূভাগ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া গেল। ভগবান যখন বৈশালীতে উপনীত হইলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্র দেবপরিজন পরিবৃত হইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভাবশালী দেবতাগণের আবির্ভাবে প্রেত-পিশাচাদি অমনুষ্যদের অনেকে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

অতঃপর ভগবান বুদ্ধ, প্রিয় শিষ্য আনন্দ স্থবিরকে ডাকিয়া কহিলেন- "আনন্দ, এই 'রত্নসূত্র' শিক্ষা করিয়া ধর্মপূজার উপকরণ সমূহ গ্রহণ করাইয়া লিচ্ছবি কুমারগণসহ বৈশালী নগরে তিনটি প্রাকারের অন্তরে বিচরণ করিতে করিতে আবৃত্তি কর।" কোটিলক্ষ চক্রবালের দেবতাগণ সেই 'রত্নসূত্রের' আদেশ পালনে বাধ্য হয়। তাহারই প্রভাবে বৈশালীর রোগভয়, অমনুষ্য ভয় ও দুর্ভিক্ষভয় শীঘ্রই অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। স্থবির আনন্দ ভগবানের আদেশে পরিত্রাণ পাঠ করিতে করিতে ভগবানের ব্যবহৃত পাত্রে জল লইয়া সমস্ত নগরে ছিটাইয়া ছিটাইয়া বিচরণ করিয়াছিলেন। এই জন্য ভূমিকায় বলা হইয়াছে "বেসালিযা পুরে তিসু পাকারন্তরেসু ..... আযস্মা আনন্দথোরো বিয কারুঞ্ঞচিত্তং উপট্ঠপেত্বা।"

রত্ন সূত্রের ভূমিকা

পণিধানতো পট্ঠায তথাগতস্স দস পারমিযো, দস উপপারমিযো, দস পারমত্থ-পারমিযো'তি। সমতিংস পারমিযো পঞ্চ মহাপরিচ্চাগে লোকাত্থচরিযং ঞাতত্থচরিযং বুদ্ধত্থচরিযন্তি তিস্সো চরিযাযো, পচ্ছিমভবে গব্ভোক্কন্তিং জাতিং অভিনিক্খমনং পধানঞ্চরিযং বোধিপল-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জ্কে মার–বিজযং সব্বঞ্ঞুতা ঞানপটিবেধং ধম্মচক্কপবত্তনং নবলোকুত্তর ধম্মেতি, সব্বেপিমে বুদ্ধগুণে আবজ্জেত্বা বেসালিযা পুরে তিসু পাকারন্তরেসু তিযামরত্তিং পরিত্তং করোন্তো আযস্মা আনন্দ থেরো বিয কারুঞ্ঞচিত্তং উপ.ট্ঠাপেত্বা;

কোটিসতসহস্সেসু চক্কবালেসু দেবতা,
যস্সনম্পাটিগ্গণ্হন্তি যঞ্চ বেসালিয়া পুরে।
রোগমনুস্স–দুব্ভিক্খ–সম্ভূতং তিবিধং ভযং,
খিপ্পমন্তরধপেসি পরিত্তং তং ভণাম হে।

অনুবাদঃ– ভগবান গৌতম বুদ্ধ সুমেধ তাপস জন্মে অমরাবতী নগরে ভগবান দীপঙ্কর বুদ্ধের পদতলে পতিত হইয়া বুদ্ধত্ব লাভের যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই প্রার্থনা হইতে আরম্ভ করিয়া তথাগতের দশ পারমিতা (দান, শীল, নৈষ্কম্য, প্রজ্ঞা, বীর্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা), দশ উপপারমিতা, দশ পরমার্থ পারমিতা, মোট ত্রিশটি পারমিতা; পঞ্চ মহাদান, জগতের হিতাচরণ; জ্ঞাতিগণের হিতাচরণ, বুদ্ধ হওয়ার জন্য সদাচরণ, এই তিন প্রকার আচরণ; শেষ জন্মে অর্থাৎ যে জন্মে বুদ্ধ হইয়াছিলেন সে জন্মে মায়ের গর্ভে প্রবেশ, জন্ম, সংসার ত্যাগ, কঠোর তপস্যা, বোধিবৃক্ষের মূলে মার–বিজয়, সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ, ধর্মচক্রপ্রবর্তন ও নবলোকোত্তর ধর্ম প্রচার ইত্যাদি সকল প্রকার বুদ্ধগুণ স্মরণ করিয়া বৈশালী নগরের প্রাচীরত্রয়ের মধ্যে তিন প্রহর রাত্রি পরিত্রাণ পাঠকারী আয়ুষ্মান্ আনন্দ স্থবিরের মত করুণাপূর্ণচিত্তে আমারা–

শত সহস্র কোটি চক্রবালবাসী দেবতাগণ যেই রত্নসূত্রের আদেশ প্রতিপালন করেন এবং সেই রত্নসূত্র পাঠে বৈশালী নগরীতে রোগ, অমনুষ্য ও দুর্ভিক্ষ এই তিন প্রকার ভয় শীঘ্রই দূরীভূত হইয়াছিল, সেই রত্নসূত্র পাঠ করিতেছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সূত্রারম্ভ

(১) যানীধ ভুতানি সমাগতানি
ভুম্মানি বা যানিব অন্তলিক্‌খে,
সব্বে ভুতা সুমনা ভবন্তু
অথোপি সক্কচ্চ সুনন্তু ভাসিতং।

অনুবাদ ঃ— ভূমিবাসী ও আকাশবাসী যেই সকল প্রাণী এখানে সমাগত হইয়াছ, তোমরা সকলেই সন্তুষ্ট হও এবং আমার দেশিত বাক্য মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর।

(২) তস্মাহি ভুতা নিসামেথ সব্বে
মেত্তং করোথ মানুসিযা পজায,
দিবা চ রত্তো চ হরন্তি যে বলিং
তস্মাহি নে রক্‌খথ অপ্পমত্তা।

অনুবাদ ঃ— (জগতে বুদ্ধবাক্য দুর্লভ) সেই হেতু তোমরা সকলে আমার উপদেশ মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর; মনুষ্যগণের প্রতি মৈত্রীচিত্ত পোষণ করিয়া তাহাদের হিত-সুখ কামনা কর; তাহারা দিবা-রাত্র তোমাদের উদ্দেশ্যে পুণ্যদান করিয়া পূজা করে। এই কারণে তোমরা অপ্রমত্ত হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা কর।

(৩) যং কিঞ্চি বিত্তং ইধ বা হুরং বা
সগ্‌গেসু বা যং রতনং পনীতং,
ননো সমং অত্থি তথাগতেন।
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পনীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

অনুবাদ ঃ— ইহলোক-পরলোকে অথবা স্বর্গ-ব্রহ্মাদিলোকে যাহা কিছু মূল্যবান মণি-রত্নাদি রত্ন আছে, তাহা তথাগত বুদ্ধের সমান নহে। সেই সকল রত্ন হইতে বুদ্ধ-রত্নই শ্রেষ্ঠ। এই সত্য বাক্যের দ্বারা তোমাদের শুভ হউক।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৪) খযং বিরাগং অমতং পণীতং
যদজ্ঝগা সক্যমুনী সমাহিতো,
ন তেন ধম্মেন সমথি কিঞ্চি
ইদম্পি ধম্মে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

অনুবাদ ঃ— সমাধিস্থ শাক্যমুনি বুদ্ধ যেই লোভ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয় বিরাগ ও অনুপম নির্বাণামৃত পান করিয়াছেন, সেই নির্বাণ ধর্মের সমান কিছুই নাই। ত্রিলোকের সমস্ত মূল্যবান ধন বা রত্ন হইতে এই ধর্ম-রত্নই শ্রেষ্ঠ। এই সত্য বাক্যের প্রভাবে স্বস্তি বা মঙ্গল হউক।

(৫) যং বুদ্ধসেট্ঠো পরিবন্নয়ী সুচিং
সমাধিমানন্তরিকঞ্ঞমাহু,
সমাধিনা তেন সমো ন বিজ্জতি।
ইদম্পি ধম্মে রতনং পণীতং,

অনুবাদ ঃ— ত্রিলোক শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ যেই শুচি (রাগ-দ্বেষাদি ময়লাহীন পবিত্র) লোকোত্তর মার্গ-সমাধির (মার্গচিত্তের) প্রশংসা করিয়াছেন এবং যেই মার্গ-চিত্ত উৎপত্তির পরক্ষণেই বিনা অন্তরায়ে স্বাভাবিক নিয়মেই উহার ফল-চিত্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ পবিত্র আর্যমার্গ-সমাধির (মার্গ-চিত্তের) সমান অন্য কোনও সমাধি নাই অর্থাৎ আর্যমার্গ-জ্ঞান সদৃশ অন্য কোন জ্ঞান নাই। জাগতিক্ সমস্ত ধন বা রত্ন হইতে এই ধর্ম-রত্নই শ্রেষ্ঠ। এই সত্য বাক্যের দ্বারা তোমাদের স্বস্তি বা শুভ হোক।

(৬) যে পুগ্গল অট্ঠসতং পসত্থা
চত্তারি এতানি যুগানি হোন্তি,
তে দক্খিনেয্যা সুগতস্স সাবকা
এতেসু দিন্নানি মহপ্ফলানি
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুবাদ ঃ– যেই অষ্টবিধ আর্যপুদ্গলকে বুদ্ধাদি সৎপুরুষেরা প্রসংশা করিয়াছেন, যাঁহারা মার্গস্থ–ফলস্থ ভেদে চারিযুগ্ম ; যেই সুগত বুদ্ধের শ্রাবক বা শিষ্য দক্ষিণার উপযুক্ত পাত্র। সেই পুণ্যক্ষেত্র সংঘরত্নে দান করিলে মহাফল (মহৎপুণ্য) লাভ হয়। ইহা সংঘরত্নের শ্রেষ্ঠতা। এই সত্য বাক্যের দ্বারা আমাদের শুভ বা কল্যাণ হউক।

(৭) যে সুপযুত্তা মনসা দলহেন
নিক্কামিনো গোতম সাসনম্হি
তে পতিপত্তা অমতং বিগয্হ
লদ্ধা মুধা নিব্বুতিং ভূঞ্জমানা।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

অনুবাদ ঃ– বুদ্ধ শাসনে প্রব্রজিত হইয়া যাঁহারা শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত, সমাধিতে দৃঢ় (নিশ্চল) এবং বিদর্শন–ভাবনায় রাগ–দ্বেষ–মোহাদি ক্লেশমুক্ত হইয়াছেন, অথবা যাঁহারা শীল–সমাধি–বিদর্শনরূপ সাধন–পথে সাধন করিয়া অমৃতপথ (নির্বাণ) সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। তাঁহারা এখন বিনামূল্যে লব্ধ নির্বাণ সুখ উপভোগ করিতেছেন অর্থাৎ তাঁহারা (অর্হৎগণ) ফল–সমাপত্তি (নির্বাণসমাধি) লাভ করিয়া নির্বাণ সুখ অনুভব করিতেছেন। ত্রিলোকের সমস্ত ধন বা রত্ন হইতে এই সংঘ–রত্নই শ্রেষ্ঠ। এই সত্য বাক্যের দ্বারা তোমাদের শুভ বা মঙ্গাল হউক।

(৮) যথিন্দখীলো পঠবিং সিতো সিযা
চতুব্বিভ বাতেভি অসম্পকম্পিযো,
তথুপমং সপ্পুরিসং বদামি
যো অরিযসচ্চানি অবেচ্চ পস্সতি
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

অনুবাদ ঃ– ভূমিতে দৃঢ়রূপে প্রোথিত ইন্দ্রখীল (নগরদ্বারস্থ স্তম্ভবিশেষ) যেমন চতুর্দিকের প্রবল বায়ুতেও কম্পিত হয় না। যিনি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চতুরার্য সত্য প্রজ্ঞা–চক্ষুতে স্পষ্টরূপে দর্শন করিতেছেন, তেমন সেই সৎপুরুষকেও আমি উক্ত ইন্দ্রখীলের সহিত তুলনা করি (অর্থাৎ তিনিও ইন্দ্রখীলের ন্যায় অচল অটল)। ত্রিলোকের সমস্ত ধন বা রত্ন হইতে এই সঙ্ঘ–রত্নও শ্রেষ্ঠ। এই সত্য বাক্যের দ্বারা তোমাদের কল্যাণ বা মঙ্গল হউক।

(৯) যে অরিযসচ্চানি বিভাবযন্তি
গম্ভীর পঞ্ঞেন সুদেসিতানি,
কিঞ্চাপি তে হোন্তি ভুসম্পমত্তা
ন তে ভবং অট্ঠমং আদিযন্তি।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

অনুবাদ ঃ– গভীর প্রাজ্ঞ বুদ্ধ কর্তৃক সুদেশিত চারি আর্যসত্যকে যাঁহারা জ্ঞানের গোচরীভূত করেন (জ্ঞান–চক্ষুতে দর্শন করেন) তাঁহারা প্রমাদবহুল হইলেও সংসারে আটবারের অধিক জন্মগ্রহণ করেন না– সপ্তম জন্মেই বিদর্শন ভাবনা করিয়া অর্হত্ব–ফল লাভ করেন এবং আয়ুশেষে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। সঙ্ঘ–রত্নের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক এই সত্য বাক্যের দ্বারা তোমাদের স্বস্তি বা কল্যাণ হউক।

(১০) সহাবস্স দস্সন সম্পদায
তযস্সু ধম্মা জহিতা ভবিস্সন্তি,
সক্কাযদিট্ঠি বিচিকিচ্ছি তঞ্চ
সীলব্বতং বা'পি যদত্থি কিঞ্চি।
চতুহ' পাযেহি চ বিপ্পমুত্তো
ছ চাভিট্ঠানানি অভব্বো কাতুং;
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

অনুবাদ ঃ– দর্শন সম্পদ অর্থাৎ স্রোতাপত্তি–মার্গ–জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গেই সৎকায়দৃষ্টিসহ (অহং জ্ঞান) অপর যাহা কিছু মিথ্যাদৃষ্টি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৬২ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি), যাহা কিছু সংশয় (২৪ প্রকার সংশয়) এবং যাহা কিছু শীল–ব্রত (গোশীল গোব্রত, কুক্কুটশীল–কুক্কুটব্রতাদি নানাবিধ মিথ্যাশীল–মিথ্যাব্রত) এই তিন প্রকার মিথ্যা ধর্ম (সৎকায়–দৃষ্টি, সংশয় ও শীলব্রত) দূরীভূত হয়। তিনি চারি অপায় (নরক, তির্যক্‌যোনি, প্রেতলোক ও অসুরলোক) হইতে বিমুক্ত এবং ছয় প্রকার (মাতৃ–হত্যা, পিতৃহত্যা, অর্হৎ হত্যা, বুদ্ধের পাদ হইতে রক্তপাত, বুদ্ধের শরণ ব্যতীত অন্য শরণ গ্রহণ ও সঙ্ঘভেদ) মহাপাপ (গুরুতর পাপ) করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। পার্থিব ধন বা রত্ন হইতে এই সঙ্ঘ–রত্নও শ্রেষ্ঠ, এই সত্য বাক্যের দ্বারা তোমাদের শুভ হউক।

(১১) কিঞ্চাপি সো কম্মং করোতি পাপকং
কায়েন বাচা উদ চেতসা বা,
অভব্বো সো তস্‌স পটিচ্ছদায
অভব্বতা দিট্‌ঠপাদস্‌স বুত্তা।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

অনুবাদ ঃ– তিনি (স্রোতাপন্ন ব্যক্তি) কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা পাপকর্মের অনুষ্ঠান করেন না; ভুলক্রমে কৃচিৎ কোন ক্ষুদ্র পাপ করিলেও, তাহা গোপন করেন না। কারণ নির্বাণদর্শী স্রোতাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে স্বভাবতঃ সামান্য পাপও গোপন করা সম্ভব নহে, ইহা সঙ্ঘ রত্নের শ্রেষ্ঠতা। এই সত্য বাক্যের প্রভাবে তোমাদের শুভ হউক।

(১২) বনপ্পগুম্বে যথা ফুস্‌সিতগ্গে
গিম্‌হান মাসে পঠমস্মিং গিম্‌হে,
তথূপমং ধম্মবরং অদেসযী
নিব্বানগামিং পরমং হিতায।
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুবাদ ঃ– গ্রীষ্মঋতুর প্রথম মাসে (চৈত্রমাসে, বসন্তকালে) বন–গুল্মে বৃক্ষ–লতাদির শাখা–প্রশাখাসমূহ যেমন প্রস্ফুটিত নানা ফুলে শোভিত হয়, সেইরূপ স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, ইন্দ্রিয়, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ইত্যাদি নানাবিধ হিতকর ধর্মবিষয়ে পরিশোভিত ও নির্বাণগামী মার্গদীপক ত্রিপিটক ধর্মদেব, মনুষ্যাদি জীবগণের হিতের জন্য ভগবান বুদ্ধ প্রচার করিয়াছেন। বুদ্ধরত্নের ইহাই শ্রেষ্ঠতা। এই সত্য বাক্যের দ্বারা তোমাদের শুভ হউক।

(১৩) বরো বরঞ্ঞু বরদো বরাহরো,
অনুত্তরো ধম্মবরং অদেসযী,
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

অনুবাদ ঃ– বর (শ্রেষ্ঠ), বরজ্ঞ (নির্বাণজ্ঞ), বরদ (বিমুক্তি শান্তি দাতা), বরাহর (উত্তম প্রতিপদা বা মার্গ আহরণকারী), অনুত্তর (শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ) শ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রচার করিয়াছেন অর্থাৎ বহুকল্প দুষ্কর সাধনা করিয়া ভগবান বুদ্ধ যেই নির্বাণ ধর্ম লাভ করিয়াছেন, তাহা তিনি সর্বলোকের হিতের জন্য জগতে প্রচার করিয়াছেন, বিশেষার্থ এই– শ্রেষ্ঠ–বুদ্ধ শ্রেষ্ঠ–নির্বাণ ও নির্বাণলাভের শ্রেষ্ঠ প্রতিপদা (মার্গ) দেশনা করিয়াছেন– প্রচার করিয়াছেন সর্বজীবের মুক্তির জন্য। ইহা বুদ্ধ–রত্নের শ্রেষ্ঠতা। এই সত্য বাক্যের দ্বারা তোমাদের মঙ্গল হউক।

(১৪) খীণং পুরাণং নবং নত্থি সম্ভবং
বিরত্তচিত্তা আযাতিকে ভবস্মিং,
তেন খীনা বীজা অবিরূল্হিচ্ছন্দা
নিব্বন্তি ধীরা যথা'যং পদীপা।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

অনুবাদ ঃ– যাঁহারা অর্হত্ব–ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের পুরাতন কর্ম ক্ষীণ (বিনষ্ট) হইয়াছে, আর নূতন কর্মের উৎপত্তি নাই, পুনর্জন্মে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাঁহাদের আসক্তি নাই, তাঁহাদের পুনর্জন্মের কর্ম–বীজ বিনষ্ট এবং তৃষ্ণামূল উৎপাটিত হইয়াছে। সেই জ্ঞানবান অর্হৎগণ এই প্রদীপের ন্যায় নির্বাপিত হইয়া থাকেন। সঙ্ঘরত্নের ইহাই শ্রেষ্ঠতা। এই সত্য বাক্যের দ্বারা তোমাদের শুভ হউক।

(১৫) যানীধ ভুতানি সমাগতানি
ভুম্মানি বা যানিব অন্তলিক্খে,
তথাগতং দেবমনুস্স– পুজিতং
বুদ্ধং নমস্সাম সুবথি হোতু।

অনুবাদ ঃ– তৎপর দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন;– ভূমিবাসী বা আকাশবাসী যেই সমস্ত ভূত বা সত্ত্বগণ এখানে সমাগত হইয়াছে, আস সকলে সম্মিলিত হইয়া দেব–মনুষ্যাদি সকলের পূজনীয় তথাগত বুদ্ধকে নমস্কার করি। এই নমস্কারের প্রভাবে সকলের শুভ হউক।

(১৬) যানীধ ভুতানি সমাগতানি
ভুম্মানি বা যানিব অন্তলিক্খে,
তথাগতং দেবমনুস্স–পুজিতং
ধম্মং নমস্সম সুবথি হোতু।

অনুবাদ ঃ– ভূমিবাসী বা আকাশবাসী যেই সমস্ত ভূত বা সত্ত্বগণ এখানে সমাগত হইয়াছে, আস সকলে সম্মিলিত হইয়া দেব–মনুষ্যাদি সকলের পূজনীয় তথাগতের ধর্মকে নমস্কার করি। এই নমস্কারের প্রভাবে সকলের শুভ হউক।

(১৭) যানীধ ভুতানি সমাগতানি
ভুম্মানি বা যানিব অন্তলিক্খে,
তথাগতং দেবমনুস্স–পুজিতং
সঙ্ঘং নমস্সম সুবথি হোতু।

অনুবাদ ঃ– ভূমিবাসী বা আকাশবাসী যেই সমস্ত ভূত বা সত্ত্বগণ এখানে সমাগত হইয়াছে, আস সকলে সম্মিলিত হইয়া দেব–মনুষ্যাদি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সকলের পূজনীয় তথাগতের সঙ্ঘকে নমস্কার করি। এই নমস্কারের প্রভাবে সকলের শুভ হউক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ– শেষ গাথা তিনটি দেবরাজ ইন্দ্র বলিয়াছিলেন। এই রতন সূত্র দেশনার ফলে বৈশালী নগরীতে সুবৃষ্টি হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষ–ভয়াদি যাবতীয় উপদ্রবের উপশম এবং নগরবাসী সকলের মঙ্গল হইয়াছিল।

রতন সূত্র সমাপ্ত।

তিরোকুড্ড সুত্তং

(তিরোকুড্ড সূত্র)

(উৎপত্তি)

ভগবান গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের বিরানব্বই কল্প পূর্বে জম্বুদ্বীপে কাশী নামক নগরে জয়সেন রাজার মহিষী সিরিমা দেবীর গর্ভে ফুস্স নামে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমে বুদ্ধ হইলেন। জয়সেন রাজের কনিষ্ঠ পুত্র তাহার অগ্রশ্রাবক ও পুরোহিত পুত্র দ্বিতীয় শ্রাবক ছিলেন। রাজা ভগবানের নিকট যাইয়া ভাবিলেন– "আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র বুদ্ধ, কনিষ্ঠ পুত্র অগ্রশ্রাবক, পুরোহিত পুত্র দ্বিতীয় শ্রাবক।" কাজেই "আমার বুদ্ধ, আমার ধর্ম, আমার সঙ্ঘ।" তখন প্রেমবিভোর চিত্তে "সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক্সম্বুদ্ধকে নমস্কার" এই বাণী তিনবার উদাত্ত স্বরে উচ্চারণ করিয়া বুদ্ধকে নিবেদন করিলেন– "ভন্তে, এখন আমার জীবনের অন্তিম সময় উপস্থিত হইয়াছে যত দিন আমি জীবিত থাকি, ততদিন অন্যের গৃহদ্বারে যাইবেন না, আমার গৃহেই আপনার আহারাদি চতুর্প্রত্যয়ের ব্যবস্থা করা যাইবে, আপনি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।" বুদ্ধের সম্মতিক্রমে তিনি নিত্যই বুদ্ধের সেবা করিতে লাগিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রাজার আরও তিনজন পুত্র ছিলেন। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের পাঁচশত, মধ্যম পুত্রের তিনশত, কনিষ্ঠের দুইশত যোদ্ধা পরিজন ছিল। তাহাদেরও বুদ্ধ সেবার ইচ্ছা হইল। এই কার্যের জন্য পিতার অনুমতি চাহিলেন বটে, কিন্তু পাওয়া গেল না। বার বার চাহিয়াও পাওয়া গেল না। এমন সময় রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে বিপ্লববাদীর দল গজাইয়া উঠিল। তাহা দমনের জন্য তাহাদিগকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল, তাহারা বিপ্লব দমন করিয়া পিতার নিকট ফিরিয়া আসিলেন। পিতা পুত্রদিগকে আলিঙ্গান করিয়া শিরঃ চুম্বন পূর্বক বলিলেন– "প্রাণাধিক বৎসগণ, আমি তোমাদিগকে বর প্রদান করিব।" তাহারা "সাধু দেব" বলিয়া বর গ্রহণে রাজি হইলেন। কিছুদিন পরে পিতা ছেলেগণকে কহিলেন– "বাবা বর লও।"

তাহারা তখন এই প্রার্থনা করিলেন– "দেব, আমাদের অপর কিছুই প্রয়োজন নাই, এই হইতে আমরা দাদাকে (তথাগতকে) ভোজন করাইতে চাই; আমাদিগকে এই বর মাত্র দিন।" "বাবা, তাহা দিতে পারিব না।"

"দেব, নিত্যকার জন্য না দিলেও সাত বৎসরের জন্য দিন।"

"না বৎসগণ, তাহা হইবে না।"

"তাহা হইলে ছয়, পাঁচ, চারি, তিন, দুই, এক বৎসর; সাত, ছয়, পাঁচ, চারি, তিন মাসের জন্য অবসর প্রদান করুন।"

"নানা বাবা; তাহা হইবে না।

"দেব, তবে আমাদের এক একজনকে একেক মাস করিয়া তিন মাসের জন্য দিন।"

"আচ্ছা বৎসগণ তাহাই হউক, তিন মাসের জন্য অনুমতি দিলাম।"

তাহাদের তিন জনেরই একজন ভাণ্ডাগারিক, একজন কোষাধ্যক্ষ ও দ্বাদশ অযুত পরিষদ ছিল। তাহাদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন– "আমরা এই তিন মাস কাষায় বসন পরিয়া দশশীল গ্রহণ পূর্বক ভগবানের সঙ্গে অবস্থান করিব।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তোমরা ভাণ্ডাগার হইতে দানসামগ্রী নিয়া নব্বই হাজার ভিক্ষুর ও সহস্র যোদ্ধার খাদ্য-ভোজ্যের বন্দোবস্ত কর। আমরা ইহার পর আর কিছু বলিব না।" তাহারা তিনজনই হাজার পরিজনের সহিত দশশীল গ্রহণ করিয়া কাষায় বসন পরিহিত হইয়া বিহারেই বাস করিতে লাগিল।

ভাণ্ডাগার ও কোষাধ্যক্ষ একত্রিত হইয়া তিন ভাইয়ের ভাণ্ডাগার হইতে বারে বারে দান-সামগ্রী নিয়া দান দিতে লাগিল। কার্যকারকদের ছেলেরা যাগু-ভাত প্রভৃতির জন্য রোদন করিত, তাহারা ভিক্ষুসঙ্ঘ আসিবার পূর্বেই তাহাদের খাওয়াইত। ভিক্ষুসঙ্ঘের ভোজনের পর অবশিষ্ট কিছু থাকিত না। পরে পরে তাহারা ছেলেদের দিতে গিয়া নিজেরাই খাইয়া লইত। ভাল ভাল আহার দেখিয়া লোভ সামলাইতে পারিত না। তাহারা সংখ্যায় চুরাশি হাজার ছিল। তাহারা সঙ্ঘকে দেওয়া দানীয় বস্তু খাইয়া মৃত্যুর পর প্রেত হইয়াছিল।

রাজপুত্রগণ সহস্র পরিজনবর্গসহ কাল প্রাপ্ত হইয়া দেবলোকে জন্মিয়াছিল। তাহারা দেবলোক হইতে দেবলোকে জন্মান্তর গ্রহণ করিতে করিতে বিরানব্বই কল্প অতিবাহিত করিল। এই প্রকারে তাহারা তিন ভাই অর্হত্ব প্রার্থনা করিয়া পুণ্যকর্ম সাধন করিয়াছিল। তাহারা নিজেদের প্রার্থিত বিষয়ই পাইয়াছে। তখন তাহাদের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন- রাজা বিম্বিসার, ভাণ্ডাগারিক- বিশাক উপাসক, তিনজন রাজকুমার- তিনজন জটিল। তাহাদের কর্মচারীরা প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়া সুগতি দুর্গতি অনুসারে পরিভ্রমণ করিয়া এই কল্পে চারি বুদ্ধান্তর কাল প্রেতলোকেই উৎপন্ন হইল।

তাহারা এই ভদ্রকল্পের সর্ব প্রথমে উৎপন্ন চলিশ হাজার বৎসর আয়ুসম্পন্ন ককুসন্ধ ভগবানের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল- "ভগবান, আমাদের আহার লাভের সময় বলুন।" তিনি উত্তরে কহিলেন- "আমার সময়ে পাইবে না, আমার পরে মহা পৃথিবী যখন যোজন প্রমাণ বৃদ্ধি পাইবে, তখন কোনাগমন বুদ্ধ জন্মিবেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিও।" তাহারা ততকাল অতিবাহিত করিয়া কোণাগমন বুদ্ধ উৎপন্ন হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল।

তিনিও বলিলেন– "আমার সময়ে পাইবে না, আবার মহা পৃথিবী যখন যোজন মাত্র বৃদ্ধি পাইবে, তখন কশ্যপ বুদ্ধ জন্মিবেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও।" তাহারা ততকাল অতিবাহিত করিয়া তিনি উৎপন্ন হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল।

তিনিও বলিলেন– "আমার সময়ে পাইবে না, আমার পরে পৃথিবী যখন যোজন পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে, তখন গৌতম নামক বুদ্ধ জন্মিবেন। সেই সময় তোমাদের জ্ঞাতি বিম্বিসার নামে রাজা হইবেন। তিনি শাস্তাকে দান দিয়া, দান জনিত পুণ্যফল তোমাদিগকে প্রদান করিবেন। তখনই তোমরা আহার পাইবে।

এইরূপ আশ্বাস পাইয়া প্রেতরা মনে করিল যেন "কল্যই পাইবে।" তথাগতের আবির্ভাবের পর রাজা বিম্বিসার যখন প্রথম দান দিলেন, সেদিন পুণ্য প্রাপ্ত না হওয়ায় রাতের বেলা বিকট চীৎকার করিতে করিতে রাজার নিকট দেখা দিল। পরদিন বেনুবনে আসিয়া তথাগতকে সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

তথাগত বলিলেন– "মহারাজ, এই হইতে বিরানব্বই কল্প পূর্বে ফুস্স বুদ্ধকালে ইহারা আপনার জ্ঞাতি ছিল। ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দানীয় বস্তু খাইয়া প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রেতলোকে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ককুসন্ধাদি বুদ্ধগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদের নিকট এইরূপ আশ্বাস বাণী শুনিয়া এতকাল আপনার পুণ্যদান প্রত্যাশায় ছিল। গতকল্য আপনি দান করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদিগকে পুণ্যফল প্রদান করেন নাই। সেইজন্য তাহারা এইরূপ বিকৃতাকারে বিকট শব্দ করিয়া দেখা দিয়েছে।

"ভন্তে, এখন দিলে পাইবে কি?" হাঁ মহারাজ! রাজা পরদিবস বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে মহাদান দিয়া কহিলেন– "ভন্তে, এই পুণ্যফল আমাদের জ্ঞাতিপ্রেতগণ লাভ করুক" বলিয়া উৎসর্গ করিলেন। প্রেতগণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুণ্যলাভের আশায় নিকটেই অবস্থান করিতেছিল। ভগবান ঋদ্ধিবলে তাহাদিগকে মহারাজার দৃষ্টিগোচর করাইলেন। মহারাজের প্রদত্ত জল, খাদ্য, শয়নাসন প্রভৃতি দানফলে প্রেতেরাও দিব্যদেহ লাভ করিয়া বস্ত্র, ভোজ্য, শয়নাসনাদি লাভ করিল। তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজাকে আশীর্বাদ করিল। ভগবান ঋদ্ধিবলে প্রেতগণের সম্পত্তি লাভ রাজা বিম্বিসারকে দেখাইলেন। রাজা দেখিয়া অতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং ভগবানকে দান অনুমোদন করিয়া ধর্মদেশনা করিতে অনুরোধ করিলেন।

শাস্তা পুণ্যানুমোদন করিবার সময় "দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকে" ইত্যাদি বাক্যে 'তিরোকুড্ড' সূত্র কহিয়া অনুমোদন করিলেন। অনুমোদনাবসানে চুরাশী হাজার প্রাণীর ধর্মবোধ জন্মিয়াছিল।

সূত্রারম্ভ

(১) তিরোকুড্ডেসু তিট্ঠন্তি সন্ধি সিঙ্ঘাটকেসুচ,
দ্বারবাহাসু তিট্ঠন্তি আগন্ত্বান সকং ঘরং।

অনুবাদ ঃ– প্রেতযোনিপ্রাপ্ত মৃত জ্ঞাতির ঘরে বা নিজের ঘরে আসিয়া দেওয়ালের বাহিরে বা ঘরের কোণে বা দরজার পার্শ্বে বা এদিক সেদিক দাঁড়াইয়া থাকে, অথবা তিন চারি রাস্তার সন্ধিস্থলে (মোড়ে) আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

(২) পহুতে অন্ন–পানম্হি খজ্জ–ভোজ্জে উপট্ঠিতে,
ন তেসং কোচি সরতি সত্তানং কম্মপচ্চযা।

অনুবাদ ঃ– জ্ঞাতিগণের ঘরে অন্ন, পানীয়, খাদ্য ও ভোজ্য প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত থাকিলেও প্রেতগণের কৃত–পাপের দরুণ জ্ঞাতিবর্গের কেহই তাহাদিগকে স্মরণ করিতেছে না অর্থাৎ প্রেতগণের মুক্তির জন্য তাহাদের উদ্দেশ্য জ্ঞাতিবর্গের কেহই অন্ন–বস্ত্রাদি দান দেওয়ার কথা মনেও করিতেছে না। এইরূপে প্রেতগণ অনুশোচনা করিয়া থাকে।

(৩) এবং দদন্তি ঞাতীনং যে হোন্তি অনুকম্পকা,
সুচিং পণীতং কালেন কপ্পিযং পান–ভোজনং।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুবাদ ঃ- যাহারা অনুকম্পাশীল-দয়ালু, তাঁহারা শুচি, সদুপায়ে লব্ধ, আর্যগণের পরিভোগযোগ্য উৎকৃষ্ট পানীয়, খাদ্য, ভোজনাদি দ্রব্য, উচিত সময়ে জ্ঞাতিপ্রেতগণের উদ্দেশ্যে এইরূপে দান করিয়া থাকেন।

(৪) ইদং বো ঞাতীনং হোতু সুখিতা হোন্তু ঞাতযো,
তে চ তত্থ সমাগন্ত্বা ঞাতিপেতা সমাগতা।

(৫) পহুতে অন্ন-পানম্হি সক্কচ্চং অনুমোদরে,
চির জীবন্তু নো ঞাতী যেসং হেতু লাভমসে।

৪-৫ অনুবাদ ঃ- এই পুণ্য জ্ঞাতি প্রেতগণের হউক এবং জ্ঞাতিগণ সুখী হউক। তৎপর যেই সকল জ্ঞাতিপ্রেত এইস্থানে (জ্ঞাতির ঘরে) সমাগত হইয়াছে, তাহারা শ্রদ্ধার সহিত এই পুণ্য অনুমোদন করে এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদের সম্মুখে দেব-ভোগ তুল্য প্রচুর অন্ন-পানীয় বস্ত্রাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহা পাইয়া প্রেতগণ আনন্দের সহিত জ্ঞাতিগণকে এইরূপ আশীর্বাদ করে, যাহাদের কৃপায় আমরা প্রেতগণ এই ভোগসম্পত্তি লাভ করিলাম, আমাদের সেই জ্ঞাতিগণ চিরজীবী হউক- দীর্ঘকাল সুখে থাকুক।

(৬) অম্হাকঞ্চ কতা পুজা দাযকচা অনিপ্ফলা,
নহি তত্থ কসি অত্থি গোরক্খেত্ত ন বিজ্জতি।

(৭) বানিজ্জা তাদিসী নত্থি হিরঞ্ঞেন কযাক্কযং,
ইতো দিন্নেন যাপেন্তি পেতা কালকতা তহিং।

৬-৭ অনুবাদ ঃ- আমাদের জন্য কৃত উপকার দায়কদের পক্ষে নিষ্ফল হয় না, অর্থাৎ তাহারা পুণ্য হইতে বঞ্চিত হয় না। প্রেতলোকে কৃষি নাই, গোপালনাদিও নাই, তাদৃশ বাণিজ্যও সেইখানে নাই যাহাতে ভোগসম্পত্তি লাভ করা যাইতে পারে। তথায় সোনা রূপা-টাকা-পয়সা দ্বারা এমন কিছু ক্রয়-বিক্রয়ও নাই যে, যাহা দ্বারা আবশ্যকীয় বস্তু পাইতে পারে। এইখান হইতে জ্ঞাতিগণ পরলোকগত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যাহা দানকরে, তাহা দ্বারা তাহারা তথায় বাঁচিয়া থাকে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৮) উন্নমে উদকং বুট্ঠং যথা নিন্নং পবত্ততি,
এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকপ্পতি।

অনুবাদ ঃ– উন্নত স্থানে পতিত বৃষ্টি–জল যেমন নিম্নদিকেই প্রবাহিত হয়, সেইরূপ এখান হইতে জ্ঞাতিগণ কর্তৃক প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে সৎপাত্রে (শীলবানকে) যাহা দান করা হয়, সেই দানময় পুণ্যের প্রভাবে তাহা প্রেতদিগের নিকটেও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(৯) যথা বারিবহা পুরা পরিপুরেন্তি সাগরং,
এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকপ্পতি।

অনুবাদ ঃ– যেমন জলপূর্ণ বারিপ্রবাহ সমূহ (নদীসকল) সাগরকে পরিপূর্ণ করে, সেইরূপ এখান হইতে জ্ঞাতিগণ কর্তৃক প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে সৎপাত্রে যাহা দান করা হয়, সেই দানময় পুণ্যের প্রভাবে তাহা প্রেতদিগের নিকটেও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(১০) অদাসি মে অকাসি যেম ঞাতি মিত্তা সখা চ মে,
পেতানং দক্খিনা দজ্জা পুব্বে কতং মনুস্সরং।

অনুবাদ ঃ– যেই প্রেতগণের উদ্দেশ্যে দান করা যাইতেছে, তাঁহারা পূর্বে মনুষ্যজন্মে আমার জ্ঞাতি (পিতৃকুল বা মাতৃকুল পক্ষের জ্ঞাতি) ছিলেন। তখন তাঁহারা আমাকে অন্ন, বস্ত্রাদি কত দিয়াছিলেন আমার কত রকম উপকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমার জ্ঞাতি, আমার মিত্র, আমার সহচর সখা এইরূপে তাঁহাদের পূর্বকৃত উপকার স্মরণ করিয়া প্রেতাত্মাদের উদ্দেশ্যে দান করা (শ্রাদ্ধ–ক্রিয়াদি করা) জ্ঞাতিগণের কর্তব্য।

(১১) নহি রুন্নং বা সোকো বা যাচঞ্ঞা পরিদেবনা,
নতং পেতানং অথায এবং তিট্ঠন্তি ঞাতায়ো।

অনুবাদ ঃ– মৃত ব্যক্তির জন্য রোদন করা, শোক করা, বিলাপ করা, অশ্রু বর্ষণাদি করা, তাহাতে প্রেতাত্মাগণের কোন উপকার হয় না, কেবল তদ্বারা তাহারা নিজেই কষ্ট পায় মাত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১২) অযঞ্চ খো দক্খিনা দিন্না সঙ্ঘাম্হি সুপ্পতিট্ঠিতা,
দীঘরত্তং হিতায়স্স ঠানসো উপকপ্পতি।

অনুবাদ ঃ– মগধরাজ বিম্বিসার এই যে, জ্ঞাতি প্রেতাত্মাদের উদ্দেশ্যে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করিলেন এবং এই দান যে সার্থক হইল, তাহা বর্ণনা করিয়া ভগবান বুদ্ধ এই গাথায় বলিয়াছিলেন। ইহার অর্থ এই– হে মহারাজ! এই যে এখন দান করা হইল, তাহা পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষু সঙ্ঘে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল (যেন উর্বরা জমিতে ভাল বীজ বপন করা হইল)। এই দানময় পুণ্যফল আপনার মৃত জ্ঞাতি প্রেতগণ তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হইল এবং ইহা দীর্ঘকাল তাহাদের হিতসাধন করিবে।

(১৩) সো ঞাতিধম্মো চ অযং নিদস্সিতো,
পেতানং পূজা চ কতা উলারা।
বলঞ্চ ভিক্খুনং অনুপ্পদিন্নং,
তুম্হেহি-পুঞ্ঞং পসুতং অনপ্পকন্তি।

অনুবাদ ঃ– মহারাজ, প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে যে দান করা হইল, এই দানময় পুণ্যকর্ম দ্বারা জ্ঞাতিধর্মও পালিত হইল, প্রেতগণেরও যথেষ্ট পূজা করা হইল, ভিক্ষুগণের শরীরেও বল প্রদান করা হইল এবং আপনিও মহাপুণ্য সঞ্চয় করিলেন।

তিরোকুড্ড সূত্র সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিধিকুম্ভ সুত্তং

(নিধিকুম্ভ সূত্র)

(উৎপত্তি)

ভগবান বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তী নগরে একজন আঢ্য মহাধনী মহাসম্পদশালী গৃহস্থ ছিলেন। তিনি অতি শ্রদ্ধাবান ও ত্রিরত্নে প্রসন্ন ছিলেন এবং মাৎসর্যাদি মলহীন হইয়া সতত দান–চেতনা লইয়া গৃহে বাস করিতেন। একদা বুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যগণকে দান দিতে ছিলেন। সেই সময় কোশলরাজের অর্থের প্রয়োজন হইল। তিনি ঐ গৃহস্থকে ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। সে গিয়া রাজার আদেশ জ্ঞাপন করিল। তচ্ছ্রবণে গৃহস্থ রাজার পাঠানো লোক বলিলেন– "এখন যাও, পরে আসিব, এখন আমি নিধি নিধান করিতেছি।"

তারপর ভগবান আহারের পর সেই গৃহস্থ কর্তৃক কৃত পুণ্য সম্পদ পরমার্থতঃও নিধি বলিয়া দেখাইতে সেই গৃহস্থের পুণ্যানুমোদনার্থ 'নিধিকণ্ড সূত্র' দেশনা করিয়াছিলেন।

সূত্রারম্ভ

(১) নিধিং নিধেতি পুরিসো গম্ভীরে ওদকন্তিকে,
অত্থে কিচ্চে সমুপ্পন্নে অথায মে ভবিস্সতি।

অনুবাদ ঃ– "সময়ে কোনও প্রয়োজনীয় কার্য উপস্থিত হইলে এই ধন আমার উপকারে আসিবে" এইরূপ মনে করিয়া মানুষ ভূমি খনন করিতে করিতে নীচে জল উঠে এই রকম অতি গভীর গর্তে ধন পুতিয়া রাখে।

(২) রাজতো বা দুরুত্তস্স চোরতো পীলিতস্স বা।
ইণস্স বা পমোক্খায দুব্বিভক্খে আপদাসু বা,
এতদত্থায লোকস্মিং নিধিনাম নিধিযতি।

অনুবাদ ঃ– ধনের লোভে রাজার অন্যায় আব্দার বা আদেশ চোরের উৎপীড়ন ও ঋণ হইতে মুক্তির জন্য এবং দুর্ভিক্ষ বা আপদ–বিপদের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সময়ে এই ধন উপকারে আসিবে, এইরূপ উদ্দেশ্য করিয়া লোকে ধন পুতিয়া রাখে।

(৩) তাব-সূনিহিতো সন্তো গম্ভীরে ওদকন্তিকে,
ন সব্বো সব্বদা এব তস্স তং উপকপ্পতি।

অনুবাদ ঃ- সেইরূপ অতি গভীর (উদকস্পর্শী) গর্তে ধন সুন্দররূপে নিধান করিয়া- সুরক্ষিত করিয়া রাখিলেও কিন্তু সেই সর্ব ধন সব সময়ে তাহার (ধনাধিকারীর) উপকারে আসে না বা তাহার হস্তগত হয় না।

(৪) নিধি বা ঠানা চবতি সঞ্ঞাবস্স বিমুয্হতি,
নাগা বা আপনামেন্তি যক্খা বাপি হরন্তি তং।

(৫) অপ্পিযা বা'পি দাযাদা উদ্ধরন্তি অপস্সতো,
যদা পুঞ্ঞক্খযো হোতি সব্বমেতং বিনস্সতি।

৪-৫ অনুবাদ ঃ- যেহেতু গুপ্তধন (মাইট্) হয়তঃ কোনও কারণে স্থানচ্যুতও হইতে পারে, স্থানটির চিহ্ন বা নিশানাও ভুলিয়া যাইতে পারে, নাগরাজাও তাহা স্থানান্তরিত করিতে পারে, অথবা অপ্রিয় উত্তরাধিকারীগণও উহার অজ্ঞাতসারে তাহা উঠাইয়া নিতে পারে। তাহারও একটা বিশেষ কারণ এই- যখন পুণ্য ক্ষয় (অকুশলকর্ম-বিপাক উপস্থিত হয়) তখন তাহার সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়।

(৬) যস্স দানেন সীলে সঞ্ঞমেন দমেন চ,
নিধি সুনিহিতো হোতি ইত্থিযা পুরিসস্স বা।

(৭) চেতিযম্হি চ সঙ্ঘে বা পুগ্গলে অতিথিসু বা,
মাতারি পিতারি বা'পি অথজেট্ঠম্হি ভাতারি।

(৮) এসো নিধি সুনিহিতো অজেয্যো অনুগামিকো,
পহায গমনীযেসু এতমাদায গচ্ছতি।

৬-৭-৮ অনুবাদ ঃ- যে কোনও স্ত্রী বা পুরুষের দান, শীল, সংযম ও দানের দ্বারা যেই পুণ্যরূপ ধন সঞ্চিত হয় সেইধন আরও বুদ্ধমন্দির বা ধাতু-চৈত্যস্থাপন, সঙ্ঘদান, পুদ্গলিকদান, অতিথিসেবা, মাতা-পিতার সেবা কিম্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি সম্মান ও তাঁহাদের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভরণপোষণাদি সৎকার্য দ্বারা যেই পুণ্যরূপ ধন উৎপন্ন হয় সেই ধনই প্রকৃত পক্ষে সুনিহিত, সুরক্ষিত, অজেয় ও অনুগামী বলিয়া কথিত হয়। পার্থিব সমস্ত ধন সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল এই পুণ্যধন লইয়াই মানুষ পরলোকে গমন করিয়া থাকে।

(৯) অসাধারণমঞ্ঞেসং অচোরহরণো নিধি,
কযিরাথ ধীরো পঞ্ঞানিযো নিধি অনুগামিকো।

অনুবাদ ঃ– এই পুণ্যরূপ ধন অপর সাধারণের অধিকার নাই, এই ধন চোরেও চুরি করিতে পারে না। যেই পুণ্য–ধন মানুষের সঙ্গে সঙ্গেই গমন করে (মৃত্যুর পরে পুনর্জন্মের হিতসাধন করে– সুখ প্রদান করে), তাহা সম্পাদন করা জ্ঞানীদের একান্ত কর্তব্য।

(১০) এস দেব– মনুসানং সব্বকামদসো নিধি,
যং যদেবাভিপত্থেন্তি সব্বমেতেন লব্ভতি।

অনুবাদ ঃ– এই পুণ্য দেব ও মনুষ্যগণের সকল বাঞ্ছাপূর্ণকারী ধন। তাঁহারা যাহা কিছু পাইতে আকাঙ্খা করে, তাহা সমস্তই এই পুণ্যরূপ ধন দ্বারা পাইতে পারে।

(১১) সুবন্নতা সুস্সরতা সুসন্ঠনা–সূরূপতা,
আধিপচ্চং পরিবার সব্বমেতেন লব্ভতি।

অনুবাদ ঃ– শরীরের সুন্দর বর্ণ (উজ্জ্বল কান্তি), সুমধুর কণ্ঠস্বর, অঙ্গ–প্রত্যঙ্গাদি সুগঠন, দেহের সৌন্দর্য, আধিপত্য এবং স্ত্রী–পুত্র–কন্যাদি বহুজনপূর্ণ পরিবার, সমস্তই এই পুণ্যদ্বারা লাভ করা যায়।

(১২) পদেসরজ্জং ইস্সরিয়ং চক্কবত্তি– সুখং পিযং,
দেবরজ্জং পি দিব্বেসু সব্বমেতেন লব্ভতি।

অনুবাদ ঃ– প্রাদেশিক রাজ্য (ছোটরাজ্য), সাম্রাজ্য (রাজ–রাজৈশ্বর্য), রাজচক্রবর্তীর প্রিয় সুখ এবং স্বর্গের রাজত্ব (ইন্দ্রত্ব) এই সমস্ত এক মাত্র এই পুণ্যদ্বারাই লাভ করা যায়।

(১৩) মানুস্সিকা চ সম্পত্তি দেবলোকে চ যা রতি,
যা চ নিব্বাণ সম্পত্তি সব্বমেতেন লব্ভতি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুবাদ ঃ- মানুষের যাহা কিছু ভোগসম্পত্তি ও পরিবার সম্পত্তি, দেবলোকে যে দিব্যসুখ এবং পরমসুখ নির্বাণ অর্থাৎ মনুষ্যসম্পত্তি, দেবসম্পত্তি ও নির্বাণ সম্পত্তি এই ত্রিবিধ সম্পত্তি এক মাত্র এই পুণ্যদ্বারা লাভ করা যায়।

(১৪) মিত্তসম্পদং আগম্ম যোনিসো বে পযুঞ্জুতো,
বিজ্জা বিমুত্তি বসীভাবো সব্বমেতেন লব্ভতি।

অনুবাদ ঃ- বুদ্ধাদি কল্যাণমিত্র (উপযুক্ত গুরু) লাভ করিয়া তাঁহার উপদেশ মতে যিনি শীল-সমাধি-বিদর্শন-ভাবনায় আত্মনিয়োগ করিয়া ক্রমান্বয়ে লৌকিক বিদর্শন জ্ঞান, লোকোত্তর মার্গ জ্ঞান এবং ঋদ্ধি বলাদি লাভ করেন, একমাত্র পুণ্যবলেই তাঁহার এই সমস্ত লাভ হইয়া থাকে।

(১৫) পটিসম্ভিদা বিমোক্খা চ যা চ সাবকা পারমী
পচ্চেক-বোধি বুদ্ধভূমি সব্বমেতেন লব্ভতি।

অনুবাদ ঃ- চতুর্বিধ প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান, অষ্ট-বিমোক্ষ, শ্রাবক পারমী (অর্হত্বফল), পচ্চেকবোধি (প্রত্যক বুদ্ধত্ব) এবং সম্যক্ সম্বোধি (সর্বজ্ঞতাজ্ঞান) এই সমস্ত একমাত্র পুণ্যবলেই লাভ হইয়া থাকে।

(১৬) এবং মহিদ্ধিযা এসা যদিদং পঞ্ঞাসম্পদা,
তস্মা ধীরো পসংসন্তি পণ্ডিতো কতপূঞ্ঞতন্তি।

অনুবাদ ঃ- পুণ্যসম্পত্তির (কুশলকর্মের) এইরূপ অসীম শক্তি! এই কারণেই বুদ্ধাদি জ্ঞানীগণ পুণ্য সম্পাদনের এত প্রশংসা করিয়া থাকেন।

নিধিকুম্ভ সূত্র সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করনীয় মেত্ত সুত্তং

(করনীয় মৈত্রী সূত্র)

(উৎপত্তি)

ভগবান তখন শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিতে ছিলেন। সেই সময় বর্ষাব্রত আরম্ভের কিছু দিন পূর্বে নানা দেশ হইতে ভিক্ষুগণ আসিয়া ভগবানের নিকট কর্মস্থান গ্রহণ পূর্বক স্থানান্তরে গিয়া বর্ষাব্রত পালন করিতেন।

সে কালে ভগবান, কামরূপ চরিত্রদিগকে অশুভ, দ্বেষ চরিতদিগকে মৈত্রী, মোহ চরিতদিগকে মরণানুস্মৃতি আদি, বিতর্ক চরিতদিগকে আনাপানস্মৃতি ও পৃথিবী কৃৎস্নাদি, শ্রদ্ধা চরিতদিগকে বুদ্ধানুস্মৃতি এবং বুদ্ধি চরিতদিগকে চতুর্ধাতু ব্যবস্থনাদি কর্মস্থান প্রদান করিতেন।

অতঃপর, পাঁচশ ভিক্ষু ভগবানের নিকট কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া ক্রমান্বয়ে উপযুক্ত স্থানের সন্ধান করিতে করিতে হিমালয়ের কাছে নীল কাঁচমণিতুল্য সুবিস্তৃত পাষাণ ও ঘন শীতল গহীণ ছায়া সম্পন্ন সুবিস্তৃত মুক্তা কণাতুল্য বালুকাকীর্ণ ভূমিভাগ সমন্বিত পর্বতমালা দেখিতে পাইলেন। ভিক্ষুগণ সেই মনোরম স্থানে একরাত্রি অবস্থান করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে হাত-মুখাদি ধুইয়া অদূরে এক গ্রামে ভিক্ষা করিতে গেলেন। গ্রামটি খুব সমৃদ্ধশালী, গ্রামবাসীরা বেশ শ্রদ্ধাশীল। তাহারা প্রত্যন্ত দেশবাসী মানুষ, ভিক্ষু দর্শন তাহাদের পক্ষে একান্ত দুর্লভ কাজেই প্রব্রজিত ভিক্ষু দর্শন মাত্রেই অতিশয় পুলকিত হইয়া ভিক্ষুদিগকে ভোজন প্রদান করিল এবং অনুনয় করিতে লাগিল যে- "ভন্তে, আপনারা এখানে এই তিনমাস অবস্থান করুন।" তাহারা ভিক্ষুদের সম্মতি পাইয়া তাঁহাদের ধ্যানের কুটির এবং যাবতীয় ব্যবহার্য বস্তু যোগাড় করিয়া দিলেন।

ভিক্ষুরা পরদিন অন্য গ্রামে ভিক্ষা করিতে গেলেন। তথাকার দায়ক-দায়িকারও তাঁহাদের যথোচিত সেবা-পূজা করিয়া তথায় বর্ষা যাপনের অনুরোধ জানাইলেন। "কোন প্রকার অন্তরায় না হইলে বর্ষা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যাপন করিব" ভিক্ষুরা এই প্রতিশ্রুতি দিয়া সেই বনের একেকটা গাছের গোড়ায় গিয়া ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন। শীলবান ভিক্ষুদের শীলতেজে ক্ষীণপুণ্য বৃক্ষদেবতারা আপন আপন বিমান হইতে বাহির হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

রাজা বা রাজ–অমাত্য কোন কারণে গ্রামবাসী দরিদ্র ব্যক্তির ঘরে গিয়া অবস্থান করিলে সেই গৃহবাসীরা যেমন বাসগৃহ হইতে চ্যুত হয়, তেমন দেবতারাও আপন আপন বিমান হইতে বাহির হইয়া দূরে স্থিত হওতঃ দেখিতেছিলেন যে– "ভিক্ষুরা কখন চলিয়া যাইবেন। তখন তাঁহারা চিন্তা করিতে লাগিলেন, ভিক্ষুরা যখন বর্ষাবাস গ্রহণ করিয়াছেন, এখানে অবশ্য তিন মাস থাকিবেন। কাজেই আমরা এত দীর্ঘকাল ছেলে–পিলে নিয়া বাহিরে থাকিতে পারিব না।

দেবতারা নিরুপায় হইয়া স্থির করিলেন– "আমরা ভিক্ষুদিগকে ভয়ানক বীভৎস রূপ দেখাইব।" তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়া, ভিক্ষুরা রাত্রিতে ধ্যানের কার্য আরম্ভ করিলে বিকট এবং ভয়ানক চীৎকার করিতেন। সেই বীভৎস রূপ দেখিয়া এবং বিকট শব্দ শুনিয়া ভিক্ষুদের হৃদকম্প হইত। সুতরাং অতি অল্প দিনের মধ্যে তাঁহাদের চেহারা বিকৃত হইয়া গেল, তাঁহাদের চিত্তও সাম্য করিতে পারিলেন না। বিক্ষিপ্ত চিত্তে বিশেষতঃ পুনঃপুনঃ ভয়োৎপত্তির দরুণ তাঁহারা স্মৃতিবিহ্বল হইতেছিলেন। দেবতারা ভিক্ষুগণের স্মৃতিবিহ্বলতা জানিয়া অসহ্য দুর্গন্ধ বায়ু প্রবাহিত করিতেছিলেন। সেই দুর্গন্ধের দ্বারা ভিক্ষুদের মস্তিষ্ক চঞ্চল হইয়া উঠিল। ইহা দ্বারা তাঁহাদের শিরঃপীড়া উৎপন্ন হইল। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যে এইরূপ উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে, তাহা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি হইল না।

অতঃপর একদিন প্রধান আচার্যের সেবার জন্য সকলে সমবেত হইলে আচার্য মহোদয় জিজ্ঞাসা করিলেন– "বন্ধুগণ, তোমরা প্রথম যখন বনে প্রবেশ করিয়া ধ্যান করিতেছিলে, তখন তোমাদের মুখের চেহারা বেশ স্বাভাবিক দেখা গিয়াছিল, কিন্তু এখন তোমাদিগকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগ্নস্বাস্থ্য দেখিতেছি কেন? এইস্থান কি তোমাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে?" তদুত্তরে একজন ভিক্ষু বলিয়া উঠিলেন– "ভন্তে, আমি রাত্রিতে এইরূপ ভয়ানক আকৃতি দেখি, ভীষণ শব্দ শুনি এবং অসহ্য দুর্গন্ধ পাইতে থাকি। কাজেই আমার চিত্ত সমাধিস্থ হয় না।" এইরূপে একে একে সকলে একই কথা বলিতে লাগিলেন।

তখন প্রধান আচার্য বলিলেন– "বন্ধুগণ, ভগবান দুইবার বর্ষা যাপনের বিধান করিয়াছেন, বিশেষত এইস্থান যখন আমাদের সাধনার অনুকূলে নহে, কাজেই আমরা ভগবানের নিকট গিয়া আরেক খানা যোগ্য স্থানের পরামর্শ লইব।" তাঁহারা সকলে প্রধান আচার্য মহোদয়ের প্রস্তাব সজ্ঞাত মনে করিয়া সাধুবাদের সহিত সম্মতি দিলেন এবং শয্যাসন গুছাইয়া শ্রাবস্তীতে ভগবানের নিকট গেলেন।

বনবাসী ভিক্ষুদিগকে আসিতে দেখিয়া ভগবান কহিলেন– "ভিক্ষুগণ, বর্ষাব্রতের মধ্যে দেশ–দেশান্তরে ভ্রমণ নিষেধ করিয়া আমি শিক্ষাপদ নির্দেশ করিয়াছি, তোমরা দেশ ভ্রমণ করিতেছ কেন? অতঃপর তাঁহারা আদ্যোপান্ত সকল বিষয় ভগবানের গোচরীভূত করিলেন। ভগবান চিন্তা করিয়া দেখিলেন– সেই স্থান ছাড়া সমগ্র জম্বুদ্বীপে তাঁহাদের সাধনার পক্ষে উপযুক্ত অপর সামান্য স্থানও নাই। তখন তাঁহাদিগকে বলিলেন– "ভিক্ষুগণ, তোমাদের উপযুক্ত স্থান আমি আর দেখিতেছিনা। তোমরা সেখানে থাকিয়া তৃষ্ণার অবসান করিতে পারিবে। তোমরা সে স্থানেই গিয়া বাস কর। যদি দেবতাদের কাছে সদয় ব্যবহার পাইতে চাও, তবে এই পরিত্রাণ শিক্ষা কর। ইহার দ্বারা তোমাদের 'পরিত্রাণ' এবং 'কর্মস্থান' উভয়বিধ কার্য সাধিত হইবে।" অতঃপর ভগবান সেই অরণ্যবাসী উদ্বিগ্নমনা ভিক্ষুদিগকে যেই পরিত্রাণের প্রভাবে বৃক্ষদেবতাগণ ভয় প্রদর্শন করিতে পারে না, যেই পরিত্রাণ সর্বদা উৎসাহ সহকারে ভাবনা ও আবৃত্তি করিলে সুখে নিদ্রা যাইতে পারে এবং দুঃস্বপ্ন দেখে না, সেই করণীয় মৈত্রীসূত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই সূত্রে নির্বাণ লাভ বা নির্বাণ লাভের জন্য ইচ্ছুক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্যক্তিগণের করণীয় এবং বিবিধ যক্ষ-ভয়াদি হইতে মুক্তি ও কর্মস্থানের জন্য মৈত্রী ভাবনা কথিত হইয়াছে। এই জন্য ইহার নাম 'করণীয় মৈত্রী সূত্র'।

করণীয় মৈত্রী সূত্রের ভূমিকা

যস্সানুভাবতো যক্খা নেব দস্সেন্তি ভিংসনং,
যম্হি চেবানুযুঞ্জন্তো রত্তিং দিবমতন্দিতো।
সুখং সুপতি সুত্তো চ পাপং কিঞ্চি ন পস্সতি,
এবমাদিগুণোপেতং পরিত্তং তং ভণামহে।

অনুবাদ ঃ- যেই পরিত্রাণ সূত্রের গুণপ্রভাবে যক্ষগণ (বৃক্ষদেবতাগণ) ভয় দর্শাইতে পারিবে না, দিবা-রাত্র অপ্রমত্ত হইয়া যেই ভাবনা করিলে সুখে নিদ্রা যাইতে পারে এবং নিদ্রিত ব্যক্তি কোন দুঃস্বপ্ন (পাপস্বপ্ন) দেখে না, এইরূপ গুণযুক্ত সেই পরিত্রাণ সূত্র পাঠ করিতেছি।

সূত্রারম্ভ

(১) করণীমথকুসলেন যন্তং সন্তং পদং অভিসমেচ্চ,
সক্কো উজু চ সুজু চ সুবচো চস্স মুদু অনতিমানী।

অনুবাদঃ- শান্ত নির্বাণপদ লাভের অভিলাষী, করণীয় বিষয়ে সুদক্ষ ব্যক্তির পক্ষে- সমর্থবান, ঋজু (সরল, শারীরিক কুটীলতাদি হীন) সুঋজু (অতি সরল), সুবাধ্য, মৃদুস্বভাব ও অনতিমানী (অভিমানহীন) হইতে হইবে।

(২) সন্তুস্সকো চ সুভরো চ অপ্পকিচ্চো চ সল্লহুকবুত্তি,
সন্তিন্দ্রিয়ো চ নিপকো চ অপ্পগব্ভো কুলেসু অননুগিদ্ধো।

অনুবাদ ঃ- যথালব্ধ চর্তুপ্রত্যয়ে সন্তুষ্ট, সুভরণীয়, অল্পকৃত্য (নানা কাজে সর্বদা লিপ্ত না থাকিয়া কেবল বিনয় ব্রতাদি আত্মকর্তব্য সম্পন্ন হওয়া), সংলঘুবৃত্তিসম্পন্ন (বহুভাণ্ডত্যাগ করিয়া কেবল শ্রমণারূপ অষ্ট পরিষ্কারধারী হওয়া), শান্তেন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবান, অপ্রগল্ভ (সেচ্ছাচারী না হইয়া বিনয়ানুরূপ আচারসম্পন্ন হওয়া) এবং গৃহীকুলের প্রতি অনাসক্ত হইতে হইবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপরে দুই গাথায় যাঁহারা নির্বাণ লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের করণীয় বিষয় নির্দেশ করিয়া এখন তাঁহাদের অকরণীয় বিষয়ও নির্দেশ করিবার জন্য ভগবান বলিলেন;–

(৩) ন চ খুদ্দং সমাচরে কিঞ্চি যেন বিঞ্ঞূপরে উপবদেয্যুং,
সুখিনো বা খেমিনো হোন্তু সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

অনুবাদ ঃ– এমন ক্ষুদ্র পাপাচরণও করিবে না, যাহা দ্বারা অপর বিজ্ঞগণ নিন্দা করিতে পারে। "সকল প্রাণী সুখী হউক, উপদ্রব বিহীন হউক, শান্তি–সুখ উপভোগ করুক" বলিয়া প্রাণীদের হিত চিন্তা করিতে হইবে।

উপরোক্ত সাড়ে তিন গাথায় অর্থাৎ "বিঞ্ঞূপরে উপবদেয্যুং" পর্যন্ত বলিয়া করণীয় ও অকরণীয় নির্দেশ করা হইয়াছে। তৎপর দেবতাদির ভয় নিবারণের জন্য পরিত্রাণ এবং কর্মস্থান নির্দেশ করিবার জন্য "সুখিনো বা খেমিনো হোন্তু" ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলা হইয়াছে।

(৪) যে কেচি পানভূতত্থি তসা বা থাবরা বা অনবসেসা,
দীঘা বা যে মহন্তা বা মজ্ঝিমা রস্স কানুকথুলা।

অনুবাদ ঃ– ভীত, নির্ভীক, দীর্ঘ, বড়, মধ্যম, হ্রস্ব, ক্ষুদ্র অথবা স্থূল যেই সমস্ত প্রাণী আছে, তাহারা সকলেই সুখী হউক।

(৫) দিট্ঠা বা যেব অদিট্ঠা যে চ দুরে বসন্তি অবিদুরে,
ভুতা বা সম্ভবেসী বা সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

অনুবাদ ঃ– অথবা যে সকল প্রাণী দৃশ্য (চক্ষে দেখা যায়) বা অদৃশ্য (চক্ষে দেখা যায় না), যাহারা দূরে বাস করে বা কাছে বাস করে এবং যাহারা জন্মিয়াছে বা পরে জন্মিবে অর্থাৎ যাহারা মাতৃগর্ভে অথবা ডিম্বের ভিতরে আছে, তথা হইতে পরে বর্হিগত হইবে, তাহারা সকলেই সুখী হউক।

(৬) ন পরো পরং নিকুব্বেথ, নাতিমঞ্ঞেথ কত্থচি নং কিঞ্চি,
ব্যারোসনা পটিঘসঞ্ঞা নাঞ্ঞমঞ্ঞস্স দুক্খমিচ্ছেয্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুবাদ ঃ– পরস্পরকে বঞ্চনা করিও না, কোথাও কাহাকেও অবজ্ঞা করিও না। হিংসা বা আক্রোশের বশবর্তী হইয়া পরস্পরের মধ্যে দুঃখোৎপাদনের কামনা করিও না।

(৭) মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে,
এবম্পি সব্বভুতেসু মানসং ভাবযে অপরিমাণং।

অনুবাদ ঃ– মাতা যেমন নিজের জীবন দিয়াও তাঁহার একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তেমন সকল প্রাণীর প্রতি অপ্রমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করিবে।

(৮) মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসং ভাবযে অপরিমাণং,
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।

অনুবাদ ঃ– উর্ধ্বদিকে, অধোদিকে ও পূর্বাদি চারিদিকে যেই সকল প্রাণী আছে তাহাদের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রী ভাবনা করিবে এবং এইরূপে মৈত্রী ভাবনা করিতে করিতে অবৈরী ও শত্রুতাশূন্য হইয়া ভেদজ্ঞান-রহিত হইবে।

(৯) তিট্‌ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সযনো বা যাবতস্‌স বিগতমিদ্ধো।
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্য ব্রহ্মমেত্তং বিহারমিধমাহু।

অনুবাদ ঃ– দাঁড়ান, গমন, উপবেশন ও শয়নের সময় এই চতুর্বিধ ঈর্যাপথে যতক্ষণ নিদ্রা না যাইবে ততক্ষণ এই স্মৃতি অধিষ্ঠান করিবে অর্থাৎ এই মৈত্রী ভাবনা করিতে থাকিবে। এই প্রকার মৈত্রী ভাবনাকে ব্রহ্ম-বিহার[1] বলে।

(১০) দিট্‌ঠিঞ্চ অনুপগম্ম সীলবা দস্‌সনেন সম্পন্নো,
কামেসু বিনেয্য গেধং নহি জাতু গব্‌ভসেয্যং পুনরেতী'তি।

---

[1] **ব্রহ্ম-বিহার ঃ–** মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনায় সময় কাটানোকে ব্রহ্ম-বিহার ভাবনা বলে। কেননা ব্রহ্মগণও এই সকল ধ্যানে দিন কাটাইয়া থাকেন, তাঁহাদের অন্য কোন ধ্যান নাই। ব্রহ্মাতুল্য ধ্যানে যাঁহারা নিমগ্ন তাঁহাদিগকে ব্রহ্ম-বিহারী বলা হইয়া থাকে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুবাদ ঃ— শীলবান ও সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন আর্য-শ্রাবক মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ পূর্বক কামের প্রতি লিপ্সা বা ভোগ-বাসনা দমন করিয়া পুনরায় গর্ভাশয়ে জন্মগ্রহণ করিতে আসেন না অর্থাৎ তিনি "শুদ্ধাবাস" ব্রহ্মলোকেই জন্মগ্রহণ করিয়া তথায় অর্হত্ব-ফল লাভ করেন এবং আয়ুশেষে সেইখানেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

করণীয় মৈত্রী সূত্র সমাপ্ত

খুদ্দকপাঠো নিট্ঠিতং।

সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com